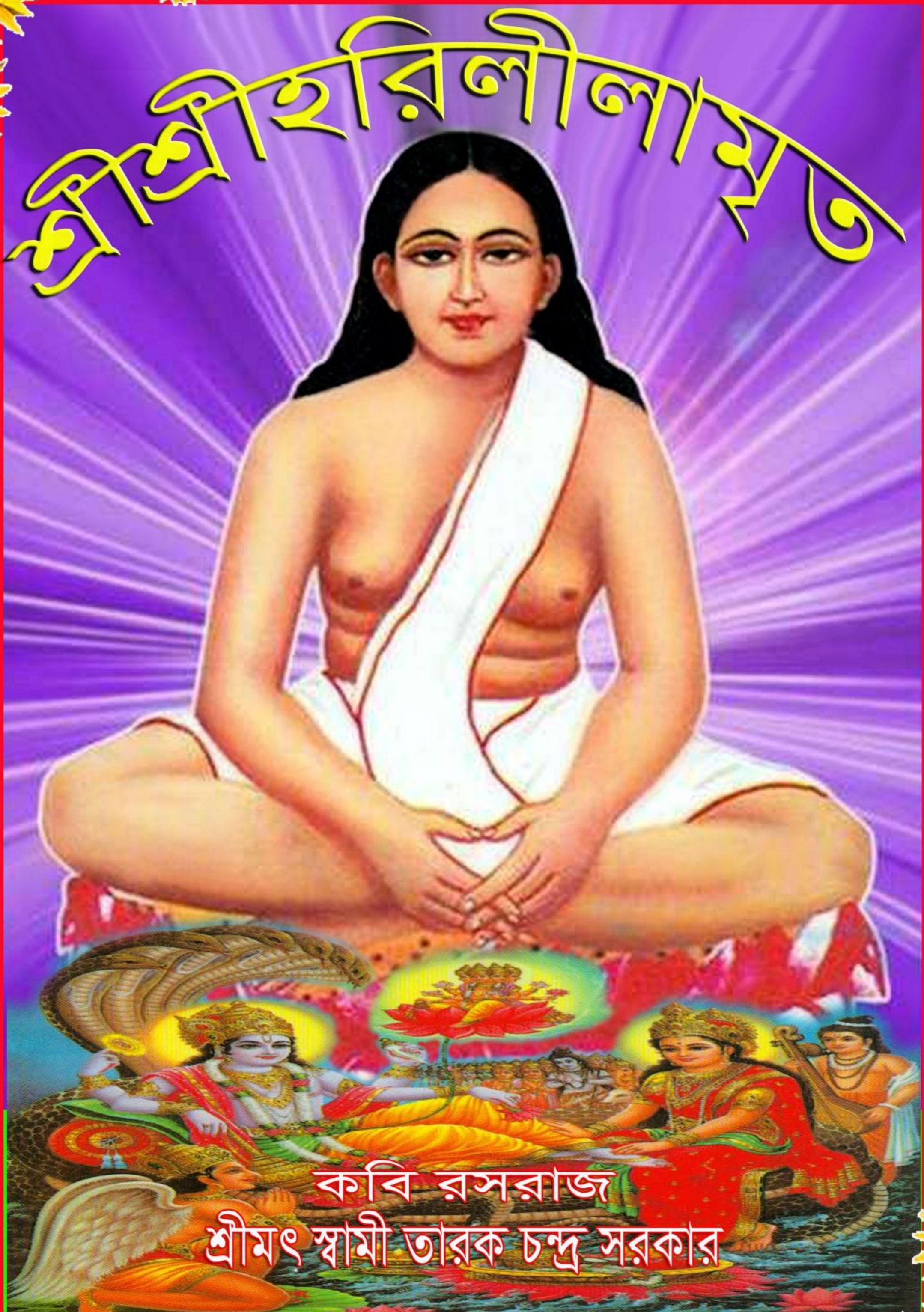

শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

কবি রসরাজ

শ্রীমৎ স্বামী তারক চন্দ্র সরকার

Pragyy@

শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

কবি রসরাজ মহোদয় কৃত এই গ্রন্থে মহাপ্রভুর সম্পর্ক
জীবনী, অর্থাৎ জন্ম, বাল্যখেলা, কৃষিকার্য্য,
বাণিজ্য, শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রসাদ প্রেরন,
লীলাপ্রকাশ প্রাচুর্য্য প্রভৃতি বহুতর
উপদেশপূর্ন রচনাবলী
সম্বলিত।

শ্রীশ্রী ওড়াকান্দি ধামের শ্রীশ্রীহরিমন্দির নাট-মন্দিরসহ

কবি-রসরাজ

শ্রীমৎ স্বামী তারকচন্দ্র সরকার

কর্ত্তৃক প্রনীত।

শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

শ্রীহিমাংশুপতি ঠাকুর
(“ঠাকুর” শ্রীধাম ওড়াকান্দি)
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
০১৮৮ শ্রীশ্রীহরিচাঁদ অব্দ ০ বঙ্গাব্দ, ১৪০৬ সাল।

প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্বসত্ব-সংরক্ষি (২০শ সংস্করণ)

উৎসর্গ পত্র

" উৎসর্গ পত্র”-“উৎসর্গ পত্র” নামমাত্র শুনিয়াছি, কিন্তু কাহাকে বলে, তাহা জানি না, কিরূপে করিতে হয় তাহা জানি না, সে কি আন্তরিক না বাহ্যিক তাহাও জানি না, তবে কি করিয়া “উৎসর্গ পত্র” লিখব ? বিশেষতঃ যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া, বা, এই গ্রন্থ দিব বলিয়া “উৎসর্গ পত্র” লিখিতে হয়, এই ব্রহ্মাণ্ড যে তাঁরই সৃষ্ট, সুতরাং ক্ষিত্যপ্তেজমরুদ্ব্যোম বা তজ্জাত আব্রহ্ম স্তম্ভপর্য্যন্ত সবই তার। অতএব যাঁহার জিনিষ তাহাকে দেওয়া এ আবার কেমন “উপসর্গ পত্র” । প্রকৃত-পক্ষে এ পাগলামী বৈআর কিছুই নয়। তবে এক কথা, মনিবের কোন দ্রব্য ভৃত্যের হস্তে অর্পিত হইলে, ভৃত্য কর্ত্তৃক তাহা নষ্টিভুত বা রূপান্তরিত হ্বইলে, তাহা ফিরাইয়া দেওয়ার সময় যেমন মনিবকে জানাইয়া দিতে হয়, তাই ম্লানমুখে, তোমার উদ্দেশ্যে তোমার লীলাগীতি শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত শিরোপরে লইয়া হাজির হইয়াছি। জগৎপিতঃ! তুমি ইহা গ্রহন করিবে কি ? ইহাতে আমার কিছুই নাই। তোমার চির-স্নেহের সেই তারকের মানস-উদ্যোন-প্রসূত গোলাপ-পুষ্পরাজী, তোমার সেই মহানন্দের চির-আকাঙ্খিত নন্দন-কাননজাত-পুষ্পরাজ-পারিজাত-আমি আজ্ঞাবহ দাস-তব “শ্রীপাদপদ্মে”দিব বলিয়া তোমার মুখ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অযোগ্য সেবক-
রাধা ক্ষ্যাপা

শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

ইংরেজী ১৮৪৭ সালের ২০ শে আইনানুসারে ‘শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত’ গ্রন্থেয় একমাত্র সত্ত্বাধিকারী ২০ শ্রীহিমাংশুপতি ঠাকুর ও তদীয় পুত্রদ্বয়-শ্রীদেবব্রত ঠাকুর এবং শ্রীমান সুব্রত ঠাকুর, ওড়াকান্দি, গোপালগঞ্জ।

ভুমিকা

শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত গ্রন্থ মহাপ্রভুর কৃপায় বহুদিন পরে জনসমাজে প্রকাশিত হইল । এই গ্রন্থে যাহা লেখা হইল, তাহাই মহাপ্রভু শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের জীবনী। ইনি ১২১৮ সালের ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে, "শ্রীশ্রীমহাবারুণীর দিনে", "ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে", জন্ম গ্রহন করেন। এবং ১২৮৪ সালের ২ শে ফাল্গুন বুধবার নিত্যধামে গমন করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর লীলার প্রারম্ভে,, প্রথমতঃ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত দশরথ বিশ্বাস মহাশয়দ্বয়, প্রভুর লীলা প্রকাশ মানসে অত্র গ্রন্থ প্রনেতা শ্রীযুক্ত কবি-রসরাজ মহাশয়কে লেখক পদে নিযুক্ত করিয়া অত্র লীলার কতকাংশ লিখিয়া শ্রীধাম ওড়াকান্দি গিয়া, মহাপ্রভুকে দেখাইয়া ছিলেন। তখন মহাপ্রভু গ্রন্থ লিখতে নিষেধ করেন। তন্ত্রাপি শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস মহাশয় গ্রন্থ লিখিতে ইচ্ছুক হইলেন। তখন মহাপ্রভু বলিলেন, মৃত্যুঞ্জয়! তুমি যদি এই লীলা গ্রন্থ প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার গলিত-কুষ্ঠ হইবে; এবং হস্ত পদাদির অঙ্গুলী স্খলিত হইবে । তচ্ছ্রবণে বিশ্বাস মহাশয় অতি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বলিলেন প্রভু! আপনার লীলাগীতি লিখিতে যদি আমার গলিত-কুষ্ঠ হয়, তাহা হইলে আমি আমাকে কৃতার্থ ও আমার জীবন স্বার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। সে ত আমার জীবনের "লীলা-গীতি" লেখার পরম পুরস্কার; এবং কর্ম জগতের মানব দেহের অতি মূল্যবান আভরণ। অতএব আমি "লীলা-গীতি" লিখব। কিন্তু, দৈব-নির্ব্বন্ধন, লিখিত লীলা-গ্রন্থ শ্রীধাম হইতে হারাইয়া যায় সুতরাং বিশ্বাস মহাশ্বয়দ্বয় গ্রন্থ লিখিতে নিরস্ত হইলেন। কিয়দিন পরে আন্তরিক গাঢ় অনুরাগের উত্তেজনায়, উক্ত বিশ্বাস মহাশয়দ্বয়, পুনরায় গ্রন্থ লিখিতে, কবি-রাসরাজ মহাশয়কে অনুরোধ করেন; তদুত্তওে কবি- রসরাজ মহাশয় বলিলেন, গোস্বামী! আমি লেখা জানিনা, পড়া জানিনা, অতি মূঢ়' যাহা জানি তাহা বলিবার নয়। বিশেষতঃ আমার লেখা জগতে কে মান্য করিবে? অতএব গ্রন্থ লিখিতে অযোগ্য ও অক্ষম বলিয়া আমাকে ক্ষমা করুন। তচ্ছ্রবণে বিশ্বাস মহাশয়দ্বয়, পুর্নবার কবি-রসরাজ মহাশয়কে বলিলেন, তারক! যদিচ, তুমি মুর্খ হও, প্রভুর লীলাত আর মুর্খূ নয়। অধিকন্তু আমরা দুজন তোমাকে আশীর্বাদ করিলাম, তুমিই, এই লীলা গ্রন্থ লিখিতে পারিবে। তথাপি তিনি নিজেকে, এই বৃহৎকার্য্যে অযোগ্য মনে করিয়া নিরস্ত থাকিলেন। অতঃপর অনেক দিন পরে, একদা রাত্রি-যোগে স্বপ্নাদেশে বাক্য বিনোদিনী দেবী-স্বরস্বতী আসিয়া কবি-রসরাজ মহাশয়কে বলিলেন, তারক! উহুদিন পূর্বে, শ্রীশ্রীধাম ওড়াকাঁন্দি হইতে তোমাদেও কৃত, প্রভুর লীলা গ্রন্থ তখন লীলা প্রকাশের অসময় বলিয়া, তাহা আমার আমার নিকটে রাখিয়া ছিলাম, এই তোমাদের সেই গ্রন্থ লও। এখন প্রভুর লীলা প্রকাশ কর, বলিয়া সেই গ্রন্থ দিয়া যান। তথাপিতিনি লিখিতে নিরস্ত থাকেন। পরে নিত্যানন্দ শক্তি বিশিষ্ট স্বামী মহানন্দ পাগল, অহরহ সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বারংবার অনুরোধ করায়ও তিনি গ্রন্থ লিখিলেন না। কিয়দ্দিন গত হইলে, পরলোক গত মহা ভাবময় প্রভুপাদ গোস্বামী গোলোকচাঁদ উন্মত্তাবেশে, একদা শেষ নিশাতে স্বপ্নাদেশে ভীষণ "নৃসিংহমুর্ত্তি ধারন করিয়া" কবি-রসরাজ মহাশয়ের বক্ষঃপরে নখ বাধাই দিয়া বলিলেন, 'হয় প্রভুর লীলা গ্রন্থ দে, নচেৎ তোর বক্ষ চিরিয়া রুধির পান করিব'। তখন কবি-রসরাজ মহাশয় অগত্যা স্বীকার করিলেন এবং চক্ষুরুন্মিলন করতঃ দেখিলেন যে, সূর্য্যোদয় হইয়াছে। পওে তিনি "লীলা গীতি" লিখিতে আরম্ভ ককরিলেন.....। অত্র গ্রন্থে- হাপ্রভুর জন্মানুষ্ঠান, জন্ম, প্রভুপাদ শ্রীশ্রীরামকান্ত গোস্বামী কর্ত্তৃক ভক্তি ভাবের নব অবতারণা ও প্রভুর বাল্যলীলা, বিবাহ, গার্হস্থ্য-ধর্ম প্রকাশ , প্রভুত্ব প্রকাশ, উপদেশপূর্ণ রচনাবলী, লীলা প্রকাশ প্রাচুর্য্য, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য, শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব কর্ত্তৃক প্রসাদ প্রেরণ, এবং প্রভুভক্তের উদার চরিত্র প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হইল।

শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

অপিচ

এই গ্রন্থে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অধুনা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, আশ্চার্য্য ঘটনাবলীর সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করিবার অক্ষমতা দৃষ্ট হয়। এই সম্প্রদায়কে আমার বক্তব্য এই,-

এই আশ্চর্য্য বিচিত্রতাপূর্ণ জগতের বিশেষতঃ ধর্ম্ম জগতের ঘটনাবলী, মানুষের চক্ষে, সমস্তই আশ্চর্য্য পূর্ন। ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে, সসকল সম্পদায়ের মধ্যেই, অতীব আশ্চর্য্য ঘটনার বিবরণ দৃষট হয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্য দেবের জীবনের ঘটনাবলী, সমস্তই আশ্চর্য্য ঘটনায় পূর্ণ। এমন কি পাশ্চত্য জগতের ধর্ম্ম প্রভু যীশুর জন্ম জীবনী ও কার্য্য কলাপ অত্যাশ্চর্য্য ঘটনায় পরিপূর্ণ কিন্তু তাই বলিয়া এই সমস্ত ঘটনাবলীর সত্যতায়, কেহই সন্দিহান হন না

আরো একটি কথা।

এানুষের শক্তি ও জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র। সেই জ্ঞানকে জাগতিক ঘটনাবলীর সত্যাসত্যের একটা বিচার বলিয়া মানিয়া লওয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। বরং এই সমস্ত ঘটনাবলী মানুষের জ্ঞান ও শক্তিকে, উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তিত করিতেছে, ভবিষ্যতে আরো করিবে। কবিরসরাজ মহাশয় মহাপ্রভুর সমসাময়িক শিষ্যগণের প্রমুখাৎ যে সমস্ত ঘটনাবলী শ্রুত হইয়াছেন, তাহা তিনি প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া চাক্ষুস যাহা দেখিয়াছেন, তাহা ঠিক সেই ভাবে এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের ঘটনা সম্বন্ধে, যে স্থানে যে ক্রিয়া হইয়াছে; সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এ বিষয় প্রমান করিলে, যতটুকু লেখা হইয়াছে , তদধিক রূপে প্রমানিত হইবে। এই গ্রন্থে মহাপ্রভুর শিষ্যগণের মধ্যে যে অতীব আদরণীয় হ্‌ইবে এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ মহাপ্রভুর শিষ্য সম্প্রদায়ের বহির্ভূত শিক্ষিত সমপ্রদায় ও এই গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সন ১৩২৩ বঙ্গাব্দ॥

শ্রীধাম ওড়াকন্দি

শ্রীহরিবর সরকার।

পুনঃ মুদ্রণের ভূমিকা

যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সংঘঠিত হয় তাহারই ইচ্ছায় এই মহাগ্রন্থপুনঃ মুদ্রিত হইল। তিনি অনন্ত শক্তিশালী ও অনন্ত মাধুর্য্যের খনি, সেই অগতির গতি পূর্ণব্রক্ষ শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের পাদপদ্মে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করিয়া শ্রীশ্রীহরিচাঁদের প্রপৌত্র, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের পৌত্র, শ্রীশ্রীসুবধন্যচাঁদের পুত্র শ্রীশ্রী শ্রপতিচাঁদেও হস্তে এই গ্রন্থ অর্পন করিলাম। অসংখ্য ভক্ত নর-নারীর আশ্রয়স্থল বংশের মুখোজ্জ্বলকারী, এতদ্দেশীয় সর্বকর্ম প্রতিষ্ঠানের মুলশক্তি, নির্ভীক কর্মী প্রাজ্ঞ ও ধীর, ভক্তি সুধাসিন্ধু তীর্থগামী, পরম বৈষ্ণব শ্রীশ্রী শ্রীপতিচাঁদেও আগ্রাহতিশয্যে এই দুর্মুল্যের দিনে এই মহামুল্য গ্রন্থখানি পুনরায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইহাই আদি-গ্রন্থ, এই গ্রন্থই ভক্তগনের অকাঙ্খার বস্তু ও প্রাণের সামগ্রী। ইহাতে ছাট্‌কাট্‌ নাই, সংশোধন করিবার কোনরূপ প্রয়াস নাই। কবি-রসরাজের আদি ও অকৃতিম গ্রন্থখানি এতদিন পওে প্রকাশিত করিয়া ধন্য হইলাম।

যেহেতু-

হে শ্রীশ্রী শ্রীপতিচাঁদ, তুমি শ্রীশ্রীহরি-গুরুচাঁদের গদিতে সমাসীন, সেহেতু তুমি আমাদের হৃদয়পদ্মে বিরাজ কর। তুমি শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের সকল ঐশ্বর্যেও ভাণ্ডারী ও অকুলের কাণ্ডারী। অদ্য ১৩৫০ সনের ১ শে আষাঢ় রবিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথথ দেবের রথ যাত্রার পুন্যবাসরে “শ্রীশ্রীহরি-লীলামৃত” তোমার হস্তে তুলিয়া দিতে পারিয়া সমস্ত শ্রম সার্থক ও নিজেকে কৃতার্থ মমনে করিতেছি।

কিমধিকমিতি-

নিবেদক-

ত্রিপুরা শ্রীশ্রীহরি-গুরুচাঁদ আশ্রম

শ্রীরাধাচরণ ক্ষ্যাপা (চক্রবর্ত্তী)

৯ম সংস্করণের ভুমিকা

অপূর্ণ পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ঐশান্য কোনে যাঁহার আবির্ভাব সেই অগতির গতি ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু অনাদির আদি পূর্ণনন্দ পূর্ণবক্ষ শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের অশেষ কৃপায় ভক্তমন প্রেমের ভাণ্ডার শ্রীশ্রীহ্রিলীলামৃত পুনঃ মুদ্রিত হইল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পঞ্চমপুরুষ প্রাণের ঠাকুর প্রভুপাদ শ্রীশ্রী শ্রীপতি ঠাকুরের পুত্র সকল শক্তির অধিকারিণী শ্রীশ্রীমাতা মঞ্জুলিকা দেবীর গর্ভজাত, বর্ত্তমান গদীসীন ঠাকুর, শ্রীশ্রীহিমাংশুপতি ঠাকুরের হস্তে এই মহাগ্রন্থ তুলিয়া দিয়া ধন্য হইলাম।

তোমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে আদি অকৃত্রিম ও নির্ভুল গ্রন্থ তোমাদেরই দ্বারা শ্রীধামে প্যতিষ্ঠিত 'ঠাকুর প্রেসে, মুদ্রিত হইল। তোমারা শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা প্রচাওে যে ভাবে নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছ, সে হেতু মতুয়া ভক্তবৃন্দ তোমাদের সাফল্যের জন্য পরম করুনময়ের নিকট করযোড়ে তাহাদের অন্তরের আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন করিতে থাকিবে।

শ্রীশ্রীমহাবারুণী
তাং- ৩রা চৈত্র ১৩৮৩ সাল।
১৬৬ শ্রীশ্রীহরিচাঁদ অব্দ।

ইতি- সেবকধম
মতুয়া সম্প্রদায়ের পক্ষে-
শ্রীজয়গোপাল সিকদার (গোঁসাই)
সাং- জয়পুর

শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

২০শ সংস্করণের নিবেদন

নিখিল বিশ্বের চির কল্যাণকামী, ত্রিভুবনের অধীশ্বর;যাহার অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিত ব্যতীত সাগর-নদী বহে না, পাখিরা গাহেনা এমমনকি একটি বৃক্ষের পাতা নড়েওনা, পড়েওনা সেই পূর্ণবক্ষ শ্রীশ্রীহরিচাঁদেও ইচ্ছায় ভক্ত প্রেম "শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত"গ্রন্থখানি পুনঃ মুদ্রিত হ'ল। সময়ের দাবীও চাহিদা মেটাতে অফসেট প্রেসে ছাপাতে হয়েছে। এ জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রন্থখানির মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি করতে হ'ল। তবুও ভক্তদেও হাতে আদি এবং অকৃত্রিম গ্রন্থখানি তুলে দিতে পারায় আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট কৃতজ্ঞ। আশাকরি নতুন শতাব্দীর তথা নতুন সহস্রাব্দের সূচনায় সকল ভক্তগণই এই অমুল্য গ্রন্থখানি পাঠ করে তাদের সুন্দও ও উন্নত জীবন গঠনে ব্রতী হবেন এবং তাহলেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে আশা রাখি।

নিবেদক-
শ্রীহিমাংশুপতি ঠাকুর
শ্রীধাম ওড়াকান্দি।

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীহিমাংশুপতি ঠাকুর, গ্রাম+পোঃ- ওড়াকান্দি

জেলাঃ গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ।

পূর্ণবহ্ম শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্ব ও বর্ত্তমান পুরুষগণের পরিচয়

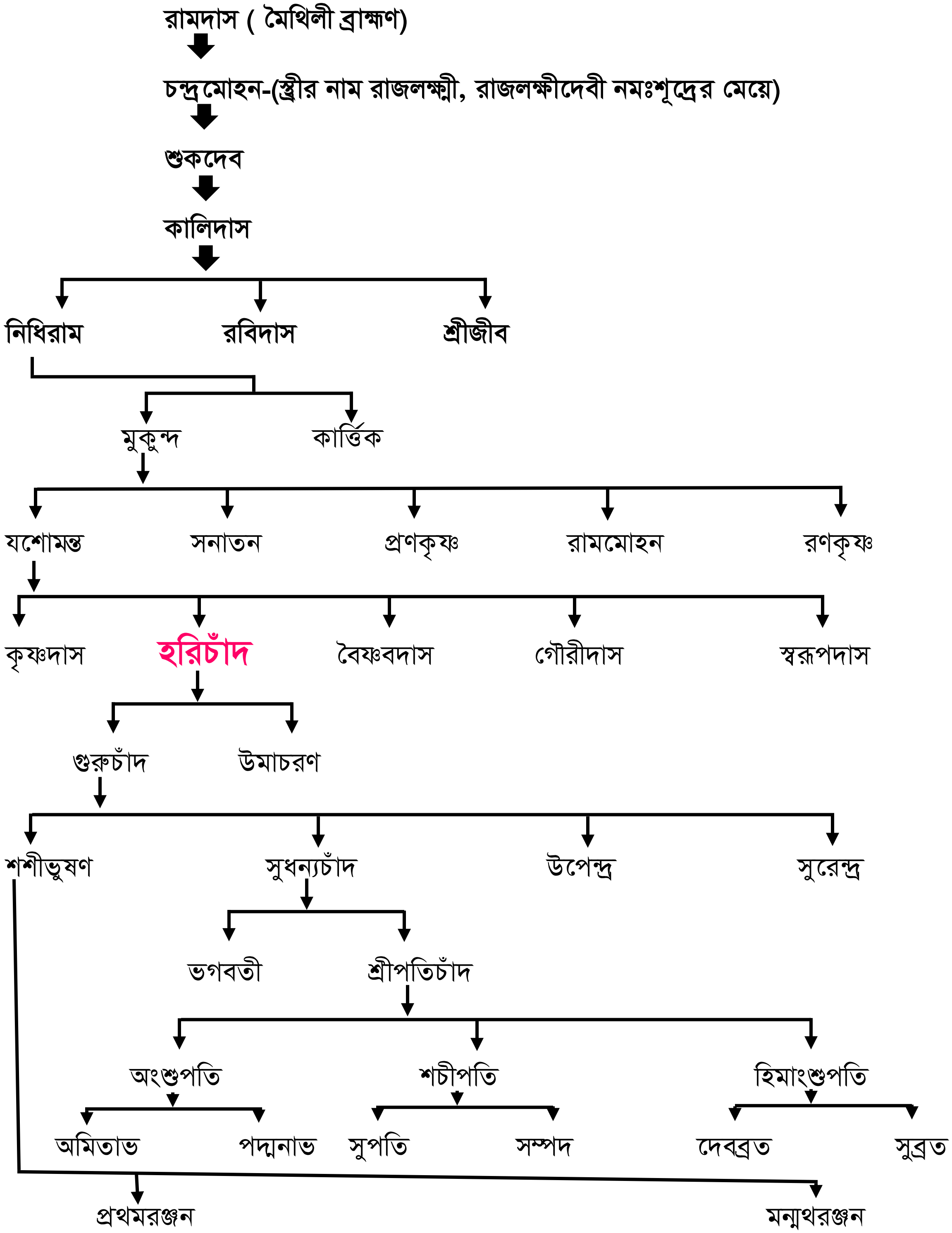

সূচীপত্র

আদি খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম তরঙ্গ	
বন্দনা	১
অথ মঙ্গলাচরণ	১
পুনর্বার অবতারের প্রয়জন ও পূর্ব পূর্ব পুরাণ ও ভগবত প্রসঙ্গ	২
অথ দণ্ড-ভঙ্গ-বিবরণ	৪
ভক্ত কণ্ঠ হার	৫
যম কলি প্রভাব গ্রন্থালোচনা	৫
অথ দারু-ব্রহ্মে গৌরাঙ্গ মিলন	৮
গৌরভক্ত খেদ ও দৈবাদেশ	৯
অবতার অনুক্রম ও যশোমন্ত ঠাকুর ও পৌরাণিক অন্যান্য ভক্ত চরিত্র	১০
দ্বিতীয় তরঙ্গ	
বন্দনা	১২
মহাপ্রভুর পূর্ব্ব পুরুষগণের বিবরণ	১২
অথ যশোমন্ত চরিত্র কথা	১৩
শ্রীমদ্রাকান্ত গোস্বামীর উপাখ্যান	১৪
অন্নপূর্ণা মাতার যশোদা আবেশ	১৪
শ্রীশ্রীহরিঠাকুরের জন্ম বিবরণ	১৫
রামকান্ত গোস্বামীর পূর্ব্বাপর প্রস্তাব	১৭
রামকান্তের বাসুদেব দর্শন	১৮
শ্রীশ্রীবাসুদেবজীর স্নান যাত্রা	১৯
বাসুদেব ও রামকান্ত গোস্বামীর চরিত্র কথন ও নৌকা গঠন ও রথযাত্রা	২০
রামকান্তের বাসুদেব রথযাত্রা	২১
রামকান্ত গোস্বামীর মানব লীলা সম্বরণ	২২
তৃতীয় তরঙ্গ	
বন্দনা	২৩
যশোমন্ত ঠাকুরের বৈষ্ণব সেবা ও বৈষ্ণব দাসের পুনরর্জ্জীবন	২৩
মোহমুদগরোপাখ্যান	২৪
জয়পুর রাজকুমারের পুনর্জ্জীবন	২৫
প্রভুদের বাল্যখেলা	২৭
মহাপ্রভু হরিচাঁদের বাল্যলীলা	২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
মহাপ্রভু হরিচাঁদের গোপাল বেশ	২৮
রাখাল বিশ্বনাথের জীবন দান	২৯
মহাপ্রভুর গোষ্ঠলীলা ও ফুলসজ্জা	২৯
শ্রীগৌরাঙ্গের হস্ত গননা	৩১
জ্ঞানযোগ ও রস প্রকরণ	৩২
অথ লক্ষ্মীমাতার জন্ম, বিবাহ ও যশোমন্ত ঠাকুরের তিরভাব	৩৩
চতুর্থ তরঙ্গ	
বন্দনা	৩৪
গ্রন্থকারের প্রতি গ্রন্থলিখিবার আদেশ	৩৪
কবি জন্মোপখ্যান	৩৬
গ্রন্থকারের অনুনয়	৩৭
শ্রীমদ্ ব্রজনাথ পাগলোপাখ্যান	৪০
সফলা নগরী বারের আবির্ভাব ও শ্রীশ্রীহরিচাঁদ অঙ্গে জ্যোর্তিম্মিলন	৪২
ব্রজনাথের দ্বারা মৃত গরুর জীবন দান	৪২
বড় কর্ত্তার অনুনয়	৪৩
মহাপ্রভুর মহিমা প্রকাশ ও কুষ্ঠব্যাধি মুক্তির বিবরণ	৪৪
প্রভুদেরজমিদার সঙ্গে বিবাদ বিবরণ	৪৫
জমিদারের অত্যাচার	৪৬
জমিদার কর্ত্তৃক প্রজা উচ্ছন্ন বিবরণ	৪৭
প্রভুদের প্রতি জমিদারের বিনয়	৪৮
পঞ্চ ভাই পৃথকান্ন ও মুদ্রা বন্টন	৪৮
ব্রজনাথের জীবন ত্যাগ	৪৯
পঞ্চম তরঙ্গ	
বন্দনা	৪৯
মহাপ্রভু কর্ত্তৃক কৃষিকার্য্য	৪৯
নিস্কাম বা আত্মসমর্পণ	৫১
বৈশ্য দস্যুর প্রস্তাব	৫১
দস্যুর দীক্ষা গ্রহণ	৫২

শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

বিষয়	পৃষ্ঠা

শাপভ্রষ্টা ব্রাহ্মনীর টিকটিকি রূপ
ধারণ ও মোক্ষণ ৫৪
প্রভুর ধর্ম কন্যার বিবরণ ৫৫
রাউৎখামার গ্রামে প্রভুর প্রকাশ ও
ভক্ত সঙ্গে নিজালয়ে গমন ৫৭

ষষ্ঠ তরঙ্গ

বন্দনা ৫৯
বক্তগণের মহাসংকীর্ত্তনোচ্ছাস ৫৯
প্রভুর নতুন বাটি বসতি ৬০
রোগের ব্যবস্থা ৬১
রিামকুমারের অঙ্গে কাল সর্পাঘাত- ৬১
ভক্তগণের উদার ভাব ৬৩
রাজমাতার প্রভুমাতার নিকট অনুনয় ৬৫
ভক্তগণের ‘মতুয়া’ খ্যাতি বিবরন ৬৬

সপ্তম তরঙ্গ

বন্দনা ৬৮
প্রভুর আনারস ভক্ষণ ৬৮
রামলোচনের বাটি মহোৎসব ও
চৈতান্য বালার দর্প চুর্ণ ৬৯
শ্রীশ্রীহরিচাঁদেও চতুর্ভুজ রূপ ধারণ ও
গোস্বামী গোলোকচাঁদেও বংশাখ্যান ৭১
বদন গোস্বমীর উপাখ্যান ৭৩

মধ্য খণ্ড

প্রথম তরঙ্গ

বন্দনা ৭৭
অথ মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের উপখ্যান ৭৭
শ্রীহীরামন পাগলের উপখ্যান ৭৮
প্রভুর শ্রীরাম মুর্ত্তি ধারণ ৮০
হীরামনের জ্বও ও জ্ঞাতি কর্ত্তৃক ত্যাগ
ও পুনর্জ্জীবন ৮০
হীরামনের স্তব ও পুনঃ রামরূপ দর্শন ৮৩
হীরমনের নিজালয় গমন ৮৪
হীরামনের দেশাগমনে সকলের
শ্রীহরির প্রতি ঐশিভাব প্রকাশ ও
হীরামনের পুত্রের জন্ম ও মৃত্যু ৮৫
গোস্বামী হীরামনের প্রতি কালাচাঁদ
ফকিরের অত্যাচার বিবরণ ৮৬
গোস্বামীর শ্রীধামে গমন ৮৮
ফকিরের শেষ বিবরণ ৯০

দ্বিতীয় তরঙ্গ

বন্দনা ৯১
মহাসংকীর্ত্তনে শমনাবির্ভাব ৯১
অপিচ বৃদ্ধার বাচনিক ও
মৃত্যুকন্যার আবির্ভাব ৯২
ভক্ত দশরথ বৈরাগীর উপাখ্যান ৯৩
দেবী জানকী কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর ফুলসজ্জা ৯৫
মৃত্যুঞ্জয়ের কালিনগর বসতি ৯৯
শ্রীগোলোক গোস্বামীর
গোময় ভক্ষণ প্রস্তাব ১০০

তৃতীয় তরঙ্গ

বন্দনা ১০৩
গোস্বামী দশরথোপাখ্যান ১০৩
অথ দশরথ সঙ্গে ঠাকুরের ভাবালাপ ১০৫
অথ দশরথেরবাটি নায়েবের অত্যাচার ১০৬
মহিলা কাছারী এবং বিচার ও হুকুম ১১০
মমহাপ্রভুর জোনাসুর কুঠি যাত্রা ১১১
কুঠিতে নাম সংকীর্ত্তন ১১৪
মাহাপ্রভুর কুঠি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ১১৬

চতুর্থ তরঙ্গ

বন্দনা ১১৭
শ্রীমদেগালোক কীর্ত্তনীয়ার উপাখ্যান ১১৭
বিধবা রমণীর ব্যাধিরূপ পৈশাচিক
দৃষ্টি মোক্ষন ১২০
বুদ্ধিমন্ত বৈরাগীর চরিত্র কথন ১২৪
মাচকাঁদি গ্রামে প্রভুর গমন ১২৬
সতীস্বামী সহমৃত বা দম্পতির স্বগারোহণ ১২৮

পঞ্চম তরঙ্গ

বন্দনা ১২৮
ভক্ত স্বরূপারায়ের বাটিতে প্রভুর গমন ১২৯

শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিধবা রমমণীর শ্বেতকুষ্ঠ মুক্তি ১৩২
গোস্বামী গোলক ও অজগর বিবরণ ১৩২
ভক্তা নায়েবীর মহোৎসব ১৩৪
মহোৎসব ও নিমন্ত্রণ ১৩৬

ষষ্ঠ তরঙ্গ

বন্দনা ১৩৭
পাগলের গঙ্গঠর্চ্চা গমন ১৩৭
জলে স্থলে নাম সংকীর্ত্তন ১৩৮
রাখালসঙ্গে গোস্বামীর তিলবনেনৃত্য ১৩৯
গোস্বামীর ভোজের আয়োজন ১৪০
পাগলের নামে বিদ্বেষ ১৪২
পাগলের দৈব তামাক সেবন ১৪৪
গোস্বামী হরিচরণ অধিকারীর রথযাত্রা ১৪৪
পাগলের গঙ্গাচর্ণা যাত্রা ও লীলা খেলা ১৪৭

সপ্তম তরঙ্গ

বন্দনা ১৪৮
পাগলের বানরপ্রধানমুর্ত্তি ধারণ ও গঙ্গা দর্শন ১৪৮
ভক্ত গোলোক কীর্ত্তনীয়ার ঠাকুরালী ১৫০
পাগলের তালবৃক্ষ ছেদন ১৫২
গোস্বামীর দক্ষিণ দেশ ভ্রমন, বৈবুনিয়া.. ১৫৩
পাগলের প্রত্যাবর্ত্তন ১৫৪
সংসার রঙ্গ ভূমি ১৫৫
রুদ্র উদ্ধার ১৫৬
পাগরের ওলাউঠার তাড়ান ১৫৭
মহাপ্রভুর সঙ্গে পাগলের করণ যুদ্ধ ১৫৯
শ্রীধাম ওড়াকান্দি ঘাট বন্ধন ১৬৩
শ্রীমদ গোলোক গোস্বামীর মানবলীলা সম্বরণ ১৬৪
দেবী ঋমণিকে গোস্বামীর দর্শন দান ১৭০

অন্ত খণ্ড

প্রথম তরঙ্গ

বন্দনা ১৭১
শ্রীমল্লোচন গোস্বামীর বিবরন ১৭১
স্বামীর অপরূপ রূপ ধারণ ১৭৩
শ্রীমল্লোচন গোস্বামীর জয়পুর গমন ১৭৪
অবিশ্বাসী দ্বিজের ভ্রান্তি মোচন ১৭৬
গোস্বামীর ভিক্ষা বিবরণ ১৭৮
হীরামন ও লোচন গোস্বামীর বাদানুবাদ ১৮১

দ্বিতীয় তরঙ্গ

বন্দনা ১৮২
শ্রীমদদ্ধীরামন গোস্বামীর মৃত গরু ও মনুষ্য বাঁচাইবার কথা ১৮২
হীরামন গোস্বামীর বাহ্যলীলা ১৮৪
অভিন্নাত্মা দ্বি-পুরুষের একসঙ্গে মৃত্যু ও দাহন ১৮৬
হীরামন গোস্বামীর পদুমা ও কালীনগর লীলা ১৮৭
হীরামন গোস্বামী কর্ত্তৃক মৃন্ময়ী দুর্গাদেবীর স্তন্য পান ১৮৯

তৃতীয় তরঙ্গ

বন্দনা ১৯০
লালচাঁদ মালাকারের উপাখ্যান ১৯১
ভোলা কুকুরের বিবরন ১৯২
মহাপ্রভুর লালচাঁদের বাটি গমন ১৯৩
মহাপ্রভুর লালচাঁদের ভবনে উপস্থিত ১৯৪
শ্রীমত্তারকের বিবাহ ১৯৬
সূর্য্যনারায়নের সর্পঘাত ১৯৮
প্রেমপ্লাবন ও বিনারতিতে কর্ণের জন্ম ১৯৯
দেবী তীর্থমণির উপাখ্যান ২০০
শ্রীমদ্রসিক সরকারের উপাখ্যান ২০২
নিঃস্বর্থ অর্থদান ২০৩
ভক্ত রামকুমার আখ্যান ২০৩
ভক্ত মহেশ ও নরসিংহ শালগ্রাম ২০৪

চতুর্থ তরঙ্গ

বন্দনা ২০৫
শ্রীরাম ভরত মিশ্রের উপাখ্যান ২০৫
রাম ভরতের ওড়াকান্দি স্থিতি ২০৮
ভক্ত রামধনের দর্প চূর্ণ ২০৯

শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চম তরঙ্গ	
বন্দনা	২১০
দিগ্বিজয়ীর দিব্যজ্ঞান লাভ	২১০
শ্রীশ্রীহরিচাঁদের কৃষ্ণরূপ ধারণ	২১২
শ্রীশ্রীহরিচাঁদ পদতলে রামচাঁদের পদ্মফুল দর্শন	২১৩
শ্রীধামে মহালীলার গুপ্ত অভিসার	২১৪
ভক্ত আনন্দ সরকারের উপাখ্যান	২১৫
জাত মৃত পুত্রের জীবন দান	২১৫
আনন্দের রাগাত্মিকা ভক্তি	২১৬
আনন্দের প্রতি স্বপ্নাদেশ	২১৭
ষষ্ঠ তরঙ্গ	
বন্দনা	২১৮
শ্রীক্ষেত্র প্রেরিত প্রসাদ বিবরণ	২১৮
ভক্তজয়চাঁদ উপখ্যান	২১৯
জয়চাঁদের যুদ্ধ জয়	২২১
দীননাথ দাস প্রসঙ্গে সারী শুক কথা	২২৩
রাম ভরতের পুনরাগমন	২২৪
ময়না পাখীদ্বয়	২২৫
পরিশিষ্ট খণ্ড	
প্রথম তরঙ্গ	
বন্দনা	২২৭
শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ উপাখ্যান	২২৭
শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য	২০৩
শ্রীসুধন্যচাঁদ চরিত সুধা	২৩১
চিরকুমার শ্রীভগবতীচাঁদের কাহিনী	২৩১
শ্রীশ্রী শ্রীপতিচাঁদের শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের আবির্ভাব	২৩২
দ্বিতীয় তরঙ্গ	
বন্দনা	২৩৩
স্বামী মহানন্দ পাগলের লীলা	২৩৩
স্বামীর শালনগর গমন	২৩৪
সাহাবাজপুর রাখাল সঙ্গে পাগলের খেলা	২৩৫
স্বামী মহানন্দের ভক্তাশ্রমে ভ্রমণ	২৩৯
পাগলের চাপলিয়া গ্রামে যাত্রা	২৪১
তৃতীয় তরঙ্গ	
বন্দনা	২৪৪
ভক্ত হরিপাল উপাখ্যান	২৪৫
ভক্তগণ প্রমত্ত	২৪৮

শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

সুচী পত্র সমাপ্ত

চিরদিন নামমাত্র হরি শুনি তাই।
সাকার রূপেতে কোন হরি মুর্ত্তি নাই ॥
অনর্পিতোজ্জল রস প্রেমমুর্ত্ত করি।
সাকার রূপে এলেন রক্তবর্ণ হরি॥

পাঠকদের উদ্দেশ্যে

জয় হরিবল জয় হরিবল জয় হরিবল

মতুয়া বার্তার পক্ষ থেকে শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত এর ইবুব পাঠকদের জানাই আমার ভক্তিপূর্ন প্রনাম । আসাকরছি ঠাকুরের কৃপায় সকলেই ভলো আছেন , আমরা খুবি অল্প সময়ে শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত এর ইবুকটি তৈরি করেছি তাই কোন ভুল ক্রুটি থাকতে পারে, আপনারা ভুল ক্রুটি গুলো ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন এবং ভুল ক্রুটি গুলো আমাদের কে জানাবেন যাতেকরে আমরা ভুল ক্রুটি গুলো সংশোধন করতে পারি। আমাদের সাথে যোগাযোগের জন্য এই নম্বরে ফোন করুন ঃ **01625-093858**

01993-395666

শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

আদি খণ্ড

-গ্রন্থারম্ভ-

প্রথম তরঙ্গ

বন্দনা ।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস ।
জয় শ্রীবৈষ্ণব দাস জয় গৌরীদাস ॥
জয় শ্রীস্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর ।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার ॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন ।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন ॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময় ॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ ॥

অথ মঙ্গলাচরণ ।

হরিচাঁদ চরিত্রসুধা প্রেমের ভাণ্ডার ।
আদি অন্ত নাহি যার কলিতে প্রচার ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরের শেষ হয় কলি ।
ধন্য কলিযুগ কহে বৈষ্ণব সকলি ॥
তিন যুগ পরে কলি যুগ এ কনিষ্ঠ ।
কনিষ্ঠ হইয়া হৈল সর্ব্বযুগ শ্রেষ্ঠ ॥
এই কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার ।
বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দারুব্রহ্মরূপ আর ॥
যে যাঁহারে ভক্তি করে সে তার ঈশ্বর ।
ভক্তিযোগে সেই তার স্বয়ং অবতার ॥
হয়গ্রীব অবতার কপিলাবতার ।
অষ্টাবিংশ অবতার পুরাণে প্রচার ॥
মৎস্য কূর্ম্ম বামন নরহরি ।
ভৃগুরাম রঘুরাম রাম অবতারি ॥
ঈশ্বরের অংশকলা সব অবতার ।
প্রথম পুরুষ অবতার রঘুবর ॥
নন্দের নন্দন হ'ল গোলোকের নাথ ।
সংকর্ষণ রাম অবতার তাঁর সাথ ॥
সব ঈশ্বরের অংশ পুরাণে নিরখি ।
বর্ত্তমান দারুব্রহ্ম অবতার কল্কি ॥
সব অবতার হ'তে রাম দয়াময় ।
দারুব্রহ্ম দয়াময় কৃষ্ণ দয়াময় ॥
পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণানন্দ নন্দের নন্দন ।
সেই নন্দসুত হ'ল শচীর নন্দন ॥
যে কালে জন্মিল কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম নয় ।
পূর্ণ হ'ল যেকালে পড়িল যমুনায় ॥
শচীগর্ভে জন্ম ল'য়ে না ছিলেন পূর্ণ ।
দীক্ষাপ্রাপ্তে পূর্ণ নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ॥
তখন হইয়া পূর্ণ সন্ন্যাস করিলে ।
আটচল্লিশ বর্ষ পরে মিশিলা উৎকলে ॥
সকল হরণ করে তাঁরে বলি হরি ।
রাম হরি কৃষ্ণ হরি শ্রীগৌরাঙ্গ হরি ॥
প্রেমদাতা নিত্যানন্দ তাঁর সমিভ্যরে ।
হরিকে হরয় সেই হরিভক্ত দ্বারে ॥
নিত্যানন্দ হরি কৃষ্ণ হরি গৌর হরি ।
হরিচাঁদ আসল হরি পূর্ণানন্দ হরি ॥
এই হরিচাঁদ লীলা সুধার সাগর ।
তারকেরে কর হরি তাহাতে মকর ॥

শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

পূনর্ব্বার অবতারের প্রয়োজন ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাগবত ও পুরাণ প্রসঙ্গ ।

ত্রিপদী ।

ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশে, এক বিষ্ণু চতুরাংশে,
হ'ল দশরথের নন্দন।
দ্বাপরেতে কারাগারে, জন্ম বাসুদেব ঘরে,
যশোদার হৃদয় রতন॥
যোগমায়ার প্রভাবে, মাতা দেবকীর গর্ভে,
রোহিণী গর্ভেতে আকর্ষণ॥
যোগমায়া আকর্ষণে, জন্মিলেন বৃন্দাবনে,
বলরাম নাম সংকর্ষণ॥
নন্দের নন্দন যেন, শচীসূত হ'ল গেন,
নিত্যানন্দ হৈল বলরাম।
সেই লীলা সম্বরণ, খেতর জন্ম ধারণ,
নিত্যানন্দ হৈল নরোত্তম॥
শ্রীঅদ্বৈত রাম চন্দ্র, শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র,
তিন প্রভু প্রেম প্রচারিলা।
যে জন্যে এ অবতার, পশ্চাতে করি প্রচার,
ওঢ়াকাঁদি কৈল শেষ লীলা ॥
যস্য পুত্র যস্য নাম, যথা হ'ল জন্মধাম,
করিলাম লিখিতে আশায় ।
রসিক সজ্জন বিজ্ঞ, দেহ মোরে এই ভাগ্য,
মনোজ্ঞ নিষ্ফল যেন নয়॥
মানবকুলে আসিয়ে, যশোমন্ত সুত হ'য়ে,
জন্ম নিল সফলানগরী।
প্রচারিল গূঢ়গম্য, সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম,
জানাইল এ জগত ভরি॥

পয়ার।

কি ধন্য প্রভুর লীলা এই কলিযুগে।
সব লীলা হ'তে ধন্য হ'ল ভক্তিযোগে ॥
দশরথ-গৃহে জন্ম লইয়া শ্রীরাম।
ভুভার হরণ পূর্ণ ভক্ত মনস্কাম॥
বৈকুণ্ঠ নায়ক হরি হৈল লীলাকারী।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ গোলোক বিহারী॥
ভূভার হরণ ভক্ত মনোরম্য কারী।
ভক্তসঙ্গে প্রেমরস মুধুর মাধুরী ॥
তিন শক্তি একত্র হইয়া ভাগবান্।
দেবকীর বায়ুগর্ভে দুই শক্তি যান ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মিমাংসা র'য়েছে।
যশোদার গর্ভে মহাবিষ্ণু জন্মিয়াছে॥
চারি শক্তি একযোগে হয় কৃষ্ণ লীলা।
ভাগবতে শুকদেব মীমাংসা করিলা ॥
বহুত প্রমাণ লাগে সে সব লিখিতে ।
অন্যান্য প্রমান গ্রন্থে র'য়েছে বলিতে ॥
চৈতণ্যচরিতামৃত তাহার প্রমাণ।
বহুযুগ গত পরে এল ভাগবান ॥
নন্দসুত ব'লে যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতণ্য গোঁসাই ॥
বহুত দ্বাপর কলি আসে আর যায়।
স্বয়ং এর অবতার তাতে নাহি হয় ॥
অষ্টাবিংশ মন্বন্তর শেষ যেই কলি ।
অবতীর্ণ ভক্তবৃন্দ লইয়া সকলি ॥
যে দ্বাপরে অন্য শক্তি বিবর্জ্জিত হ'য়ে ।
গোলোকবিহারী লীলা গোকুলে আসিয়ে ॥
দ্বাপরের শেষ সেই কলির সন্ধ্যায় ।
শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রভু জন্ম নদীয়ায় ॥
এই সেই কলি এই সেই অবতার ।
অনর্পিত প্রেমভক্তি অর্পিল এবার ॥
সই ত গৌরাঙ্গ প্রভু এই কলিকালে।
অবতীর্ণ নদীয়াতে হরি হরি বলে ॥
উৎকলেতে লীলা সাঙ্গ অল্পেতে করিল ।
এনের কামনা বহু মনেতে রহিল ॥
চৈতন্যচরিতামৃত মঙ্গলাচরণে ।
প্রভুর মনের কথা লিখিল যতনে ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর চারি রস।
চারিভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥
আপনিও এই ধর্ম করিব যাজন ।
ইহাদ্বারা করাইব ভক্তের শিক্ষন ॥
সন্ন্যাস করিল প্রভু এই ধর্ম লয়ে ।
রাগানুগা প্রেমভক্তি হাটে বাহুড়িয়ে ॥
গৌড়িয়ার ভক্ত তার নাহি পায় লেশ ।
শুদ্ধাচার সেবা ভক্তি নাম ভাবাবেশ ॥
আটচল্লিশ বর্ষ মধ্যে প্রভু দিল ফাঁকি ।
এই ত প্রতিজ্ঞা এক রহিলেক বাকী ॥
কা্শীতে বসিয়া সনাতনে শিক্ষা দিলা ।
সনাতনে শিক্ষাকালে অনেক কহিলা ॥
অকামনা প্রেম ভক্তি কেবলার রীতি ।

শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

আপনি বা তাহা কই পারিল বর্ত্তইতি ॥
কেবলার রীতি এই কৃষ্ণেতে ঐকান্তি ।
তার আগে ভক্তি মুক্তি সকলি অশান্তি ॥
কৃষ্ণগত প্রাণ হ'বে কৃষ্ণ সুখে সুখী ।
কার দেহ লয়ে প্রভু মারে ঝাঁকি ঝুকি ॥
কৃষ্ণেতে অর্পিত দেহ এ দেহ কৃষ্ণের ।
আছুক অন্যের কার্য্য নিজে হৈল ফের ॥
হাত পা বাহির হয়ে সন্ধিকল ছুটে।
কচ্ছপ আকার হয়ে ক্ষণে পৈশে পেটে ॥
যদ্যপি প্রভুরমনে থাকে কোনভাব।
যা দেখিনু তা লিখিনু গ্রন্থের যে ভাব ॥
তবেত পভুর মনে কামনা রহিল।
অকামনা প্রেমভক্তি কই পাওয়া গেল ॥
কামনা রহিল আছে দৃষ্টান্ত তাহার।
অদ্বৈতের করে ধরি বলে বার বার ॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি সেই লীলার প্রচার।
শেষ যে করিব লীলা মোরে চমৎকার ॥
তুমি আমি নিত্যানন্দ এই তিন জন।
করিব নিগূঢ় লীলা রস আস্বাদন ॥
তুমি হ'বে রামচন্দ্র আমি শ্রীনিবাস।
দাদা নিত্যানন্দ হবে নরোত্তম দাস ॥
শেষ লীলা তিন জন করিল আসিয়া ।
প্রচালির প্রেমভক্তি খেতর যাইয়া ॥
নিগূঢ় ভজন লীলা করে তিন জন ।
ভাগ্যবান ভক্ত যারা করে দরশন ॥
তাদের ভজন গ্রন্থ পড়ে দেখ ভাই ।
অকামনা প্রেমভক্তি তাতে বর্ত্তে নাই ॥
উদ্দেশ্য থাকিল পুনঃ আসিয়া ধরায় ।
ঐ প্রেম আস্বাদিবে তিন মহাশয় ॥
সে কারণ অবতার হৈল প্রয়োজন।
সফলানগরী যশোমন্তের নন্দন ॥
শচীর নন্দন যবে পড়ে পাঠশালে ।
পড়ুয়ার সঙ্গে সদা হরি হরি বলে ॥
যে জন না বলে হরি কর্ম্মসূত্রে মরে ।
ঠেঙ্গা ল'য়ে যায় প্রভু তারে মারিবারে ॥
সেই গিয়া করে সয়া পাষণ্ড সঙ্গেতে ।
মারিব মিশ্রের সুতে আইলে মারিতে ॥

অন্তর্য্যামী ভগবান জানিলেন চিতে ।
এরূপে না পারিলাম হরিনাম দিতে ॥
একবার মাতাকে দিলাম পরিচয় ।
গ্রহণের বেড়ি গড়ি দিল মোর পায় ॥
স্বীয় পরিচয় তাহে দিবার কারণে ।
উদয় হইনু হাত গণকের স্থানে ॥
সে মোরে গনিয়া বলে নন্দের নন্দন ।
এবে শচীসুত জীব উদ্ধার কারণ ॥
কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ জীব না চিনিল মোরে ।
গনিয়া দেখিয়া বলে একি হ'তে পারে ॥
প্রভু কন তার পূর্ব্ব জন্মে কেবা আমি ।
ঠিক করি গণনা করহ দেখি তুমি ॥
গণক বলেন ছিলে অযোধ্যায় রাম।
কৌশল্যা-জননী পিতা দশরথ নাম ॥
তুমি ছিলা রামচন্দ্র জগতের মূল।
ফিরে বলে এ গণনা হইয়াছে ভুল ॥
বদ্ধ কর্ম্মসূত্রে জীবে উদ্ধারি কেমনে ।
কাঙ্গার হইব আমি তাহার কারণে ॥
কেশ মুড়ি কড়া ধরি হইব কাঙ্গাল ।
ঘরে ঘরে মেগে খাব হইয়া বেহাল ॥
হাতে ধরি পায় ধরি দিব হরিনাম ॥
কাঙ্গাল দেখিয়া মোরে দয়া উপজিবে ।
চিত্ত দ্রবিভূত হ'য়ে হরিনাম ল'বে ॥
মুকুন্দমুরারী আর নিত্যানন্দ ল'য়ে ।
কহিলেন মনোকথা নিভৃতে বসিয়ে ॥
পরে কহিলেন শচী মাতাকে কাঁদিয়া ।
তাহা শুনি শচীরাণী অধৈর্য্য হইয়া ॥
কহিলেন শচীমাতা বাপরে নিমাই ।
ছেড়ে যদি যাও রাখিবার সাধ্য নাই ॥
অনেক প্রলাপ মাতা করিল তাহাতে ।
সান্ত্বনা করিল মাকে মধুর বাক্যেতে ॥
শচী বলে তহুমি যদি মোরে ছেড়ে যাবে ।
এ ব্রহ্মাণ্ডে তবে আর মাতা কে মানিবে ॥
এ সময় গৌরাঙ্গ করিল অঙ্গীকার ।
তোমাকে ছাড়িতে মাতা শক্তি কি আমার ॥
শোধিতে নারিব মাতা তব ঋণধার ।
জন্মে জন্মে তব গর্ভে হ'ব অবতার ॥
ধর্ম্ম সংস্থাপন আর জীবের উদ্ধার ।
এরূপে লইব জন্ম আর দুইবার ॥

তারপর শ্রীনিবাসরূপে জন্ম নিল ।
নরোত্তমরূপে নিত্যানন্দ জনমিল ॥
আর এক জন্ম বাকী রহিল প্রভুর ।
এই সেই অবতার শ্রীহরি ঠাকুর ॥
মহানন্দ চিদানন্দ রচিতে পুস্তক ।
পয়ার প্রবন্ধ ছন্দে রচিল তারক ॥

অথ দণ্ডভঙ্গ-বিবরণ ।

এবে শুন দণ্ডভঙ্গ নিগূঢ় কারণ ।
দণ্ড ভাঙ্গা ঘাট এবে আছে নিরূপণ ॥
ভারতীকে কৈলা গুরু কাটোয়ায় আসি ।
শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রভু হইল সন্ন্যাসী ॥
দণ্ড কমণ্ডলু করে কটিতে কপীন ।
সন্ন্যাসী হইল পরেঅতি দীন হীন ॥
আর ত নিগূঢ় এক দেখত ভাবিয়া ।
নিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গে কিসের লাগিয়া ॥
কেহ কহে নিত্যানন্দ পরম উদার ।
সে কারণ দণ্ড খণ্ড করিল তাঁহার ॥
কেহ বলে মহাপ্রভু সকল ত্যজিল ।
সব ত্যজি কেন এই দণ্ডটি রাখিল ॥
তাহে ক্রোধ করি নিত্যানন্দ ভাঙ্গে দণ্ড ।
কেহ কহে ছল করি ভুলায় ব্রহ্মাণ্ড ॥
ভাগবত লীলামৃতে আছয় প্রকাশ ।
চলিলেন মহাপ্রভু করিতে সন্ন্যাস ॥
নিত্যানন্দ দণ্ড প্রতি বলে ওরে দণ্ড।
তোরে করি দণ্ড তুই বড়ই পাষণ্ড ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশূলিন্দ্র যাঁহার আজ্ঞাকারী ।
সে কেন বহিবে তোরে হ'য়ে দণ্ডধারী ॥
আবশ্য ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী ।
এ সব সিদ্ধান্ত আমি শিরোধার্য কারি ॥
স্বয়ং এর কার্য্য এই আছে চিরধার্য্য ।
এক কার্য্য অবলম্বে বাড়ে বহু কার্য্য ॥
দুই তিন অবলম্বে এক কার্য্য হয় ।
নিগূঢ় আস্বাদি স্বাভাবিক যে দেখায় ॥
হেন মানি নিত্যানন্দের অসহ্য হইল ।
সে কারণ প্রভু দণ্ড খণ্ড যে করিল ॥
এ জন্য অসহ্য হ'লে নিত্যানন্দেও মনে ।
বৈরাগ্য করিতে আসি দণ্ড নিলি কেনে ॥
অহৈতুকী প্রেমভক্তি প্রকাশিবি দেশে ।
ব্রজরস আস্বাদিতে দণ্ড লাগে কিসে ॥
নিজে না জানিলে ধর্ম্ম শিক্ষন না যায় ।
এ মত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥
ব্রজ বিনে জানি বিনে রাধা রস বই ।
ন্যাসী হ'লি দণ্ড নিলি তা পারিলি কই ॥
দণ্ড কমণ্ডলু ইহা সন্ন্যাসী বৈভব ।
যোগী ন্যাসী তীর্থবাসী তেয়াগিয়ে সব ॥
কহে ব্যাস সন্ন্যাস নাহিক কলিকালে ।
তার মাঝে বৃথা কাজে দণ্ড কেন নিলে ॥

শ্লোক

অশ্বমেধগবালম্ব সন্ন্যাসপলপৈতৃকম ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তি কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জিম্ ॥

পয়ার

মাদুর্যের মধ্যে নাহি সন্ন্যাসের ধর্ম্ম ।
সন্ন্যাসীর ন্যাসযোগে ঐশ্বর্য্যের কর্ম ॥
অকামনা শুদ্ধ প্রেম সভক্তি আশ্রয় ।
দিবে জীবে আচরিবে তাহা কই হয় ॥
ভক্ত পক্ষে সন্ন্যাস ঘৃণিত অকারণ ।
তার লেশ বেশ কেন করিলি ধারণ ॥
ব্রহ্মত্ব সাযুজ্য মুক্তি কৃষ্ণভক্তে দণ্ড ।
হরিনামে পাপক্ষয় কহে কোন ভণ্ড ॥
মুক্তিশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যে যারা ভক্তি নাহি চিনে ।
হরিনামে পাপক্ষয় তারা ইহা মানে ॥
মুক্তিকে যে করে তুচ্ছ ভক্তি করে সার ।
পুণ্যকে না দেয় স্থান পাপ কোন ছার ॥
হরিনামে প্রেমপ্রাপ্ত সাধুদের বাণী ।
প্রেমরূপা আহ্লাদিনী রাধাঠাকুরাণী ॥
যেই নাম সেই হরি শ্রীমুখের বাক্য ।
জীবে কেন মনে প্রাণে নাহি করে ঐক্য ॥
নাম সুপ্রসন্ন হ'লে আহ্লাদিনী পাই ।
বিশুদ্ধ পীরিতি ব্যাখ্যা আর বাক্য নাই ॥
শুদ্ধ মানুষেতে আর্ত্তি নৈষ্ঠিক ভজন ।
তার কিসে গয়া কাশী আর বৃন্দাবন ॥
বেহালের বেশমাত্র দণ্ড যে ধারণ ।
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এত আইল এখন ॥
এত বাহ্য কহে যেই তার কেন দণ্ড ।
এ কারণ নিত্যানন্দ দণ্ড কৈল খণ্ড ॥
অন্তরে উল্লাস প্রভু বাহ্যে খেদান্বিত ।

নিত্যানন্দ প্রেমে প্রভু হইল প্রতীত ॥
এইভাব মহাপ্রভু দেখিল আচরি ।
এ লীলার প্রেম কই আচরিতে পারি ॥
মহাভাবে দণ্ডভঙ্গ নিতাই মাতিল ।
সে ভাব লইতে প্রভুর বাকী পড়ে গেল ॥
এ কারণ অবতার হৈল প্রয়োজন ।
এ লীলায় করিবেন সে ভাব গ্রহণ ॥

ভক্ত-কণ্ঠহার

আর এক সুবিচারঅন্তরে জাগিল।
দণ্ড ভাঙ্গি কমণ্ডলু কেন না ভাঙ্গিল ॥
উভয়ের ভাব তাহা উভয় জানিলা ।
শেষ লীলা কমণ্ডলু ভেঙ্গে হ’বে মালা ॥
লক্ষ্মীকে করিয়া ত্যাগ কমণ্ডলুধারী ।
কমণ্ডলু ভেঙ্গে লক্ষ্মী বলাইবে হরি ॥
প্রভুর হাতের কড়া মান্য রাখি তার ।
কমণ্ডলু হ’বে তার ভক্ত-কণ্ঠহার ॥
সে কারণ অবতার হৈল প্রয়োজন ।
শুদ্ধ প্রেম বিতরণ জীবের কারণ ॥
সু-বিশুদ্ধ প্রেমদান গৌরাঙ্গ-লীলায় ।
সে প্রেম শোষিল প্রায় কলির মায়ায় ॥
আদেশে গোলোকচন্দ্র নরহরি কায় ।
রচিল তারকচন্দ্র ভেবে মৃত্যুঞ্জয় ॥

যম-কলি প্রভাব গ্রন্থালোচনা

পুনঃ প্রেম প্রচারিতে হইল মনন ।
সে কারণ হ’ল যশোমন্তের নন্দন ॥
যদি বল গৌরাঙ্গের প্রেম তুচ্ছ নয় ।
সে প্রেম শোষিবে কেন কলির মায়ার ॥
তার সাক্ষী ভাগবতে আছয় প্রমাণ ।
রাজা পরীক্ষীৎ স্নান করিবারে যান ॥
বৃষরূপে ছিল ধর্ম্ম দাঁড়িয়ে তখন ।
মুদগর লইয়া কলি ভেঙ্গেছে চরণ ॥
হেনকালে বসুমতি সুরভী রূপেতে ।
কেঁদে কেঁদে কহে ডেকে রাজা পরীক্ষিতে ॥
অই কলি অই ধর্ম এই আমি ক্ষিতি ।
রক্ষা কর বিপদে ধার্মিক নরপতি ॥
কলিকে ধরিয়া রাজা চাহিল কাটিতে ।
শরণ লইল কলি প্রাণের ভয়েতে ॥
রাজা বলে না রহিবি মম অধিকারে ।
চারি স্থান চাহি নিল কলি পরিহারে ॥
স্বর্ণকার দোকান অপর বেশ্যালয় ।
সুরাপান জীব হত্যা যে যে খানে হয় ॥
চারিঠাঁই পেয়ে কলি পাইল আহ্লাদ ।
ভাবে সর্ব ঠাঁই হ’ল আমার প্রসাদ ॥
বেশ্যালয় যায় কেহ করে সুরাপান ।
যদি কোন মহাজন সে পতে না যান ॥
ব্যাসের কলম সাক্ষী বেশ্যা বলি কারে ।
পঞ্চসঙ্গ করে নারী বেশ্যা বলি তারে ॥
অনেকেই জীব হত্যা করেছে সদায় ।
মৎস্য মৃগ পক্ষী সেকি জীব মধ্যে নয় ॥
ধনবান্ হ’লে যাবে স্বর্ণকার ঠাঁই ।
দোকান স্পর্শিলে কলি তাহা কি এড়াই ॥
ইহাতেও যদি কেহ না ভুলে মায়ায় ।
রসিকের ধর্ম দিয়া অনেকে মজায় ॥
তার সাক্ষী শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম যবে দিল ।
চিত্রগুপ্ত ত্রস্ত চিত্ত খাতা ফেলাইল ॥
মৌন হ’য়ে বসিলেন যম মহাশয় ।
কাম ক্রোধ ষড়রিপু হইল উদয় ॥
যার যার প্রাদুর্ভাব জানাইল তাই ।
সবে কহে যমঅধিকার যায় নাই ॥
সে সব লিখিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় ।
সংক্ষেপে লিখিব কিছু শাস্ত্রে যাহা কয় ॥
কাম বলে মহারাজ চিন্তা কি তোমার ।
আমি ভরি দিব তব দক্ষিণের দ্বার ॥

শ্লোক

কা চিন্তা ভো মৃত্যুপতে অহং প্রকৃতি ভবান্ ।
শোষিতং শোষিতং প্রেম চৈতন্যং কিং করিষ্যতি ॥

পয়ার

শোষিব শোষিব প্রেম প্রকৃতি হইয়া ।
কি করিতে পারে একা চৈতন্য আসিয়া ॥
বলে কলি শুন বলি ধর্ম্ম নরমণি ।
আমি দিব গৌরাঙ্গের সব ভক্ত আনি ॥
ধরিব বৈরাগ্য বেশ মুখে রেখে দাড়ি ।
ভেকধারী সাধু হ’য়ে ফিরিব বাড়ী বাড়ী ॥
চৈতন্যের তত্ত্ব যাতে কেহ নাহি মানে ।
শিখাইব এই তত্ত্ব সুযুক্তি বিধানে ॥
যম-কলি প্রভাব এ গ্রন্থ বিরচিত ।

জীব গোঁসাই সেই গ্রন্থ গোস্বামী লিখিত ॥
নানা মত করি কলি জীব ভুলাইল ।
শাস্ত্র ছাড়া মত কত কলি দেখাইল ॥
মাতা পিতা না মানে না মানে গুরুজন ।
নারী বাধ্য পিতা করে পুত্রে বিসর্জ্জন ॥
আর দেখ গৌরাঙ্গের মত যত-ছিল ।
তাহার মধ্যেতে কলি কত মত দিল ॥
গৌরাঙ্গের মত প্রায় লোভ হ'য়ে যায় ।
নরোত্তম শ্রীনিবাস এসে এ সময় ॥
দুই প্রভু শেষ লীলা করিল উজ্জল ।
মধুর মাধুর্য প্রেম প্রকাশি সকল ॥
আবার হইল লোপ করিল মায়ায় ।
গোস্বামীর ধর্ম বলি বিপথ লওয়ার ॥
প্রকৃতি হইয়া প্রেম করিল শোষণ ।
চমকিত হইল যত সাধকেরগণ ॥
বীরভদ্র প্রিয় শিষ্য চারিজন ছিল ।
প্রতিজ্ঞা করিয়া তারা কহিতে লাগিল ॥
যথাকার বিন্দু মোরা তথায় পাঠাইব ।
প্রকৃতির স্থানে বিন্দু কিছু না রাখিব ॥
বনচারী অখিলচাঁদ সেবা কমলিনী ।
হরি-গুরু এই চারি সম্প্রদায় জানি ॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব মাহাজন যে ধর্ম যজিল ।
বীরভদ্র সেই ধর্ম শিষ্যে জানাইল ॥
প্রকৃতি আশ্রয় করি সিদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ল ।
সে কারণ চারিজন প্রতিজ্ঞকরিল ॥
আধুনিক সেই ধর্ম শুনিয়া শ্রবণে ।
প্রকৃতি আশ্রয় লোভে শিক্ষাগুরু জানে ॥
গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করি পচা গৃহী হয় ।
করয় প্রকৃতি সঙ্গধর্ম নাহি রয় ॥
বুঝিতে না পারে ধর্ম করে নারীসঙ্গ ।
হাতে তালি দেয় কলি দেখিয়া সে রঙ্গ ॥
বিধবা হইল কোন যুবতী রমণী ।
গর্ভবতী হ'লে তারে ভেক দেয় আনি ॥
পচাগৃহী শিষ্য করি রাখে যে তাহারে ।
সেই গর্ভে পুত্র হ'লে সেবাইত করে ॥
জাতিতে বৈরাগী তার হয় পরিচয় ।
করতালি দেয় কলি দেখিয়া তাহায় ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যবে প্রেম প্রচারিল ।
সভক্তি দুর্লভ প্রেম জীবে শিক্ষা দিল ॥
চরিং চিরাৎ যেই প্রেম ছিল অন র্পিত ।
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত প্রেম নামের সহিত ॥
বিলাইল সেই প্রেম নামরসে রাখা ।
তাহা দেখি চিত্রগুপ্ত ছেড়ে দিল লেখা ॥
যমরাজ ছাড়ে ধর্মাধর্মের বিচার ।
অবসর হ'য়ে কহে গেছে অধিকার ॥
তাহা শুনি কলিরাজ ছয় রিপু লয়ে ।
যম চিত্রগুপ্ত স্থানে উত্তরিল গিয়ে ॥
কলিরাজ ডাকে মহা মায়াকে স্মরিয়া ।
মহামায়া এল কলি সাপক্ষ হইয়া ॥
কলি কহে ধর্ম্মরাজ কেন অবসর ।
চিত্রগুপ্ত লেখা ছাড়ে কেমন বর্বর ॥
চিত্রগুপ্ত বলে খাতা রাখিব কি জন্য ।
লেখা পড়া দু'টা মোর পাপ আর পুণ্য ॥
পাপ গেল পুণ্য গেল লেখা গেল মোর ।
এবে কি লিখিব যা বিধির অগোচর ॥
যম কহে অধিকার গিয়াছে আমার ।
পাপ পুণ্য শূন্য কার করিব বিচার ॥
কলি কহে মম অধিকার যদি রয় ।
তোমার এ অধিকার থাকিবে নিশ্চয় ॥
লোভ কহে আমি লোভাইব সব সাধু ।
প্রেমমধ্যে দেখাইব নারী মুখ বিধু ॥
এককালে লোভাইব বৈরাগী সকল ।
পঞ্চ রসিকের ক্রিয়া দিয়া নারীকোল ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে হরি কীর্ত্তন ভিতরে ।
নারী আর পুরুষ মাতাব একেবারে ॥
দুইরূপ বৈরাগীর গৌড়িয়া বাতুল ।
জাতি ল,য়ে দলাদলি ভুলাইয়া মূল ॥
মদ কহে মাৎসর্য্য জন্মাব দম্ভসহ ।
নামে প্রেম মন মজা'তে নারিবে কেহ ॥
কাম কহে বৈস গিয়া তব রাজপাটে ।
তব অধিকার দিব প্রেম নিব লুটে ॥
মহাজনী পথ বলি দেখাইব পথ ।
চৈতন্যের মত ছাড়ি ডুবিবেক সৎ ॥
শিবের চৌষট্টি নিশা দ্বাদশ পাগল ।
ইহাদিগে লইয়া বলা'ব হরিবোল ॥
পরাৎপর ব্রজরস প্রভু নিজ ধর্ম্ম ।
বেদাতীত গূঢ়ত্ব যা বিধির আগম্য ॥
তাহা দেখাইয়া ভুলাইব কতগুলি ।
নারী লুব্ধ করাইব মজ'ব সকলি ॥
শ্রীনিবাস চৈতন্যের মত মগোড়াইব ।

তার মধ্যে অন্য অন্য মত চালাইব ॥
সেইমত মাতাইব সকল জগত ।
চৈতন্যের মত ছাড়ি ডুবিবেক সৎ ॥
সংঘট ঘটাব মঙ্গল আর শনিবারে ।
বার বার 'বার' বানাইব বারে বারে ॥
বিল্ববৃক্ষ তুলসী মাহাত্ম্য লোপাইব ।
হিজলিকা শড়া জিকা বার সাজাইব ॥
চৈতন্যের মত বারে করিব আসক্ত।
মজাইব চৈতন্যের আত্মসুখী ভক্ত ॥
মধুর্য্যের ভক্তে মোর নাই অধিকার ।
ঐশ্বর্য্য ভক্তির ভক্তে দিব ছারখার ॥
রোগাভক্তি করাইয়া মাতাইব সব ।
এদিকেতে করিব রোগের প্রাদুর্ভাব ॥
মত প্রচারিয়া মোর মতে আকষিয়া ।
তোমার দক্ষিন দ্বার দিব পোষাইয়া ॥
হ্রদে দহে তড়াগে প্রয়াগ প্রচারিব ।
কুপে গঙ্গা প্রচারিয়া তীর্থ বানাইব ॥
কুলজার কুলাচার ধর্ম নষ্টাইব ।
বিধিভক্ত নৈষ্ঠিকের ধর্ম ভ্রষ্টাইব ॥
প্রচারি পৈশাচী সিদ্ধি সাধুত্ব জানাইব ।
ভুত ভাবি বর্ত্তমান তাহারে বলাব ॥
কন্দর্পের দর্পে মোহাইব কতজন ।
কিয়ৎক্ষণ মোহাইব মোহান্তের মন ॥
কৃষ্ণভক্তি ছাড়ি পৈশাচিক মত লবে ।
এতে তব অধিকার ক্রমেই বাড়িবে ॥
তাহা শুনি যম বলে ধন্য ধন্য কলি ।
যমদূত সবে নাচে দুইবাহু তুলি ॥
কলি বলে ভক্তমধ্যে বহুত পাষণ্ড ।
বাহিরাঙ্গ ভক্ত যত সব হ'বে ভণ্ড ॥
কুপজলে দেখা'ব আশ্চর্য্যবিভিষিকা ।
লোক সংঘটন হবে নাহি লেখাজোখা ॥
নদী পার নিব নাবিকের নায় নিয়া ।
নাবিক ছাড়িবে কর্ণ অসাধ্য হইয়া ॥
গোছাল রুধির ক্লেদ টিপ্পনী তরণী ।
মুচির নৌকায় পার হইবে ব্রাহ্মণী ॥
হাড়ি মুচি যবন ব্রাহ্মণ আদি করি ।
যাতায়াতে ভোলাইব পথ রুদ্ধ করি ॥
শ্রাদ্ধোৎসর্গ তুণ্ডুল পরশে প্রেম শূন্য ।
আজালোম পরশনে ভক্তি হয় চুর্ণ ॥
অজারক্ত খাওয়াইব কুপজলে ধুয়ে ।
যাজনিক ব্রহ্মাণেরে দোকানী বনায়ে ॥
তাহার মিষ্টান্ন খওয়াইব বাজারেতে ।
যাতে ভক্তি লোপহয় তব কল্যাণেতে ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রয়েছে নিশানা ।
পাপপূর্ণা বসুন্ধারা শষ্য জন্মিবেনা ॥
গাভী হবে দুগ্ধহীন ফলহীন বৃক্ষ ।
নদী-নদ খাল বিল ক্রমে হবে শুষ্ক ॥
মারুতির ক্রোধ ছিল তাহা কোথা যাবে ।
সেই শাপ মনস্তপ অবশ্য ভুঞ্জিবে ॥
মাতৃ পিতৃ ভাতৃ ভাত খাইবে যাচিয়া ।
নরকে মজিবে ধর্ম্ম পালিতে নারিয়া ॥
রাবনের চেড়ি কণ্ডে সীতাকে পীড়ন ।
তাহা দেখি কুপিলেন পবন নন্দন ॥
সেইকালে আছাড়িয়া লইত জীবন ।
তাহা না করিল শুনি সীতার বরণ ॥
জন্মান্তরে তাহারা হইবে রোগমুক্ত ।
তাহারা হইবে সব কুপতীর্থ ভক্ত ॥
সধবা বিধবা সব ডুবা'বে সে কুপে ।
এই দশা হবে হনুমান বীর কোপে ॥
নৈষ্ঠিক প্রেমিক ভক্ত পদশিরে ধরি ।
গৌরাঙ্গ হাটে গিয়া বলা'ব হরি হরি ॥
না মানিবে শিব দুর্গা কৃষ্ণপ্রেমে বাম ।
হরিনাম না লইবে বলি মরা নাম ॥
এরূপ দৃষ্কৃতি কর্ম্মে ধর্ম ক্ষয় ।
বিস্তারি লিখিতে গেলে পুথি বেড়ে যায় ॥
এরূপে বৈষ্ণব ধর্ম্মে পড়ে গেল ক্রুটি ।
সেহেতু ঘুচাতে বৈষ্ণবের খুটিনাটি ॥
যুগে যুগে করে প্রভু ভূ-ভার হরণ ।
দুষ্কৃতি বিনাশ আর ধর্ম সংস্থাপন ॥
ব্যাসের কলমে আছে ভাগবতে শ্লোক ।
স্বয়ং এর মুখ বাক্য প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ॥

শ্লোক।

পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

পয়ার

বৈষ্ণবের কুটিনাটি খণ্ডন কারণ ।
সে কারণ অবতার পুনঃ প্রয়োজন ॥
দ্বাপরেতে যদুবংশ অনেক হইল ।
নিজবংশ ধ্বংসবাঞ্ছা কেন বা করিল ॥
আপনি এলেন ভার হরণ করিতে ।
ভাবিলেন আরো ভার হ'ল আমা হ'তে ॥
যদি বল তারা সতী গান্ধারীর শাপ ।

শ্রীকৃষ্ণ ভাবিল কেন মম বংশ পাপ ॥
আপনি রাখিতে হরি ব্রাহ্মণের মান্য ।
হৃদয় ধরিল ভৃগুমুনি পদচিহ্ন ॥
যধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের সময় ।
স্বহস্তে ব্রাহ্মণপদ শ্রীকৃষ্ণ ধোয়ায় ॥
দুর্বৃত্ত যদু বালক কারে নাহি মানে ।
অহঙ্কাওে মত্ত হ’য়ে না মানে ব্রাহ্মণে ॥
শাম্বের পেটেতে কেন মুষল বাঁধিল ।
কপালে সিন্দুর দিয়া শাড়ী পরাইল ॥
পথমধ্যে বসাইল নারী সাজাইয়া ।
দুর্ব্বাসাকে কহে সবে কপট করিয়া ॥
কহ মুনি এই গর্ভে হবে কি সন্তন ।
দ্বিজে উপহাস করে এমন অজ্ঞান ॥
কৃষ্ণ যারে মানে এরা করে অপমান ।
প্রকারেতে অপমান হন ভগবান ॥
ইচ্ছা ক’রে ইচ্ছাময় নাশিবারে বংশ ।
দুর্ব্বাসা মুনির শাপে যদুকুল ধ্বংস ॥
নিম্ববৃক্ষে কৃষ্ণ মরে মারিল অঙ্গদ ।
সে তারা-সতীর শাপ এই স্থলে শোধ ॥
গান্ধারীর শাপে যদি যদুবংশ ক্ষয় ।
তবে কেন যদুবংশে বজ্রবীর রয় ॥
যদি বল দুর্ব্বাসার শাপে হয় ক্ষয় ।
ইচ্ছাময়ের ধ্বংস ইচ্ছা এর অগ্রে হয় ॥
দেখিতে দেখার আছে অনেক দ্রষ্টব্য ।
মূলে ভূ-ভার হরণ মারণ সুসভ্য ॥
তিনযুগে পাষণ্ডীর মস্তক ছেদন ।
কলিতে পাষাণ্ডী সব নামাস্ত্রে দলন ॥
ধন্য ধন্য অবতীর্ণ চৈতন্য নিতাই ।
নাম দিয়া উদ্ধারিল জগাই মাধাই ॥
সেই নাম প্রেমমধ্যে কলি প্রবেশিল ।
প্রকৃতির স্থানে বিন্দু প্লাবিত হইল ॥
এইসব কুটি-নাটি খণ্ডন কারণ ।
জীব উদ্ধারের জন্য হইল মনন ॥
সে কারণ অবতার হৈল প্রয়োজন ।
সফলানগরী যশোমন্তের নন্দন ॥
সুযুক্তি বিধানে প্রভু অবতীর্ণ হ’ল ।
হরিচাঁদ নামে যত ভক্তে শিক্ষাদিল ॥
করিবে গৃহস্থধর্ম লয়ে নিজ নারী ।
গৃহে থেকে ন্যাসী বাণপ্রস্থী ব্রহ্মচারী ॥
ঋতুরক্ষা করিবেক জীবহত্যা ভয় ॥
কেহ বা পূর্ণ সন্নাসী নিস্কাম আশ্রয় ॥
গৃহধর্ম গৃহকর্ম করিবে সফল ।
হাতে কাম মুখে নাম ভক্তিই প্রবল ॥
পরনারী মাতৃতুল্য মিথ্যা নাহি কবে ।
পর দুখে দুঃখী সচ্চরিত্র সদা র’বে ॥
অদীক্ষিত না করিবে তীর্থ পর্যটন ।
মুক্তি স্পৃহা শূন্য নাই সাধন ভজন ॥
এইভাবে করিবেন জীবের উদ্ধার ।
একারণ হৈল যশোমন্তের কুমার ॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভাগবতের বচন ।
যুগে যুগে করিবেন ভূ-ভার হরণ ॥
সে কারণ- অবতার হৈল প্রয়োজন ॥
অবনীতে অবতীর্ণ পূর্ণ-ব্রহ্ম হন ।
অগ্রে পাতকীর শিরোশ্ছদ ধনু অস্ত্রে ।
এ যুগেতে প্রেমদান হরিনাম মন্ত্রে ।
সব যুগে ভু-ভার হরিল নারায়ণ ।
এবে কৃষ্ণভক্ত আদি করিতে শোধন ॥
কৃষ্ণভক্ত শৌচ আচরণ কুটিনাটি ।
শুদ্ধ প্রেমভক্তি বৈষ্ণবেতে পড়ে ত্রুটি ॥
আনেক কারণে হ’ল এই অবতার ।
জীবের উপায় শূন্য গতি নাহি আর ॥
জীবোদ্ধার প্রেমদান প্রতিজ্ঞা পালন ।
অন্নপূর্ণা শচী বাঞ্ছা করিতে পূরণ ॥
নারদপুরাণে-আছে নারদ সংবাদে ॥
নারদের কাছে হরি কহিলা আহ্লাদে ॥

শ্লোক ।

কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যসি ।
সন্ন্যাসগৌরবিগ্রহে সান্ত্বয়ে পুরুষোত্তমে ॥
শাস্ত্র গ্রন্থ ভাগবত করি সারোদ্ধার ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি সরকার ॥

অথ দারুব্রহ্মে গৌরাঙ্গ মিলন।

পয়ার

নবদ্বীপ আসিয়া গোরা জীব উদ্ধারিল ।
পরে শ্রীপুরুষোত্তমে লীলা সম্বরিল ।
একদিন ভক্তগণ সঙ্গেতে করিয়া ।
কীর্ত্তন করেন গোরা নাচিয়া নাচিয়া ॥
মন্দিরের দ্বারে গিয়া ভক্তগণ সঙ্গে ।

জগন্নাথে বেড়িয়া নাচেন নানা রঙ্গে ॥
নাচিতে নাচিতে প্রবেশিল শ্রীমন্দিরে ।
প্রেমেমত্ত জগন্নাথে প্রদক্ষিণ করে ॥
নাচিতে নাচিতে প্রেমে পুলকিত অঙ্গ ।
জগন্নাথ মুখচন্দ্রে পশিল গৌরাঙ্গ ।
কীর্ত্তনান্তে গৌরবিনে সকলে অস্থির ।
সবে বলে প্রভু কেন না হয় বাহির ॥
অতি উৎকণ্ঠিত সবে উচাটন মন ।
মন্দির ভিতরে সবে করিল গমন ॥
কেহ বা বাহিরে কেহ মন্দির ভিতর ।
সবে কাঁদে না দেখিয়া গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥
প্রভু না দেখিয়া সবে করে হাহাকার ।
কেহ বা ধরায় পড়ে জ্ঞান নাহি আর ॥
কেহ বা মুচ্ছিত হ'য়ে পড়েছে ধরায় ।
কেহ বা চৈতন্য পেয়ে করে হায় হায় ॥
কেহ বা জগবন্ধুর পদধরি কয় ।
কেহ জগবন্ধু জগবন্ধু সে কোথায় ॥
কেহ ধরে হস্ত পদ কেহ ধরে কোল ।
মোদের গৌরাঙ্গ কোথা বোল বোল বোল ॥
একদৃষ্টে কেহ করে মুখ দরশন ।
মুখমধ্যে দেখে তাঁর গেরুয়া বসন ॥
বসনের কোণ ধরি টানিতে লাগিল ।
অরুণ বসন তায় বাহির হইল ॥
গৌরাঙ্গের ভক্ত যত জগন্নাথে কয় ।
আহারে রাক্ষস তোরে কে করে প্রত্যয় ॥
কে বলে ঈশ্বর তোরে কে করে বিশ্বাস ।
গৌরাঙ্গ খাইলি ওরে দুরন্ত রাক্ষস ॥
খাইলি গৌরাঙ্গ মন্দিরেতে পেয়ে একা ।
ভাল যদি চাস তবে শ্রীগৌরাঙ্গ দেখা ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা সাঙ্গ শ্রীক্ষেত্রে উৎকল ।
রসনা রসনা ভরি হরি হরি বল ॥

গৌর-ভক্ত-খেদ ও দৈবাদেশ ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী ।

তুই খালি শ্রীগৌরাঙ্গ, হইল রে লীলা সাঙ্গ,
আমরা এখন যাব কোথা ।
যদি না গৌরাঙ্গ পাই, প্রাণে আর কার্য্য নাই,
পাষাণে কুটিব গিয়া মাথা॥
মরিলে বাঁচিত প্রাণ, পাবকে পাবকি ত্রাণ,
যে আগুণে দহিছে হৃদয় ।
প্রহ্লাদ পুড়ে আগুণে, শ্রীকৃষ্ণের নামগুণে,
জ্বলন্ত অনল নিবে যায় ॥
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলে, জ্বলি বিচ্ছেদ অনলে,
গৌরবিনে নিবে না অনল ।
মরিলে মরণ নাই, দগ্ধ যে হইনু ভাই,
কিসে মরি বাঁচিয়া কি ফল ॥
বিরহে কাতর হ'য়ে জগন্নাথ কাছে গিয়ে,
বলে দেরে শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥
গৌরাঙ্গ গ্রাসিলি যবে, আমাদিকে গ্রাস সবে,
এত বলি মাথা পাতি দেয় ॥
জগন্নাথের নিকটে, কেহ কহে মাথা কুটে
কেহ বলে ওরে জগন্নাথ ।
বক্ষে করাঘাত হানে, কেহ বা উন্নত্ত মনে,
জগন্নাতে মারে মুষ্ট্যাঘাত ॥
দণ্ডাঘাত করাঘাত, কেহ মুচড়ায় হাতে,
উদরেতে কেহ মারে ভুষ ।
কেহ পিছু পিছাইয়া, ফিরে এসে আগুলিয়া
নির্ভয় শরীরে মারে ঢুষ ॥
ভক্তগণে দুঃখ হেরি, জগন্নাথ কষ্ট ভারি,
সদয় হইয়া শ্রীচৈতন্য ।
ভক্তগণ প্রবোধিতে, জগন্নাথ দেহ হ'তে
শূন্যবাণী কহে থেকে শূন্য ॥
কেন জগন্নাথে মার, আমার এ বাক্য ধর,
স্থির হও যাও নিজ ঘওে ।
এ লীলা হইল সাঙ্গ, আমার গৌরাঙ্গ অঙ্গ,
মিশে গেল আমার শরীরে ॥
এবে না পাইবে দেখা, গুরুজন শিষ্য শাখা,
স্থির কর সবে শোক মন ।
কলির মধ্যাহ্নকালে, করিব একটি লীলে,
তারপর পাবে দরশন ॥

লঘু ত্রিপদী

মানুষে আসিয়া, মানুষে মিমিয়া,
করিব মানুষ লীলে।
সেই ত সময়, পাইবা আমায়,
পুনশ্চ মানুষ হ'লে ॥
আকার দেখিয়া, লইবা চিনিয়া,
বিশুদ্ধ মাধুর্য্য ভাব ।
শুদ্ধ প্রেম রসে, তরাইব শেষে,

জগতের জীব সব ॥
এতেক শুনিয়া, শোক সম্বরিয়া,
নিজ নিজ স্থানে যায় ।
এ বাক্য বিধানে, প্রেমরস দানে,
জনম লভিতে হয় ॥
গোলোকের নাথ, গোলোকের সাথ,
ওড়াকাঁন্দি আগমন ।
লয়ে ভক্তবৃন্দ, করে মহানন্দ,
লীলামৃত বরিষণ ॥

অবতার অনুক্রম, যশোমন্ত ঠাকুর ও পৌরাণিক অন্যান্য ভক্ত চরিত্র ।

পয়ার ।

শ্রীনিবাস রামচন্দ্র নরোত্তম দাস ।
সাদিল নিগূঢ় লীলা নিজ অভিলাষ ॥
গৌরাঙ্গ লীলায় যেন লয়ে ভক্তগণ ।
ঘরে ঘরে যারে তারে দেয় প্রেমধন ॥
শ্রীনিবাস রামচন্দ্র করিলেন লীলা ।
নিজ ভক্তগণ ল'য়ে প্রেম আস্বাদিল ॥
পূর্বে প্রভু অদ্বৈতেরে কহে যে বচন ।
করিব নিগূঢ় লীলা রস আস্বাদন ॥
এই প্রেম দিয়া যদি জগৎ মাতায় ।
নিগূঢ় প্রকট হয় পূর্ব্ব কথা যায় ॥
ধর্মসংস্থাপন জীব উদ্ধার হইল ।
পরে প্রেম প্রকাশিবে বাসনা থাকিল ॥
সফলানগরী ধন্য ওড়াকান্দি ধন্য
যে যে গ্রামে হরিচাঁদ হৈল অবতীর্ণ ।
গফলানগরী শ্রীযশোমন্ত ঠাকুর ।
তাহার মহিমা কথা কহিতে প্রচুর ॥
কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ প্রাণ তার ।
কৃষ্ণের নৈবিদ্য বিনে না হ'ত আহার ॥
গদা কণ্ডে কথা কথোপকথন ।
কৃষ্ণ বলে অশ্রূজলে ভাসিত বয়ন ॥
প্রতিপক্ষে করাইত বৈষ্ণব ভোজন ।
হরিব্রত একাদশী নাম সংকীর্ত্তন ॥
নীচ নীচ কুলে প্রভু দিয়া প্রেমধন।
নমঃশূদ্র কুলে এল ব্রহ্ম সনাতন ॥
হয়গ্রীব কপিল হইল অবতার ।
অংশ-অবতার সেও ব্রাহ্মণ কুমার ।
ব্রাহ্মণ সম্মান হেতু ভৃগুপদ ধরে ।
শ্রীবামন অবতার কশ্যপের ঘরে ॥
ভৃগুরাম অবতার জমদাগ্ন সুত ।
ক্রমে নীচ কুলে যায় হ'য়ে পদচ্যুত ॥
শেষে দ্বিজ হ'তে এক পদ নীচে এলে ।
ক্ষত্রিয় কুলেতে জন্ম করে রামলীলে ॥
প্রথম পুরুষ অবতার রাম হ'ন ।
তারপরে গোপ বৈশ্য শ্রীনন্দ নন্দন ॥
অরা দ্রোণ দুই জন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ।
অতিথি বিধানে পূজে শ্যাম চিন্তামণি ।
ছদ্মবেশে পদ্মনেত্র গিয়া সেই স্থানে ॥
অরাকে দিলেন ধরা আতিথ্য বিধানে ।
স্তন কেটে সেবা করে সেইত ব্রাহ্মণী ।
ভক্তিতে আবদ্ধ হ'ল শ্যাম চিন্তামনি ॥
ধরাকে দিলেন হরি এ সত্য কড়ার ।
দ্বাপরে শোধিব মাগো তব ঋণধার ॥
যেই স্তনকেটে মাগো আমাকে সেবিলে ।
পুত্ররূপে সেই স্তন খাইব মা বলে ॥
পতিত পাবন পুত্র পাইবেন বলে ।
নীচকুলে নন্দ এসে বৈশ্য পুত্র হ'লে ॥
দ্বাপরে করিল লীলা সেই ভগবান ।
ব্রজলীলা ত্যজি মথুরাতে হরি যান ॥
সুদাম মালীর কন্যা কুবুজা সুন্দরী ।
বসুদেব নন্দনের হৈল পাটেশ্বরী
যদুকুলে রাজা নাই উগ্রসেন রাজা ।
রাজা হয়ে করে কুব্জা মোহনের পূজা ॥
দ্বারকায় গিয়া হরি লীলা প্রকাশিল ।
প্রেমদায় অর্জ্জুনের সারথি হইল ॥
পঞ্চ ভাই শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চ আত্মা প্রায় ।
সে "দিব্য বিলাপ সিন্ধু" গ্রন্থে লেখা যায় ॥
সেই পঞ্চ ভাই সতী দ্রোপদী সহিতে ।
নিযুক্ত হইল রাম দাসের সেবাতে ॥
রাজসূয় যজ্ঞকালে মুণিগণে ভজে ।
মুচিরাম সেবাকালে স্বর্গে ঘন্টা বাজে ॥
ক্রমেই বাড়ান হরি নীচ জন মান ।
তৃণাদপি শ্লোক তার আছয় প্রমাণ ॥
রাখালের এঁঠো খায় কিবা সখ্য ভাব ।
বিদুরের খুদ খায় শুদ্ধ প্রেম ভাব ॥

শচীগর্ভ সিন্ধু মাঝে ইন্দু পরকাশ ।
হবিউল্লা কাজী পুত্র ব্রহ্ম হরিদাস ॥
নরোত্তম করিয়াছে বৈষ্ণব বন্দনা ।
কালিদাসে দেখাইয়াছে তাহার নিশানা ॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম রায় রামানন্দ ।
তার ঠাঁই কৃষ্ণপ্রেমপাইয়া আনন্দ ॥
যুগল মধুর প্রেম করিল প্রকাশ ।
রঘুনাথের খুল্লতাত নাম কালিদাস ॥
বন্দি সেই কালিদাস রঘুনাথের খুড়া ।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইয়া সেই বুড়া ॥
বৈষ্ণবের শিরোমণি ঝড়ু ভূঁইমালী ।
যে পথে হাঁটিতে কালিদাঁস মাখে ধুলি ॥
উচ্ছিষ্ট খাইতে সাধু পালাইয়া রয় ।
ঝড়ুর রমণী যবে উচ্ছিষ্ট ফেলায় ॥
কলার ডোঙ্গায় সাধু পেয়ে অম্র আটি ।
বৈষ্ণব প্রসাদ বলে করে চাটাচাটি ॥
প্রভুর নিকটে গিয়া বলে হরিবোল ।
অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু ধরে দিল কোল ॥
অদ্য হ'লে বৈষ্ণবের প্রসাদ ভাজন ।
তুমি কালীদাস মোর জীবনের জীবন ॥
ব্রহ্মবংশে জন্মিয়া গৌরাঙ্গ ভগবান ।
যবন ব্রাহ্মণ সব করিলা সমান ॥
রায় রামানন্দ বলে প্রতিজ্ঞ করিয়া ।
কর্ম্মী জ্ঞানী মাতাইব নীচ শূদ্র দিয়া ॥
বাদশাহের উজির ছিল দু'টি ভাই ।
রামকেলী গ্রামে গেল গৌরাঙ্গের ঠাঁই ॥
বাহু প্রসারিয়া প্রভু দিল আলিঙ্গণ ।
তারা বলে মোরা হই অস্পৃশ্যযবন ॥
নীচকূলে জন্ম মোরা করি নীচ কাজ ।
মোদের স্পর্শিলা হরি লোকে দিব লাজ ॥
চৈতন্য চরিতামৃতে আছয়ে প্রকাশ ।
সাকর মল্লিক আর নাম দাবির খাস ॥
ভাগবতে নাম রূপ সাকর মল্লিক ।
দবির খাস সনাতন পরম নৈষ্ঠিক ॥
প্রভু বলে যুগে যুগে ভক্ত দুইজন ।
আজ হ'তে নাম হ'ল রূপ সনাতন ॥
অবতার যখন হলেন শ্রীনিবাস ।
নিত্যানন্দ হইলেন নরোত্তম দাস ॥
কায়স্থ শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত খেতরিতে ।
তার পুত্র নরোত্তম ব্যক্ত এ জগতে ॥
সেই নরোত্তম শিষ্য দুই মহামতি ।
এক শাখা গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ॥
আর শাখা চক্রবর্ত্তী রামনারায়ণ ।
শূদ্রের হইল শিষ্য দু'জন ব্রাহ্মণ ॥
কিবা শূদ্র কিবা ন্যাসী যোগী কেন নয় ।
যেই জানে কৃষ্ণ তত্ত্ব সেই শ্রেষ্ঠ হয় ॥

শ্লোক।

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা স্তেহপি ভাগবতোত্তমাঃ ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥

অপিচ ।

চণ্ডালোহপি মুনিশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ।

পাষণ্ড দলনে আছে বহুত প্রমাণ ।
ভক্ত হ'লে প্রভূ তার বাড়ান সন্মান ॥
আর ত প্রমাণ এক রাম অবতারে ।
রাম কার্য্য করে সব ভল্লুক বানরে ॥
কিবা জাতি কিবা কুল রাখাল ভুপাল ।
শ্রীরামের মিত্র কপি রাক্ষস চণ্ডাল ॥
নীচকুল ভক্তিগুণে করিল পবিত্র ।
এ লীলায় হৈল প্রভু যশোমন্ত পুত্র ॥
কিসের রসিক ধর্ম কিসের বাউল ।
ধর্ম্ম যজে নৈষ্ঠীকেতে অটল আউল ॥
সর্ব্ব ধর্ম লজ্ঘি এবে করিলেন স্থল ।
শুদ্ধ মানুষেতে আর্ত্তি এই হয় মূল ॥
জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা ।
ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা ॥
এই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম জানাইতে ।
জনম লভিলঅ যশোমন্তের গৃহেতে ॥
মুখে বল হরি হরি হাতে কর কাজ ।
হরি বল দিন গেল বলে রসরাজ ॥

বন্দনা ।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস ।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরীদাস ॥
জয় শ্রীস্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদাস ।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার ॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন ।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন ॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয় ।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময় ॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ ॥

মহাপ্রভুর পূর্ব্ব পুরুষগণের বিবরণ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

নাম ছিল রামদাস, রাঢ়দেশে ছিল বাস,
তীর্থযাত্রা করি বহুদিন ।
স্ত্রী পুরুষ দুইজনে, শেষে যান বৃন্দাবনে,
কৃষ্ণপ্রেমে হয়ে উদাসীন
কৃষ্ণনাম উচ্চারণে, ধারা বহিত নয়নে,
হেরিলে পবিত্র হয় জীব।
কাশী কাঞ্চি মদুপুরী, সরস্বতী গোদাবরী,
শান্তিপুর আদি নবদ্বীপ ॥
বিষয় সম্পত্তি ত্যজে, তীর্থ-যাত্রী পদব্রজে,
পরে যান শ্রীচন্দ্রশেখর।
নবগঙ্গা নাম শুনি, দেখিবারে সুরধনি,
লক্ষ্মীপাশা এল তারপর ॥
কৃষ্ণভক্ত শিরোমণি , সবলোকে ধন্য মানি,
যত্ন করি রাখিল তথায়।
কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গে, প্রেমকথা রসরঙ্গে,
থাকিলেন শ্রীলক্ষ্মীপাশায়।
চন্দ্রমোহন তার পুত্র, ক্রমে শুন তার সূত্র,
তার পুত্র দ্দশদেব নাম।
লক্ষ্মী পাশার উত্তর, নবগঙ্গা নদীপার,
বাস করে জয়পুর গ্রাম ॥
তস্য পুত্র কালিদাস, বহুদিন কৈল বাস,
তিনি যান পাথর ঘাটায়।
রবিদাস নিধিরাম, কনিষ্ঠ শ্রীজীব নাম,
তিনপুত্র সহিত তথায় ॥
সর্ব্বদায় সাধুসেবা, সংকীর্ত্তন রাত্রি দিবা,
মাঝে মাঝে বাণিজ্য করিত ।
যাহা করে উপার্জন, তাহাতে সাধু সেবন,
ক্ষেত্র কার্য্য অল্প পরিমিত ॥
একদিন কৃষ্ণ ধ্যানে, তুলসী বেদীর স্থানে,
বসিয়াছে কালিদাস যিনি ।
করে করে মালা জপ, অপরে কৃষ্ণ আরোপ,
হেনকালে হ'ল দৈববাণী।
সাধুসেবা যেদিনেতে, হবে তব ভবনেতে,
এই বিলে আছয় প্রস্তর ।
আসিয়া বিলের ক'লে, দাঁড়াইও হরিবলে,
ভূরি ভূরি উঠিবে পাথর ॥
সে সব পাথর ল'য়ে নিজ ভবনেতে গিয়ে,
সাধুসেবা করিও যতনে।
সাধুসেবা হ'লে পরে, লইয়া বিলের তীরে,
সেপাত্র রাখিও পূর্ব স্থানে ॥
এরূপ করেন তিনি, গ্রাম্যলোকে তাই শুনি,
মহোৎসব হ'লে কোন ঠাঁই।
প্রস্তর লইব বলে, দাঁড়াঁ'ত বিলের কুলে,
দিয়া কলিদাসের দোহাই ॥
সে সব পাথর ল,য়ে আনিয়া নিজ আলয়ে
ভোজন করায় লোক সবে।
লোকের ভোজনপরে, আনিয়া বিলের তীরে,
পাথর রাখিলে যায় ডুবে ॥
পুরাতন লোকে জানে, সেই বিলের দক্ষিণে,
পাবুনে গ্রামের ছিল নাম ।
পাথর আসিত ঘাটে, যে ঘাটে পাথর উঠে
হইল পাথরঘাটা গ্রাম ।
এক বাটি একদিনে সে সব পাথর এনে,
বহুলোক ভোজন করায় ।
প্রস্তর ঘাটেতে এনে, রেখে গেল সেই স্থানে,
একখানি পাথর না দেয় ॥
সন্ধ্যা হইল উত্তীর্ণ, সেই পাথরের জন্য,
হু হু শব্দ উঠিতেছে জলে।
বিলের যত পাথর, সবে হ'য়ে একত্তর,
সেই জল বৃদ্ধি হ'য়ে চলে ॥
যে ঘরে পাথর ছিল জলেতে ভাঙ্গিয়া নিল,
মধুমতি নদীর মাঝেতে।

দেবশিলা স্বপ্নাদেশে, বলে গেল কালিদাসে,
কলুষ পশিল এ গ্রামেতে ॥
সে কালিদাসের সুত, নিধিরাম জ্যেষ্ঠ পুত্র,
তিনি হ'ন পরম নৈষ্ঠিক ।
শ্রীনিধিরামের ঘরে, দুই পুত্র জন্ম ধরে,
মুকুন্দরাম কনিষ্ঠ কার্ত্তিক ॥
জ্যেষ্ঠ শ্রীমুকুন্দ রাম, অশেষ গুণের ধাম,
ঠাকুর মোচাই নামে খ্যাত ।
সফলানগরী এসে, বাস করিলেন শেষে,
পঞ্চ পুত্র ল'য়ে আনন্দিত ॥
যশোমন্ত সনাতন, প্রাণকৃষ্ণ রামমোহন,
রণকৃষ্ণ এ পাঁচ সন্তান ।
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যশোমন্ত, তার হ'ল পঞ্চ পুত্র,
এ পঞ্চের ঠাকুর আখ্যান ॥
এ বংশে জন্মিল যত, শুদ্ধ শান্ত কৃষ্ণভক্ত,
সবে মত্ত হরি গুণ গানে।
কৃষ্ণ ভকতির গুণে, তার এক এক জনে,
সাধু কি বৈষ্ণব সবে মানে॥
এ কয় পুরুষ মাঝে, মত্ত সাধু সেবা কাজে,
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি নিরবধি।
কেহ বা হ'ল সন্ন্যাসী, কেহ বৃন্দাবনবাসী,
তাতে বংশে ঠাকুর উপাধি ॥
ঠাকুরের এ বংশেতে, হরিচাঁদ অবনীতে,
করিলেন জনম গ্রহন।
কহিছে তারকচন্দ্র, অবতীর্ণ হরিচ্শন্দ্র,
হরি হরি বল সর্বজন ॥

অথ যশোমন্তর চরিত্র কথা।

প্রণাম শ্রীযশোমন্ত ঠাকুরের পায়।
জনমে জনমে যেন পদে মতি রয় ॥
ঠাকুর বৈষ্ণব বলে উপাধি যাহার ।
আমি মূঢ় কিবা গুণ বর্ণিব তাঁহার ॥
বৈষ্ণব সঙ্গেতে সাধু কীর্ত্তন করিত।
ভাবেতে বিভোর হ'য়ে কত ভাব হত ॥
অশ্রু কম্প স্বেদ বীর বীভৎস পুলক ।
লোমকূপ কণ্ডলোম ঈষৎ কন্টক ॥
অষ্ট সাত্ত্বিক দশাতে বাহ্যহারা হ'য়ে ।
প্রেমস্বরে কহিতেন কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ॥
এম দেহগৃহে কৃষ্ণ এইমাত্র ছিল ।
দেখিতে দেখিতে যেন কাহা লুকাইল ॥
কাহারে বাপরে কৃষ্ণ কাহা বলরাম ।
কাহারে আমার সেই শ্রীদাম সুদাম ॥
করুণা করিত সাধু বাৎসল্য প্রকাশি ।
কোন দিন কৃষ্ণ গোষ্ঠে পোহাইত নিশি ॥
শুদ্ধরাগ ভক্তি শুদ্ধ কৃষ্ণ অনুরাগী ।
বৈষ্ণবেরা যশোমন্তে বলিত বৈরাগী ॥
বৈষ্ণব উপাধি বৈষ্ণবের পদ সেবি ।
অন্নপূর্ণা মাকে সবে বলিত বৈষ্ণবী ॥
বৈরাগী ঠাকুর আর ঠাকুর বৈষ্ণব ।
এ হেন উপাধিতে হইল জনরব ॥
যত কিছু সংসারেতে করিতেন আয় ।
যত্র আয় তত্র ব্যয় বৈষ্ণব সেবায় ॥
গো-সেবা করিত বহু করিয়া যতন ।
দুই তিন গাভী সদা থাকিত দোহন ॥
ঘৃত বানাইত দধি করিয়া মন্থন ।
বৈষ্ণবেরা দধি দুগ্ধ করিত ভোজন ॥
মন্থন সময় হ'লে বৈষ্ণবাগমন ।
বৈষ্ণবের মুখে তুলে দিতেন মাখন ॥
নির্ম্মল দয়ার্দ্র চিত্ত না মেলে এমন ।
একদিন শুন এক আশ্চর্য্য ঘটন ॥
ভাণ্ডপুরে ঘৃত লয়ে সাধু গেল হাটে ।
ঘৃত বেচিলেন এক দ্বিজের নিকটে ॥
ব্রাহ্মণ বলেন সাধু বৈশ হেথাকারে ।
মূল্যসহ ভাণ্ড দিয়া যাব কিছু পরে ॥
ব্রাহ্মণ এল না ফিরে মূল্য নাহি দিল ।
ঘৃতভাণ্ড লয়ে দ্বিজ পলাইয়া গেল ॥
উত্তীর্ণ হইল সন্ধ্যা হাট ভেঙ্গে যায় ।
নির্জ্জনে বসিয়া সাধু কৃষ্ণগুণ গায় ॥
গৃহেতে পাশিয়া সাধু মৌন হ'য়ে রয় ।
ঠাকুরাণী বলে হাট বেসাতি কোথায় ॥
কোথায় ঘৃতের ভাণ্ড কিছুই না দেখি ।
কি হয়েছে ওরে নাথ বসিয়া ভাব কি ॥
লবণ তামাক পান কিছু না আনিলে ।
কি উপায় হ'বে সাধু বৈষ্ণব আসিলে ॥
সাধু কহে কি বলিব শুন গোবৈষ্ণবী ।
যে দায় ঠেকেছি আমি বসে তাই ভাবি ॥
ঘৃত গেল ভাণ্ড গেল তাতে দুঃখ নাই ।
না হইল হাট করা যদিও না খাই ॥

যা হোক বৈষ্ণব সেবা বৈষ্ণব কৃপায় ।
কর্ম্মবসে যদি দু'দিন উপবাস হয় ॥
যেদায় ঠেকেছি তাহা জানা'ব কাহায় ।
অপরাধে অব্যাহতি পাইব কোথায় ॥
ব্রাহ্মণেতে আমার হ'ল অবিশ্বাস ।
এ দায় কোথায় যাই হ'ল সর্বনাশ ।
আদি অন্ত সে বৃত্তান্ত দেবীকে জানা'ল ।
যে ভাবে ব্রাহ্মণ ঘৃত ভাণ্ড ল'য়ে গেল ॥
ঠাকুরাণী বলে নাথ না ভেবে বিস্ময় ।
যবে যে ঘটনা ঘটে ঈশ্বর ইচ্ছায় ॥
ঈশ্বর তোমায় যদি বুঝিবারে মন ।
ব্রাহ্মণে দ্বারায় হেন করে নারায়ণ ॥
কেন তাতে দুঃখ ভাব, ভাব বিপরীত ।
ঘটন কারণ ঈশ্বরের নিয়োজিত ॥
এ কথা শুনিয়া সাধু শান্তি পেল মনে ।
তারক স্বভাব যাচে যশোমন্ত স্থানে ॥

শ্রীমদ্রামকান্ত গোস্বামীর উপাখ্যান।

রামকান্ত নামে সাধু মুখডোবা গাঁয় ।
বৈরাগী উপাধি তার সাধু অতিশয় ॥
রামকান্ত যশোমন্ত আলয় আসিত।
স্ত্রী পুরুষে একত্তরে সাধুকে সেবিত ॥
সদা ছিল সে সাধুর উত্তার নয়ন ।
শিবনেত্র প্রায় যেন আরোপ লক্ষণ ॥
কখন কখন সাধু বেড়াইতে যেত ।
কোন কোন ঠাঁই গিয়া উপস্থিত হ'তে ॥
সর্বদা থাকিত সাধু মহাভাব হ'য়ে ।
কোন কোন ভাগ্যবানে দয়া প্রকাশিয়ে ॥
যদি কোন পুত্রবতী সতী নারী পেত ।
মা বলিয়া দুগ্ধ পান তাহার করিত ॥
সে নারীর গর্ভে যদি হইত সন্তান ।
ধনে ধান্যে সুখী তারা সবে ভাগ্যবান ॥
ন পুত্র ন গর্ভাবতী কোন নারী পেয়ে ।
যদি তার স্তন পান করিতেন গিয়ে ॥
আহার করিত দুগ্ধ পানের সময় ।
স্তন পান অন্তে দুগ্ধ শুকাইয়া যায় ॥
যাহা বলি দিত বর তাহাই ফলিত ।
বাক্যসিদ্ধ পুরুষের যা মনে লইত ॥
একদিন প্রাতে যশোমন্তের গৃহিনী ।
পূর্ব্বাভাব অন্তরেতে জাগিল অমনি ॥
প্রাতঃকৃত কৃষ্ণনাম লইতে লইতে ।
ব্রজভাব আসি তার জাগিল মনেতে ॥
বাহ্যস্মৃতি হারা হ'য়ে বলে বার বার ।
কোথা রাম কৃষ্ণ প্রান পুতলি আমার ॥
এই ভাব তাহার হইত হৃদিমাঝ ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ ॥

অন্নপূর্ণা মাতার যশোদা আবেশ।
পয়ার।

ধরিয়া গোপাল বেশ পিয়াইত স্তন ।
এই গেন মায়াপুরী এই বৃন্দাবন ॥
যশোদা আবেশ হ'য়ে অন্নপূর্ণা কয় ।
মা বলে ডাকরে বাছা এ দুঃখিনী মায় ॥
কোথা বাপ বিশ্বরূপ আয়রে কোলেতে।
দেখিনা ও চাঁদমুখ বহুদিন হ'তে ॥
সান্ত্বনা করিছে শ্রীযশোমন্ত ঠাকুর ।
কি কহিলি কি গাইলি শুনিতে মধুর ॥
সুস্থিরা হইয়া পরে কহে ঠাকুরাণী ।
কি কহিনু কি গাইনু কিছুই না জানি ॥
দেখিলাম যেন সেই নন্দের নন্দন ।
মা মা বলিয়া মোরে পান করে স্তন ॥
সাধু বলে কৃষ্ণ গুণ গাইতে গাইতে ।
ব্রজ ভাব হ'য়ে থাকে ভক্তের দেহেতে ॥
তোমার কি ভাব হয় বুঝিতে না পারি ।
কাহা কিছু না বলিয়া থাক চুপ করি ॥
এ সময় ঠাকুরাণীর একটি কুমার ।
কৃষ্ণদাস নাম বিশ্বরূপ অবতার ॥
সেই পুত্র করিতেন লালন পালন ।
কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান করে অনুক্ষণ ॥
যে দিন যশোদা ভাব আবেশ হইল ।
সেইদিন রামকান্ত গোস্বামী আসিল ॥
শুভদিন বেলা এক প্রহর সময় ।
দেবী চিড়া বানিবারে ঢেঁকিশালে যায় ॥
পশ্চিমাভিমুখ দেবী দক্ষিণেতে ঢেঁকি ।
কৃষ্ণ বলে চিড়া আলে ঝোরে দুটি আখি ॥
হেনকালে রামকান্ত গোস্বামী আসিয়া ।
স্তনদুগ্ধ পান করে গলে হাত দিয়া ॥

পুত্রভাবে ঠাকুরাণী রাখিলেন কোলে ।
স্নেহাবেশে ভাসে দুটি নয়নের জলে ॥
বলে অদ্য পোহাইল কি সুখ যামিনী
প্রভাত আবেশ বুঝি ফলিল এখনি ॥
রামকান্ত বলে মাগো বলি যে তোমারে ।
বাসুদেব জন্মনিবে তোমার উদরে ॥
কিছুদিন পরে রামকান্তআর দিনে ।
বাসুদেব কোলে করি বসিল যতনে ॥
বাসুদেব বলে যাব সফলানগরে ।
পূজাদি লইব মাতা অন্নপূর্ণা ঘরে ॥
বাসুদেব ল'য়ে সাধু পরম কুশলে ।
যশোমন্ত গৃহে আসি উপনীত হ'লে ॥
মূহূর্ত্তেক দিবা আছে সন্ধ্যার অগ্রেতে ।
অন্নপূর্ণা ঝাড়ু দেন ঝাঁটা ল'য়ে হাতে ॥
ঠাকুরণী ঝাঁটা দেন পূর্ব্বাভিমুখেতে ।
রামকান্ত আসিলেন পূর্ব্বদিক হ'তে ॥
সম্মুখে যাইয়া সাধু বলেন মাতায় ।
কোলে কর বাসুরে সময় বয়ে যায় ॥
আস্তে ব্যস্তে ঠাকুরাণী বাসুদেবে ধরে ।
রাখিলেন পূত্র স্নেহে বামকক্ষ পরে ॥
হইল অপূর্ব শোভা দরশন করে ।
রামকান্ত নাচে চারিদিকে ঘুরে ফিরে ॥
সজল নয়ন সাধু প্রেমে পুলকিত ।
হাতে তালি দিয়া নেচে নেচে গায় গীত ॥
দেখরে নগরবাসী হ'ল কি আনন্দ ।
অন্নপূর্ণা অনায়াসে পাইল গোবিন্দ ॥
কিবা পূন্য করেছিল চৌধুরীর ঝি ।
সে পূন্যে পূত্র পেল বাসুদেবজী ॥
রামকান্ত কহে যশোমন্ত বৈরাগীরে ।
কিছুদিন বাসুদেব রাখ তব ঘরে ॥
ওড়াকাঁদি মাচকাঁদি ঘৃতকাঁদি আদি ।
বহু গ্রামে ভ্রমিতেন কান্ত গুণনিধি ॥
দুই চারি দিন পরে অথবা সপ্তাহে ।
মাঝে মাঝে আসিতেন অন্নপূর্ণা গৃহে ॥
যে যে দিন না আসিত থাকিতেন দূরে ।
অন্নপূর্ণা পূজিতেন বাসুদেবজীরে ॥
তুলসী চন্দন মেখে নানা পুষ্প তুলে ।
দিত রাণী বাসুদেব লহ লহ বলে ॥
এইরূপে পক্ষান্তর ভ্রমণ করিয়ে ।
দেশে গেল রামকান্ত বাসুদেবে ল'য়ে ॥
কিছুদিন পরে সেই অন্নপূর্ণা সতী ।
স্ত্রী আচারে যে দিন হইল শুদ্ধমতি ॥
শয়নে ছিলেন শ্রীযশোমন্ত বৈরাগী ।
অন্নপূর্ণা বসিলেন পদসেবা লাগি ॥
ঈদ সেবি প্রণমিয়া করি জোড়পাণি ।
পদপার্শ্বে শয়ন করিলা ঠাকুরাণী ॥
যশোদা আবেশ বর দিলা রামকান্ত ।
বিরচিল তারক রসনা এ বৃত্তান্ত ॥
আদেশে গোলোকচন্দ্র নরহরি কায় ।
পূর্ণ কর বাসনা রসনা গীত গায় ॥

পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের জন্ম বিবরণ।

এবে শুন ঠাকুরের জন্ম বিবরণ ।
যেইরূপে প্রভ ভবে অবতীর্ণ হন ॥
পূর্বেতে কড়ার ছিল ভক্তগণ সঙ্গে ।
উৎকলেতে দৈববাণী ছিল যে প্রসঙ্গে ॥
আর এক বাক্য ছিল শূন্যবাণী সনে ॥
শেষ লীলা করিব আমি ঐশাণ্য কোণে ॥
নীচ হয়ে করিব যে নীচের উদ্ধার ।
অতি নিন্মে না নামিলে কিসে অবতার ॥
কৃষ্ণ প্রেম সুনির্ম্মল উচ্চেতে না রবে ।
নিন্ম খাদে থাকে বারি দেখ মনে ভেবে ॥
নীচ জন উচ্চ হ'বে বুদ্ধ তপস্যায় ।
বুদ্ধদেব অবতার যে সময় হয় ॥
বুদ্ধের কামনা তাহা পরিপূর্ণ জন্য ।
যশোমন্ত গৃহে হরি গৈল অবতীর্ণ ॥
বুদ্ধদেব বহুদিন তপস্যা করিল ।
তাতে ব্রক্ষ প্রণবাদি শূদ্রেতে পাইল ॥
নীচজন প্রতি দায় বুদ্ধদেব করে ।
প্রণবেতে অধিকারী শূদ্র তার পরে ॥
বুদ্ধরদব তপস্যাতে হইয়া সদয় ।
বরং গৃহ্নু বলে প্রভু বর দিতে চায় ॥
বুদ্ধ বলে বর যদি দিবে মহাশয় ।
অগ্রভাগে কর প্রভু শূদ্রের উপায় ॥
প্রভু বণ্ডে তব নামে অবতার হ'ব।
প্রণব ত্রিগুণ নাম শুদ্রেরে বিলাব ॥
এক হিরানম মধ্যে গুণ দিয়া সব ।

নীচ জনে করাইব পরম বৈষ্ণব ॥
বুদ্ধ বলে যদি প্রভু হও অবতার ।
এদেশে থাকেনা যেন জাতির বিচার ॥
আর এক প্রশ্ন তার মধ্যেতে উদয়।
সংক্ষেপে বলিব যাতে পুথি না বাড়ায় ॥
কুবের নামেতে জোলা জাতি সে যবন।
পরম বৈষ্ণব রাম মন্ত্রে উপাসনা ॥
তাহার নন্দন হ'ল নামেতে নকিম ।
নিরবধি কৃষ্ণপ্রেম যাহার অসীম॥
কুবের আরোপে থেকে কৃষ্ণরূপ দেখে।
নকিম বুনায় তাঁত হরি বলে মুখে॥
কুবের আরোপে গাঁথে কুসুমের হার।
গলে দিবে সাজাইবে শ্যাম নটবর॥
ভক্তি ফুলে মনোসুতে হার গাঁথি নিল।
সেই মালা ত্রিভঙ্গের গলে তুলে দিল॥
চুড়ায় ঠেকিয়া হার নাহি পড়ে গেল।
দিতে হার পুনর্বার চুড়ায় ঠেকিলে॥
নকিম আরোপে তাঁত বুনা'য়েছে হাতে।
মুখে হরি বলে কৃষ্ণ দেখে আরোপেতে॥
বাপের আরোপ দেখি নকিমের সুখ।
বলে হাত আরো কিছু উপরে উঠুক॥
দেখহ জোলার এই প্রেমভক্তি গুন ।
কি করে তাহার কাছে সত্ত্বঃ রজঃ গুণ ॥
দারুব্রহ্ম অবতার হ'ল যে সময় ।
কুবেরের কীর্ত্তি রাখিলেন এধারায় ॥
কুবেরের তোড়ানী খাইবে যেই জন ।
তার হবে দারুব্রহ্ম রূপ দরশন ॥
আর এক প্রস্তাব যে আসিল তাহাতে ।
একদা নারদ মুনি গেল বৈকুণ্ঠেতে ॥
বিষ্ণুর প্রসাদ মুনি খাইল তথায় ।
কৈলাসেতে আসি মুনি হইল উদয় ॥
শিবেরে বলেন মুনি হরষিত মন ।
অদ্য হইনু শ্রীনাথের প্রসাদ ভাজন ॥
শিব বলে আমারে ত দিলেনা কিঞ্চিৎ ।
প্রভুর প্রসাদে মোরে করিলে বঞ্চিত ॥
নারদের নখাগ্রে প্রসাদকণা ছিল ।
প্রেমভরে হরের বদনে তুলে দিল ॥
প্রেমে মত্ত হইলেন নারদ শঙ্কর ।
বঞ্চিতা হইয়া গৌরী করে অঙ্গীকার ॥
আমি যদি সাধ্বী নারী হই তব ঘরে ।
এ প্রসাদ বিলাইব বাজারে বাজারে ॥
তপস্যা করিল হরি বর দিতে এল ।
প্রসাদ বাজারে বিকি বর চেয়ে নিল ॥

শ্লোক

কমলা রন্ধনাযুক্তা ভোজনে চ জনার্দ্দনঃ ।
কুক্কুরেণ মুখাদভ্রষ্টা দেবনাং দুর্ল্লভামপি ॥

পয়ার।

বুদ্ধদেব বাসনা হইয়া গেল পূর্ণ ।
ঘরে ঘরে নীচ শূদ্র সবে হ'ল ধন্য ॥
এই মত দেখ নানা কারণ বশতঃ।
গোলোকবিহারী হ'ল যশোমন্ত সুত ॥
অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী ছিলেন শয়নে ।
কৃষ্ণদাস পুত্র কোলে আনন্দিত মনে ॥
রাম-কৃষ্ণ মুখে বলে কোলে কৃষ্ণদাস ।
প্রভুর অগ্রজ যিনি ভুবনে প্রকাশ ।
দ্বাপরেতে সংকর্ষণ যিনি বলরাম ॥
আপনি অনন্ত শক্তি সুন্দর সুঠাম।
সেই অংশে বিশ্বরূপ গৌরাঙ্গ লীলায় ॥
শচী গর্ব্ভে জনমিল এসে নদীয়ায় ।
গৃহত্যাগী অনুরাগী সন্ন্যাসী হইল ॥
পুত্রশোকে শচীমাতা কাঁদিয়া ফিরিল ।
যদ্যপিও বিষ্ণু অংশে স্বয়ং অবতার ।
কেহ না শোধিতে পাওে মাতৃঋণ ধার ॥
যখন গৌরাঙ্গ গেল মাকে মেয়াগীয়া ।
কড়ার দিলেন জন্ম লইব আসিয়া ॥
কিছুনা বলিয়া বিশ্বরূপ উদাসীন ।
তার জন্য শচীমাতা কাঁদে রাত্র দিন ॥
সেকারণ মাতৃসেবা অপরাধ ছিল ।
সেই ঋণ শোধিবারে জনম লভিল ॥
স্বয়ং এর অবতার হয় যেই কালে ।
আর আর অবতার তাতে এসে মিলে ॥
যিনি ছিল বিশ্বরূপ গৌরাঙ্গ লীলায় ॥
তিনি কৃষ্ণদাস যশোমন্ত পুত্র হয় ।
একমাত্র পুত্র নববর্ষ কৃষ্ণদাস ।
এক পুত্রে সুখী মাতা নাহি অন্য আশ ॥
এ হেন সময় প্রভুর মনে হ'ল আশ ।
অন্নপূর্ণা গর্ভ সিন্ধু ইন্দু পরকাশ ॥

নানারূপ বিভীষিকা দেখে অন্নপূর্ণা ।
ঠাকুরাণী নিদ্রাযুক্তা নহে অচৈতন্যা ॥
জাগরিতা যেন কিছু নিদ্রার আবেশ ।
দেখে যেন জয়ধ্বনি হয় সর্ব্বদেশ ॥
যশোমন্ত বলে প্রিয়া শুনহ বচন ।
যে রূপ আমার মনে জাগে সর্ব্বক্ষণ ॥
নবীন মেঘের বর্ণ বনমালা গলে।
ভৃগুপদ চিহ্ন দেখা যায় বক্ষঃস্থলে ॥
পিতাম্বর ধর কোকনদ পদাম্বুজে ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চতুর্ভুজে ॥
এইরূপ আভা মম হৃদয় পশিয়া ।
সে যে তব কোলে বৈসে দ্বিভূজ হইয়া ॥
ঠাকুরাণী বলে নাথ নিশার স্বপন ।
নিশাকালে প্রকাশ না করে বুধজন ॥
কৃষ্ণময় চিত্ত তব কৃষ্ণ প্রতি আর্ত্তি ।
শয়নে স্বপনে দেখ ঈশ্বর শ্রীমুর্ত্তি ॥
ঠাকুর বলেন প্রিয়া নহেত যামিনী ।
উদয় হইল দীপ্তকর দিনমণি ॥
ঠাকুরাণী বলে এত' বাতুল লক্ষণ ।
কিংবা দানবের কার্য্য না বুঝি কারণ ॥
ঠাকুর বলেন যদি বাতুল লক্ষণ ।
তবে কেন দেখিলাম মুরলী বদন ॥
ঠাকুরাণী বলে তবে জ্যোতির্ম্ময় রূপ ।
সেরূপ দেখিয়া ভাব দিবার স্বরূপ ।
শত সূর্য্যসম রশ্মি বায়ুতে মিশিল ॥
অন্নপূর্ণা গর্ভে আসি প্রবেশ করিল ॥
এ হেন প্রকারে মাতা হৈল গর্ভাবর্তী ।
ঈশ্বর ইচ্ছায় হৈল বায়ুগর্ভে স্থিতি ॥
শুভ গ্রহ নক্ষত্র শুভ লগ্ন হইল ।
মাহেন্দ্র সুযোগে পুত্র প্রসব করিল ॥
বারশ আঠার সাল শ্রীমহাবারুণী ।
কৃষ্ণপক্ষে এয়োদশী তিথি যে ফাল্গুনী ॥
হরি সাল বলি সাল ভক্তগণে গণে ।
নাহিক বৈদিক ক্রিয়া শ্রীবারুণী বিনে ।
ধন্য অন্নপূর্ণা হেন পুত্র পেল কোলে ॥
দ্বাপরে যশোদা যিনি ছিলেন গোকুলে ॥
দ্বাপরে ছিলেন নন্দ যশোদার কান্ত ।
যশোমতী কান্ত এবে হ'ল যশোমন্ত ॥
ধরা দ্রোণ দুই জন তস্য পর্ব্বে ছিল ।
নন্দ যশোমতী তেঁই দ্বাপরে হইল ॥
কলিকালে জগন্নাথ মিশ্র শচীরাণী ।
এবে যশোমন্ত অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী ।
অন্য রামকান্ত সাধু ধন্য এ জগেত ।
প্রভু আসি জনমিল যাহার বরেতে ॥
প্রভুর জনম খন্ড সুধা হতে সুধা ।
কহিছে রসনা খেলে খণ্ডে ভব ক্ষুধা॥

রামকান্ত বৈরাগীর পূর্ব্বাপর প্রস্তাব কথন পয়ার

রামকান্ত মহাসাধু পরম উদার।
অন্নপূর্ণা মাতাকে দিলেন পুত্র বর ॥
সান্দিপণি দ্বাপরে ত্রেতায় বিশ্বামিত্র।
কলিকালে গঙ্গাদাস পন্ডিত সুপাত্র ॥
ভারতী গোঁসাই শক্তি হইয়া মিশ্রিত।
মুক ডোবা রামকান্ত হৈল উদ্ভাবিত ॥
তাহাতে মিশ্রিত হ'ল বাসুদেব শক্তি।
স্নেহ ভাবে বাসুদেবে করিতেন ভক্তি ॥
বাসুদেবে সমর্পিয়া আত্ম স্বার্থ-আত্মা।
ব্রজের মাধুর্য্যভাবে করিত মমতা ॥
সাধুর সঙ্গেতে ছিল বাসুদেব মুর্ত্তি।
কভু সখ্য ভাব কভু ব্রজভাবে আর্ত্তি ॥
ধুপ দীপ নৈবিদ্যাদি আতপ তন্ডুলে।
পূজিতেন রম্ভা দুর্ব্বা তুলসীর দলে ॥
নিবেদিয়া করিতেন ভোজন আরতি।
বাসুদেব খাইতেন দেখিত সুমতি ॥
মূলা থোড় মোচা কাচা রম্ভার ব্যঞ্জন।
আতপের অন্ন দিত না দিত লবণ ॥
ছোলা ডাল মুগ বুট গোধুম চাপড়ী।
তৈল হরিদ্রা বিনে ঘৃত পক্ক বড়ি ॥
ভোগ লাগাইয়া সাধু আরতি করিত।
বাসুদেব খেত তাহা চাক্ষুস দেখিত ॥
একদিন গ্রামবাসী বিপ্র একজন।
বাসুদেব ভোগ রাগ করিল দর্শন ॥
শ্বেতপদ্ম রক্তপদ্ম শতদল পদ্ম।

ক্রোধ করি বলে বিপ্র এ কোন বিচার।
শূদ্রের কি আছে অন্নভোগ অধিকার ॥
শূদ্র হ’য়ে বাসুদেবে অন্ন দিলি রাধি।
কোথায় শুনিলি বেটা এমত অবিধি ॥
হারে রে বৈরাগী তোর এত অকল্যাণ।
শূদ্র হ’য়ে হবি নাকি ব্রাহ্মণ সমান ॥
ব্রাহ্মণ কহিল গিয়া ব্রাহ্মণ সকলে।
শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব ক্রোধে উঠে জ্বলে ॥
দশ জন বিপ্র গেল বৈরাগীর বাড়ী।
ক্রোধভরে বাসুদেবে ল’য়ে এল কাড়ি ॥
বৈরাগী নির্মল চিত্তে দিলেন ছাড়িয়া।
বলিল রে প্রাণবাসু সুখে থাক গিয়া ॥
কাঙ্গালের কাছে তুমি ছিলে অনাদরে।
আদরে খাইও এবে ষোড়শোপচারে ॥
ভাল হ’ল ব্রাহ্মণেরা লইল তোমারে।
সুখেতে থাকিবা এবে খট্টার উপরে ॥
দঃখিত দরিদ্র আমি কপর্দ্দক নাই।
বহু কষ্টে থোড় মোচা তোমারে খাওয়াই ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু পায়স পিষ্টক।
লুচি পুরি মন্ডা খেও যাহা লয় সখ ॥
চির দিন রাখিয়াছ ব্রাহ্মণের মান।
যাও যাও বিপ্র ঘরে নাহি অপমান ॥
আমি অজ্ঞ নাহি জানি তোমারে পূজিতে।
এখন পূজিবে তোমা মন্ত্রের সহিতে ॥
যেখানে সেখানে থাক তাতে ক্ষতি নাই।
তুমি যেন সুখে থাক আমি তাই চাই ॥
ব্রাহ্মণেরা বাসুদেবে ল’য়ে হরষেতে।
বাসুদেবে অভিষেক করে তন্ত্রমতে ॥
কেহ বলে রাখ দেবে প্রতিষ্ঠা করিয়ে।
জাতি নেশে নমঃশূদ্রের পক্ক অন্ন খেয়ে ॥
প্রতিষ্ঠা করিয়ে পঞ্চ গব্য দ্বারে স্নান।
অভিষিক্ত করিয়া মণ্ডপে দিল স্থান ॥
খাট্টার উপরে রজতের পদ্মাসন।
তাহার উপরে দেবে করিলা স্থাপন ॥
শ্বেতপদ্ম রক্তপদ্ম শতদল পদ্ম ।
নীলপদ্ম স্থলপদ্ম কোকনদ পদ্ম ॥
গোলাপ টগর আর পুষ্প জাতি জুতি।
গন্ধার অপরাজিতা মল্লিকা মালতী ॥
গন্ধরাজ সেফালিকা ধবল করবী।
কৃষ্ণকেলী কৃষ্ণচূড়া কামিনী মাধবী ॥
দূর্ব্বা তুলসীর পত্র অগুরু চন্দন।
শ্রীঅঙ্গে লেপন আর শ্রীপদ সেবন ॥
মন্ত্রপুত করি পরে তন্ত্র অনুসারে।
ভোগাদি নৈবেদ্য দেন নানা উপহারে ॥
আতপ তন্ডুল ভোগ দেয় যে কখন।
যেখানে যে মিষ্ট ফল পায় যে ব্রাহ্মণ ॥
আনিয়া লাগায় ভোগ বাসুদেব ঠাঁই।
রন্ধনশালান্য ভোগ সুপক্ক মিঠাঁই ॥
সব দ্বিজ বাসুদেবের ভক্ত হইল।
পূজারি ব্রাহ্মণ এক নিযুক্ত করিল ॥
সন্ধ্যাকালে ঘৃত দ্বীপ পঞ্চ বাতি জ্বালি।
আরতি করেন সব ব্রাহ্মণমণ্ডলী ॥
শঙ্খ ঘন্টা কংশ করতাল ঝাঁজ খোল।
রাম শিঙ্গে ভেরী তুরী মধুর মাদল ॥
এই রূপে বাসুদেব ব্রাহ্মণের পূজ্য।
আর এক লীলাগুণ বড়ই আশ্চর্য্য ॥
এই বাসুদেব জন্ম সফলা নগরী।
তারক রসনা ভরি বল হরি হরি ॥

রাম কান্তের বাসুদেব দর্শন

দীর্ঘ ত্রিপদী

ভিক্ষা করে রামকান্ত, মনেতে চিন্তা একান্ত,
মম বাসুদেব আছে সুখে।
পূজা করে দ্বিজগণে, অনেক দিন দেখিনে,
আমার বাসুরে আসি দেখে।।
ইহা ভাবি মনে মনে, দ্বিজগণ অদর্শনে,
মণ্ডপের পিছে গিয়া রয়।

আমি নাহি দিব দেখা, গোপনে রহিব একা,
দেখি বাসু কিভাবে কি খায়।।
দক্ষিণাভিমুখ হ'য়ে, বাসুদেব দণ্ডাইয়ে,
সর্ব্বদাই মন্ডপেতে রয়।
পূজক ব্রাহ্মণ গিয়া, মন্ডপ-দ্বার খুলিয়া,
উত্তরাভিমুখ দেখতে পায়।।
পূজক ব্রাহ্মণ কয়, কে এসে ঠাকুরালয়,
ঠাকুর ফিরায়ে রেখে গেল।
কপাট নাহি খুলিল, মন্ডপেতে কে আসিল,
বাসুদেব কেন হেন হ'ল।।
কেহ বলে দ্বার রুদ্ধ, কার হেন আছে সাধ্য,
ঘরে এসে ফিরায় দেবলা।
তবে যে ফিরিল কেনে, দেবমায়া কেবা জানে,
কি জানি কি ঠাকুরের লীলা।।
ঠাকুরের ভোগ দিতে, ভোগ রাগ সমাধিতে,
দিবা দুই প্রহর সময়।
রন্ধন করি শাল্যন্ন, ঘৃত মিশ্রিত ব্যাঞ্জন,
ডাল্না শাক শুক্ত লাবেড়ায়।।
দক্ষিণ মুখ করিয়ে, ঠাকুরে ফিরায়ে ল,য়ে,
পুরোহিত বসিল পূজায়।
তাম্র রজতের পাতে, কতই মিষ্টান্ন তাতে,
লিখিতে পুস্তক বেড়ে যায়।।
নয়ন মুদ্রিত করে, ভোগ নিবেদিল পরে,
ভোগ রহে বাসুদেব পিছে।
যবে নয়ন মেলিল, পূজক দেখিতে পেল,
বাসুদেব ফিরিয়া রয়েছে।।
বক্ষ দেশে হস্ত দিয়া, বাসুদেবকে ধরিয়া,
দক্ষিণ মুখ করিতে চায়।
বাসুদেব নাহি ঘুরে, বিপ্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
কে তোরা দেখিবি আয় আয়।।
বাসুদেব ফিরে গেল, উত্তর মুখ রহিল,
ফিরাইলে আর নাহি ফিরে।
হইনু আশ্চর্য্যান্বিত, অকস্মাৎ বিপরীত,
না জানি কি অমঙ্গল করে।।
সে বানী শুনি তরাসে, চারি পাঁচ বিপ্র এসে,
কেহ যায় মন্ডপের পিছে।
এক বিপ্র তরাসেতে, দেখে গিয়া স্বচক্ষেতে,
রামকান্ত গোপনেতে আছে।।
বিপ্র বলে দফা সারা, কার বাসুদেব তোরা,
জোর করে এনেছিস সবে।
যার ভক্তি তার হরি, মোরা যে গৌরব করি,
সে কেবল ব্রাহ্মণ গৌরবে।।
যার বাসুদেব এই, উদয় হইল সেই,
সাধু পানে কেন নাহি চাও।
মূল মর্ম্ম নাহি জান, দেবলা ধরিয়া টান,
জোর করে দেবতা ঘুরাও।।
এক বিপ্র ক্রোধ ভরে, রামকান্তে নিল ধরে,
মন্ডপের সম্মুখেতে রাখি।
বিপ্র বলে যদি আ'লি, সম্মুখে কেন না ছিলি,
পিছে থেকে করেছ বুজরুকি।।
যদি নিজ ভালো চাও, শীঘ্র করে উঠে যাও,
শুনি রামকান্ত চলে গেল।
ভোগ রাগ লাগিবে কি, বৈরাগীর ভোজ ভেল্কি,
বাসুদেব সদ্ভাব হইল।।
কান্ত লীলা চমৎকার, যেন অমৃতের ধার,
কর্ণ ভরি পিও সাধুজন।
ওঢ়াকাঁদি অবতীর্ণ, নমঃশূদ্র কূল ধন্য,
রসনা, রসনা কি কারণ।।

শ্রীশ্রীবাসুদেবজীর স্নান যাত্রা

দীর্ঘ ত্রিপদী

জগন্নাথ স্নানযাত্রা, ব্রাহ্মণেরা একত্রতা
হ'ল সবে স্নানের কারণ।
গিয়া পুকুরের ঘাটে, বাসুদেবে রেখে তটে,
করে জলকেলী সংকীর্ত্তন।।
ঝাঁজ শঙ্খ ঘন্টা ধ্বনী, কুলবতীর হুলুধ্বনী,

সুগন্ধি কুসুম ফেলাফেলি।
বাসুদেবে ল'য়ে কোলে, নামি পুষ্করিনী জলে,
সব মেলি করে জলকেলি।।
বাসুদেব ছিল কোলে, কোল হ'তে নামি জলে,
ছল করি লুকাইয়া রয়।
সে বিপ্র জলে নামিয়া, বাসুদেবে হারাইয়া,
আর নাহি অন্বেষিয়া পায়।।
বিপ্র বলে কিবা হ'ল, বাসুদেব কোথা গেল,
ডুব দিল না পাই খুজিয়া।
সব দ্বিজ তাহা শুনি, জলে ডুবয়ে অমনি,
খুজিতেছে ডুবিয়া ডুবিয়া।।
যত ছিল প্রেমানন্দ, সব হ'ল নিরানন্দ,
জলে হারাইয়া বাসুদেব।
কেহ বলে হায় হায়, কোথা বাসুদেব রায়,
কেহ কাঁদে হাহাকার রবে।।
কূলে তার বক্ষঃদেশ, মধ্যে তার গলদেশ,
পুকুরের বারি পরিমাণ।
পুকুরের অল্প জলে, বাসুদেব লুকাইলে,
কি হ'ল কোথায় অন্তর্ধান।।
গ্রামের ব্রাহ্মণ মাত্র, সকলে হয়ে একত্র,
বাসুদেবে অন্বেষণ করে।
হয়ে এল সন্ধ্যাকাল, ডুবাইয়া চক্ষু লাল,
হাহাকার করে উচ্চৈঃস্বরে।।
কেহ বলে অমঙ্গল, কেহ বলে হরিবোল,
কেহ বলে রামকান্তে কও।
তার বাসুদেব এনে, জোর করে রাখ কেনে,
সে কারণ অপরাধী হও।।
যে দিনে ফিরিয়া ছিল, হইত না অমঙ্গল,
তার বাসুদেব তারে দিলে।
মোদের থাকিলে ভক্তি, কেন বাসুদেব মূর্ত্তি,
ছল করি ডুব মারে জলে।।
দ্বিজগণ সকাতর, জাগরণে নিশি ভোর,
রামকান্তে সংবাদ জানায়।
স্নান করাবার তরে, বাসুদেবে লয়ে নীরে,
হারা'লেম বাসুদেব রায়।।
রামকান্ত ধীরে ধীরে, গিয়া পুকুরের তীরে,
অতঃপর জলে নামিলেন।
জলমধ্যে দণ্ডাইয়া, বাসুদেবের লাগিয়া,
পদ দিয়া তল্লাস করেণ।।
ব্রাহ্মণেরা বলে রাগী, দুরাচার রে বৈরাগী,
পা দিয়া তালাসে বাসুদেবে।
মুনি ঋষি করে ধ্যান, ব্রহ্মা করে ব্রহ্ম জ্ঞান,
কমলা যাহার পদ সেবে।।
বাসুদেব কক্ষমধ্যে, রামকান্ত বামপদে,
ঠেলে ফেলে পুকুরের পার।
হাতে ধরি লয়ে কোলে, বাসুদেবে ডেকে বলে,
হারে বাসু কি মন তোমার।।
ব্রাহ্মণের বাড়ী রহিবা, কিম্বা মম সঙ্গে যা'বা,
হাস্য মুখে কহত আমায়।
বাসুদেব হাস্য করে, দ্বিজগণ সবে হেরে,
হাসি লুকায় বিদ্যুতের ন্যায়।।
রামকান্ত কুতুহলে, দ্বিজগণে ডেকে বলে,
বাসুদেব আমার দেবলা।
না রহিবে দ্বিজালয়, মোর সঙ্গে যেতে চায়,
আমার যে হ'তে চায় চেলা।।
ব্রাহ্মণেরা ছিল রুষী, দেবলা মুখেতে হাসি,
দেখে আর নাহি সরে বাক।
বলে ওরে রামকান্ত, তোর ভকতি একান্ত,
তোর বাসু তুই নিয়া রাখ।।
বাসুদেব রামকান্ত, মহিমার নাহি অন্ত,
লীলামৃত মাধুর্য্যের সার।
পাগলচন্দ্র আদেশে, হরিচাঁদ কৃপালেশে,
কহে কবি রায় সরকার।।

বাসুদেব ও রামকান্ত বৈরাগীর চরিত্র কথন, নৌকা গঠন ও রথ যাত্রা

পয়ার

বাসুদেবে নিতে আ'সে বহু শিষ্যগণ।
কান্ত বলে না শুনিয়া বলি কি বচন॥
ইচ্ছাময় বাসু যদি যান ইচ্ছা করি।
বাসুর হইয়া বাসো* যাইবারে পারি॥
এত বলি বাসুর নিকতে কান্ত গিয়া।
শিষ্যগণ নিকটেতে বলিত আসিয়া॥
কাহারে বলিত বাপু যাওয়া হ'বে না।
আমার পরাণ বাসু কিছু কহিল না॥
কেহ কেহ আসামাত্র অমনি যাইত।
কেহ কেহ এলে তারে যাইব কহিত॥
বাসুদেবে কোলে করি শিষ্য বাড়ী যেত।
গুণ-গুণ বাসু গুণ সদায় গাইত॥
বাসুদেব ইচ্ছা করে তরণীতে যেতে।
কান্তের হইল মন তরণী গঠিতে॥
চারিজন শিষ্য দিল নিযুক্ত করিয়া।
বাওয়ালীরা যেতে ছিল বাওয়াল লইয়া॥
চকে গিয়া দিত বাসুদেবের দোহাই।
নির্ব্বিঘ্নে বাওয়াল করি এসেছে সবাই॥
বাসুদেব নৌকা গঠিবেন জানাইল।
বাওয়ালীরা বড় এক গাছ দিয়া গেল॥
সেই গ্রামে ভক্ত এক কর্মকার ছিল।
লাগিল পাতাম প্রেক যত তাহা দিল॥
তরণী গঠিত হইল জয় জয় ধ্বনি।
নাম হ'ল বাসুদেবের পান্সী তরণী॥
নৌকায় চড়িয়া মাত্র যায় দু'গোঁসাই।
বাসুদেব রামকান্ত আর কেহ নাই॥
ছাপ্পর বাঁধিয়া মধ্যে থাকেন বসিয়া।
রামকান্ত বাসুদেব একত্র হইয়া॥
পাল তুলে দিত মাত্র দাড়ি মাঝি নাই।
তরণী চলিত বেগে দেখিত সবাই॥
বাতাস উজান হ'লে বাঁক ঘুরে গেলে।
রামকান্ত দাড় বাহে বাসুদেব হা'লে॥
কতক্ষণ দাড় বেয়ে বলে ওরে বাসো।
এ সময় আগা নায় একবার এস॥
এত বলি রামকান্ত পাছা নায় গিয়া।
হাল ধরে মনো সুখে থাকিত বসিয়া॥
আগা নায় বাসুদেব দাড়াইয়া আছে।
দাড় পড়িতেছে নৌকা বেগে চলিতেছে॥
মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য লীলা দেখিত সবায়।
কেহ কেহ দেখে বাসুদেব দাড় বায়॥
রামকান্ত ধেয়ে গিয়ে বলে ওরে বাসো।
পরিশ্রম হ'য়েছে ছায়ায় এসে বস॥
বাসুকে করিয়া কোলে বলে মনোদুঃখে।
ঘামিয়াছে চাঁদমুখ হাসি নাই মুখে॥
ওরে বাসো! তুমি দাড় বাহিওনা আর।
আমার বক্ষের নিধি বক্ষে রও আমার॥
এত বলি বাসুদেবে বসাইয়া বুকে।
ঘুম পড় বলিয়া চুম্বিত চাঁদ মুখে॥
শিষ্যদের ঘাটে গিয়া ঘোনাইত নাও।
বলিত উঠরে বাসো শিষ্যবাড়ী যাও॥
কান্তলীলা মধুর শুনিতে চমৎকার।
ভনে শ্রীতারক খেলে জন্ম নাহি আর॥

*বাসো অর্থাৎ নৌকা বাহক

রামকান্তের বাসুদেব ও জগন্নাথ রথযাত্রা

পয়ার

রামকান্ত বাসুদেব গলাগলি ধরে।
শয়ন করিত সুখে শয্যার উপরে॥
এই ভাবে প্রবীণ হইল রামকান্ত।
বর্ণনে অতীত লীলা নাহি তার অন্ত॥
এদিকে ব্রাক্ষণগণ রথযাত্রা করে।
কান্তের হইল মন রথ করিবারে॥
বাঁশ দিয়া রামকান্ত রথ বানাইল।
বাঁশো রথে বাসুদেব উঠিতে ইচ্ছিল॥
অধিবাস দিনে সব লোক আসে যায়।
লোকের সংঘট হ'ল লোকারণ্য ময়॥

ব্রাহ্মণেরা সবে মিলে করে পরামিশে।
রথযাত্রা না হইতে এত লোক আসে॥
আমাদের রথে কল্য মানুষ হবে না।
বৈরাগীর রথে কল্য লোক ধরিবে না॥
ভাল বলি বাসুদেবে দিলাম ফিরা'য়ে।
এতেক স্পর্দ্ধা তার বাদ হাটা মিলা'য়ে॥
কল্য প্রাতে সবে মিলে গিয়ে তার বাড়ী।
আর বার বাসুদেব ল'য়ে এস কাড়ি॥
প্রভাতে সকল দ্বিজ ক্রোধভরে যায়।
জোর করি বাসুদেব আনিল আলয়॥
রামকান্ত বলে মম কি দোষ পাইলে।
পরাণ পুতুলী বাসু কেড়ে নিয়ে গেলে॥
রথে উঠাঁইয়া দেখিতাম বাসুরাজে।
দেখিতাম বাসুদেব কি রকম সাজে॥
বাসুরে লইয়া গেল আর লক্ষ্য নাই।
লয়ে গেল বাসুরে জগার কাছে যাই॥
অবশ্য যাইব আমি জগার নিকটে।
দেখি সে বাসুর মত উঠে কিনা উঠে॥
যাত্রা করে রামকান্ত ক্ষেত্র যাইবারে।
পথে যেতে দৈববাণী হইল তাহারে॥
ফিরে যাও রামকান্ত যাও নিজালয়।
অবশ্য যাইব রথে মোরা দু'জনায়॥
আমি যাব আর তব বাসুদেব যা'বে।
দু'জনার রথযাত্রা দেখিবারে পাবে॥
শুনে শান্ত রামকান্ত এল আখড়ায়।
প্রেমে পুলকিত চিত নাচিয়া বেড়ায়॥
হাসে কাঁদে নাচে গায় হাতে দিয়া তালি।
ক্ষণে ক্ষণে লম্ফ দেয় দুই বাহু তুলি॥
ডেকে বলে ভক্তগণে আমি ত দুর্ভাগা।
তোমাদের ভক্তি-জোরে আসিবে সে জগা॥
উৎকলেতে থাকে জগা বড়ই দয়াল।
চলে না জগার রথ না গেলে কাঙ্গাল॥
কাঙ্গালের বন্ধু জগা কাঙ্গালের বন্ধু।
জগা বাসো এবার তরা'বে ভবসিন্ধু॥
যাইতে ছিলাম ক্ষেত্রে জগারে আনিতে।
পথ মাঝে দৈববাণী হইল দেবেতে॥
জগা বাসো দুইজন উঠিবে সে রথে।
দেখিব যুগলরূপ বাসনা মনেতে॥
ব্রাহ্মণেরা শালগ্রাম উঠাঁইয়া রথে।
রথযাত্রা নির্ব্বাহ করিত বিধিমতে॥
অদ্য তারা বাসুদেবে রথে উঠাঁইয়া।
নির্ব্বাহ করিল সুখে রথযাত্রা ক্রিয়া॥
দ্বিজদের রথযাত্রা সকালে হইল।
বৈকালে কান্তের রথে বাজার মিলিল॥
বহুলোক সংঘটন হৈল সেই রথে।
এত লোক হইল ধরেনা বাজারেতে॥
খাদ্যবস্তু বাদ্যবস্তু শিল্প পুত্তলিকা।
ক্রয় করে যুবা বৃদ্ধ বালক বালিকা॥
কুম্ভকার মৃন্ময় পাত্র মৃন্ময় ছবি।
চিত্র ঘট চিত্র পট চিত্র দেব দেবী॥
কেনা বেচা হয় কত কে করে গণন।
স্থানে স্থানে হয় হরিনাম সংকীর্ত্তন॥
অপরাহ্ন হ'ল দিবা যামেক থাকিতে।
ব্রাহ্মণেরা দেখে বাসুদেব নাই রথে॥
বৈরাগীর বংশরথে বাসুদেবোদয়।
সর্ব্ব লোকে তাহা দেখি মানিল বিস্ময়॥
তাহা দেখি রামকান্ত কেঁদে কেঁদে কয়।
বাসু এল বাশোঁ রথে জগা এলে হয়॥
দেখরে জগৎবাসী দেখ দাঁড়াইয়া।
বাসুদেব রথযাত্রা দেখরে চাহিয়া॥
মোর বাসু রথে সাজে নব জলধর।
বলিতে বলিতে স্বেদকম্প থর থর॥
রথের উপরে উঠি মনের হরিষে।
রামকান্ত বাসুদেবে কোলে করি বসে॥
হেন কালে এল কোলে প্রভু জগন্নাথ।
দুই প্রভু দুই কোলে চলে যায় রথ॥
কেহ বলে রথের হইল এক টান।

কেহ বলে কে টানিল চলে রথখান॥
মুহুর্ত্তেক চলি রথ হইল সুস্থির।
ভূমিতে নামিল কান্ত চক্ষে বহে নীর॥
প্রেমে গদ গদ হ'য়ে রামকান্ত কয়।
দেখরে নগরবাসী দিন ব'য়ে যায়॥
দেখ দেখ চেয়ে দেখ যত ভক্তগণ।
জগা বাসো এক রথে অপূর্ব্ব মিলন॥
প্রেমাবশে ধরায় দিতেছে গড়াগড়ি।
কি ধ'রে টানিব রথ রথে নাই দড়ি॥
জগা বাসো মিলন দেখিয়া সর্ব্বলোক।
এইতো বৈকুণ্ঠ মম এই তো গোলোক॥
জগা বাসো দুইজন একত্র মিলন।
এ মোর মথুরা পুরী এই বৃন্দাবন॥
জগা বাসো সম্মিলন, অপূর্ব্ব মাধুরী।
তারক রসনা ভরি বল হরি হরি॥

রামকান্ত বৈরাগীর মানবলীলা সম্বরণ

পয়ার

কত দূরে গিয়া রামকান্ত কয়।
টানিতে নারিব রথ তোরা চ'লে আয়॥
বলিতে বলিতে ঘড় ঘড় শব্দ হয়।
কেহ না টানিল রথ বেগে চলে যায়॥
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে দৃঢ়ভক্তি হ'য়ে।
এক দৃষ্টে রথপানে সবে রৈল চেয়ে॥
লোকভিড় নিকটে না সবে যেতে পারে।
কেহ কেহ দূরে থেকে রথ দৃষ্টি করে॥
কোন কোন ভাগ্যবান করে দরশন।
জগন্নাথ বাসুদেব যুগল মিলন॥
ঘড় ঘড় শব্দে রথখানা চলে এল।
রামকান্ত পথ মাঝে বসিয়া রহিল॥
কেহ বলে উঠ উঠ উঠ হে বৈরাগী।
এখানে বসিলে কেন মরিবার লাগি॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে সাধু করে দন্ডবৎ।
রামকান্ত উপরে উঠল গিয়া রথ॥
পৃষ্ঠোপরে রথখানা উঠিল যখন।
উঠে এক জ্যোতি প্রাতঃ সূর্য্যের মতন॥
দেখিয়া সকল লোকে লাগে চমৎকার।
রথ নীচ হ'তে যেন উঠে দিবাকর॥
বিদ্যুতের ন্যায় তেজ রথোপরে গেল।
জগন্নাথ বাসুদেবের অঙ্গেতে মিশিল॥
পূর্ব্ব মুখ রথখান হইল সুস্থির।
পথে পড়ে রইল রামকান্তের শরীর॥
সকলে দেখিল গেছে ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটি।
রামকান্তের মৃতদেহে হ'ল পুষ্পবৃষ্টি॥
রামকান্ত লীলা সাঙ্গ হরিবল ভাই।
শ্রবণে গোলোকে বাস কাল ভয় নাই॥
জগন্নাথ রথ হ'তে হ'ল অর্ন্তধান।
বাসুদেবে ল'য়ে দ্বিজগণ গৃহে যান॥
ভূবন পবিত্র হেতু রামকান্ত এল।
এই রামকান্ত বরে হরি জনমিল॥
রামকান্ত ভক্ত সব একত্র হইল।
ঘৃতাগ্নি সংযুক্ত করি সৎকার করিল॥
রামকান্ত মহাসাধু রসিক সমাজ।
কান্তলীলা রচিল তারক রসরাজ॥

আদিখণ্ড

তৃতীয় তরঙ্গ

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণব দাস জয় গৌরী-দাস॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিতপাবন হেতু হৈলা অবতার॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।

নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।।

যশোমন্ত ঠাকুরের বৈষ্ণব সেবা ও বৈষ্ণব দাসের পুনর্জীবন

পয়ার

তস্য পরে জনমিল শ্রীবৈষ্ণব দাস।
বৈষ্ণব দাসের পরে জন্মে গৌরীদাস।।
সবার কনিষ্ঠ হ'ল শ্রীস্বরূপ দাস।
জগৎ পবিত্র কৈল হইয়া প্রকাশ।।
ত্রেতাযুগে প্রকাশ হইল চারি অংশে।
এবে এসে প্রকাশ হইল পঞ্চ অংশে।।
যশোমন্ত সদা দেন বৈষ্ণব ভোজন।
একদিন শুন এক আশ্চর্য্য ঘটন।।
একাদশী দিনে সব বৈষ্ণব আসিল।
কৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি বাসর করিল।।
নাম সংকীর্ত্তনে মত্ত বৈষ্ণবের দল।
সঙ্গে সঙ্গে যশোমন্ত বলে হরিবোল।।
বয়স বৈষ্ণব দাস চতুর্থ বৎসর।
একাদশী দিনে গায় আছে কিছু জ্বর।।
পারণা দিবসে হরি বাসর প্রভাতে।
পুকুরের ঘাটে গেল হাটিতে হাটিতে।।
পুকুরের জলে পড়ি মরিল বালক।
এদিকে বৈষ্ণবগণ প্রেমেতে পুলক।।
দেবী অন্নপূর্ণা দেখি কাঁদিয়া উঠিল।
যশোমন্ত এসে মুখ চাপিয়া ধরিল।।
কান্না শুনি বৈষ্ণবের সুখ ভঙ্গ হবে।
না হ'বে বৈষ্ণব সেবা সব বৃথা যা'বে।।
মরেছে বালক যদি এখানে থাকুক।
অগ্রে সব বৈষ্ণবের পারণা হউক।।
মরা পুত্র যশোমন্ত গৃহে রাখে সেরে।
বৈষ্ণবের সঙ্গে গিয়া হরিনাম করে।।
নাম সংকীর্ত্তনে মত্ত বৈষ্ণবের দল।
সঙ্গে সঙ্গে যশোমন্ত বলে হরিবোল।।
নাম সংকীর্ত্তন হ'ল পারনা হইল।
সবে ভোগ দরশন করিতে আসিল।।
মৃত পুত্র শিরে করি নাচিছে সুধীর।
অন্নপূর্ণা দেবী তবে কাঁদিয়া অস্থির।।
যশোমন্ত বলে তুমি কাঁদ কেন মিছে।
বৈষ্ণব সেবার কালে বালক ম'রেছে।।
ধন্য রত্নগর্ভা তুমি তোমার উদরে।
এহেন বালক জন্মে আমাদের ঘরে।।
আমার ঔরস ধন্য তাতে জানা গেল।
বৈষ্ণব সেবার কালে বালক মরিল।।
হেন ভাগ্য কার হয় জনম লইয়া।
বৈষ্ণব সেবায় মোরে কীর্ত্তন শুনিয়া।।
বৈষ্ণব হইয়া বরং বাঁচে পঞ্চদিন।
বৃথা সহস্রেক কল্প হরিভক্তিহীন।।
সকল বৈষ্ণব সেবা হইল স্বচ্ছন্দ।
মৃত পুত্র তথা আনি বাড়িল আনন্দ।।
মৃত পুত্র শিরে নাচে পুলক শরীর।
বৈষ্ণবেরা বলে কি হইল বৈরাগীর।।
এক সাধু বলে শুন যত সাধুগণ।
কি কহিব বৈরাগীর মরিল নন্দন।।
সবে বলে এ বালক মরিল কখন।
তিনি কন তোমাদের কীর্ত্তন যখন।।
জলেতে পড়িয়া পুত্র মরেছে তখন।
এই সে মরা পুত্র মস্তকে ধারণ।।
ডাক দিয়া যশোমন্তে বৈরাগীরা কয়।
মৃত ছেলে কি কারণে রাখিলে মাথায়।।
বৈষ্ণবের কথা শুনি যশোমন্ত বলে।
মরেছে বালক মম সাধু সেবা কালে।।
সাধু সেবা হরি নাম শুনে শিশু মরে।
পুত্র নয় সাধু বলে রাখিয়াছি শিরে।।
মরেছে বালক তাতে নাহিক বিষাদ।
মম ভয় বৈষ্ণবের সেবা হয় বাদ।।
সে কারণে না জানাই বৈষ্ণব সমাজে।

মড়া পুত্র গোপনে রাখিনু মাঝে॥
হইল বৈষ্ণব সেবা আনন্দ হৃদয়।
এবে আনিলাম ছেলে বৈষ্ণব সভায়॥
মৃত পুত্র লয়ে নাচে আনন্দিত মন।
বালকের মুখে হৈল জল উদগীরণ॥
বালকের মৃত দেহে সঞ্চারে জীবন।
ধন্য ধন্য করি হরি বলে সাধুজন॥
অন্নপূর্ণা বাঞ্ছাপূর্ণ পুত্র নিল কোলে।
রচিল রসনা মৃত্যুঞ্জয় কৃপা বলে॥

মোহমুদগরোপখ্যান

পয়ার

পুনঃ বৈষ্ণবেরা বসিলেন একঠাঁই।
বলে ধন্য যশোমন্ত হেন দেখি নাই॥
মোহ মুদ্গরের বাটি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন।
কৃষ্ণভক্তি বুঝিবারে গেলেন দুজন॥
ব্রাহ্মণ বেশেতে গিয়া উপনীত অতিথি।
মুদ্গরে ডাকিয়া বলে আমরা অতিথি॥
অতিথিরে দিল সাধু পাক করিবারে।
তিন পুত্র পাঠাঁইল পরিচর্যা তরে॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র গিয়াছিল জল আনিবারে।
অকস্মাৎ সেই পুত্র খাইল কুম্ভিরে॥
মধ্যম সন্তান গেল কাষ্ঠ আনিবারে।
বন মাঝে ব্যাঘ্র ধরি মারিল তাহারে॥
কনিষ্ঠ সন্তান গেল আনিবারে পাত্র।
কালসর্প তাঁর শিরে করিল আঘাত॥
পুত্রের বিলম্ব দেখি মুদ্গর চলিল।
সাপে বাঘে কুমিরে মেরেছে দেখে এল॥
এই ভাবে তিন পুত্র মরে গেল তাঁর।
নিজে এনে দ্রব্য দিল অতিথি সেবার॥
মুদ্গরের নারী আর পুত্রবধু তিন।
নহে তারা শোকাতুরা বিকারবিহীন॥
ছদ্মবেশে কৃষ্ণ বলে শুন মহাশয়।
কাষ্ঠ পাতা আনতে গেল তাহার কোথায়॥
মুদ্গর কহিছে তারা মহা ভাগ্যবান।
অতিথি সেবাতে তারা ত্যজিয়াছে প্রাণ॥
কৃষ্ণ বলে ম'ল তব তিনটি নন্দন।
পুত্র শোকে মুদ্গর কাঁদনা কি কারণ॥
মুদ্গর কহিছে কেন করিব রোদন।
পুত্র ম'ল ভাল হ'ল ঘুচিল বন্ধন॥
মায়ার বন্ধন কেটে দিলেন গোবিন্দ।
নির্বিঘ্নে বলিব হরি করিব আনন্দ॥
কৃষ্ণ বলে শীঘ্র যাও ডেকে আন ঘরে।
অতিথি সেবাতে কবে কার পুত্র মরে॥
যারে নিল কুম্ভীরেতে উপজিল আসি।
কৃষ্ণ অগ্রে এনে দিল জলের কলসী॥
এই মত তিন পুত্র হ'ল উপনীত।
হরি পদ ধরি সব ধূলায় লুণ্ঠিত॥
পরিচয় দিয়া হরি করিল গমন।
অভিমন্যু শোক পার্থ কৈল সম্বরণ॥
মুদ্গরের পুত্র দিল গোলোক গোঁসাই।
যশোমন্ত বৈরাগীর আজ হ'ল তাই॥
আর সাধু বলে শুন বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণলীলা সুধাধার মধুর বর্ষণ॥
অম্বরীষ গৃহে ছিল একটি নন্দন।
দশ বর্ষ পরমায়ু ছিল নিরূপণ॥
সংক্ষেপে বলিব এবে তাঁর বিবরণ।
সূতিকা আগারে যবে ছিল সে নন্দন॥
অদৃষ্ট লিখন যবে লেখে পদ্মাসন।
দাসী গিয়া ধরিল সে বিধির চরণ॥
দাসী বলে ওহে বিধি কি লিখিয়া যাও।
বালকের আয়ু কত মম ঠাঁই কও॥
অনেক স্তবেতে বিধি সন্তুষ্ট হইল।
দশ বর্ষ পরমায়ু দাসীকে বলিল॥
দাসী জানাইল রাজরানীর গোচরে।
রানী জানাইল তাহা মহারাজ তরে॥

অল্প আয়ু জানি নাহি দিল লিখিবারে।
মনে মনে চিন্তা করে রাজার কুমার॥
ভাবে আমি রাজকূলে একটি কুমার।।
পিতা না করেন যত্ন মোরে লেখাবার॥
রাজপুত্র জিজ্ঞাসিল পিতৃদেব স্থলে।
কেন পিতা মোরে নাহি দেন পাঠশালে॥
রাজা বলিলেন সেই বালকের ঠাঁই।
দশবর্ষ আয়ু আছে বাছা লেখাব কি ছাই॥
দশবর্ষ পরমায়ু তোমার যে ছিল।
নয় বর্ষ এই তার গত হয়ে গেল॥
রাজপুত্র বলে পিতা আর শুনিব কি।
এখনতো মরণের একবর্ষ বাকি॥
এই ভিক্ষা চাই পিতা আমি যদি মরি।
একবর্ষ প্রজা লয়ে বলি হরি হরি॥
খেতে দিবা প্রজাগণ না লইবা কর।
এই ভিক্ষা চাই পিতা একটি বৎসর॥
স্বীকার করিল রাজা সন্তোষ অন্তরে।
প্রজাবর্গ লয়ে শিশু হরিনাম করে॥
মরণের কাল তার হইল যখন।
তাহাকে লইতে এল রবির নন্দন॥
হরিভক্ত শিশু নিতে যম উপস্থিত।
ভক্ত বৎসল হরি অন্তরে দুঃখিত॥
হরি এসে বালকেরে করিলেন কোলে।
মুখ দেখে কমলাখি ভাসে আঁখি জলে॥
শমন বলেন হরি কারে কর কোলে।
আয়ু শেষ ফেলে দাও ল’য়ে যাই চলে॥
হরি ক’ন শেষে এ বালকে লয়ে যাও।
অগ্রেতে তলব খাতা আমাকে দেখাও॥
শমন তলব খাতা হরিকে দেখায়।
দশবর্ষ আয়ু দেখে কাঁদে দয়াময়॥
কৃষ্ণের নয়ন জলে কজ্জল যে ছিল।
নয়নের জলে তাহা গলিত হইল॥
সেই ত্রিভঙ্গের ভঙ্গি কেবা তাহা জানে।
কজ্জলাক্ত অশ্রু পড়ে আয়ুর দক্ষিণে॥
হরি কন শতবর্ষ পরমায়ু দেখি।
যম বলে তবে চিত্রগুপ্ত বলিল কি॥
চিত্রগুপ্ত হাঁতে নিয়া দেখে সেই খাতা।
ক্রোধেতে কম্পিত গুপ্ত ঝাকি দিল মাথা॥
চিত্রগুপ্ত কর্ণেতে লেখার তুলী ছিল।
আয়ুর দক্ষিণে মসি দুইবিন্দু প’ল॥
দুইশূন্য শতাঙ্কের দক্ষিণে পতন।
অযুত বৎসর আয়ু পাইল নন্দন॥
হরিলীলামৃত কথা অমৃত সমান।
তারক কহিছে সাধু সুখে কর পান॥

জয়পুর রাজ কুমারের পুনর্জ্জীবন
পয়ার

এইরূপ জয়পুর মান সিংহরায়।
তাহার হইল সুত সুতিকালয়॥
এরূপে দাসীকে ধাতা দিল দরশন।
বালকের জানিলেন আয়ু বিবরণ॥
পরমায়ু ছিল তার উনিশ বৎসর।
মাঝে মাঝে কাঁদে দাসী হইয়া কাতর।
অষ্টাদশবর্ষ আয়ু হইল যখন।
পাঠশালা হতে গৃহে আসিল নন্দন॥
বালকে করিয়া কোলে দাসী যবে কাঁদে।
রাজপুত্র সুধায়েছে ধরি তার পদে॥
দাসী বলে মম মনে অনেক সন্তাপ।
তোমার কল্যাণ হেতু কাঁদি ওরে বাপ॥
বলিতে না পারে দাসী মুখে না জুয়ায়।
রাজপুত্র কাতরে দাসীরে ধরে পায়॥
আমার শপথ লাগে করি প্রণিপাত।
সত্য করি কহ মম শিরে দিয়া হাত॥
ধাত্রী বলে কি বলিব শুন বাছাধন।
উনিশ বৎসরে হবে তোমার মরণ॥
আঠার বৎসর গত একটি বৎসর।

বাকি মাত্র আছে বাছা পরমায়ু তোর।।
শুনিয়া বালক বলে শুন ধাত্রী মাই।
বিশ্বেশ্বর দরশনে তবে আমি যাই।।
মার্কণ্ডের পরমায়ু বার বৎসর ছিল।
শঙ্কর কৃপাতে আয়ু সপ্তকল্প হ'ল।।
তার পিতা তাহারে দিলেন বনবাস।
হরি হরি বলিয়া কাটিল কর্ম ফাঁস।।
প্রস্তাব রয়েছে তার মার্কণ্ডপুরাণে।
হরি বলে মার্কণ্ড কাঁদিল বনে বনে।।
মার্কণ্ড নারদ সঙ্গে গেলেন কৈলাসে।
হেন কালে শমন তাহারে নিতে আসে।।
চর্ম্ম রসি কসে তার গলে বেঁধে দিল।
শিবলিঙ্গ বাম হাঁতে জড়ায়ে ধরিল।।
শিব এসে মহা রোষে ভক্ত নিল কোলে।
যম বক্ষ পরে তীক্ষ্ণ শূল নিক্ষেপিল।।
দুর্গতি নাশিনী দুর্গা শিশু নিল কোলে।
মাতৃ কোলে মার্কণ্ড শ্রী হরি হরি বলে।।
সদয় হইয়া বর দিল দিগম্বর।
বলে এর পরমায়ু সপ্ত মন্বন্তর।।
শিব যদি বর দিল যম গেল ফিরে।
সপ্তকল্প পরমায়ু সপ্ত মন্বন্তর।।
তব সম দয়ানিধি ভবে কেবা আছে।
শঙ্কর দয়ালু আর দয়ালু শ্রীহরি।।
শ্রীহরি বলিয়া মাগো করিব শ্রীহরি।।
স্বচক্ষেতে বিশ্বনাথ দরশন করি।
শমন দমন করি বলে হরি হরি।।
মাতা পিতা ধাত্রীকে বসায়ে এক ঠাঁই।
বলে মা বিদায় দেহ কাশীধামে যাই।।
আধ্যাত্মিক ভাবেতে সকলে বুঝাইল।
রাজপুত্র কাশীধামে গমন করিল।।
একবর্ষ কাশীধামে করে হরিনাম।
কিবা দিবা বিভাবরী না করি বিরাম।।
যে দিনেতে কুমারের আসন্ন সময়।
আনন্দ কাননে বসি হরিগুণ গায়।।
এসে পরে বিশ্বেশ্বর করে দরশন।
বহুস্তবে তোষে ভবে করিয়া রোদন।।
সিদ্ধ ঋষি তথা বসি বিশ্বেশ্বর দ্বারে।
রাজপুত গিয়া তথা তার পদ ধরে।।
পরমহংস, অবতংশ উলঙ্গ সন্ন্যাসী।
দীর্ঘজীবী তুই হবি বর দিল হাসি।।
রাজপুত্র বলে সুত পরমায়ু নাই।
সহস্রায়ু তোর আয়ু বলিল গোঁসাই।।
হেনকালে সেই সাধু গঙ্গা স্নানে যায়।
রাজপুত্র হাঁচি দিল এমন সময়।।
হাঁচি শুনি সাধু শিরোমণি দিল বর।
জীবন সহস্র বলে করে ধরে কর।।
রাজপুত্র সাধুর চরণ গিয়া ধরে।
আজ মম মৃত্যু ব'লে ভাসে অশ্রুনীরে।।
সাধু বলে হরি যে দিয়াছে হাঁচি।
জীবন সহস্র আমি তাহারে বলেছি।।
রণে বনে গমনে ভোজনে স্নানে দানে।
হাঁচিতে সুফল বেদের বিধানে।।
পশ্চিমে পরিলে হাঁচি বহু লভ্য হয়।
পশ্চিমেতে হাঁচি প'ল স্নানের সময়।।
হরিনাম ধ্বনি তোর ভক্তি রসময়।
তাতে তোর হাঁচি শুনে প্রফুল্ল হৃদয়।।
জীবন সহস্র মম মুখেতে আসিল।
কুমার তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হইল।।
রাজপুত্র বলে মম অবশ্য মরণ।
বলিতে বলিতে তথা আইল শমন।।
মহিষ বাহন যম কালদণ্ডাকারে।
রাজপুত্র বলে ঐ নিতে এল মোরে।।
সাধু বলে চল শঙ্করের কাছে যাই।
দেখি বাক্য রাখে কি না শঙ্কর গোঁসাই।।
হেনকালে অন্নপূর্ণা বলে মৃদু হাসি।
দৈববানী প্রায় যেন বলিল প্রকাশি।।

বহুদিন করে সাধু সাধন ভজন।
সত্য সত্য সাধু বাক্য না হ’বে লঙ্ঘন॥
বিশ্বেশর বলে তুমি শুন ব্রহ্মময়ী।
তুমি যাহা বলিলে আমার বাক্য অই॥
সাধু বলে ধর্মরাজ শুনিতে কি পাও।
রাজপুত্র পরিবর্তে মম প্রাণ লও॥
শঙ্করী শঙ্কর বাক্য আমি দিনু বলে।
তিনবাক্য নষ্ট হয় রাজপুত্র নিলে॥
যম বলে তব বাক্যে ছাড়িনু কুমারে।
নির্ভয়েতে হরিভক্ত যাক নিজ ঘরে॥
রাজপুত্র চলে গেল আপন ভবনে।
বন্দিলেন পিতা মাতা ধাত্রীর চরণে॥
দুরন্ত কৃতান্ত শান্ত এ বৃতান্ত শুনি।
জয়পুরে প্রেমানন্দ জয় জয় ধ্বনি॥
ধাত্রীবাক্যে পরে করে মহা মহোৎসব।
হরি বলে নৃত্য করে যতেক বৈষ্ণব॥
আর দেখ কর্ণ পুত্র বৃষকেতু ছিল।
করাতে কাটিয়া তারে কৃষ্ণ পূজা কৈল॥
সেই পুত্র বাচালে কৃষ্ণ ভগবান।
কেন না বাচিবে বল এ ছেলের প্রাণ॥
কত মতে সাধু সেবা কৈল যশোমন্ত।
কেন ছেলে বাচিবেনা ভক্তি করে॥
বৈষ্ণবের সুখভঙ্গ এই ভয় করে।
দুঃখ নাই মড়া ছেলে সেরে রাখে ঘরে॥
যশোমন্ত পুত্র দিল অন্নপূর্ণা কোলে।
পতিপদ ধরি সতী হরি হরি বলে॥
ওহে নাথ এ তনয় আমার তো নয়।
ছেলের জীবন পেল বৈষ্ণবের কৃপায়॥
এছেলে থাকুক সাধু সেবায় নিযুক্ত।
বৈষ্ণবের নফর হউক বৈষ্ণবের ভক্ত॥
বৈষ্ণবের দাস হবে মম অভিলাস।
এ ছেলের নাম থাক শ্রীবৈষ্ণব দাস॥
পরে গৌরীদাস পরে শ্রীস্বরূপ দাস।
এক বিষ্ণু পঞ্চঅংশে ভুবনে প্রকাশ॥
পঞ্চভাই জন্ম নিল ভুবনের মাঝ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ॥

প্রভুদের বাল্য খেলা

পয়ার

ফরিদপুর জিলা গ্রাম সফলা ডাঙ্গায়।
পঞ্চভ্রাতা জন্মিলেন এসে এ ধরায়॥
প্রভু আগমনে ধন্য হ’ল মত্ত্যপুরী।
বঙ্গদেশে ধন্য গ্রাম সফলা নগরী॥
অগ্রগন্য কৃষ্ণ দাস ভজনেতে।
শুদ্ধাচারী কৃষ্ণ ভক্তে আর্তি বৈষ্ণবেতে॥
একাদশী উপবাসী তুলসী ভজন।
শ্রীহরি বাসর হরিব্রত পরায়ন॥
নাম সংকীর্ত্তন আদি সদা সাধু সঙ্গ।
অন্তরে মাধুর্য শুধু প্রেমের তরঙ্গ॥
বৈষ্ণব দাসের মন শুধু বৈষ্ণব সেবায়।
বৈষ্ণবের সঙ্গে রঙ্গে কৃষ্ণ গুণ গায়॥
প্রভুর অংশেতে জন্ম ভক্তি যুক্ত কায়।
ভক্তের হইয়া ভক্ত ভক্তি শিখায়॥
স্বয়ং এর প্রতিজ্ঞা এ চিরদিন রয়।
ভক্তের হইতে ভৃত্য মোর বাঞ্ছা হয়॥
জানেনা বৈষ্ণব দাস সাধু সেবা বিনে।
গৃহেতে বৈষ্ণব দাস সাধু সেবা দিনে॥
জিজ্ঞাসা করিত মাতা অন্নপূর্ণা ঠাঁই।
বলে মাগো আজ তো বৈষ্ণব আসে নাই॥
বৈষ্ণবের পাক করা লাবড়া ব্যঞ্জন।
বৈষ্ণব প্রসাদ নিতে বড়ই মনন॥
বৈষ্ণবে নিঃশ্বাস ছাড়ে হরে কৃষ্ণ বলে।
তখন আমার মনে আনন্দ উথলে॥
যার গলে মালা ভালে তিলক ধারন।
তারে গিয়া করিত বৈষ্ণব সম্বোধন॥
বালক নিকট যেত বাল্য খেলা লাগি।

বলে ভাই এস খেলি বৈরাগী বৈরাগী॥
একত্র হইয়া সব বালকের সনে।
বলে ভাই ভালো মাটি পাবো কোন খানে॥
যে স্থানে বিশুদ্ধ মাটি আনিত তুলিয়া।
অষ্টাঙ্গে লইত ফোঁটা সে মাটি গুলিয়া॥
বৈষ্ণবেরা যেমন পরিত বহির্বাস।
তেমতি পরিত নিজ পরিধান বাস॥
তুলসির চারা আনি করিত রোপণ।
বলে ভাই হেথা কর নাম সংকীর্ত্তন॥
হরি বলি বাহুতুলি নাচিয়া নাচিয়া।
ভূমে দিত গড়াগড়ি মাতিয়া মাতিয়া॥
নামরসে খেলা বশে মত্ত সুধা পানে।
আহারাদি ক্ষুদা তৃষ্ণা না থাকিত মনে॥
গৌরীদাস গুণভাষ কহন না যায়।
অহরহ বদনেতে হরি গুণ গায়॥
থাকিতেন বৈষ্ণবদাসের হয়ে অনুগত।
বৈষ্ণব দেখিলে হইতেন পদানত॥
মাতৃ পিতৃ আজ্ঞা মানি করিতেন কার্য্য।
ভাতৃগণ আজ্ঞা করিতেন শিরধার্য্য॥
পৌগণ্ডেতে বালকের সঙ্গেতে মিশিয়া।
হরি হরি বলিতেন নাচিয়া নাচিয়া॥
স্বরূপ দাসের বাল্য লীলা চমৎকার।
পিতৃ সেবা মাতৃ সেবা বিশুদ্ধ আচার॥
ভাতৃগণ আজ্ঞাধীন সদা করে কায্য।
ভৃত্যবৎ ভ্রাতৃ পরিচরজাদি গাম্ভীর্য॥
অতিথি বৈষ্ণব পেলে করিত সেবন।
বালক বৈষ্ণব সঙ্গে নাম সংকীর্ত্তন॥
অষ্টাবিংশ মন্বন্তরে পুষ্পবন্ত কলি।
কাঁচা মধু পূর্ণ অফুটন্ত পুষ্প কলি॥
শ্রীহরি ভাস্কর জ্যোতি তাতে ভাতি দিল।
পুষ্পবন্ত কলি "ফুল্ল" জগৎ মাতিল॥
পুষ্পবন্ত কলি ধন্য বৈষ্ণবোপসনা।
সে রসে রস না কেন তারক রসনা॥

মহাপ্রভু শ্রীহরিচাঁদের বাল্যলীলা

পয়ার

এইভাবে চারিভাই করে বাল্য খেলা।
এবে শুন মহাপ্রভুর স্বীয় বাল্যলীলা॥
মহাপ্রভু বাল্যকালে রাখিতেন গরু।
ধরিয়া গোপালবেশ বাঞ্ছাকল্পতরু॥
আবাধ্বনি দিয়া করে ধরিতেন তাল।
আনন্দে করিত নৃত্য গোধনের পাল॥
গোপনীয় ভাব যেন ছিল বৃন্দাবনে।
করিত তেমনি খেলা রাখালের সনে॥
ব্রজেতে যেমন ভাব ছিল ভঙ্গী বাঁকা।
সেইভাবে দাঁড়াতেন যষ্টি দিয়া ঠেকা॥
ভাব দেখে রাখালেরা জিজ্ঞাসিত নাম।
বলিতেন নাম কৃষ্ণ দূর্বাদল শ্যাম॥

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীহরিচাঁদের গোপালবেশ

ত্রিপদী

যখন পৌগণ্ডলীলা, রাখালের সঙ্গে খেলা,
করিতেন গোষ্ঠ গোচারণ।
গোপাল পাল হইতে, বাহুড়ী গেলে দূরেতে,
আবাধ্বনি করিত তখন॥
আবাধ্বনি শ্রুত হ'য়ে, গাভী বৃষভ আসিয়ে,
তৃণ বারি খাইত একত্রে।
প্রভু কহে গাভী এড়ে, যাইতে না পারে এঁড়ে,
বাঁধা আছে অলক্ষিত সূত্রে॥
কখন রাখালগণে, কহিত আনন্দ মনে,
হরিচাঁদ বাঞ্ছাকল্পতরু।
রাখালের প্রাণধন, হে নটবর! রঞ্জন,
নাটুয়া নাচাও দেখি গরু॥
হরিচাঁদ বলে ভাই, তোমাদের জ্ঞান নাই,
গরু নাচে মানুষের বোলে।
রাখালেরা কহে বাণী, আমরা তোমারে মানি,
ওরা মানিবে না কিবা বলে॥

হরিচাঁদ বলে কথা, সকলে আসিয়া হেথা,
ধেনু রাখি, যতেক রাখালে।
মানুষে মানুষ মানে, পশু না'চাব কেমনে,
আমি নহে বাজীকরের ছেলে।।
রাখালেরা বলে বুঝি, নিত্য যে দেখাও বাজী,
বাজীকর তুমি মন্দ নয়।
আবাধ্বনি দিয়া কেন, পালের গোধন আন,
তারা কি ডোরেতে বন্ধ রয়।।
তুমি রাখালের রাজা, আমরা তোমার প্রজা,
মোরা প্রজা ওরা কি প্রজা না।
আমরা বাক্য মেনেছি, নাচা'লে আমরা নাচি,
মোরা নাচি ওরা কি নাচে না।।
আমরা বাথানে থাকি, তব বাক্যে ধেনু রাখি,
পাল হ'তে অন্য ঠাই যায়।
দে, ব'লে দর্প করিলে, অমনি ফিরিয়া চলে,
ফেরে দেখি মোদের কথায়।।
হলধর হাল চাষে, দাপটে ফিরিয়া আসে,
চাষে বৃষে মাঠে ঘাটে রাখা।
রাখালেরা মনঃক্ষুন্ন, ইচ্ছামত পূর্ণব্রহ্ম,
দেখা-দেখা না দেখা না দেখা।।
রাখালের কথা শুনি, রাখালের শিরোমণি,
আবাধ্বনি দিয়া দাঁড়াইল।
পিছে পাঁচনী ঠেকায়ে, পদ পরে পদ দিয়ে,
ফিরাইয়া কবরী বাঁধিল।।
রাখালে বলে ডাকিয়া, নাচ আমারে ঘেরিয়া,
হুকাড়িয়া গোপালে দে হাঁক।
আবাধ্বনি ক'রে ক'রে, সবে ফুকারে ফুকারে,
উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ বলে ডাক।।
শুনিয়া রাখাল সবে, কৃষ্ণ বলে উচ্চরবে,
নৃত্য করে ঠাকুরে ঘেরিয়া।
গো-গণের মুখ উচ্চ, উচ্চ কর্ণ উচ্চ পুচ্ছ,
নৃত্য করে নাচিয়া ধাইয়া।।
কখন বা নিজালয়, কখন মাতুলালয়,
করিতেন গোষ্ঠ গোচারণ।
গোষ্ঠেতে দেখিলে সর্প, করিতেন ঘোর দর্প,
ধেয়ে গিয়া করিতেন ধারণ।।
দেখি ঠাকুরের দর্প, পালাইত কাল সর্প,
কোন সর্পে ধরিতেন ফণী।
ঠাকুর পানে চাহিয়ে, সভয় প্রণাম হ'য়ে,
ফিরে দূরে যাইত অমনি।।
কোন ফণী বৃক্ষ পরে, ঠাকুর দেখিলে পরে,
বলিতেন রাখালগণেরে।
এনে দেরে বেত্র শিষ, তোরা অন্তরে থাকিস,
আমি আনি অই ফণী ধরে।।
শিষ অগ্র ফিরাইয়া, তাতে এক গ্রন্থি দিয়া,
ফাঁসি বানাইয়া ধরে ফণী।
ফণী টানিয়া আনিয়া, গোষ্ঠের মাঝেতে গিয়া,
ছেড়ে দিয়া খেলিত অমনি।।
গাইত পদ্ম-পুরাণ, মনসা ভাসাণ গান,
বেহুলার করুণ কাহিনী।
রাখালে দিতেন বলি, আমি সাপ ল'য়ে খেলি,
তোরা নাচ দিয়া হরিধ্বনি।।
হরিচাঁদের শ্রীঅঙ্গ, হেরিয়া কাল ভুজঙ্গ,
আর শুনি মনসার গান।
সর্পের চক্ষের জল, বহি যায় ছল ছল,
রাখালেরা হেরে হতজ্ঞান।।
দেখে রাখালেরা বলে, সাপুড়ে মন্ত্র শিখিলে,
কহ হরি কাহার নিকটে।
ঠাকুর কহিল সর্বে, ওরা যথা ছিল পূর্বে,
ভ্রমণ করেছি তার তটে।।
ওরা বড় ছিল খল, আমি দিনু প্রতিফল,
কাত্যায়নী নাম মন্ত্র গুণে।
দমন করেছি কালী, সেই হ'তে চিরকালি,
দেখে চিনে নাম শুনে মানে।।
নাটু আর বিশ্বনাথ, থাকিত ঠাকুর সাথ,
হরিচাঁদ প্রেমে বড় আর্তি।

যেখানে সেখানে যেত, সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইত,
কার্য করে আজ্ঞা অনুবর্তী ॥
লইয়া রাখালগণ, করে গোষ্ঠ গোচারণ,
কভু বসে বৃক্ষের ছায়ায়।
আপনি হইয়া রাজা, খেলিতেন রাজা প্রজা,
এদিকে গোধন তৃণ খায় ॥
যেই ভাব বৃন্দাবনে, খেলিতেন গোবর্ধনে,
সেই ভাবে এবে গোপালক।
হরিচাঁদ কৃপালেশে, পাগলচাঁদ আদেশে,
হরি লীলা রচিল তারক ॥

রাখাল বিশ্বনাথের জীবন দান

পয়ার

একদিন শুন এক আশ্চর্য ঘটনা।
বিশ্বনাথ নামেতে রাখাল একজনা ॥
গোধন চরাতে বিশ্বনাথ সাথে যায়।
সর্বক্ষণ ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে রয় ॥
যখন যে খেলা করে রাখাল স্বভাব।
তার মধ্যে মধুমাখা ঈশ্বরীয় ভাব ॥
ঠাকুর থাকেন এক স্থানেতে বসিয়ে।
সবে মিলে খেলে আজ্ঞা অনুবর্তী হয়ে ॥
রাখালেরা মিলিয়া বারিক করি লয়।
এক জন রাখে গরু বারিক সময় ॥
প্রভু দেন আজ্ঞা করে শুন রে রাখাল।
ফিরাইয়া আন গিয়া গোধনের পাল ॥
প্রভু দেন আজ্ঞা করে রাখালেরা শুনে।
ঠিক যেন পূর্ব ভার গিরি গোবর্ধনে ॥
বিশ্বনাথ নামে এক রাখাল চতুর।
আত্মা সম ভাল তারে বাসিত ঠাকুর ॥
সকল রাখাল এল গোষ্ঠ গোচারণে।
বিশ্বনাথ এল না দৈবের নির্বন্ধনে ॥
ঠাকুর বলেন তবে সব সখাগণে।
সকলে আসিলি তোরা বিশে কোনখানে ॥
নাটু কহে ওহে হরি কি কহিব আর।
আসিলাম বলিতে বিশের সমাচার ॥
বিশের হ'য়েছে রাত্রে বিসূচিকা ব্যাধি।
মৃতপ্রায় সকলে করিতেছে কাঁদাকাঁদি ॥
ঠাকুর বলেন নিদানের কর্তা আমি।
বিশাইর কি করিবে তুচ্ছ ভেদবমি ॥
নাটুকে করিয়া সঙ্গে ঠাকুর চলিল।
হেনকালে বিশ্বনাথ অজ্ঞান হইল ॥
বিশাইর হইয়াছে মৃত্যুর লক্ষণ।
ঘনশ্বাস বহে তার উত্তার নয়ন ॥
বিশাইর জ্ঞাতি বন্ধু বলেছে সকলি।
বিশারে বাহিরে নিয়া কর অন্তর্জলী ॥
হেনকালে প্রভু নাটু সঙ্গে তাড়াতাড়ি।
উঠিতেছে হরিচাঁদ বিশেদের বাড়ী ॥
বিশার জননী কাঁদে আগুলিয়া পথ।
বলে আজ ছেড়ে যায় তোর বিশ্বনাথ ॥
আর কি করিবি খেলা ল'য়ে বিশ্বনাথে।
প্রভু বলে আইলাম বিশারে কিনিতে ॥
ঠাকুর বলেন বিশে শীঘ্র উঠে আয়।
বয়ে যায় রাখালিয়া খেলার সময় ॥
খেলা ছাড়ি কেন বা রইলি অন্তর্জলে।
অন্তর্জলে তুই দেখে মোর অন্তর জ্বলে ॥
এত বলি হস্ত ধরি বিশারে তুলিল।
নিদ্রা ভঙ্গে যেন বিশে গোষ্ঠেতে চলিল ॥
বিশ্বনাথ গোঠে গেল ঠাকুরের সঙ্গে।
রাখাল মণ্ডলে গিয়া খেলা করে রঙ্গে ॥
উঠিল মঙ্গল রোল জুড়িয়া মেদিনী।
বাল বৃদ্ধ যুবা করে জয় জয় ধ্বনি ॥
কেহ বলে রামকান্ত দিয়াছিল বর।
এ ছেলে মনুষ্য নয় ব্রহ্ম পরাৎপর ॥
কেহ বলে যশোমন্ত অতি নিষ্ঠা নর।
তার পুণ্যে হ'ল কোন দেব অবতার ॥
বিশ্বনাথ উপাখ্যান শুনে যেই জন।

শমনের ভয় তার হয় নিবারণ ॥
মহানন্দ চিদানন্দ রচিতে পুস্তক।
প্রভুর পৌগণ্ড লীলা রচিল তারক ॥

মহাপ্রভুর গোষ্ঠলীলা ও ফুলসজ্জা

পয়ার

পৌগণ্ড সময় করিতেন গোষ্ঠলীলা।
প্রথম কৈশোরে করিতেন সেই খেলা ॥
রাখাল সঙ্গেতে করিতেন গোচারণ।
নূতন মাধুর্য খেলা খেলিত তখন ॥
গোপাল রাখিতে হ'ত গোপাল আবেশ।
গোপালক সঙ্গে হ'ত গোপালের বেশ ॥
খেলিতে খেলিতে সঙ্গীগণ সমিভ্যরে।
যাইতেন রত্নডাঙ্গা বিলের ভিতরে।
বলিতেন সঙ্গীগণে থেকে বিলকূল।
উঠাইয়া আন গিয়া কস্তূরীর ফুল ॥
আন ভাই অই ফুল আমি অঙ্গে পরি।
রাখালেরা এনে দিত কুসুম কস্তূরী ॥
সেই কস্তূরীর ফুল পরিত কর্ণেতে।
পদ পরে পদ রেখে দাড়াত ভঙ্গীতে ॥
বলিত রাখালগণে ওরে ভাই সব।
একবার কর সবে আবা আবা রব ॥
ঠাকুরে ঘেরিয়া সবে দিত আবাধ্বনি।
গাভী বৎস্য নাচিত মধুর রব শুনি ॥
বাঁকা সাজে দাঁড়াতেন কর্ণে ফুল দিয়া।
কটি বেড়ি দিত ফুল গুজিয়া গুজিয়া ॥
উভ করি মস্তকেতে বাঁধিতেন চুল।
মাথা বেড়ি গুজে দিত কস্তূরীর ফুল ॥
মনোহর বেশ দেখে কাঁদিত রাখাল।
গো-বৎস্য নাচিত চক্ষে অবিরত জল ॥
কখন কখন ফুল আনিতেন নিজে।
অই ভাবে কস্তূরীর ফুল সাজে সেজে ॥
বসিতেন গিয়া প্রভু রাখালের মাঝ।
ঠিক যেন বৃন্দাবনে রাখালের রাজ ॥

পরিধান বসন জলেতে ভিজাইয়ে।
রাখালে প্রভুর পদ দিত ধোয়াইয়ে ॥
ধোয়াইত পাদ-পদ্ম বস্ত্র চিপাড়িয়ে।
সেই ভিজা বসনেতে দিত মুছাইয়ে ॥
সখাভাবে রাখালেরা করিত কাকুতি।
আমরা রাখাল তুই রাখালের পতি ॥
জনমে জনমে ভাই সঙ্গেতে রাখিস।
এই ভাবে সাজিয়া মোদের দেখা দিস ॥
এই ফুলে সাজিলে দেখায় কিবা শোভা।
শ্যামল সুন্দর তনু কালো কালো আভা ॥
সঙ্গে রেখ হরিরে! গোচারণ-বিহারী।
এই খেলা খেলিতে আমরা যেন পারি ॥
প্রভু বলে গরু রাখি রাখালের সনে।
রাখাল রাজার রূপ পড়ে মোর মনে ॥
সেই রাখালিয়া ভাব ক্রমে হয় বৃদ্ধি।
কস্তূরীর ফুলে সাজি রাখালিয়া বুদ্ধি ॥
তোমরাও যে রাখাল আমি সে রাখাল।
কলিতে কস্তূরী ত্রেতাযুগে নীলোৎপল ॥
ত্রেতাযুগে পুঁজে রাম দেবীর চরণ।
দেবীদহ হ'তে করে এ ফুল চয়ন ॥
মর্তে এসে নীলোৎপল হইল কস্তূরী।
সাধারণ লোকে বলে কচড়ী কচড়ী ॥
কালগুণে মহতেরা তেজ লুকাইয়া।
গোপনে থাকেন তারা ঈশ্বর ভাসিয়া ॥
তাহাতে কি মহতের মান কমে যায়।
জহরী জহর পেলে চিনে সেই লয় ॥
মাঝে মাঝে শুনে থাকি গীত রামায়ণ।
শ্রীরাম দেবীর পুজা করিল যখন ॥
করিলেন দেবীর পূজা সংকল্প করিয়া।
শতাধিক অস্টপদ্ম দিলেন গণিয়া ॥
ফুল হেরে প্রসন্না প্রসন্নময়ী দুর্গে।
এক পদ্ম হরণ করিল পূজা অগ্রে ॥
সবে বলে রাম প্রতি দেবী প্রতিকুল।

নতুবা বল কে নিল নীল পদ্ম ফুল।।
সেই পদ্ম রামচন্দ্র পূরণ করিতে।
উদ্যত হইল নীলপদ্ম চক্ষু দিতে।।
চক্ষু লক্ষ্য করি কমলাক্ষ জুড়ে বাণ।
বলে এই পদ্মে কর পূজা সমাধান।।
তাহা দেখি মহামায়া হ'য়ে তুস্টমতি।
বলে ক্ষান্ত হও শান্ত ওহে রঘুপতি।।
নীলপদ্ম দেখি মম প্রফুল্লিত মন।
তাই এক পদ্ম অগ্রে করেছি গ্রহণ।।
না পূজিতে অগ্রে পূজা ল'য়েছি তোমার।
হাতে ধরি হও ক্ষান্ত ওহে রঘুবর।।
এই সেই রাজীব হে রাজীবলোচন।
এই কীর্তি তোমার ঘষিবে ত্রিভুবন।।
অকাল বোধন করে রাম দয়াময়।
কস্তূরী কুসুম পেয়ে দেবী তুস্টা হয়।।
বসন্তে বাসন্তী দুর্গা পূজিত সবায়।
রাম হ'তে আশ্বিনে অম্বিকা পূজা হয়।।
সেই নীলপদ্ম ফুল এই কলিকালে।
কস্তূরীর ফুল বিলে সাজি সেই ফুলে।।
এ বড় দুঃখের ফুল দুঃখের সময়।
হৃদয় ধরিলে হয় ভক্তি প্রেমোদয়।।
তাহা শুনি রাখালেরা ডাকে মা মা করি।
প্রেমানন্দে বলে জয় রাম দুর্গা হরি।।
শ্রীহরি ফুলসজ্জা কস্তূরীর কুসুমে।
রাখালের আনন্দ যেন বৃন্দাবন ধামে।।
শ্রীহরির ফুলসজ্জা ভুবনমোহন।
হরি ঘেরি, করে সবে হরি সংকীর্তন।।
রত্নডাঙ্গা বিলকূলে রত্ন উপজিল।
তারকের মহানন্দ হরি হরি বল।।
মৃত্যুঞ্জয় আজ্ঞা দিল রচনা কারণে।
অপারক তারক রচিল তার গুণে।।
কতক দিনের পরে হইল রচনা।
হরিচাঁদ প্রীতে হরি বল সর্বজনা।।

শ্রীগৌরাঙ্গের হস্ত গণনা।

পয়ার।

এমন আশ্চর্যলীলা সকলে দেখিল।
তবু প্রভু পেয়ে কেহ চিনিতে নারিল।।
হেন মায়া স্বয়ং এর যুগে যুগে আছে।
মানুষ লীলার বেলা কে কবে চিনেছে।।
বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইল যশোদারে।
বাৎসল্য তাচ্ছিল্যজ্ঞানে চিনিতে না পারে।।
যখন গৌরাঙ্গ রায় শচী মার ঘরে।
আমি সেই আমি সেই বলে বারে বারে।।
সুরধনী গঙ্গা জন্মে আমার চরণে।
ডুবিলি মায়ার কূপে আমারে না চিনে।।
নদীয়ার নর নারী শচীমাকে কয়।
পড়িতে পড়িতে উহার বায়ু উর্ধ্ব হয়।।
গ্রহণের বেড়ী ভব বন্ধন চরণে।
বিষ্ণুতৈল শিরে দেয় শিখার মুণ্ডনে।।
আপনি হইয়া শান্ত জগৎ রঞ্জন।
জ্যোতির্জ্ঞ পণ্ডিত কাছে দিল দরশন।।
সামুদ্রিক জানে ভাল হস্ত অঙ্ক দেখে। (জ্ঞ
তিন জনমের কথা বলে দেয় লোকে।।
তার ঠাই গিয়া বলে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
তিন জনমের বার্তা কহত আমার।।
গণক বলেন আমি পাই গণনায়।
পূর্বে তুমি কৃষ্ণ ছিলে যশোদা তনয়।।
নন্দ নামে গোপ বৈশ্য ছিল তব পিতা।
আমার গণনা কভু না হইবে মিথ্যা।।
তা হইলে তুমি হও স্বয়ং অবতার।
এ গণনা ভুল অদ্য হ'য়েছে আমার।।
প্রভু কন হে ঠাকুর আর আছে কার্য।
এর পূর্বে কে ছিলাম করে দেহ ধার্য।।
গণক বলেন তবে ফিরে ধরি হাত।
এর পূর্ব জন্মে তুমি ছিলে রঘুনাথ।।
দশরথ পুত্র তুমি কৌশল্যা উদরে।

চারি অংশে জন্ম নিলা অযোধ্যানগরে॥
গণনাতে টের পাই তোমার যে নাম।
জগৎ মন রমতে তুমি ছিলে রাম॥
তা হইলে তুমি হও স্বয়ং অবতার।
নিশ্চয় গণনা ভ্রান্তি হ'য়েছে আমার॥
কালীয় দমন করে ডুবে কালীদয়।
রাণী ব'লে বাঁচাইল কাত্যায়নী মায়॥
যখন করেন লীলা মানব রূপেতে।
তখন তাঁহাকে কেহ না পারে চিনিতে॥
যোগে বসি ধ্যান করে যত মুনিগণ।
একা গর্গ ধ্যান করে জানিল তখন॥
কণ্বমুনি পারণা করিতে নিবেদয়।
আপনি আসিয়া কৃষ্ণ তার অন্ন খায়॥
ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে মুনিবর কয়।
গোয়ালের ছেলে মোর অন্ন মেরে দেয়॥
যশোদা রাখিল বেঁধে তবু এসে খায়।
ক্রোধ দেখি যশোদা ধরিল মুনি পায়॥
যশোদা বলেরে কৃষ্ণ অন্ন মার কেনে।
কৃষ্ণ বলে আমারে ডাকিল কি কারণে॥
গৃহে বাঁধা এক কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ খায়।
তবু মুনি চিনিতে নারিল দয়ামর॥
বিস্ময় মানিয়া মুনি ধ্যানস্থ হইল।
ধ্যান করি বিশ্ব হরি তবে সে চিনিল॥
কার্যক্ষেত্রে তাঁহারে না চিনে কোনজন।
পূর্বেতে যেমন ভাব এখন তেমন॥
সেই মত লীলা করে যশোমন্ত সুত।
শুনিতে তাঁহার লীলা বড়ই অদ্ভুত॥
শ্রবণে কলুষ ক্ষয় গোলোকেতে বাস।
কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় কর্মকাণ্ড নাশ॥
পাপে ধরা পরিপূর্ণ পাপাচ্ছন্ন তায়।
মন্দ সন্দ অন্ধকারে হরি চন্দ্রোদয়॥
শ্রীহরি চরিত্র সুধা রসনা রসিল।
হরি প্রেমানন্দে সবে হরি হরি বল॥

জ্ঞানযোগ ও রস প্রকরণ।

পয়ার।

শ্রীরামে যখন বিশ্বামিত্র ল'য়ে গেল।
স্বয়ং জানিয়া তবু মন্ত্র শিক্ষা দিল॥
তাড়কা বধিতে যবে রাম ছাড়ে বাণ।
বিশ্বামিত্র কেন ভীত হইল অজ্ঞান॥
পারে কিনা পারে রাম বধিতে তাড়কা।
তিন জনে খাইবেক যদি পায় দেখা॥
যদ্যপি বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু অবতার।
তথাপি শ্রীরামরূপে মানুষ আকার॥
যখন বশিষ্ঠ মুনি অভিষেক করে।
সাগরের জলে স্নান করা'ল রামেরে॥
চারি সাগরের জল মুনি আনাইল।
শ্রীরামে ব্রহ্ম মুহূর্তে স্নান করাইল॥
যদ্যপি জানেন রাম সংসারের সার।
তথাপি কল্লল রামে মানুষ আচার॥
লীলার সময় সবে তেমতি জানিবে।
স্বয়ং জানিলে সেও নরভাবে ভাবে॥
ভূ-ভার হরণ তার প্রতিজ্ঞা সমস্ত।
অসুরের মুণ্ডচ্ছেদ ধরি ধনু অস্ত্র॥
গৌরাঙ্গ লীলায় দয়া অস্ত্র ধনু ধরি।
কলির কলুষ নাশ করিল শ্রীহরি॥
লিখিলেন গোস্বামীরা অস্ত্র সাঙ্গোপাঙ্গ।
করিলেন পাষণ্ড দলন শ্রীগৌরাঙ্গ॥
ধন্য লীলা প্রেম-ভক্তি করিল প্রকাশ।
রামচন্দ্র নরোত্তম প্রভু শ্রীনিবাস॥
তবু নাহি গেল বৈষ্ণবের কুটিনাটি।
জ্ঞানকাণ্ড কর্মকাণ্ড বিষয় ভ্রূকুটি॥
বৈষ্ণবের পক্ষে হরি ভকতি বিলাস।
লিখিলেন গ্রন্থ কবিরাজ কৃষ্ণদাস॥
তাহার মধ্যেতে প্রকাশিল বিধি ভক্তি।
বিধি ভক্তে নাহি হয় ব্রজভাব প্রাপ্তি॥
স্বয়ং এর শ্রীমুখের বাক্য নিদর্শন।

চৈতন্য চরিতামৃত মঙ্গলাচরণ।।
এবে দয়া প্রকাশিয়া প্রভু হরিচাঁদ।
বৈষ্ণবের কাটিলেন নাম অপরাধ।।
জ্ঞানকাণ্ড কর্মকাণ্ড মুক্তি অষ্টপাশ।
দয়া সুদর্শনে কাটিলেন হরিদাস।।
ভক্তি অঙ্গ জানাইতে নাম হরিদাস।
আপনি আপনা লীলা করেন প্রকাশ।।
বিরাগ বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি আচরণ।
রাগ ভক্তি দিয়া মাতাইল সর্বজন।।
গৃহে থেকে প্রেম ভক্তি সেই হয় শ্রেষ্ঠ।
অনুরাগ বিরাগেতে প্রেম ইষ্ট নিষ্ঠ।।
সাক্ষী তার কাশিখণ্ডে দেবতা সবাই।
শুনিলেন ধর্মকথা লোপামুদ্রা ঠাই।।
গৃহকর্ম রক্ষা করে বাক্য সত্য কয়।
বাণপ্রস্থ পরমহংস তার তুল্য নয়।।
গয়া গঙ্গা প্রয়াগ পুষ্কর দ্বারাবতী।
প্রভাস নর্মদা কুরুক্ষেত্র সরস্বতী।।
পৃথিবীর পুণ্য ক্ষেত্র আছে যত্র যত্র।
সব তীর্থ শ্রেষ্ঠ সে প্রয়াগ পুণ্যক্ষেত্র।।
যত যত তীর্থ আছে অবনী ভিতরে।
সত্য বাক্য সমকক্ষ হইতে না পারে।।
পর অন্ন খায় যে বা তীর্থধামে যায়।
ষড়াংশের এক অংশ ফল সেই পায়।।
বাণিজ্য কারণে যে বা তীর্থধামে যায়।
তীর্থের নাহিক ফল বাণিজ্য সে পায়।।
দেহের ইন্দ্রিয় বশ না হয়েছে যার।
তীর্থে গেলে ফলপ্রাপ্তি না হইবে তার।।
দেহের ইন্দ্রিয় বশ করেছে যে জন।
তার দরশনে সব তীর্থ দরশন।।
গৃহেতে থাকিয়া যার ভাবোদয় হয়।
সেই সে পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়।।
অনুধ্বজ, শিখিধ্বজ, সুধন্বা, সুরথ।
অম্বরীষ, বিভীষণ, রঘু, ভগিরথ।।
প্রহলাদ, নারদ, শুক, ধ্রুব, মুচুকন্দ।
বিদুর, গুহক, বলী, শ্রীসহস্রস্কন্দ।।
এ সব গৃহস্থ নর বিধি ভক্তি রসে।
অন্তরঙ্গ ভক্ত সব থাকে গৃহবাসে।।
তার মধ্যে পঞ্চ অঙ্গ অতি অন্তরঙ্গ।
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর পঞ্চঅঙ্গ।।
শান্তভাব নিষ্ঠা-বতী চারি রসে রয়।
শান্ত রস রতি নিষ্ঠা পঞ্চ অঙ্গ কয়।।
অনর্পিত চরিং চিরাৎ শ্লোকে বাখানি।
লিখে বিল্বমঙ্গল উজ্জ্বল নীলমণি।।
অতি অন্তরঙ্গ মধ্যে করিয়াছে ঠিক।
তিন প্রভু ছয় গোঁসাই পঞ্চ রসিক।।
ইহারা সকলে মাত্র গৃহাশ্রমী হয়।
গৃহত্যাগী শেষে হয় গোস্বামীরা ছয়।।
ঢাকিয়া রসিক ধর্ম গৃহধর্ম দিয়া।
অবনীতে অবতীর্ণ শ্রীহরি আসিয়া।।
গৃহধর্ম লভিবেক যজিবে যাজন।
অন্তরঙ্গ রসিক হইবে সেই জন।।
পূর্বে যার যেই পথ আছে জানাজানি।
এদানি লইবে তারে সেই পথে টানি।।
বিশ্বনাথে বাঁচাইয়া হরিচাঁদ নিল।
সেই বিশ্বনাথ শেষে দরবেশ হ'ল।।
করেছেন কত লীলা পৌগণ্ড সময়।
লিখিতে অসাধ্য মোর পুঁথি বেড়ে যায়।।
কিছুদিন পরে হ'ল গোচারণ সায়।
বিবাহ করিল প্রভু কৈশোর সময়।।
ঠাকুরের জন্ম অগ্রে পরে যে সময়।
রামকান্ত আসিতেন মোহান্ত আলয়।।
বৈরাগী ব্রাহ্মণ আদি অতিথি আসিত।
কারু না কহিত প্রভু নিজ মনোনীত।।
নিন্দা কি বন্দনা কারু কিছু না করিত।
রামকান্ত এলে গিয়া পদে লোটাইত।।
কিছু অন্তরেতে রামকান্তে ল'য়ে যেত।

দুই প্রভু একাসনে নির্জনে বসিত ॥
রামকান্তে বলিতেন তুমি মম গুরু।
যুগে যুগে তুমি মোর বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
এইভাবে রামকান্তে করিতেন স্তুতি।
কথোপকথনে কাটাতেন দিবারাতি ॥
প্রভু সব মনোবৃত্তি কান্তে জানাইল।
মধুময় শ্রীহরি চরিত্র হরিবল ॥

অথ লক্ষ্মীমাতার জন্ম-বিবাহ ও যশোমন্ত ঠাকুরের তিরোভাব।

পয়ার।

জিকাবাড়ী নিবাসী লোচন প্রামাণিক।
একমাত্র কন্যা ভালবাসে প্রাণাধিক ॥
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী যিনি সত্যে বেদবতী।
অম্বরীষ কন্যা যিনি দ্বাপরে শ্রীমতি ॥
বিষ্ণুপদ সেবানন্দ ক্ষীরোদ বাসিনী।
ত্রেতাযুগে সীতা সতী দ্বাপরে রুক্মিনী ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া নাম ধরে গৌরাঙ্গ গৃহিণী।
কলিতে হ'লেন তিনি লোচন নন্দিনী ॥
যে কালে জন্মিল মাতা লোচনের ঘরে।
ভূমিষ্ঠ হ'লেন যবে সূতিকা আগারে ॥
কি লিখিব কি লিখিব ভেবেছি বসিয়া।
শান্তিদেবী পদ ভাবি নয়ন মুদিয়া ॥
অন্তর হইতে এক নারী বাহিরিল।
সেই নারী লক্ষ্মীমার ধাত্রী যেন ছিল ॥
আমি যেন দেখিলাম বিভীষিকা প্রায়।
ধ্যানে কি স্বপনে দেখি বোঝা নাহি যায় ॥
দেখিলাম শান্তিমার শান্তিময়ী পদ।
রাঙা চরণেতে ফুটিয়াছে কোকনদ ॥
ধাত্রী দেখে কোকনদ উড়িয়া আসিল।
শান্তিমার শ্রীচরণে প'ড়ে লুটাইল ॥
প্রসবিনী ফুলনাড়ি যবে প্রসবিল।
এক ফুল তথা হতে পদে লুকাইল ॥

ইহা শুনিলাম যেন প্রলাপের প্রায়।
সজ্ঞানেতে লিখিলাম ধাত্রী যাহা কয় ॥
ধাত্রী বলে প্রসূতিরে বলি মা তোমায়।
তোমার এ কন্যা মা সামান্যা কভু নয় ॥
ধাত্রী কহিলেন লোচনের গৃহিণীরে।
লোচন-গৃহিণী কয় লোচনের তরে ॥
শুনিয়া লোচন সব করিল প্রত্যয়।
এ মেয়ের যোগ্য বর পাইব কোথায় ॥
নির্জনে বসিয়া করে ঈশ্বরের ধ্যান।
এই কন্যা কাহাকে করিব সম্প্রদান ॥
বহু চিন্তা মনে মনে করিতে লাগিল।
এদিকেতে লক্ষ্মীমাতা বলিষ্ঠা হইল ॥
বাল্যকালে যখনেতে করিতেন খেলা।
বালিকাগণের সঙ্গে করিতেন মেলা ॥
আয় গো ভগিনী মোরা খেলিব সকলে।
সর্বমঙ্গলার পূজা করি সবে মিলে ॥
সতীর বেদনা যানে সেই মাতা সতী।
পঞ্চতপা হইয়া পাইল পশুপতি ॥
কল্য শাস্ত্র শুনিয়াছি বাবার গোচরে।
জগন্মাতা জন্ম নিয়াছিল গিরিপুরে ॥
বাল্যকালে করিলেন তপস্যা আরম্ভ।
শিবপূজা করিলেন সদা অবলম্ব ॥
তপস্যার ফলে পতি পায় কৃত্তিবাস।
সতীমার পূর্ণ হ'ল মনো অভিলাষ ॥
একদিন আমার পিতার গুরু এল।
গোঁসাই বসিয়া কত শাস্ত্র শুনাইল ॥
শুনিলাম কাত্যায়নী পূজে ব্রজঙ্গনা।
মাধব মাধব পয়ে পুরা'ল বাসনা ॥
দয়মন্তী সতী শক্তি আরাধনা ফলে।
হংসমুখে বার্তা শুনি পতি পেল নলে ॥
ভদ্রাবতী সতী বাহু রাজার নন্দিনী।
পাইল শ্রীবৎস পতি দৈববাণী শুনি ॥
সাবিত্রীর ব্রত করে সতী সে সাবিত্রী।

মৃত্যুপতি জিনে, বাঁচাইল মৃত পতি ।।
সাধনা বিহনে ভাল পতি মিলে কার।
আয় মোরা পূজা করি সর্বমঙ্গলার ।।
বালিকাগণের সহ হইয়া একত্র।
আনিতেন দূর্বাদল তুলসীর পত্র ।।
গৃহ হ'তে চেয়ে নিত আতপ তণ্ডুল।
তুলে নিত গ্রামে পেত যত যত ফুল ।।
কুষ্মাণ্ড কাচড়া লাউ কলম্বী ধুতুরা।
মরিচ বেগুন বন্যা ফুল কেওয়া তারা ।।
ফাল্গুনী সংক্রান্তি দিনে দ্বিজমন্ত্র বিনে।
পূজিতেন কাত্যায়নী ল'য়ে বালাগণে ।।
তুলসী চন্দন মাখি যতন করিয়া।
কালী লও ব'লে দিত অঞ্জলী পুরিয়া ।।
খেলিতেন ল'য়ে যত গ্রাম বালিকায়।
ইহার অগ্রেতে বাল্য খেলার সময় ।।
বালিকা আচারে আলো তণ্ডুল বিহনে।
বালি দিয়া নৈবিদ্য সাজা'ত বালাগণে ।।
বলিতেন এই মত তোরা সবে সাজা।
আয় লো ভগিনী মোরা খেলি পূজা পূজা ।।
এরূপে পৌগণ্ডকাল হ'য়ে এল গত।
এমন সময় খেলে সাবিত্রীর ব্রত ।।
কখন কখন ল'য়ে বালিকার গণ।
ভক্তিভাবে পূজিতেন দেব নারায়ণ ।।
অম্বরীষ কন্যা শ্রীমতীরে তুমি নাও।
সেই মত দয়াময় মোরে ল'য়ে যাও ।।
লোচন শুনিল দৈবে বাল্যখেলার ছলে।
যশোমন্ত পুত্র হরি বিশাকে বাঁচ্ছলে ।।
চিত্ত চমকিত হ'ল মানিল বিস্ময়।
এ ছেলে ঈশ্বর অংশ সামান্য ত নয় ।।
হরির সঙ্গেতে দিলে শান্তির বিবাহ।
ইহকাল পরকাল হইবে নির্বাহ ।।
লোচন সফলাডাঙ্গা আসিয়া আসিয়া।
যশোমন্তে কথা কয় হাসিয়া হাসিয়া ।।
তোমার মধ্যম পুত্র আমি তাঁরে চাই।
কন্যা দিয়া আমি তাঁরে করিব জামাই ।।
শুনি যশোমন্ত বড় হ'ল আনন্দিত।
বলে এই কর্ম কর যে হয় উচিত ।।
আসা যাওয়া দেখা শুনা হয় রীতিমতে।
কন্যাদান করিলেন শুভ সু-লগ্নেতে ।।
যশোমন্ত বিয়া দিল পাঁচটি নন্দন।
অচিরাৎ লোকলীলা কৈল সম্বরণ ।।
একদিন গাত্র শীত হৃদিকম্প হয়।
মুহূর্তেক বসিলেন তুলসী তলায় ।।
জপিলেন ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
সজ্ঞানেতে দেহত্যাগী হ'ল লোকান্তর ।।
পুষ্পরথে চড়ি সুখে গোলোকে গমন।
যশোমন্ত প্রীতে হরি বল সর্বজন ।।
হরি পিতা লোকান্তর সমাধি শুনিলে।
পুলকে গোলোকে যাবে হরি হরি বলে ।।
অন্তকালে হবে তাঁর হরি কর্ণধার।
বিরচিল রসরাজ কবি সরকার ।।

আদিখণ্ড

চতুর্থ তরঙ্গ

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণব দাস জয় গৌরী-দাস ।।
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিতপাবন হেতু হৈলা অবতার ।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন ।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময় ।।
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ ।।

গ্রন্থকারের প্রতি গ্রন্থ লিখিবার আদেশ

পয়ার

মৃত্যুঞ্জয় দশরথ এই দুইজনা।
বলিলেন লীলামৃত করিতে রচনা॥
প্রভূর এ শেষ লীলা প্রেমভক্তি দান।
রচনা করহ শীঘ্র লীলার প্রধান॥
চরণ ধরিয়া তবে বলিল তারক।
স্বীকার করিনু আমি তোমার সেবক॥
অতিদীন অভাজন আমি মূঢ়মতি।
এ লীলা বর্ণিতে মম না হবে শকতি॥
একে আমি দীনহীন অক্ষম জঘন্য।
আমার এ লেখা ভবে কে করিবে মান্য॥
দুই প্রভ বলে হরিচাঁদে রেখে ভক্তি।
লিখিতে আরম্ভ কর হবে তোর শক্তি॥
বিশ্বাস না করিস মোদের কথা ধর।
লিখিতে পারিবি গ্রন্থ তোরে দিনু বর॥
মৃত্যুঞ্জয় বলে তুমি শুন মোর সোনা।
উপাধি দিয়াছি তোরে তারক রসনা॥
দশরথ বলে বাক্য লঙ্ঘিও না আর।
মৃত্যুঞ্জয় দিল বর আমার সে বর॥
আমার রচিত গান আছে তোর শুনা।
তাতে পদ গাঁথা আছে তারক-রসনা॥
নিচ জন বলে ভেবে হইলি ব্যাকুল।
কাঁদা জল বিনে কোথা ফুটে পদ্ম ফুল॥
মুনি হৈল বিশ্বামিত্র গাধির নন্দন।
মেনকার সঙ্গে তার হইল মিলন॥
তাতে জন্মে কন্যা শকুন্তলা নাম ধরে।
কুরুপান্ডবের আদি ব্যক্ত এ সংসারে॥
হরিনীর গর্ভে জন্মে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।
যার যজ্ঞে চরু জন্মে রামায়ণে শুনি॥
লোমপাদ রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি ছিল।
মুনি আগমনে শেষে ইন্দ্র বরষিল॥
অযোধ্যায় এসে সেই মুনি যজ্ঞ করে।
চরু খেয়ে তিন রাজরাণী গর্ভ ধরে॥
সেই গর্ভে হইলেন রাম অবতার।
যথা তথা জন্ম কিন্তু কর্ম ধর সার॥
ব্রহ্মার ঔরষে তিলোত্তমার উদরে।
বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ সে ব্যক্ত চরাচরে॥
যোগ-বশিষ্ঠ রামায়ণ যোগে বসি করে।
ব্যাস মুনি জন্মে মৎস্যগন্ধার উদরে॥
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র আঠার পুরাণ।
বেদব্যাসকৃত জীব বাসনা পুরাণ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছে আপনি।
শক্ত্যাবেশ অবতার পৃথু ব্যাস মুনি॥
তোর কেন ভয় হ'ল করিতে রচনা।
তোর জন্য তপস্যা করিব দুই জনা॥
যার কর্ম সেই করাইবে তোরে দিয়া।
রচনা করহ গ্রন্থ তাহারে ভাবিয়া॥
এই ভাবে কত দিন গত হ'য়ে গেল।
পারিব না ভেবে গ্রন্থ লেখা নাহি হ'ল॥
একদিন দৈব যোগে নিশি অবসানে।
গোঁসাই গোলক এসে দেখায় স্বপনে॥
নর হরি রূপ ধরি বুকে হাটু দিয়া।
বক্ষঃস্থলে দিল হস্ত নখ বাঁধাইয়া॥
বলে তোরে নখে চিরি করিব খানখান।
নৈলে "শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত" পুঁথি আন॥
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ বর দিয়াছিল।
চতুর্ব্বিংশ বর্ষ এই গত হয়ে গেল॥
পুঁথি যদি না লিখিবি তোর রক্ষা নাই।
পুস্তক লিখিস যদি ছেড়ে দিয়ে যাই॥
স্বীকার করিনু আমি লিখিব পুস্তক।
কেমনে লিখিব আমি মূর্খ অপারক॥
শুনিয়া গোস্বামী অতি ক্রোধভরে কয়।
তুই মূর্খ প্রভুর লীলা ত মূর্খ নয়॥
গোস্বামী বলেন বেটা বুঝে দেখ সুক্ষ্ম।
তুই মূর্খ মহতের বর নহে মূর্খ॥

উপাধি দিয়াছে তোরে রসনা বলিয়া।
এত দিন পরে তাহা গিয়াছে ফলিয়া।।
কবি গাও কালিয়ার পন্ডিত সমাজ।
উপাধি দিয়াছে তোরে কবি রসরাজ।।
হরিবংশে হরিপুত্র গুরুচাঁদ যিনি।
তিনি দেন উপাধি প্রেমিক শিরোমণি।।
ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বহুগুনে গুণী।
তিনি দেন উপাধি সরকার চূড়ামণি।।
ইতিনার ভট্টাচার্য্য পাড়া হয় গান।
সুকবি বলিয়া তোরে দিয়াছে আখ্যান।।
রজত ম্যাডেলে সেই উপাধি লিখিয়া।
তোমার গলায় সবে দিল ঝুলাইয়া।।
কেন বল আমি নাহি জানি ব্যাকরণ।
এখন সাহস ভরে লিখিতে দে মন।।
যে লেখা যে পড়া জান তাহা উঘাড়িয়া।
দেশ ভাষা মতে দাও পুস্তক রচিয়া।।
যুবা বুড়া সবে যাতে বুঝিবারে পারে।
সেই মত লিখে দাও আমাদের বরে।।
স্বপনেতে কেহ যদি পুথি করে দান।
সে জন পন্ডিত হয় পুরাণে প্রমাণ।।
বিরাজা নামেতে মধু কাণের ভগিনী।
স্বপনেতে পুথি তোরে দিল আমি জানি।।
এক দিন স্বপনে সাপের পা দেখিলি।
সে সব বৃত্তান্ত বাছা কেন ভুলে গেলি।।
স্বপনেতে এক নারী ঢাকার সহরে।
হরিচাঁদ স্তবাষ্টক দিয়াছিল তোরে।।
তোর লেখা স্তব তোরে সেই নারী দিল।
সেই স্বপ্ন কেন বাছা তোর ভুল হ'ল।।
আনুকূল্যে গোলোক পাগল চূড়ামণি।
রচিল তারক সরকার চূড়ামণি।।

কবি জন্মোপাখ্যান।

পয়ার।

ওরে বৎস শোন তোর জন্ম বিবরণ।
তুই যে জন্মিলি তোর পিতার সাধন।।
দেখেছিস বাল্যকালে তোর খুল্লতাত।
জন্ম-অন্ধ নাম তার ছিল শম্ভুনাথ।।
তোর জন্ম বিবরণ তোর মনে নাই।
মৌখিক শুনিলি তোর পিসিমার ঠাই।।
তোর পিতা কাশীনাথ ছিল কালী ভক্ত।
শক্তি আরাধিত কালীপদে অনুরক্ত।।
অপুত্রক ছিল বংশে পুত্র না জন্মিল।
বংশ রক্ষা হেতু দুর্গা বলিয়া কাঁদিল।।
বটপত্রে লক্ষ দুর্গা নাম লিখে পরে।
সপ্তাহ পর্যন্ত শিব স্বস্ত্যয়ন করে।।
আচার্য ফকিরচাঁদ করে স্বস্ত্যয়ন।
স্বস্ত্যয়ন করি বলে বলে জন্মিবে নন্দন।।
স্বর্ণময়ী দশভুজা মূর্তি গঠি লয়।
পূজা করিলেন শুভ-নবমী সময়।।
শ্রীনবকুমার শর্মা পুরোহিত এসে।
পূজা করে জগদ্ধাত্রী পূজার দিবসে।।
সপ্তাহ পর্যন্ত চণ্ডী করিল পঠন।
অষ্টম দিবসে দিল ব্রাহ্মণ ভোজন।।
নবমী দিবসে পূজা কৈল ভবানীর।
তব পিতা বুক চিরে দিলেন রুধির।।
মার্গশীর্ষ অমাবস্যা শনিবার দিনে।
তোর মাতা প্রসব করিল শুভক্ষণে।।
নাম করণেতে নাম রাখিল তারক।
আচার্য বলিল পুত্র হইবে রচক।।
যেই নারী স্তবাস্টক দিলেন তোমায়।
সেই শক্তি দিবে শক্তি রচনা সময়।।
যে কথা লিখিতে সন্দেহ হইবে তব।
সেও শক্তি দিবে তোরে আমি শক্তি দিব।।
যে সময় জীবনান্ত হইল আমার।
কোলে করি ধরেছিলি মম কলেবর।।
হরিসুত গুরুচাঁদ আজ্ঞা অনুসারে।

রচনা করহ শীঘ্র নির্ভয় অন্তরে।।
পূর্বে ছিল মুনিগণ করিতেন ধ্যান।
এবে সেই ধ্যান হয় জ্ঞানেতে বিজ্ঞান।।
পঙ্গুজন লঙ্ঘে গিরি বোবা কথা কয়।
অন্ধজন চক্ষে দেখে মহৎ কৃপায়।।
বাজীকর ছায়াবাজী দেখায় বিপুল।
নাচাইতে পারে তারা কাষ্ঠের পুতুল।।
গোস্বামী গোলোক দশরথ মৃত্যুঞ্জয়।
তুই কাষ্ঠ পুত্তলিকা তেমনি নাচায়।।
বালকেরা খেলে যেন কড়িখেলা দান।
নানাভাবে পড়ি কড়ি গড়াগড়ি যান।।
কড়িতে না জানে আমি কি খেলা খেলাই।
খেড়ুবিনে সে খেলা বুঝিতে সাধ্য নাই।।
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ আর মহানন্দ।
তোরে করে ফেলাফেলি তাদের আনন্দ।।
শীঘ্র করি লেখ মোর প্রভুর মহিমে।
লেখ লেখ যাহা তোর উঠিবে কলমে।।
যা দেখিস যা শুনিস তাহাতো লিখিবি।
না দেখিলি না শুনিলি কেমনে পারিবি।।
কোন ঠাই লিখিতে হইলে কিছু সন্ধ।
আরোপে দেখিল হরি চরণারবিন্দ।।
অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ হবে অত্রানন্দ।
হৃদয় আসিয়া লেখাইবে হরিচন্দ্র।।
এভাবে গোলোকচন্দ্র সদয় হইল।
হরি হরি বল ভাই তারক রচিল।।

গ্রন্থকারের অনুনয়ন।

ত্রিপদী।

গোস্বামীর অনুমতি বন্দি মাতা সরস্বতী
মূঢ় মতি আমি অভাজন।
শক্তিময়ী দিয়া শক্তি আমা দ্বারা কর উক্তি
পঞ্চাশ বর্ণ স্বর ব্যঞ্জন।।
নাহি মোর বর্ণ জ্ঞান নাহি সূক্ষ্মানুসন্ধান
সাহসিনু লিখিতে পুস্তক।
যদ্যপি জ্ঞানবিহীন তবু মম শুভদিন
লিখিতে এ হাতের সার্থক।।
হৃদিপদ্ম প্রস্ফুটিত মন বড় আনন্দিত
রচিতে হরি চরিত্র লীলা।
এই মঙ্গলাচরণ ভব বন্ধন মোচন
শুনিতে মঙ্গল সুশৃঙ্খলা।।
কৃষ্ণসারচর্ম দলে কুঠার বাঁধিয়া গলে
অই দলে জুড়ি দুই হাত।
দন্তে তৃণ ধরি কেঁদে সাধু বৈষ্ণবের পদে
কোটি কোটি করি দণ্ডবৎ।।
হরি কথা লীলামৃত কে বলিতে পারে কত
যে যত বা করেন প্রকাশ।
মুনিগণে লেখে যত ধ্যান অনুযায়ী মত
বেদব্যাস কবি কৃষ্ণদাস।।
লেখে যদি শূলপাণি বাণী যদি বলে বাণী
তবু বাণী অবধি না হয়।
আমি যে সাহস করি লিখিতে কলম ধরি
সাধু গুরু বৈষ্ণব কৃপায়।।
কার্য অতি দুরারোধ্য লিখিতে নাহিক সাধ্য
হেন সাধ্য যেন তেন মতে।
লিখি লীলা গুহ্য বাহ্য গ্রন্থকার মনোধার্য
পূজ্য হোক ভক্ত সমাজেতে।।
বেদব্যাস মহামুনি যত লিখিলেন তিনি
চারিবেদ আঠার পুরাণ।
শাস্ত্র লেখে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গ্রন্থ লেখে লক্ষ লক্ষ
দেখিল যাহা করিয়া ধ্যান।।
একদা বদরিকাশ্রমে ব্যাসমুনি ছিল ঘুমে
হেনকালে আসি দুই পাখী।
বদরী শাখা উপরে দুই পাখী শব্দ করে
ব্যসদেব মেলিলেন আঁখি।।
শাখে বসি দুই শুকে একটি কহিছে সুখে
অবিরত ত্রয়োস্ত্রিংশৎ।

অন্যটির মুখে বাণী শুনিতেছে ব্যাসমুনি
উঠে ধ্বনি পঞ্চাশৎ ॥
বাণী শুনি অকস্মাৎ ব্যাস করে দৃষ্টিপাত
পাখী কেন সংস্কৃত কহে।
তাহা শুনিয়া বিস্ময় সত্যবতীর তনয়
কিঞ্চিৎ ধ্যানস্থ হ'য়ে রহে॥
ধ্যানেতে হইল জ্ঞাত উভয় পাখীর তত্ত্ব
ত্রয়োস্ত্রিংশৎ যে করে প্রকাশ।
অইটি বাল্মীকি মুনি দেখেছেন ব্যাস মুনি
পঞ্চ পঞ্চাশৎ কহে ব্যাস॥
পাখী কহে সংস্কৃত ইহার কারণ অর্থ
জানিবারে পুনঃ করে ধ্যান।
বাল্মীকি কহিছে বাণী রচি রামায়ণ খানি
করিয়াছি নামের বাখান॥
ধর্ম অর্থ পাপ পুণ্য ব্যবস্থা হয়েছে ধন্য
প্রথম পুরুষ রামলীলে।
বৈকুণ্ঠ নায়ক হরি যৈছে অবতারকারী
বর্নিলাম স্বয়ং হরি বলে॥
স্বয়ং কৃষ্ণলীলা সার শুদ্ধ মানুষাবতার
তাঁর তত্ত্ব তাঁর প্রাপ্তি কিসে।
তাহা আমি লিখি নাই ধ্যানেতে ও নাহি পাই
তুমি তাহা লেখ অবশেষে॥
ব্যাস কহে শুক পাখী আমি যে ভারত লিখি
বৈকুণ্ঠ পতির সব লীলা।
বাসুদেব যদুবংশ নারায়ণ কৃষ্ণ অংশ
লিখি তার ঐশ্বর্যের খেলা॥
লিখিবারে তার মর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছি ব্রহ্ম
স্বয়ং কৃষ্ণ মাধুর্যের সার।
কোন প্রেমে তারে পাই আমি তাহা লিখি নাই
তুমি তাহা করহে প্রচার॥
গ্রন্থ হ'বে ভাগবত সাধুজন মনোমত
ব্রজভাব মাধুর্যের ধার্য।
গ্রন্থ হ'বে পরচার ভক্তিরস তত্ত্বসার
রসিক ভকত শিরোধার্য॥
শুনি ব্যাস ভাবে মনে ব্যাস কহে ব্যাস স্থানে
এরা দুই শুক শ্যাম শুক।
এরা কহে রচিবারে এ রচনা রচিবারে
এবে আমি না হ'ব ইচ্ছুক॥
ফিরে যাক যোগে বসা দেখি করিয়া তপস্যা
তপস্যায় বসিলেন মুনি।
কতদিন গত হয় দৈবে এমন সময়
শুনিতে পাইল দৈববাণী॥
শীঘ্রই রচনা কর বৃথা কেন কাল হর
উপলক্ষ তোমারে রাখিব।
লিখিতে উদ্যোগী হও করে তুলি তুলি' লও
যা করিবে আমি সে করিব॥
এই দৈববাণী শুনি লিখিতে লাগিল মুনি
কৃষ্ণলীলা রস ভাগবত।
লিখিতে লিখিতে গ্রন্থ ব্রজলীলার বৃত্তান্ত
ব্রজলীলা লিখে মনোরথ॥
শান্ত দাস্য সখ্য আদি বাৎসল্যের নিরবধি
মধুরের রাধা প্রেমরস।
দাস্য শান্ত ক্রিয়াগুণ লিখিতে হ'ল নিপুণ
মধুরের ক্রিয়া গুণ যশ॥
লিখিতে উদ্যত হ'ল হেন কালেতে শুনিল
দৈববাণী হ'ল পুনর্বার।
আর না লিখ আগত ব্রজভাব তত্ত্ব যত
তা লিখিবে নন্দন তোমার॥
পরে ব্যাস পুত্র যিনি শুকদেব মহামুনি
তিনি লিখিলেন ভাগবত।
লিখিতে লিখিতে মুনি পরে হ'ল দৈববাণী
আর না লিখিও তুল হাত॥
কতদিন গত হ'ল ব্যাস ভাবিতে লাগিল
আমি লিখি আমি করি সই।
যদ্যপি লেখান হরি জানিতে তা আমি পারি
অন্যে তাহা জানিল বা কই॥

দৈববাণী শুনিলাম আমি একা জানিলাম
গ্রন্থ মান্য হ’বে স্বর্গমর্ত্য।
গোলোক বৈকুণ্ঠ মান্য হইল যে গ্রন্থ ধন্য
দেবগণে না জানিল তত্ত্ব॥
গোলোক বিহারী হরি গণপতি রূপ ধরি
হ’য়েছেন শিবের নন্দন।
কোলে করিয়া ভবানী হ’ল গণেশ জননী
কোলে আদি ব্রহ্ম সনাতন॥
এবে বক্তা আমি হ’ব গণেশেরে লেখাইব
চলিলেন কৈলাশ শিখর।
স্তব করে মহামুনি ব্যাসের স্তবন শুনি
তুষ্ট হ’ল দেব দিগম্বর॥
আজ্ঞা দিলেন গণেশেরে যেতে ব্যাস সমিভ্যারে
গণেশ বলিল আমি যা’ব।
বলিতে বিলম্ব হ’লে হস্ত অবসর পেলে
লিখিব না ফিরিয়া আসিব॥
শুনি ব্যাস চমকিত হইলেন উপস্থিত
বৈকুণ্ঠ নারায়ণ সদনে।
গললগ্নী কৃতবাসে স্তব করে পীতবাসে
তুষ্ট হরি ব্যাসের স্তবনে॥
ব্যাস কহিছে ভারতী ভারতে যাবে ভারতী
ভাগবত-ভারত রচনে।
আমি যা বলিব বাণী বাণী যোগাইবে বাণী
বসি মম রসনা আসনে॥
আজ্ঞা দেন চক্রপাণি আজ্ঞায় চলিল বাণী
গজানন কহে পুনর্বার।
কণ্ঠে রহিবে ভারতী বলিবেন যে ভারতী
লিখিব হে যে সাধ্য আমার॥
কালি হ’লে মসিপাত্র মসি ফুরাইলে মাত্র
আর না লিখিব যা’ব ফিরি।
শুনি ব্যাস বারিনেত্র আমি হ’ব মসিপত্র
ডেকে কন শ্বেত বাগীশ্বরী॥
শুনিয়া এ সব বার্তা ব্যাস মুনি করে যাত্রা
গোলোকের পানে চাহি কাঁদে।
গোলোকে ছিলেন স্থিতি যিনি নীল সরস্বতী
তাকে করে আজ্ঞা কালাচাঁদে॥
বৈকুণ্ঠেতে শ্বেতবাণী মসিপত্র হ’বে তিনি
তুমি গিয়া হও তাতে মসী।
কজ্জ্বলস্বরূপা হ’য়ে তুমি তাতে থাক গিয়ে
আমি তব পিছে পিছে আসি॥
আসি ব্যাস মুনিবর গণেশের বরাবর
কহে দেব লিখ কহি কথা।
ডেকে বলে শিব-পুত্র দিলে মোরে মসিপত্র
লিখিবার লেখনিটা কোথা॥
এরণ্ডের কুঞ্চি আনি দিলা ব্যাস মহামুনি
অস্ত্র দিল প্রস্তুতে কলম।
কূপিলেন গজানন ক্রোধে ঘূর্ণ ত্রিনয়ন
বলে ব্যাস তোর মতিভ্রম॥
বাণী কণ্ঠে বিরাজিত শ্বেত সরস্বতী দত
কালী হ’ল নীল সরস্বতী।
এতে মোর আসে হাস তার কি কলম বাঁশ
কি পত্রে বা লিখাইবি পাঁতি॥
গিয়া বৃন্দাবন বাসে ভ্রমণ চৌরাশী ক্রোশে
বেল ভাণ্ডি তমালের বন।
বন ভ্রমি একে একে গন্ধরাজ শেফালিকে
তালতরু দেখে হৈল মন॥
বসি তালতরু মূলে ভেসেছে নয়ন জলে
হরি বলে কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে।
আমি শক্তি কৃষ্ণাঙ্গিনি ভাগবত শাস্ত্র মুনি
লেখ তুমি মম বক্ষঃ পরে॥
দেখে পরাশর পুত্র পড়িতেছে তালপত্র
তালপত্রে কহে মুনিবর।
যাহ শ্রীকৃষ্ণের ঠাই বলগে বলেছে রাই
শিরে শিখিপাখা দিতে মোরে॥
ব্যাস অতি ব্যস্ত হ’য়ে শ্যামকুণ্ড তীরে গিয়ে
করেছেন কৃষ্ণ আরাধন।

যুগল মিলন হ'য়ে ব্যাসের সম্মুখে গিয়ে
রাধা কৃষ্ণ দিল দরশন ॥
বলেছেন শ্রীরাধিকে যা লিখিবে মম বুকে
অন্য কলমে তা কি হয়।
শুনিয়া রাধার বাণী রাধানাথ রসখনি
শিখিপাখা দিলেন তাহায় ॥
শিখিপুচ্ছ অংশ করি ব্যাসেরে দিলেন হরি
হাসিয়া বলে রাধানাথ।
যাহা অনন্ত গোচরে জিহ্বা সে দিবে তোমারে
তাহাতে না কর অস্ত্রাঘাত ॥
উদয় ক্ষীরোদ কূলে তপ করে হরি বলে
হরি ছিল অনন্ত শয়নে।
ফণা এক কোন হ'তে এক জিহ্বা হৈল তাতে
এনে দিল ব্যাসমুনি স্থানে ॥
বলীকে ছলিতে হরি নাভি হ'তে পদতরী
বাহির করিল যে প্রকার।
তেমনি অনন্ত ফণা জিহ্বাকণা এককণা
প্রকাশিল ক্ষীরোদ ঈশ্বর ॥
কলম কালি সহিত সুচিক্কণ মনোগীত
মিশ্রিত করিলা শিখিপুচ্ছে।
বাসুদেব নন্দসুত ঘন সৌদামিনীবৎ
অঙ্গে অঙ্গ মিশ্রিতায় যৈছে ॥
তেমনি মিশ্রিত হ'ল কলম আনিয়া দিল
গণেশের কলম করেতে।
মসী নীল সরস্বতী মস্যাধারে শ্বেত সতী
গণপতি লাগিল লিখিতে ॥
ব্যাসের মুখ নিঃসৃত গণেশের নিজ হস্ত
লিখিল ভারত ভাগবত।
আমি অতি অভাজন হীন সাধন ভজন
বিদ্যাহীন না জানি সংস্কৃত ॥
ত্রেতাযুগে সেতুবন্ধে ভল্লুক বানরবৃন্দে
বড়বৃক্ষ আনে বড় বীরে।
বড় বড় যে পর্বত বানরেরা আনে কত
হনুমান লোমে বন্ধি করে ॥
রামকার্য করিবারে ব্যস্ত ভল্লুক বানরে
কাষ্ঠ বিড়ালের হৈল মন।
পড়িয়া সমুদ্র নীরে গড়াগড়ি দিয়া তীরে
সেতুবন্ধ উপরে গমন ॥
মনে মনে বিবেচনা শ্রীপদে পাবে বেদনা
বালি দিলে খাদ পূর্ণ হয়।
পন্থা হয় সুকোমল যতেক কাষ্ঠ বিড়াল
কার্য করে সাধ্য অনুযায় ॥
সেইমত লিখি পুঁথি হরিচাঁদ লীলাগীতি
রামকার্য মাজ্জারের ন্যায়।
আমি অজ্ঞ নাহি যোগ্য মার্জার হ'তে অযোগ্য
হরিলীলা মহাযোগ্য প্রায় ॥
সজ্জনের দয়াগুণ হরিচাঁদ লীলাগুণ
প্রকাশিয়া সে গুণ গাওয়ায়।
যদ্যপি লেখনী ধরি বলি এ বিনয় করি
শ্রোতাগণ মহাজন পায় ॥
শ্রোতাগণ হংসবৎ দোষ ছাড়ি গুণ যত
দুগ্ধবৎ করুণ গ্রহণ।
হরিলীলামৃত কথা তেমনি করি মমতা
কর্ণপথে পিও সর্বজন ॥
হরিলীলা শ্রবণেতে ভবসিন্ধু পারে যেতে
পাতকীর নাহি আর ভয়।
ঘুচিবে শমন শঙ্কা হরিনামে মার ডঙ্কা
ধর পাড়ি ভাস ঐ নায় ॥
দশরথ হীরামন মহানন্দ শ্রীলোচন
রামকান্ত যশোমন্ত পদে।
গুরুচাঁদ কৃপালেশ গোলোক নৃসিংহ বেশ
তারক রচকাভয় সাধে ॥

শ্রীমদ্ ব্রজনাথ পাগলোপাখ্যান।

পয়ার।

সুধারস আশ্চর্য লীলার বিবরণ।

ব্রজনাথ উপাখ্যান শুন সর্বজন ॥
ব্রজনাথ নামে এক প্রভুর ভকত।
বাল্য হ’তে গুরু সেবা করে অবিরত ॥
গুরুপদে ছিল আর্তি দৃঢ় ভক্তি তার।
গুরুকার্য বিনে তার কার্য নাহি আর ॥
জ্ঞানকাণ্ড কর্মকাণ্ড কিছু না মানিত।
জ্ঞানশূন্য ভক্তি অঙ্গ প্রেমে পুলকিত ॥
সর্বদা উন্মাদ দশা চিন্তা জাগরণ।
ভাবনা জড়িমা কৃতি প্রলাপ বচন ॥
গুরুপত্নী আজ্ঞা দিল কার্যান্তরে যেতে।
ব্রজ রহে জ্ঞানশূন্য গুরু আরোপেতে ॥
ব্রজ তাহা নাহি জানে নাহি বাহ্যস্মৃতি।
ঠাকুরানী কহিলেন ঠাকুরে সম্প্রতি ॥
আমি যাহা কহি তাহা নাহি কর গ্রাহ্য।
এ শিষ্য রাখিয়া তব হ’বে কোন কার্য ॥
গৃহস্থের বাড়ী থাকে নাহি জ্ঞান বাহ্য।
মিছা এরে খেতে দেওয়া শীঘ্র কর ত্যজ্য ॥
পাগলা স্বভাব ব্রজ নৈষ্ঠিক আচারে।
ঠাকুরানী সেই ভাব বুঝিতে না পারে ॥
ঠাকুরানী কথা শুনি ঠাকুর ভুলিল।
ব্রজনাথে বলে যেতে ব্রজ না উঠিল ॥
ব্রজভাবে মত্ত ব্রজ অঙ্গভঙ্গী করে।
নির্বোধ ভাবিল, ব্রজ ব্যঙ্গ করে মোরে ॥
ক্রোধভরে ব্রজোপরে রুষিল ঠাকুর।
পাদুকা ধরিয়া দণ্ড করিল প্রচুর ॥
হেন কালে ব্রজের হইল স্মৃতি জ্ঞান।
গুরু কেন দণ্ড করে না বুঝি সন্ধান ॥
পায়ের খড়ম ধরি করেন প্রহার।
ব্রজ বলে কি স্বার্থক জনম আমার ॥
হইয়াছে গুরু সেবা যে ত্রুটি আমার।
প্রতিশোধে করে গুরু পাদুকা প্রহার ॥
দণ্ড পরিমাণে তার বেদনা যে কম।
প্রহারে ভাঙ্গিল তার হাতের খড়ম ॥
ব্রজ কহে শিষ্য নহে আমি দুষ্ট ভণ্ড।
নৈলে কেন গুরু হেন করে গুরুদণ্ড ॥
আমাকে মারিয়া গুরু হাতে পেল ব্যথা।
বুঝিতে না পারি আমি অপরাধ কোথা ॥
কি বুঝিয়া গুরু মোরে এতেক বৈমুখ।
সে ব্রজনাথের মনে হৈল বড় দুঃখ ॥
গুরু অপরাধী তার জীবনে কি ফল।
জীবন ত্যজিতে ব্রজ হইল চঞ্চল ॥
মনোদুঃখে ধারা চক্ষে কাতর অন্তরে।
ধীরে ধীরে যায় ব্রজ চকের ভিতরে ॥
সেই চকে আছে এক হিজলীকা বৃক্ষ।
জনরব আছে গাছে থাকে এক যক্ষ ॥
একাকী পাইলে কারে করয় সংহার।
রাত্রে কেহ নাহি যায় দিনে লাগে ডর ॥
আরো সেই গ্রামে ছিল শার্দূলের ভয়।
দুরন্ত সদন্ত বরা চকেতে ভ্রময় ॥
হিজলীকা বৃক্ষমূলে ব্রজ বসে রয়।
নিশাকালে ব্যাঘ্র ডাকে ব্রজ ডাকে আয় ॥
শার্দূল আসিয়া ব্রজনাথকে ধরিল।
অঙ্গ ঘ্রাণ ল’য়ে ব্যাঘ্র ফিরিয়া চলিল ॥
দাঁতাল বরাহ আসে গণ গণ করি।
ব্রজ ডাকে আয় আয় বলে হরি হরি ॥
শার্দূল না মারে মোরে তুই মোরে মার।
গুরু ত্যাগী দেহে মোর নাহি দরকার ॥
শার্দূল বরাহ এসে তরাসে পালায়।
ব্রজ ভাবে খাক্ ওরা তারা নাহি খায় ॥
হিংস্রক শার্দূল বরা হিংসা নাহি করে।
আশ্চর্য গণিয়া ব্রজ ভেবেছে অন্তরে ॥
এবে বুঝি মৃত্যু নাই মৃত্যু আছে পাছে।
না জানি আমাতে গুরুর কোন কার্য আছে ॥
তবে কেন মৃত্যু ইচ্ছা এ বড় প্রমাদ।
গুরু ঈশ্বরের কার্য কেন করি বাদ ॥
আমাতে কি কার্য আছে তার মনে আছে।

বাঁচিবার চেষ্টা করি উঠি গিয়া গাছে।।
মারে কি বাঁচায় তার মনে যাহা লয়।
শ্রীগুরুর দেহ কেন আমি করি লয়।।
বৃক্ষোপরে উঠিল সে ভক্ত ব্রজনাথ।
দেখে এক মহামূর্তি হইল সাক্ষাৎ।।
বলে ব্রজা আলি কেন এই বৃক্ষপর।
আমি কাল এই বৃক্ষে মম অধিকার।।
ব্রজ বলে যেই মার সেই মোর কাল।
যাহা ইচ্ছা তাহা কর শ্রীনন্দ দুলাল।।
সে মহাপুরুষ কহে নাহি তোর কষ্ট।
আমি তোর কৃষ্ণ হই আমি তোর ইষ্ট।।
যশোদা দুলাল আমি ভকত বৎসল।
তোর জন্য বাছা আমি হ'য়েছি পাগল।।
গুরুমন্ত্র লয় জীবে মোরে পাইবারে।
এই আমি পশিলাম তোমার শরীরে।।
গুরুনিষ্ঠা লোক হয় আমার পরাণ।
তুই মোর প্রাণ বাছা আমি তোর প্রাণ।।
দুষ্ট দুশ্চারিণী তোর গুরুর রমণী।
গুরুদণ্ড করিল তোমারে যাদুমণি।।
গুরুপাট নিকটেতে আর নাহি যেও।
হরি বলে ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে খেও।।
এবে আমি হইয়াছি যশোমন্ত সুত।
তোমার দেহেতে হইলাম আবির্ভূত।।
মুখডোবা ছিনু বাসুদেব মূর্তি ধরে।
যশোমন্ত সুত হইনু রামকান্ত বরে।।
পরশুরামের দেহে বিষ্ণুতেজ ছিল।
রামের দেহেতে তেজ যেমন মিশিল।।
যশোমন্ত সুত দেখা যেখানে পাইব।
আমি গিয়া সেই দেহে মেশামেশি হ'ব।।
তোমা হেন ভক্ত ছেড়ে না যাব কখনে।
আমি তোর তুই মোর জীবনে মরণে।।
এত শুনি ব্রজনাথ ভ্রমিয়া বেড়ায়।
কখন বা বৃক্ষতলা কখন আলয়।।
মনে চিন্তা যশোমন্ত সুত কোন জন।
কবে তার শ্রীঅঙ্গ করিব দরশন।।
এদিকেতে সফলানগরে প্রভু বাস।
ব্রজনাথ মিলনেতে মনে হ'ল আশ।।
উত্তরাভিমুখে প্রভু একদিন চলে।
ডাকে প্রভু আহারে ব্রজারে কোথা বলে।।
এমন সময় উপস্থিত ব্রজনাথ।
বসাইল প্রভু তারে হাতে ধ'রে হাত।।
নাটু আর বিশ্বনাথ সঙ্গে দুইজন।
দোঁহে দেখে দু'জনার অপূর্ব মিলন।।
বার তের বৎসর বয়স এক ছেলে।
পরিধান পীতাম্বর বনমালা গলে।।
রতন বলয় হাতে চরণে নুপুর।
নবঘনশ্যাম বর্ণ মুরতি মধুর।।
শিরে শোভে শিখিপাখা করে শোভে বাঁশী।
বিধুমুখে মধুমাখা মৃদু মৃদু হাসি।।
ব্রজনাথ অঙ্গ হ'তে উঠে এক জ্যোতি।
সেই জ্যোতি হ'তে এই মধুর মুরতি।।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম বাঁকা হাসি কথা কয়।
হরিচাঁদ শ্রীঅঙ্গেতে সে অঙ্গ মিশায়।।
ঠিক যেন ব্রজধামে যমুনা মাঝেতে।
বাসুদেব পড়ে বসুদেব হাত হ'তে।।
সেই দেহে আবির্ভূত গোলোকবিহারী।
বসুদেব সেই পুত্রে নিল কোলে করি।।
যশোদার গর্ভে হয় যমজ সন্তান।
সেই পুত্র এই পুত্র দোঁহে মিশে যান।।
ভাগবতে শ্লোক আছে তাঁহার প্রমাণ।
ব্যাসদেব রচিত শ্লোক শুকদেব গান।।

শ্লোক

বসুদেবগৃহে জাত বাসুদেহখিলাত্মনি।
নীলনন্দসুতে রমা ঘনে সৌদামিনী যথা।।

গর্গ উবাচ

সত্যে শ্বেতবর্ণানি চ ত্রেতায়াং রক্তবর্ণানি।
পীতবর্ণ তথা কলৌ ইদানিং কৃষ্ণতাং গতঃ।।

পয়ার

পীতবর্ণ কলিকালে যখনে গৌরাঙ্গ।
দ্বাপরে নারদ কহে লীলার প্রসঙ্গে।।

নারদীয় পুরাণে

কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যামি।
সন্ন্যাসঃ গৌরবিগ্রহঃ সান্ত্বায়পুরুষোত্তম।।

পয়ার

স্বয়ং এর কার্যে জন্মে ব্রহ্মা ইন্দ্রে ভ্রম।
কভু নাহি হয় তার গর্ভেতে জনম।।
শচীগর্ভে অবতীর্ণ হইল প্রকাশ।
ভারতীর কাছে যবে লইল সন্ন্যাস।।
হা কৃষ্ণ বলিয়া প্রেমে হইল বিভোর।
ভারতী কপিন দিল আর দিল ডোর।।
কি মন্ত্র দেবেন তাই ভারতী ভেবেছে।
বলেন গৌরাঙ্গ প্রভু ভারতীর কাছে।।
স্বপনে পেয়েছি মন্ত্র গুরু তোমা কই।
ভারতী বলেন সন্ন্যাসের মন্ত্র অই।।
সন্ন্যাস গ্রহণ হ'লে নামান্তর লাগে।
কি নাম রাখিব গুরু ভেবেছেন যোগে।।
হেনকালে শূন্যবাণী কহে থেকে শূন্য।
রাখ নিমাইর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।।
সেই কালে নিত্যবস্তু হৈল আবির্ভূত।
নৈলে কেনে দণ্ড ভাঙ্গে নিতাই অবধূত।।
এইভাবে আবির্ভূত মিশামিশি হয়।
অবতারে নিত্যযোগ নাহিক সংশয়।।
নাটু আর বিশ্বনাথ এ লীলা দেখিয়া।
হরি বলি বাহু তুলি উঠিল নাচিয়া।।
ঠাকুর বলেন শুন ওরে ব্রজনাথ।
যাবি না থাকিবি তুই আমাদের সাথ।।
ব্রজনাথ বলে আমি আর কোথা যাব।
প্রাণ থুয়ে কোথা গিয়ে এ দেহ জুড়াব।।
রসনা বাসনা করে ব্রজনাথ সঙ্গ।
ব্রজনাথ শান্তিনাথ দোঁহে এক অঙ্গ।।

সফলানগরী শ্রীহরির আবির্ভাব ও শ্রীহরির অঙ্গে
পয়ার

সফলানগরী শ্রীহরির আবির্ভাব।
ধন্য ধন্য বলিয়া হইল জনরব।।
শনিবার আর যে মঙ্গল বার হ'লে।
ঠাকুর বসিত ঝোঁকে ঝোঁকে হেলে দুলে।।
প্রাতঃসূর্য মত হ'ত ঠাকুরের মুখ।
কত লোকে গিয়া তথা দেখিত কৌতুক।।
প্রাতঃ হ'তে প্রহরেক থাকিত তেমন।
সকলে করিত হরিনাম সংকীর্তন।।
ব্যধিযুক্ত লোক যত সেই খানে যেত।
মুখের বাক্যতে সব আরোগ্য করিত।।
একদিন হরি ঠাকুরের বার মানি।
সফলানগরে হয় জয় জয় ধ্বনি।।
মহাপ্রভু বলে ব্রজ চল মোরা যাই।
কেমন হরির বার দেখে আসি তাই।।
তাহা শুনি ব্রজনাথ সঙ্গেতে চলিল।
দুই প্রভু একত্র হইয়া চলে গেল।।
শ্রীহরি ঠাকুর মধ্যে লোক চতুঃপার্শ্বে।
দুই প্রভু উপনীত হেনকালে এসে।।
যখনে শ্রীহরিচাঁদ উপনীত হ'ল।
প্রাতঃসূর্য বর্ণ মুখ বিবর্ণ হিইল।।
দিবসে উঠিলে চন্দ্র হীনপ্রভা যেন।
শ্রীহরিদর্শনে তেম্নি সে হরি বিবর্ণ।।
ছিল যে ঠাকুরের মুখ প্রাতঃসূর্য বর্ণ।
মুখ হ'তে বাহিরিল সে জ্যোতি সম্পূর্ণ।।

চতুঃপার্শ্বে লোক সব করিল দর্শন।
হরিচাঁদ অঙ্গে জ্যোতি হৈল সম্মিলন॥
চুম্বকে চুম্বক দিয়া লৌহ টেনে লয়।
মেঘে সৌদামিনী যথা হ’ল তার প্রায়॥
সে ঠাকুর জ্যোতি হরিচাঁদেতে মিশিল।
ব্রজনাথে ল’য়ে হরি নিজালয় গেল॥
তখন সে ডেকে বলে সব ভক্ত ঠাই।
যে আমাতে ছিল বাপু সে আমাতে নাই॥
এতদিন যার ধনে ছিনু অধিকারী।
যার ধন সেই নিল কি করিতে পারি॥
তবে যদি ভক্তি করি পার গো ডাকিতে।
মুক্তি পাবে যার যার ভক্তির গুণেতে॥
যে মানুষ মম দেহে আবির্ভূত ছিল।
ঐ যে সে মানুষ মানুষে মিশিয়া গেল॥
মানুষে মানুষ সঙ্গে মিশে গেল আজ।
গেল রবি কহে ভাবি কবি রসরাজ॥

ব্রজনাথের দ্বারা মৃত গরুর জীবন দান।

পয়ার।

ব্রজা পাগলা ব্রজা পাগলা বলে হ’ল খ্যাতি।
হরিচাঁদ হয়েছে সে ব্রজা পাগলার সাথী॥
সংসারী সংসার কাজ কিছুই করে না।
কোথাও বসিলে আর উঠিতে চাহে না॥
ব্রজনাথ বিশ্বনাথ আর নাটু হরিচাঁদ।
কয়জনে পাতিয়াছে পীরিতির ফাঁদ॥
কভু বৃক্ষশাখামূলে কভু বৃক্ষমূলে।
কভু গোচারণ মাঠে কভু ভূমিতলে॥
বসিয়া থাকেন কয় প্রভু একত্তর।
কোন কোন দিন গিয়া খায় কারু ঘর॥
কেহ কেহ ডেকে লয় সেবার জন্যেতে।
বিশার জননী দেন প্রায় সময় খেতে॥
বেশী থাকে বিশাইর মাতার কাছেতে।
মনে হ’লে কোন কাজ করে তৎক্ষণাতে॥
তিনজনে কভু যদি কোন কাজ ধরে।
দশ কিষাণের কাজ করে দিতে পারে॥
কোনদিন কার্য নাহি করে দিনভরি।
বড় কাজ করে যদি দণ্ড দুই চারি॥
তাহাতে যে কার্য করে হেন জ্ঞান হয়।
দশ দিনের কার্য করে মুহূর্ত সময়॥
বিশ্বনাথ বাড়ী কভু নাটুদের বাড়ী।
কোন দিন কার্য প্রভু করে নিজ বাড়ী॥
অধিকাংশ কাজ করে বিশেদের বাড়ী।
অল্প অল্প কাজ করে নাটুদের বাড়ী॥
মধ্যমাংশ কাজ করে প্রভু নিজালয়।
হয় করে, নয় করে হরিগুণ গায়॥
কোনদিন বসি প্রভু ঘুড়ি উড়াইত।
নির্মিয়া মানুষ ঘুড়ি উড়াইয়া দিত॥
প্রভু বলে ওরে বিশে দেখ তোরা চেয়ে।
এইভাবে গুণ ধরি দিয়াছি উড়ায়ে॥
ব্রজনাথ বিশে আর নাটুয়া পাগল।
তাহা দেখি আনন্দে বলিত হরিবোল॥
একদিন তিনজন প্রেমানন্দভরে।
পতিত ভূমেতে ব’সে বাটীর উত্তরে॥
ঠাকুরের নিজের পালের শ্রেষ্ঠ গরু।
ব্যাধি হ’য়ে, হইয়াছি মরিবার শুরু॥
ক্রমেই বাড়িল ব্যাধি গরু লালাইয়া।
নাসারন্ধ্রে শ্লেষ্মা উঠে গিয়াছে পড়িয়া॥
নোয়া কর্তা সেজ কর্তা গরুর নিকটে।
গরু ল’য়ে পড়েছেন বিষম সংকটে॥
বড় কর্তা ছোট কর্তা কহে উভয়েরে।
কেন বসিয়াছ মরা গরু কোলে করে॥
পেটফুলে উঠিয়াছে পা হ’য়েছে টান।
দাঁতে দাঁতে লেগে গেছে উত্তার নয়ন॥
বাঁচিবে না ঐ গরু প্রায় মরে গেছে।
উঠে এস থাক কেন বলদের কাছে॥
এত শুনি উঠে এল নিরানন্দ চিত।

হেনকালে কয় প্রভু এসে উপস্থিত॥
বসিয়াছে তিন প্রভু দিবা অবশেষ।
বড়কর্তা কৃষ্ণদাস রাগে করে দ্বেষ॥
তিন জন ঠাকুরালী করিয়া বেড়াও।
কি গুণেতে বসে বসে এত ভাত খাও॥
ঠাকুর কোলা'য়ে এত ভাত খেয়ে ফের।
গোগৃহে মরেছে গরু রক্ষা গিয়ে কর॥
বেড়ায়ে খেয়ে খেয়ে করিলি পয়মাল।
এই গরু বাঁচিলে বুঝিব ঠাকুরাল॥
বিশারে বাঁচালি বলে ওরে হরিদাস।
এই গরু বাঁচাইয়া খাওয়া দেখি ঘাস॥
বড় সাধু ব্রজা তুই পাগল কোলা'স।
হরির সঙ্গেতে তুই অনেক বেড়াস॥
এই গরু আ'জ যদি না পার বাঁচাতে।
তাহলে তোদের আর নাহি দেব খেতে॥
এত শুনি ব্রজ চাহে ঠাকুরের ভিতে।
ঠাকুর ব্রজকে ব'লে দিলেন ইঙ্গিতে॥
যারে ব্রজ আমি তোরে দেই অনুমতি।
ওঠ বলি বলদেরে মার গিয়া লাথি॥
হুঙ্কার করিয়া ব্রজ করি হরিধ্বনি।
বলদেরে লাথি গিয়া মারিল অমনি॥
ওঠ ওঠ ওরে গরু র'লি কেন শুয়ে।
অমনি উঠিয়া গরু গেল দৌড়াইয়ে॥
যে পতিত জমিতে ঠাকুর বসে ছিল।
সে জমিতে গিয়া ঘাস খাইতে লাগিল॥
বড়কর্তা বলে ওরে ব্রজ হরিদাস।
অপরাধী হইয়াছি তোমাদের পাশ॥
আজ হতে চিনিলাম তোমা সবাকারে।
এত বলি বড় কর্তা অনুনয় করে॥
রচিল তারকচন্দ্র মহানন্দ ভাষে।
বড়কর্তা সুখনীরে মহানন্দে ভাসে॥

বড় কর্তার অনুনয়
লঘু ত্রিপদী

বড় কর্তা কহে বার্তা শুন হরিদাস।
তব খেলা সব লীলা জগতে প্রকাশ॥
এতদিনে নাহি চিনে কতযে বলেছি।
ব্রজনাথে বিশ্বনাথে চিনেছি চিনেছি॥
গেল চিন্তে তোমাচিন্তে আর চিন্তা নাই।
মনোভ্রান্তে তোমাচিন্তে পারিনারে ভাই॥
ধন্য মাতা ধন্য পিতা ধন্য তুমি ভাই।
তোমা হেন ভাই যেন জন্মে জন্মে পাই॥
ধন্য বংশ অবতংশ তুমিযে আসিয়ে।
আমি ধন্য জগন্মান্য তোমা ভাই পেয়ে॥
তুমি আদি গুণনিধি পালক পালিকা।
তুমি স্থুল বৃক্ষমূল মোরা পত্র শাখা॥
ভক্তসঙ্গে মনোরঙ্গে বসে থাক ঘরে।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খাওয়াব তোরে॥
আর তিন ভাই দীন তারা শাখা পত্র।
তব গুণে জগজ্জনে হইবে পবিত্র॥
কর খেলা সব বেলা ভক্তগণ ল'য়ে।
ক্ষুদা হ'লে সবে মিলে যেওরে খেয়ে॥
আমি ভৃত্য চির নিত্য খাটিব সংসারে।
তব সেবা রাত্র দিবা করিব সাদরে॥
ভক্তিময় অনুনয় করে বড়কর্তা।
শ্রীতারক সুরচক হরিলীলা বার্তা॥

মহাপ্রভুর মহিমা প্রকাশ ও কুষ্ঠব্যাধি মুক্তির বিবরণ
দীর্ঘ ত্রিপদী।

হরিকথা রসরঙ্গে ভক্তগণ ল'য়ে সঙ্গে
লীলা করে কৈশোর সময়।
কৈশোরের অবশেষ যৌবন প্রথমাবেশ
ঈশ্বরত্ব প্রকাশিত হয়॥
হরি পিতা যশোমন্ত নরলীলা করি অন্ত
শ্রীধাম গোলোকে চলে গেছে।
শেষে ঘটিল প্রমাদ জমিদার সঙ্গে বাদ
সে প্রস্তাব লেখা হইতেছে॥
যবে রামদিয়া যান ব্রজনাথ সঙ্গে র'ন

বিশ্বনাথ সঙ্গে বেড়ায়েছে।
নাটু এসে মিশে সঙ্গে হরিনাম প্রেমরঙ্গে
প্রেমানন্দে মত্ত হ'য়ে আছে॥
এইভাবে কত লীলা রাখালের সঙ্গে খেলা
একদিন নিভৃতে বসিয়া।
মুখে বলে হরিবোল আসিয়া ব্রজ পাগল
কহিতেছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
করি না সংসার কাজ কহিতে বড়ই লাজ
শুন প্রভু আমি বড় ভণ্ড।
আমি বড় অভাজন মন্দ বলে গুরুজন
ভাইসবে মোরে করে দণ্ড॥
প্রভু বলে তারা ভণ্ড তোরে যারা করে দণ্ড
তাহা আমি জানি ভাল মতে।
করেছে চপটাঘাত আর করে মুষ্ট্যাঘাত
সে আঘাত আমার অঙ্গেতে॥
শ্রীঅঙ্গেতে ছিন্ন ভিন্ন আছে প্রহারের চিহ্ন
ভক্ত গণে করে অনুযোগ।
এ অঙ্গে করে প্রহার সেই মূঢ় দুরাচার
তার অঙ্গে হো'ক মহারোগ॥
মেরেছিল বড় ভাই তিন দিন মধ্যে তাই
ঘটিল যে তাহার কপালে।
মেরেছিল যেদিনেতে সেই দিবস হইতে
হস্ত তার উঠিয়াছে ফুলে॥
বিষম হস্ত বেদনা মহাব্যাধির সূচনা
গায় মুখে চাকা চাকা হ'ল।
কিছুদিনের পরেতে গলিত হইল তা'তে
ক্লেদ রক্ত বহিতে লাগিল॥
যেদিন বলদ বাঁচে অনেকে তাহা জেনেছে
পরস্পর জানাজানি হয়।
কেহ করিল বিশ্বাস কেহ করে অবিশ্বাস
কেহ এসে গরু দেখে যায়॥
লোকমুখে শুনি কথা ব্রজনাথ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
বলে ভাই ক্ষম অপরাধ।
ছোট ভাই বলে গণি তোমাকে নাহিক চিনি
দোষ করে ঘটিল প্রমাদ॥
ব্রজ বলে শুন ভাই তব কিছু দোষ নাই
কার কাজ কেবা যেন করে।
যার কাজ সেই করে লোকে বলে লোকে করে
যা করে শ্রীহরিচাঁদ করে॥
ক্ষমাকর্তা প্রেমকর্তা রোগের আরোগ্য কর্তা
কর্মকর্তা কর্ম অনুসারে।
কেটে যাবে কর্মভোগ আরোগ্য হইবে রোগ
পার যদি ধর গিয়া তারে॥
ঠাকুরের পদে পড়ি ভূমে লুটে গড়াগড়ি
শির কুটি' বুকেতে কিলায়।
ক্ষমা কর অপরাধ ওহে প্রভু হরিচাঁদ
পতিত পাবন দয়াময়॥
বহু রোদনের পরে হরিচাঁদ বলে তারে
শোন যুক্তি মুক্তির বিধান।
ব্রজনাথ পদানত হ'য়ে খা চরণামৃত
কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠ করি মান॥
যেইমাত্র করে তাই আর তার ব্যাধি নাই
সবে করে জয় জয় ধ্বনি।
রোগেতে হইয়া মুক্ত সে' হলো প্রভুর ভক্ত
ব্যক্ত হ'ল অমনি অবনী॥
ত্যাজিয়া গোলোকপুরী ওঢ়াকাঁদি এল হরি
অদ্বৈত গোলোক হুহুঙ্কারে।
সুকবি তারকচন্দ্র বলে প্রভু হরিশচন্দ্র
উর মম হৃদয় গহ্বরে॥

প্রভুদের জমিদার সঙ্গে বিবাদ বিবরণ।
ত্রিপদী।

কৃষ্ণদাস হরিদাস, আর শ্রীবৈষ্ণবদাস,
তিন প্রভু যুবত্ব সময়।
কৈশোরেতে গৌরিদাস, আর শ্রীস্বরূপদাস,
পঞ্চদেহে এক প্রাণ প্রায়॥

প্রভুদের জমিদার, সূর্যমণি মজুম্দার,
অষ্টমের লাটের সময়।
দুর্ভিক্ষে কষ্ট প্রজার, আদায় না হয় কর,
গোমস্তা ভাবিয়া নিরুপায়।।
সফলাডাঙ্গা কাছারি, চিন্তাকুল হ'য়ে ভারি,
কিসে রক্ষা হবে রাজ্যপাট।
কাছারিতে টাকা নাস্তি, না দিলে অষ্টম কিস্তি,
জমিদারি হ'য়ে যায় লাট।।
গোমস্তা যাইয়া শেষে, বড়কর্তা কৃষ্ণদাসে,
বলিলেন অতি সকাতরে।
আপনার জমিদার, সূর্যমণি মজুম্দার,
এ বিপদে কেবা রক্ষা করে।।
শ্রেষ্ঠ প্রজা আপনারা, দায়ে ঠেকেছি আমরা,
বিপদে দিলাম এই ভার।
এই তালুক সমস্ত, যখনেতে বন্দোবস্ত,
আপনি জামিন ছিলে' তার।।
বড়কর্তা দিল সায়, কহে কত মুদ্রা দায়,
করিব তাহার উপকার।
মুদ্রা স্তব সাতশত, গোমস্তা করে শপথ,
পৌষমাস, শুধিব এ ধার।।
গোমস্তার শুনি বাণী, গৃহ হ'তে মুদ্রা আনি,
অমনি দিলেন গোমস্তায়।
গত হ'ল পৌষমাস, দুর্ভিক্ষ হ'ল বিনাশ,
ধার শোধিবারে নাহি যায়।।
উৎপাদন হ'ল ধান্য, ধান্যে ধরা পরিপূর্ণ,
প্রজাগণ হৈল বড় সুখী।
শেষ চৈত্র মাস শুদ্ধ, আদায় বকেয়া শুদ্ধ,
প্রজাদের কর নাহি বাকী।।
কৃষ্ণদাস বড়কর্তা, গোমস্তারে কহে বার্তা,
কড়ার হইল কেন ভ্রষ্ট।
আদায় হইল কর, বাকী না রহিল আর,
ভূস্বামীর নাহি কোন কষ্ট।।
গোমস্তা করে উত্তর, আদায় হ'য়েছে কর,
তোমাদের ধার শোধ দিতে।
রাজার হুকুম নাই, কারণ হ'য়েছে তাই,
বিশেষতঃ ভ্রম মম চিতে।।
এতেক শুনিয়া বার্তা, ক্রোধে কহে বড়কর্তা,
এ নহে সত্যের ব্যবহার।
বিশ্বাসী লোকের স্থলে, হেনরূপ নাহি চলে,
বৃথা হ'ল সত্য অঙ্গীকার।।
শুন বলি মহাশয়, নিবেদি' তোমার পায়,
কহ গিয়া জমিদার ঠাই।
বৈশাখে কি জ্যৈষ্ঠ মাসে, কিস্তি আদায়ের শেষে,
তখন আমার টাকা চাই।।
ফিরে আসিল গোঁসাই, গোমস্তা শুনিয়া তাই,
কহে গিয়া জমিদার পাশে।
অষ্টমের কিস্তি শেষে, আগামীতে জ্যৈষ্ঠ মাসে,
টাকা দিতে হ'বে কৃষ্ণদাসে।।
জ্যৈষ্ঠ মাস গত হ'ল, আষাঢ় শ্রাবণ গেল,
অষ্টম আদায় হৈল সায়।
ধার নাহি দিল শোধ, বড়কর্তা হ'য়ে ক্রোধ,
গোমস্তার পার্শ্বে গিয়া কয়।।
দায় ঠেকে জমিদার, বিপদ হ'তে উদ্ধার,
ধার করে তোমার দ্বারায়।
হেন দায়ের কারণে, আপনার কথা শুনে,
টাকা দেই মুখের কথায়।।
এখন এরূপ কার্য, আর নাহি হয় সহ্য,
গ্রাহ্য নাহি ধার শোধিবারে।
ত্রেতাযুগে বিভীষণ, বলেছিল যে বচন,
তাই বুঝি ঘটিল আমারে।।
বলিল রামের ঠাই, রামায়ণে শুনি তাই,
রাজত্ব ব্রহ্মত্ব কলি কালে।
রাজা হবে হিংসুক, ব্রাহ্মণ হবে মিথ্যুক,
সেই দুই আমার কপালে।।
যাতায়াতে হ'য়ে ত্যক্ত, সহজে কহিয়া শক্ত,
বিরক্ত হইয়া অতিশয়।

নিজ গৃহে এল ফিরে, কহিলেন সবাকারে,
টাকা নাহি দিল গোমস্তায়।।
প্রবঞ্চনা মহাকষ্ট, ক্ষণে কাঁপে অধরোষ্ট,
টাকা বলে নহে কিছু ক্ষুণ্ন।
মন্দের হ'ল সূচনা, কহে তারক রসনা,
বিশ্বরূপ ক্রোধে পরিপূর্ণ।।

জমিদারের অত্যাচার।

পয়ার।

ভাদ্রমাসে জমিদার কাছারী আসিয়া।
অই সব বাচনিক শুনিলেন বসিয়া।।
গোমস্তা বলিল সব বাবুর গোচরে।
কৃষ্ণদাস কাছারী আসিয়া নিন্দা করে।।
সহজে বিনয় করি রামায়ণ কয়।
নিন্দা করিয়াছে তার মনে যত লয়।।
বিভীষণের উপাখ্যান কহে বার বার।
কলির ব্রাহ্মণ রাজা দুয়ের আচার।।
শুনে বলিলেন মজুমদার মহাশয়।
টাকাগুলি না দে'য়া ত' বড়ই অন্যায়।।
গোমস্তা বলিল যদি টাকা নিতে পারে।
কাছারী আসিয়া কেন এত নিন্দা করে।।
আছে নয় কৃষ্ণদাস বড় মান্যমান।
তমে তম ভর্ৎসে মম কিসে থাকে মান।।
মজুমদার বলে চল যাইব এখনে।
এত নিন্দা করে কেন আসি গিয়া শুনে।।
নৌকায় চলিল দুই পেয়াদা লইয়া।
গোমস্তার সঙ্গে ঘাটে উত্তরিল গিয়া।।
গোমস্তা কহিছে' কৃষ্ণদাসে ধ'রে আন।
দুই বৎসরের কর দেনা কি কারণ।।
পেয়াদা বাটীতে গিয়া বলে কৃষ্ণদাসে।
খাজনার জন্য বাবু ডাকে ঘাটে ব'সে।।
বড়কর্তা মাঝে মাঝে খাইতেন সিদ্ধি।
সিদ্ধি মন্ত্র জপিতেন হইবারে সিদ্ধি।।
যে সময় পেয়াদা আসিয়া ডাক দিল।
সিদ্ধি সেবনের আয়োজন ক'রেছিল।।
সাজিয়া গাঁজার কল্কি দিতেছে আগুণ।
সিদ্ধি সেবনের জন্য হইয়া নিপুণ।।
পেয়াদারে বলে থাক কিছুকাল বসি।
বল গিয়া জমিদারে গাঁজা খেয়ে আসি।।
ধরিল গাঁজার কল্কি করজপ করি।
গাঁজায় দিলেন টান বলে হরি হরি।।
ক্ষণকাল দোম করি না ছাড়ি নিঃশ্বাস।
হইল আরক্ত নেত্র যেন কৃত্তিবাস।।
পেয়াদাকে কহে বাণী অন্তর নির্মল।
কোথা আছে জমিদার চল দেখি চল।।
ঠাকুর চলিল বড় হরষিত চিতে।
টাকা বুঝি পা'ব আজ ভাবিল মনেতে।।
বড়কর্তা জমিদারে সবিনয় কন।
আ'জ মম সুপ্রভাত রাজ দরশন।।
আপনার বাড়ী এ যে আপনার ঘর।
দয়া করে আসুন এ বাড়ীর উপর।।
গোমস্তা কহিছে তুমি কর যে দিলে না।
কর্তা বলে আগে শোধ কর মম দেনা।।
গোমস্তা হুকুম দিল পেয়াদার পর।
কৃষ্ণদাস কাছে লও দুই সোনা কর।।
তব টাকা যেই জন হাওলাত নিছে।
আদায় করগে টাকা গিয়া তার কাছে।।
কর্তা কহে আগে কি তোমার টাকা দিব।
কিম্বা আমাদের টাকা অগ্রেতে পাইব।।
খোদ কর্তা জমিদার কহিল বিহিত।
আগে আগ পিছে পাছ এইত উচিৎ।।
বড়কর্তা কহে বার্তা এই কথা ভাল।
বাবুর হুকুম মম টাকা গুলি ফেল।।
গোমস্তা হুকুম দিল পেয়াদার ঠাই।
আন ধ'রে কৃষ্ণদাসে বাকী কর চাই।।
ঘাড় ধরে কৃষ্ণদাসে নৌকাপরে আন।

এতেক আস্পর্ধা ওরে কর অপমান।।
পেয়াদা এতেক শুনি গেল বাড়ীপরে।
ধরিবারে গেলে ধরে অপমান করে।।
পেয়াদার অপমানে গোমস্তা ধাইল।
ঠাকুরের কয় ভাই রাগিয়া উঠিল।।
গোমস্তারে ধ'রে দুই পেয়াদার সাথ।
মারিল চপেটাঘাত মুষ্টিক আঘাত।।
এমতি মারিল মার দুষ্ট গোমস্তারে।
মৃতপ্রায় হইয়া রহিল ভূমিপরে।।
মজুমদার মহাশয় নৌকাপরে ছিল।
নৌকা ধ'রে টেনে এনে কূলে উঠাইল।।
ভয় পেয়ে জমিদার থরহরি কাঁপ।
বলে ওরে কৃষ্ণদাস তুমি মোর বাপ।।
প্রভু হরিচাঁদ বলে ক্ষমা কর দাদা।
মার হইয়াছে যবে মেরেছ পেয়াদা।।
বিশেষ ব্রাহ্মণ জাতি ব্রাহ্মবীজে জন্ম।
বিশেষতঃ জমিদার মারিলে অধর্ম।।
প্রভুমাতা অন্নপূর্ণা নিষেধে তখন।
শুন ওরে কৃষ্ণদাস মেরনা ব্রাহ্মণ।।
আমি যাহা বলি তাহা শুনরে সকলে।
ভালভাবে নৌকা নামাইয়া দেও জলে।।
পেয়াদা গোমস্তা দেও নায় উঠাইয়া।
হোকিগয়া বড় মানুষ এ টাকা না দিয়া।।
মাতৃআজ্ঞা পেয়ে শান্ত হ'ল পাঁচ ভাই।
আজ্ঞা অনুসারে কার্য করিলেন তাই।।
বড় অপমান হ'ল পেয়াদা-গোমস্তা।
বাবু বলে কাজ হ'ল বড় অব্যবস্থা।।
ভদ্রভাবে কৃষ্ণদাস কৈল সম্ভাষণ।
ধ'রে আন এ হুকুম দিলে কি কারণ।।
কি দোষেতে করি এ প্রজার অপমান।
না দেখি পাতকী আর আমার সমান।।
এখনে প্রজার ঠাই করি পরিহার।
ধর্ম থাকে শোধ হ'লে এই ঋণধার।।
এবে আর অন্য প্রজা মোরে না মানিবে।
এই অপমানে সবে অবজ্ঞা করিবে।।
ইহার বিধান কিবা করি বল তাই।
গোমস্তা চলরে চল আগে দেশে যাই।।
গোমস্তা ব্যবস্থাহীন প্রমাদ ঘটা'ল।
রসরাজ কহে কাজ নহে কভু ভাল।।

জমিদার কর্তৃক প্রজা উচ্ছন্ন বিবরণ।
পয়ার।

নিজন ভবনেতে এসে মন্ত্রীগণ লয়ে।
মন্ত্রণা করিল সবে একত্র হইয়ে।।
বড় জমিদার কহে মন্ত্রণা প্রবীণ।
বন্দোবস্ত সময়েতে তাহারা জামিন।।
যে সময়ে জমিদারী বন্দোবস্ত হ'ল।
শ্রেষ্ঠ প্রজা কৃষ্ণদাস জামিনাত ছিল।।
প্রজা দমনের তরে এই পরামিশ।
শরীক সাব্যস্ত করি করহ নালিশ।।
শরীকের অংশ নেয় কর নাহি দেয়।
কান্ট্রিবিউশনের নালিশ হ'ল সায়।।
তালুকের শরীক যে করিল সাব্যস্ত।
কর নাহি দেয় বলে করিল দরখাস্ত।।
কোনরূপ জবাব না দিলেন গোঁসাই।
তের হাজারের ডিক্রী হইলেন দায়ী।।
আদালতের পিয়ন আসিয়া বাটী'পরে।
অস্থাবর মাল বিক্রি করিলেন পরে।।
মজুমদার নিজ নামে খরিদ করিল।
অস্থাবর সম্পত্তি সকল লুটে নিল।।
ঠাকুরেরা পাঁচ ভাই হ'ল ফেরয়ার।
বিষয় সম্পত্তি কিছু না রহিল আর।।
সম্পত্তি লুঠিয়া নিল না হইল বাদী।
সব ছাড়ি পাঁচ ভাই এল ওঢ়াকাঁদি।।
প্রথম ভাদ্রেতে গোমস্তাকে মারিলেন।
শেষ ভাদ্রে পাঁচ ভাই বাটী ত্যাজিলেন।।

বিষয় সম্পত্তি যত সব দিল ছাড়ি।
রামদিয়া থাকিলেন সেনদের বাড়ী॥
সব লুঠে নিয়া নিল উত্তরের ঘর।
করিল কাছারী ঘর কাছারীর পর॥
সাত দিন পর সে কাছারী পুড়ে গেল।
দুইগোলা ধান্য পুড়ে ভস্মীভূত হ'ল॥
সূর্যমণি মজুমদার পার্বতীচরণ।
দুই ভাই করিলেন কথোপকথন॥
কি অধর্ম করিলাম ঠাকুরের বাটী।
মিথ্যা করি বিষয়াদি আনিলাম লুঠি॥
প্রজার বাসের ঘর করিনু কাছারী।
দাহ হ'য়ে গেল সব পাপ ছিল ভারি॥
সূর্যমণি বলে ভাই পার্বতীচরণ।
জমিদারী র'বে নারে পাপ আচরণ॥
পার্বতী বলিল দাদা এত' যদি জান।
ভিটায় প্রজারে তবে ক'য়ে বলে আন॥
আশ্বিন কার্ত্তিক মার্গশীর্ষ পৌষমাস।
রামদিয়া সেনদের বাটী কৈল বাস॥
কখন কখন যাইতেন ওঢ়াকাঁদি।
কখনও সফলাডাঙ্গা যাইতেন যদি॥
দুই দিন কিম্বা একদিন মাত্র থাকি।
আনিতেন কোন দ্রব্য মূল্যবান দেখি॥
কতদিন পরে সেই রামদিয়া ছাড়ি।
থাকিলেন ভজরাম চৌধুরীর বাড়ী॥
চৌধুরীর বাসবাড়ী ওঢ়াকাঁদি গ্রাম।
পরম বৈষ্ণব জপে রাধাকৃষ্ণ নাম॥
প্রভুর মাতুল বংশ পঞ্চসহোদর।
রামচাঁদ স্বরূপ যে অতি গুণাকর॥
ঠাকুরেরা তার পিতৃস্বসার কুমার।
কয় ভাই সেই বাটী বাঁধিলেন ঘর॥
এক-আত্মা এক-প্রাণ তুল্য দশ ভাই।
পিস্তাত মামতাত ভ্রাতা ভিন্ন ভেদ নাই॥
বৈষ্ণবের শিরোমণি ছিল ভজরাম।
প্রভুদের সঙ্গে সদা করে হরিনাম॥
হরিকথা কৃষ্ণকথা হ'য়ে একতর।
কোন কোন নিশি হ'ত অই ভাবে ভোর॥
চৌধুরীর বাটী ছিল পঞ্চ সহোদর।
একা প্রভু আমভিটা বাঁধিলেন ঘর॥
তথা আসি পারিষদগণের মিলন।
রাত্রি দিবা করিতেন হরি-সংকীর্তন॥
তার পূর্ব অংশে ছিল পোদ্দারের বাটী।
চারি ভাই সেইখানে বাঁধিলেন ভিটি॥
অই বাটী পূর্বকালে বিশ্বনাথ ছিল।
সে জন বৈরাগী হ'য়ে বৃন্দাবনে গেল॥
এভাবে করিল সবে ওঢ়াকাঁদি বাস।
কবি বলে শুনিলে পাপের হয় নাশ॥

প্রভুদের প্রতি জমিদারের বিনয়।
পয়ার।

স্থানত্যাগী ওঢ়াকাঁদি আছে পঞ্চ ভাই।
জমিদারে লুঠে নিল বিত্ত কিছু নাই॥
পার্বতীচরণ বাবু ওঢ়াকাঁদি গিয়া।
প্রভুদের বলিলেন বিনয় করিয়া॥
বহু স্তুতি মিনতি করিল বারেবার।
সফলানগরে যেতে করি পরিহার॥
কৃষ্ণদাস বলে শুন শুন মহাশয়।
আর না হইব প্রজা তোমার ভিটায়॥
তুমি রাজা নাহি তব উচিৎ বিচার।
তোমার সমান অধার্মিক নাহি আর॥
একবার যার সঙ্গে হ'য়েছে শত্রুতা।
পুনঃ তার সঙ্গে কেহ না করে মিত্রতা॥
নারীকে রাজাকে নাহি বিশ্বাস করিবে।
চাণক্য পণ্ডিতবাক্য মিথ্যা নাহি হ'বে॥
বিশেষ বিভীষণের প্রতিজ্ঞা র'য়েছে।
সে বাক্য মোদের পক্ষে সকল ফ'লেছে॥
জমিদার কহে তোমাদের টাকা দিব।

সাতশত টাকা সুদসহ শোধ হ'ব॥
ধান্য গোলা ঘর গরু যত লুঠিয়াছি।
যেহেতু আমরা বড় দুষ্কর্ম্ম করেছি॥
ইহকালে আমাদের হইল দুর্নাম।
আখেরে হইবে মন্দ বুঝে দেখিলাম॥
জমাজমি তোমাদের ছিল যে সমস্ত।
অন্যের সহিতে করি নাই বন্দোবস্ত॥
যত লুঠ করিয়াছি অস্থাবর মাল।
বুঝে দিব খাট পাট ঘটি বাটি থাল॥
যা হ'বার হ'য়েছে আমি ত' জমিদার।
তোমাদের নিকটেতে করি পরিহার॥
পঞ্চ ভাই জমিদারের নিকট আসিয়া।
কহিলেন ভূ-স্বামীকে বিনয় করিয়া॥
আমাদের ক্রোধ আর নাহি তোমা প্রতি।
এখানে আসিয়া মোরা হইয়াছি স্থিতি॥
রাজা রামরত্ন রায় মহিমা অপার।
হইয়াছি তার প্রজা করি অঙ্গীকার॥
এখনে তাহাকে ত্যাগ করা বড় লাজ।
বিনাদোষে ভিটা ছাড়া অধর্ম্মের কাজ॥
বিনা অপরাধে বল কেবা ছাড়ে বাপ।
এখন তোমার ভিটাতে যাওয়া পাপ॥
এত শুনি বাবু তবে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস।
নিজ ঘরে গেল ফিরে হইয়া নৈরাশ॥
স্বচ্ছন্দে আনন্দ চিতে সুখে করে বাস।
বড়কর্তা কৃষ্ণদাস করিল প্রকাশ॥
হরি হরি বল ভাই নাম কর সার।
তারক কহিছে হরি হবে কর্ণধার॥

পঞ্চভাই পৃথগন্ন ও মুদ্রা বন্টন।

লঘু ত্রিপদী।

পঞ্চ ভাই এক ঠাই বসিয়া হরিষে।
হৃষ্ট মনে ভ্রাতাগণে কৃষ্ণদাস ভাষে॥
কল্য দিনে মম মনে ভাবিয়াছি যাহা।
হৃদি খুলে সবেস্থলে বলি ভাই তাহা॥
দেখ ভাই এক ভাই করে ঠাকুরালী।
পারে যদি করে বিধি মন্দ নাহি বলি॥
যে সময় ত্যাগ হয় সফলানগরী।
এর আগে হ'তে লাগে প্রকাশ ঠাকুরী॥
তাহা যত অবগত লিখিব সে লীলে।
শুন বার্তা বড়কর্তা এবে যা কহিলে॥
হ'লে বংশ বহু অংশ হইব পৃথক।
সরাজিতে এ কালেতে হইব কন্টক॥
কর্ম্মছাড়া ঘরছাড়া হ'য়েছি নাতক।
যে অবস্থা এ ব্যবস্থা হওরে পৃথক॥
চারি ভাই শুনে তাই বাক্য দিল সায়।
বড়কর্তা কহে বার্তা য'বে লুঠ হয়॥
মোর ঠাই আছে ভাই মুদ্রা দশ শত।
দ্বিশতক এক এক ভাগ পরিমিত॥

পয়ার।

মহাপ্রভু বলে ভাই আমার নিকটে।
এইক্ষণে পঞ্চশত টাকা আছে বটে॥
তৈলের দোকান করিয়াছি কিনা হাটে।
এই টাকা লভ্য আছে আমার নিকটে॥
এর এক এক শত পাবে একজন।
এই টাকা সবে লহ করিয়া বন্টন॥
যার যার অংশ সেই সেই বুঝে নিল।
তিনশত টাকা এক জনে অংশে পেল॥
বিশ্বনাথ ভিটা পরে চারি সহোদর।
মহাপ্রভু র'ল আম ভিটা বেঁধে ঘর॥
জমিদার ফিরে গেল সফলানগরী।
করিল বহু বিলাপ আসিয়া কাছারী॥
কহিল নিষ্ঠুরবাণী তারা পঞ্চ ভাই।
উচ্ছন্ন করেছি প্রজা ভালো করি নাই॥
রাজার মিনতি আর বন্টনের লীলা।
শ্রবণে গৃহেতে লক্ষ্মী থাকেন অচলা॥

শ্রীধাম শ্রীওঢ়াকাঁদি প্রভুর বিরাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ॥

ব্রজনাথের জীবন ত্যাগ।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

প্রভু যবে রামদিয়া ব্রজনাথ সঙ্গে গিয়া
প্রভু সঙ্গে রঙ্গেতে বেড়ায়।
পরে উড়িয়া নগরে মহাপ্রভু বাস করে
ব্রজনাথ সফলাডাঙ্গায়॥
ফিরে এল জমিদার প্রভু না আসিবে আর
ওঢ়াকাঁদি হ'ল বাসস্থান।
শুনিয়া নিষ্ঠুর বাণী বুকে করাঘাত হানি
ব্রজনাথ ত্যজিল পরাণ॥
গিয়া উত্তরের ঘরে মধ্য চৌকি খাম্বা ধ'রে
দাদা বলে ছাড়ে হুহুঙ্কার।
দাঁড়ায়ে ত্যজিল তনু বাহিরায় পরমাণু
ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যায় তার॥
যেন শশী প'ল খসি ব্রজনাথ জ্যোতি আসি
হরিচাঁদ পদে লুকাইল।
তার ভ্রাতাগণ যত করিল অগ্নি সংস্কৃত
কবি কহে রবি ডুবে গেল॥

আদিখণ্ড

পঞ্চম তরঙ্গ

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণব দাস জয় গৌরী-দাস॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিতপাবন হেতু হৈলা অবতার॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ॥

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক কৃষিকর্ম

পয়ার

বর্ণনা অতীত ঠাকুরের লীলা যত।
আর দিন হইলেন কৃষিকার্য্যে রত॥
সফলানগরী প্রভু যবে কৈল বাস।
ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরত্ব হইল প্রকাশ॥
একদিন শুভদিন রজনী প্রভাত।
তিন ডাক ছাড়ে প্রভু কোথা বিশ্বনাথ॥
মুহূর্ত্তেক পরে বিশ্বনাথ উপস্থিত।
বলে প্রভু ডাক কেন কহ মনোনীত॥
সকলে বিস্ময় মানি আশ্চর্য্য গণিল।
কোথা হ'তে ডাকিল বা কোথা হ'তে এল॥
বহুদিন বিশ্বনাথ হ'ল দেশান্তরী।
শুনিয়াছি বৃন্দাবনে হ'য়েছে ভিখারী॥
বিশ্বনাথ নিকটে কহেন হরিচাঁদ।
ওরে বিশে আমার হ'য়েছে এক সাধ॥
বসিয়া বসিয়া বৃথা গত হল কাল।
আয় মোরা একদিন চাষ করি হাল॥
সর্ব্বকার্য্য হ'তে শ্রেষ্ঠ কৃষিকার্য্য হয়।
এ কার্য্য না করা আমাদের ভাল নয়॥
একদিন হাল ধরি আর না ধরিব।
বলরাম ভক্ত মোরা আজ হ'তে হ'ব॥
বিশ্বনাথ বলে প্রভু যে ইচ্ছা তোমার।
হ'ল ধর হ'য়ে অদ্য শোধিব কড়ার॥
হালুয়ারা হাল ধারে হাসি কয় কথা।
ভাল হ'ল অদ্য পা'ব লাঙ্গলের গাতা॥
প্রভু বলে পা'ব হাল মোরা গিয়ে লই।
আ'জ মোরা সবে গিয়া হলধর হই॥
একবার হ'য়েছিনু তৈলের দোকানী।
হাল ধরা চাষ করা মোরা নহে জানি॥
সর্ব্ব কর্ম করা ভাল গৃহীজন পক্ষে।
গৃহস্থের করা ভাল সর্ব্ব কার্য্য শিক্ষে॥
মোরা যে যোগাল দেই তোরা নিস হাল।

মোরা আজ হাল ধরি তোরা দে যোগাল।।
এত বলি মহাপ্রভু নিজে হাল নিল।
বিশ্বনাথ এক হাল স্কন্ধেতে করিল।।
গোগৃহের গরু যত বাহির করিয়া।
ধেনু বৎস্য বলদ লইল চালাইয়া।।
একবন্দ জমি দুই বিঘা পরিমাণ।
বহুদিন সে জমিতে নাহি হয় ধান।।
সব জমি মধ্য হ'তে লোণা উথলিয়া।
বুনাইলে ধান্য যায় করা'টে হইয়া।।
চারিবর্ষ সে জমিতে হাল চাষে নাই।
সেই জমি চাষ কর্ত্তে লাগিল গোঁসাই।।
লোকে বলে এ জমিতে ধান্য নাহি ফলে।
বৃথা পরিশ্রম প্রভু কর বা কি বলে।।
এত শুনি হাসি মুখে কহেন গোঁসাই।
অফলা জমিতে আমি সুফল ফলাই।।
যশোমন্ত পুত্র আমি নাম হরিচাঁদ।
এবার করিব যত পতিত আবাদ।।
এদেশে আবাদী তোরা চিনিলি না কেহ।
মাটী যে অফলা থাকে এ বড় সন্দেহ।।
পতিত আবাদ জন্য আশা এ দেশেতে।
কি ফল ফলিবে টের পাবি ভবিষ্যতে।।
খাটি মাটি হ'লে ফল নাহয় বিফল।
ভক্তি করে ডাকে তারে দেই প্রেমফল।।
যে ফল চাহিবি তোরা সে ফল পাইবি।
কল্প-বৃক্ষমূলে যদি প্রার্থনা করিবি।।
সফলা নগরী রই যে চাহে যে ফল।
বিফল না হয় ফল সে পায় সে ফল।।
বীজ আন বুনি ধান ফল পাবি শেষে।
ধান্যসতী তার পতি আছে এই দেশে।।
যেদিন করিল চাষ সেদিন বুনিল।
বুনাইয়া পুন চাষ আরম্ভ করিল।।
এমন সময় হ'ল মেঘের লক্ষণ।
ঘন ঘন ঘন করে ভীষণ গর্জ্জন।।
উত্তরে যাইয়া মেঘ বেগ বহে বাতে।
ঘোর অন্ধকার নিশি হইল দিবাতে।।
চিকি চিকি তড়িৎ তাহাতে আলোময়।
বিদ্যুৎজ্যোতি ঠাকুরের অঙ্গে লীন হয়।।
প্রভুর অঙ্গেতে জ্যোতি এক একবার।
মাঝে মাঝে ঝলসিছে বিদ্যুৎ আকার।
বরষণ ঘন ঘন হয় বহু বহু।
শীলাপাত বজ্রাঘাত হয় মূহুর্মুহু।।
চতুর্দ্দিকে হয় বৃষ্টি ঠাকুর যে ভূমে।
একবিন্দু পাত নাহি হয় কোন ক্রমে।।
ভাদ্রমাসে স্রোত যেন মহাবেগে ধায়।
তেমনি বৃষ্টির ধারা পতিত ধরায়।।
চতুর্দ্দিকে বৃষ্টিজলে স্রোত বহি যায়।
প্রভু যে জমিতে জল নাহি প্রবেশয়।।
সে ভূমি হইতে উচ্চ বিঘত প্রমাণ।
বহে জল ঠাকুরের ভুমিতে না জান।।
হাল উঠাইয়া যবে চাষ হ'ল সারা।
তখন জমিতে বহে বিন্দু বিন্দু ধারা।।
বীজ বপনের হ'ল সুযোগ তাহাতে।
ধান্যাঙ্কুর উপজিল সপ্তম দিনেতে।।
এমেত হইল সব চারার পত্তন।
রহে পরিষ্কার ভূমি না হইল বন।।
আউস হইল আর হইল আমান্য।
দুই বিঘা জমিতে দ্বিগুণ হৈল ধান্য।।
প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম জীবে শিক্ষা দিতে।
হরিচাঁদ অবতীর্ণ হ'ল অবনীতে।।
প্রথমে গার্হস্থ্য ধর্ম তৈলের দোকান।
বাণিজ্য প্রণালী শিক্ষা সবে কৈল দান।।
হাতে করে কাম মনে মুখে করে নাম।
রসরাজ করে তার চরণে প্রণাম।।

নিষ্কাম বা আত্ম সমর্পণ

পয়ার

এইমত ঠাকুরের হইল প্রকাশ ।

পরে এসে ওড়াকাঁদি করিলেন বাস।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভুর যে শ্রীগুরুচরণ।
তাহার অনুজ নাম শ্রীউমাচরণ।।
বাস কৈল ওড়াকাঁদি আমভিটা খ্যাত।
পুরাতন ভিটা ছিল না ছিল বসত।।
ঠাকুরের পুত্র কন্যা কিছু না জন্মিতে।
অলৌকিক লীলা সব করেন ক্রমেতে।।
আমভিটা ঘর করি মহাপ্রভু কয়।
দেখি কার্য্য না করে কি খেতে পাওয়া যায়।।
দিবারাত্রি খাটি কেহ না পারে আটাতে।
অন্নহীন যায় দিন ভ্রমে পথে পথে।।
কর্ম্ম ক্ষেত্রে কর্ম্ম করে আশা হয় হানি।
দোকান পাতিয়া লভ্য না পায় দোকানী।।
অর্থ লোভে কার্য্যক্ষেত্রে জীবন কাটায়।
আত্মস্বার্থ খাটাইয়া লভ্য কই পায়।।
কেহ না করিয়া কার্য্য রাজ্যপ্রাপ্ত হয়।
কোটি লোকে দাস হ'য়ে পড়ে তার পায়।।
সুখদুঃখ সংসারের যত বাহ্য কার্য্য।
যে করায় তারে কেহ নাহি করে গ্রাহ্য।।
যখন গৌরাঙ্গ প্রভু লীলা প্রকাশিল।
কি কার্য্য করিল সবে কেবা খেতে দিল।।
মুনি ঋষি যোগী ন্যাসী তপস্যা করিত।
কহ দেখি কে কোথায় না খেয়ে মরিত।।
বহু জীব মীন পাখী কীট পতঙ্গম ।
আত্মস্বার্থ কর্মত্যাগী নিষ্কাম নিয়ম।।
আজ হতে কাজ কর্ম্ম সব ত্যাজিলাম।
পবিত্র চরিত্র নামে রুচি রাখিলাম।।
যদ্যপি আমরা নহে সে কাজের কাজি।
পাই কিনা পাই খেতে ব'সে থেকে বুঝি।।
এত বলি মহাপ্রভু নামধ্বনি দিল।
ভক্তগণে হরি বলি নাচিতে লাগিল।।
এ ভবসংসারে প্রভু বৃথা দিন যায়।
রসনা-বাসনা পাদ-পদ্ম মধু পায়।।

বৈশ্য দস্যুর প্রস্তাব

পয়ার

নবরূপে লীলা জীবশিক্ষার কারণ।
শিখাইল জীবগণে আত্মসমর্পণ।।
বসিতেন মহাপ্রভু ভক্তগণ ল'য়ে।
কেহ এসে নিয়া যেত নিমন্ত্রণ দিয়ে।।
পথে যেতে ভক্তগণ নামগান করে।
কত লোক কাঁদিতেন প্রভুপদ ধরে।।
কেহ বা দাঁড়া'ত পথে হস্ত প্রসারিয়া।
বাঞ্ছা পুরাইত তার গৃহেতে যাইয়া।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত অন্ন পায়স পিষ্টক।
ভক্তমনোনীত দ্রব্য যত আবশ্যক।।
কোন দিন মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
থাকিতেন সুধাময় কৃষ্ণকথা রঙ্গে।।
নাম গান প্রেম কথা সর্ব্বদা আনন্দ।
ডাকিয়া হাকিয়া বলে বল রে গোবিন্দ।।
একদিন হরিচাঁদ বসিয়া বিরলে।
নিষ্কাম প্রবন্ধে পুরাতন কথা বলে।।
শুন শুন ভক্তগণ কথা পুরাতন।
রাঢ় দেশে ছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দোহে বড়ই দুঃখিত।
ব্রাহ্মণ সে দস্যু, জ্ঞান নাহি হিতাহিত।।
বনমধ্যে গিয়া চুরি ডাকাইতি করে।
ধন সব লুটে লয় লোকে মরে ডরে।।
রাজা টের পেল দুরিত ব্রাহ্মণ।
দস্যুবৃত্তি করি করে ধন উপার্জ্জন।।
মহারাজ একদিন মহাক্রোধ করি।
লোক দিয়া লুঠিল সে ব্রাহ্মণের বাড়ী।।
নিযুক্ত করিল গ্রামে চারিটি সিপাই।
কোন খানে ব্রাহ্মণে যেতে সাধ্য নাই।।
ভিখারী হইয়া ভিক্ষা করিবারে যায়।
দস্যু বলি কেহ তারে ভিক্ষা নাহি দেয়।।
এখানে তাহাকে কেহ ভয় নাহি করে।

নির্ভয় হইল সবে দস্যু মরে ডরে।।
ব্রাহ্মণের ঘরে আর নাহি মিলে অন্ন।
দূর দূর করে সবে গেলে ভিক্ষা জন্য।।
উপায় নাহিক আর অন্ন নাহি পায়।
অন্ন বিনে দৈন্য দশা জীর্ণ শীর্ণ কায়।।
ব্রাহ্মনী কহিছে এবে উপায় কি করি।
অন্নকষ্টে ইচ্ছা হয় ফাঁসী ল'য়ে মরি।।
ব্রাহ্মণ কহিছে তবে ব্রাহ্মণীর ঠাই।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ অদ্য আমি ভিক্ষা লাগি যাই।।
যদি ভিক্ষা নাই পাই মরিব পরাণে।
শেষে তুমি প্রাণ ত্যাজ মম মৃত্যু শুনে।।
এত বলি দস্যু কাননেতে চলে গেল।
গলে ফাঁস ল'য়ে দ্বিজ ঝুলিতে লাগিল।।
তাহা দেখি রাজদূত ফিরাইয়া আনে।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দোহে দিল রাজা স্থানে।।
হুকুম হইল এরা সাত দিন তরে।
বন্ধিভাবে থাকিবেক রাজ কারাগারে।।
আর সাতদিন এরা বাটিতে থাকিবে।
রাজদূত সঙ্গে করি ভিক্ষা মেগে খাবে।।
এই ভাবে কষ্ট করে কালের হরণ।
জীয়ন্তে মরণ সম না হয় মরণ।।
কাঞ্চিগ্রামে এক বিপ্র বৈষ্ণব সুজন।
লীলাজী বলিয়া নাম প্রেম মহাজন।।
সেই গ্রামে বৈশ্য সাধু এক সদাগর।
সাধু বৈষ্ণবের সেবা করে নিরন্তর।।
বৈশ্য সাধু বাড়ী সাধু আসে আর যায়।
অন্য ঠাই ভ্রমি আসে সাধুর আলয়।।
সাধু বৈশ্য বৈষ্ণব সেবায় মন কৈল।
শত শিষ্য সঙ্গে করি লীলাজী চলিল।।
দস্যু দুষ্ট বৃদ্ধ দ্বিজ ভেবেছেন মনে।
এ সব লোকেরে সাধু খেতে দেয় কেনে।।
পায়স পিষ্টক ঘৃত দুগ্ধাদি শাল্যণ্য।
লুচি পুরী ছানা দধি জল পান জন্য।
মালা ল'য়ে সাধু হ'য়ে অঙ্গে করে ফোঁটা।
কি বুঝিয়া খেতে দেয় সদাগর বেটা।।
এবে আমি সাধু হয়ে ভুলাইব লোক।
ভিক্ষা করি খেতে পা'ব পরিয়া তিলক।।
লীলাজী যাইতে পথে দস্যু ধরে পায়।
বলে প্রভু এক ছড়া মালা দেও আমায়।।
লীলাজী বলেন তোর মালাতে কি কাজ।
দস্যু বলে সাধু হ'ব ল'ব সাধু সাজ।।
হাসিয়া দিলেন সাধু এক খন্ড মালা।
ব্রাহ্মণ বলেন মোর গেল ভব জ্বালা।।
মালাটি লইয়া গলে লইলেন ফোঁটা।
চুল ফিরাইয়া মাথে বাঁধে উভ ঝুটা।।
হরি হরি বলি ছাড়ে ঘন ঘন ডাক।
সদাগর ভবনেতে দিল গিয়া হাক।।
সদাগর ভাবিলেন দস্যু এ ব্রাহ্মণ।
এর যদি হ'য়ে থাকে হরিনামে মন।।
বেশী করি সমাদর করিবে উহারে।
তাতে যদি দস্যুবৃত্তি হ'তে মন ফিরে।।
সেবা শুশ্রূষাদি বহু মতে তারে কৈল।
তাহাতে দস্যুর আরো গাঢ় ভক্তি হৈল।।
ভাবে মনে বহু দিন করি দস্যুবৃত্তি।
এই মত খেতে দিয়া কেবা করে ভক্তি।।
অন্নাভাবে দুটা ভাত খাইবার লাগি।
ভাব ধরে হইয়াছি কপট বৈরাগী।।
তাহাতে না খেতে মেলে কহন না যায়।
প্রকৃত বৈরাগী হ'লে আরো কিবা হয়।।
অন্বেষী কাঁচের পাত্র প্রাপ্ত হৈনু সোনা।
সাধুপদরজ বাঞ্ছে তারক রসনা।।

দস্যুর দীক্ষা গ্রহণ

পয়ার

লীলাজীর কাছে গিয়া কেঁদে কেঁদে কয়।
প্রভু মোরে শিষ্য করি দেহ পদাশ্রয়।।

লীলাজী তাহাকে দিল কৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষে।
বলে আমি হরি বলে মেগে খাব ভিক্ষে॥
সদাগর ভবনেতে ছিল যে বৈষ্ণব।
হরি হরি বলে উঠে নৃত্য করে সব॥
সবে বলে চেয়ে দেখ বৈষ্ণবের গণ।
বৈষ্ণব হইয়া গেল এ দস্যু ব্রাহ্মণ॥
সদাগর ভাবে ডাকাইত এ ব্রাহ্মণ।
দায় ঠেকে হরি বলে পাইতে ভোজন॥
অধিকাংশ ধন দিলে বলিবেক হরি।
খেতে পেলে আর নাহি করিবেক চুরি॥
এত ভাবি সদাগর তারে দিল ধন।
রজত সহস্রমুদ্রা করিল অর্পণ॥
আশাতীত ধন পেয়ে আনন্দ বাড়িল।
দৃঢ় করে ব্রাহ্মণ বলিছে হরি বল॥
ধন লয়ে ভক্ত হ'য়ে দ্বিজ গেল বাড়ী।
ব্রাহ্মনীকে কহে পূর্ব্ব বুদ্ধি দিনু ছাড়ি॥
হরি বলে ধন পাই আরো পাই খেতে।
ইচ্ছা নাই আর যাই ডাকাতি করিতে॥
ব্রাহ্মণ বৃত্তান্ত তারে কহিল সকল।
ব্রাহ্মণব্রাহ্মনী মিলে বলে হরিবল॥
রাজ দূত তাহা শুনি রাজাকে জানায়।
শুনিয়া রাজার মন হরষিত হয়॥
রাজা বলে প্রজা যদি হইল বৈরাগী।
রাজভেট উপহার লও তার লাগি॥
দুই রাজদূত দুই রাজভেট ল'য়ে।
স্তব করে ব্রাহ্মণেরে রাজভেট দিয়ে॥
দ্বিজ ভাবে বৈষ্ণবের সাজের কি গুণ।
বেশ দেখে বৈশ্য মোর সেবায় নিপুণ॥
আরো যবে কৃষ্ণমন্ত্র করিনু গ্রহণ।
তাহা দেখি সদাগর মোরে দিল ধন॥
পরম বৈষ্ণব ধর্ম ধন্য ধন্য মানি।
রাজা দিল ভেট দূতে কহে স্তুতি বাণী॥
বিশুদ্ধ বৈরাগী আমি যখনে হইব।
নাহি জানি তখনে কি হ'ব কিনা হ'ব॥
এ হেন বৈরাগ্য আমি কবে বা পাইব।
কবে ব্রজে যাব আমি কবে দীন হ'ব॥
এ হেন বৈষ্ণব ধর্ম আমাকে ছাড়িয়া।
কোথা ছিল হরিনাম আমাকে বঞ্চিয়া॥
যখন হইল মম দস্যুবৃত্তি মন।
কোথায় বৈষ্ণব ধর্ম ছিলরে তখন॥
যে নামে জগৎ ভুলে প্রেমে মত্ত হ'য়ে।
সেই নাম মোরে ত্যাজে ছিল লুকাইয়ে॥
পেয়েছি তোমাকে যদি আর কি ছাড়িব।
যে দেশে তোমাকে পাব সেই দেশে যাব॥
আর না করিব আমি কর্ম দুরাচার।
অভেদ নাম-নামীন বুঝিলাম সার॥
দস্যুবৃত্তি করি নিত্য ভুঞ্জিয়াছি দুঃখ।
এক দিন বৈরাগী হইয়া কত সুখ॥
কল্য যারা আমাকে ক'রেছে দূর দূর।
তাহারা আদরে বলে বৈষ্ণব ঠাকুর॥
রাজ দূত দন্ড দিত আমাকে ধরিয়া।
রাজা মোরে দন্ড দিছে কারাগারে নিয়া॥
সেই রাজা সেই দূতে ব'য়ে দেয় ভেট।
বোধ হয় যমরাজা মাথা করে হেট॥
কিবা মন্ত্র লীলাজী দিলেন শিখাইয়া।
জগৎ বৈষ্ণব হো'ক আমাকে দেখিয়া॥
কিবা বৈষ্ণবের গুণ কহা নাহি যায়।
বেশ ধরিলেই মাত্র চোর সাধু হয়॥
একদিন মাত্র আমি সাধু সাজ পরি।
আর ফিরে মোর মনে না আইসে চুরি॥
একবার নাম নিলে যত পাপ হরে।
পাপীর কি শক্তি আছে তত পাপ করে॥
এই জন্যে নামে হ'ল ব্রহ্মাদেব দীক্ষে।
অভেদ নাম নামীন পাইনু পরীক্ষে॥
এই জন্যে নামে হৈল বৈষ্ণবী পার্বতী।
এই জন্য রত্নাকর ছাড়ে দস্যুবৃত্তি॥

নারায়ণ অংশে রত্নাকর জন্ম ধরে।
নামের নাহাত্ম্য জানাইতে পাপ করে॥
যার নাম সেই এই মাহাত্ম্য জানা'ল।
আর এক কথা মোর মনেতে হইল॥
জেনে তত্ত্ব নামে মত্ত শঙ্কর গোঁসাই।
যার নাম তার অঙ্গ তারাই তারাই॥
পাপী করে পাপ তাপ সাধুসঙ্গ লয়।
একবার নাম নিলে সর্ব্ব পাপ ক্ষয়॥
অন্ন কষ্ট ছলা করে বেশ ধরিলাম।
অনিচ্ছাতে নাম ল'য়ে বৈষ্ণব হৈলাম॥
আমি যে বৈষ্ণব হই আমি কেন কই।
ইহাতে কি আমি বড় অপরাধী হই॥
আমি যে বৈষ্ণব আমি যদি নাহি কই।
তাহা না বলিলে নামে গুণ থাকে কই॥
লীলাজী গুরু যে মম তার গুণ কই।
পরশ পরশে আমি বৈষ্ণব যে হই॥
পরশ পরশে যেন লৌহ হয় সোনা।
বৈষ্ণব পরশে কেন বৈষ্ণব হ'ব না॥
হাতে তালি দিয়া বলিল যে সাধু সব।
চোর ছিল দিজসুত হইল বৈষ্ণব॥
বৈষ্ণবের মুখপদ্ম বাক্য অখন্ডিত।
অই বলে আমি সাধু হইনু নিশ্চিত॥
খেতে সুতে বসিতে আমার চিন্তা নাই।
ভুক্তি দাসী লক্ষ্মীমাতা কুবের সেবাই॥
জীব সৃষ্টি করে সে কি আহার দিবে না।
নিরবধি কৃষ্ণপ্রেম করহ ভাবনা॥
যে কিছু দেখহ ভাই কৃষ্ণের সকল।
আর সব ধাঁ ধাঁ বাজী বল হরিবল॥
একদিন লীলাজীউ মহোৎসবে যেতে।
সদাগর বাটী যায় বহু শিষ্য সাথে॥
লীলাজীর মন হ'ল দস্যু ব্রাহ্মণেরে।
দিয়াছিনু মন্ত্র দেখে যাই সে কি করে॥
এতেক ভাবিয়া সাধু বাহুড়ী চলিল।
দস্যু শিষ্য বাটী এসে উপনীত হ'ল॥
দূরে থেকে লীলাজীকে করি দরশন।
উর্দ্ধবাহু করি নৃত্য করে'ছে ব্রাহ্মণ॥
ক্ষণে কক্ষবাদ্য ক্ষণে করে দন্ডবৎ।
লীলাজী চরণে নত হ'ল দন্ডবৎ॥
লীলাজীকে স্কন্ধে করি নাচিতে নাচিতে।
হরি হরি বলি ল'য়ে চলিল বাটিতে॥
রাজ ভেট সামগ্রী যতেক ছিল ঘরে।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তাতে গুরু সেবা করে॥
গ্রাম্য লোকে করে সুখে জয় জয় ধ্বনি।
খাও খাও লও লও এই মাত্র শুনি॥
ব্রাহ্মণের প্রেম দেখি বৈষ্ণব সকল।
গ্রাম্য লোক সঙ্গে মিশে বলে হরিবল॥
নগরবাসিনী রামাগণে বলে হরি।
সাধুসেবা জন্য আনে চা'ল তরকারী॥
সাধুসেবা মহোৎসব তাহাতে হইল।
দ্রব্যাদি উদ্বৃত্ত আরো কতোই রহিল॥
সদাগরদত্ত সহস্রেক মুদ্রা ছিল।
লীলাজী চরণে দস্যু সব এনে দিল॥
লীলাজী বলিল সব দিলে যে আমায়।
খাইতে পরিতে বাপু তোর কি উপায়॥
বিপ্র বলে এতদিন দেখেছি খাইয়া।
খাইয়া ফুরাতে নারি আপনার দয়া॥
যে ধন আমারে প্রভু করেছেন দান।
ত্রিভুবনে ধন নাই তাহার সমান॥
সত্যভামা ব্রতকালে দান নিল মুনি।
উদ্ধব লিখিয়া দিল নাম চিন্তামণি॥
সে ধনমিশ্রিত রস যে বা করে পান।
সুস্বাদ নাহিক আর সে সুধা সমান॥
দয়া করি সেই সুধা খেতে দিলে মোরে।
পেট ভরে খেলে সুধা আরো ক্ষুধা বাড়ে॥
হেন যদি জ্ঞান করি আমি বড় দীন।
উচ্চ শৃঙ্গে টেনে তুলে তোমার কপিন॥

ভবগৃহে তব ভাবশয্যায় শয়ন।
নিদ্রা দেবী চৌকি দেন থাকিয়া চেতন।।
তব আশীর্ব্বাদে মোর বাস বহির্ব্বাস।
বাসে বাসে দেশে দেশে গৌরদেশে বাস।
রাজদূতে দণ্ড দিত ঘোর চোর জেনে।
দূত রাজাভেট দেয় রাজলক্ষ্মী সনে।।
তোমার মহিমা প্রভু জানিল সকলে।
কল্য চোর অদ্য সাধু তব কৃপা বলে।।
তব মন্ত্র বল এবে হইল প্রকাশ।
ব্রহ্মপদ হ'তে উচ্চপদ কৃষ্ণদাস।।
এ সব বৈভব দেখে মনে হয় হাসি।
ভক্তি সহ মুক্তি দেবী হইয়াছে দাসী।।
এত শুনি লীলাজীউ ধরি দিল কোল।
প্রেমানন্দে সাধুগণে বলে হরিবোল।।
গুরু কহে এবে কর তীর্থ পর্য্যটন।
দ্বিজ কহে তীর্থ-রাজ তব শ্রীচরণ।।
গুরু কহে সব লোকে করে গিয়া তীর্থ।
গয়া ধামে পিণ্ড দিলে ত্রিকুল পবিত্র।।
শিষ্য বলে কর্ণে মন্ত্র দিয়াছে যে মাত্র।
তদবধি কোটি কুল স্বর্গে করে নৃত্য।।
পতিতপাবন যত বৈষ্ণবসমাজ।
গেল দিন কহে দীন কবি-রসরাজ।।

শাপভ্রষ্টা ব্রাহ্মণীর টিকটিকি রূপ ধারণ ও মোক্ষণ পয়ার।

গুরু সঙ্গে শিষ্য কহে মধুর বচন।
হেনকালে শুন এক আশ্চর্য ঘটন।।
দৈবে চাল হ'তে এক টিকটিকি পড়ি।
গর্ভিণী অবস্থা গেল পেট ফেটে মরি।।
টিকটিকি মরে গুরু সাক্ষাতে পড়িয়া।
দ্বিজ কৃষ্ণদাস কাঁদে গড়াগড়ি দিয়া।।
গুরুর সম্মুখে কেন জীব হত্যা হ'ল।
পেট ফেটে গড়াগড়ি কত কষ্টে ম'ল।।
তাহাতে এতেক কষ্ট টিকটিকি পেল।
কি হ'ল কি হ'ল বলে কাঁদিতে লাগিল।।
এত কষ্টে গুরু হে জ্যোষ্ঠির মৃত্যু হয়।
দেখে দুঃখে বুক ফাটে প্রাণ বাহিরায়।।
হরি হরি বলি দ্বিজ কাঁদিতে লাগিল।
ভগ্ন ডিম্ব হ'তে ছানা বাহির হইল।।
গুরু কহে ছানা বাঁচে আর কাঁদ বৃথা।
বিপ্র বলে কষ্ট পেল এই মম ব্যথা।।
লীলাজী বলেন বাছা আর কাঁদ মিছে।
কষ্ট নহে জ্যেষ্ঠি মরে কৃষ্ণ পাইয়াছে।।
সাধু সঙ্গে মধুমাখা কৃষ্ণ আলাপন।
হেন মরা ভবে বল মরে কোন জন।।
বিপ্র বলে তবে ওর সার্থক জীবন।
মৃতদেহ সৎকার করহ এখন।।
গুরু বলে মৃতদেহ দেহ গঙ্গাজলে।
বিপ্র দিল সাধু পদ ধৌত জলে ফেলে।।
অমনি জ্যেষ্ঠির দেহ হ'য়ে গেল লয়।
মৃতদেহ না দেখিয়া সকলে বিস্ময়।।
কেহ বলে মৃতদেহ কি হ'ল কি হ'ল।
কেহ বলে পাদোদকে প্লাবিত হইল।।
বলিতে বলিতে জল শুকাইয়া যায়।
মৃতদেহ না দেখিয়া সকলে বিস্ময়।।
বৈষ্ণবেরা বলে দেহ মিশে গেল নীরে।
হরি বলে প্রেমানন্দে সবে নৃত্য করে।।
এমন সময় শূন্যে হ'ল দৈববাণী।
আমি জ্যেষ্ঠি পূর্ব জন্মে ছিলাম ব্রাহ্মণী।।
স্বামী নাম ছিল রাম কেবল ব্রাহ্মণ।
সর্বদা করিত সাধু বৈষ্ণব সেবন।।
বড় রূপবতী আমি তখনে ছিলাম।
রূপের গৌরবে স্বামী নাহি মানিতাম।।
বৈষ্ণব সেবায় আমি ছিলাম কপট।
সর্বদা স্বামীর সঙ্গে করিতাম হট।।
একদিন মাধ্যাহ্নিক ভোজনান্ত কালে।

এক সাধু গৃহে এসে উপনীত হ'লে।।
স্বামী গিয়া বৈষ্ণবের পূজিল চরণ।
আমাকে বলিল শীঘ্র করগে রন্ধন।।
আমি বলি এই আমি করিনু রন্ধন।
অগ্নিতাপ আর মম না সহে এখন।।
স্বামী সঙ্গে ক্রোধভরে কথোপকথন।
বৈষ্ণব সহিতে করি স্বামীকে ভর্ৎসন।।
স্বামী কহে সাধুসেবা জন্যে টকটকি।
জন্মান্তরে নিশ্চয় হইবি টিকটিকি।।
কতদিন পরে মম হইল মরণ।
এবে জ্যেষ্ঠিরূপে মোর জনম ধারণ।।
নানা ঠাই ভ্রমিয়া আইনু এই ঘরে।
দেখি এই বিপ্র সাধু সাধুসেবা করে।।
সাধু সঙ্গে নাম সংকীর্তন যবে হয়।
সেই প্রেম নাম এসে লাগে মোর গায়।।
শরীর দ্রবিল মম বলে হরি হরি।
ইচ্ছা হ'ল এই প্রেমমধ্যে পড়ে মরি।।
নামমন্ত্র বীজ রস ঢোকে ঢোকে খাই।
ইচ্ছাতে হইল ডিম্ব সঙ্গ করি নাই।।
ইচ্ছা হ'ল সংকীর্তনে পরমাণু থাক।
উদর হইতে মম ডিম্ব পড়ে যাক।।
আছাড়িয়া অঙ্গ ছাড়ি পড়িনু প্রত্যক্ষে।
সে ফল পাইনু সাধুসঙ্গ কল্প বৃক্ষে।।
এই আমি সেই মুনি পত্নী যে ছিলাম।
নিজ মনসিজ বীজ কীর্তনে গেলাম।।
উদকে পড়িয়া দেহ উদকে মিশিল।
ধনঞ্জয় বায়ু মোরে উর্দ্ধে আকর্ষিল।।
এবে আমি দিব্য দেহ করিয়া ধারণ।
পুষ্পরথে চড়ি করি বৈকুণ্ঠে গমন।।
এই কথা প্রভুর মুখে করিয়া শ্রবণ।
নৃত্য করে প্রভুর যতেক ভক্তগণ।।
প্রভুর ভকত এক নামেতে মঙ্গল।
কক্ষবাদ্য করি বলে জয় হরিবল।।
রামচাঁদ আর রামকুমার ভকত।
ধরণী লু'টায়ে কাঁদে শুনি কথামৃত।।
গোবিন্দ মতুয়া করে বাহু আস্ফোটন।
নৃত্য করে হরি বলে করেন রোদন।।
প্রেম সম্বরণ করি বাটীর নিম্নেতে।
নিভৃতে বসিল পরে গম্ভীর ভাবেতে।।
উথলিল ভক্তদের চিন্তা তরঙ্গিণী।
কবি কহে সাধু মুখে মধু রস বাণী।।

প্রভুর ধর্ম কন্যার বিবরণ।

পয়ার।

ওলপুর ছিল এক দাসী দুশ্চারিণী।
চৌধুরী বাটীতে সেই ছিল চাকরাণী।।
বাড়ীর কর্তার সঙ্গে বিবাদ করিয়া।
বের হ'ল মোটা মালা তিলক পরিয়া।।
কক্ষে এক ভিক্ষাঝুলি করিয়া ধারণ।
ভিক্ষা করি সেই নারী করয় ভ্রমণ।।
বৈষ্ণবী বেশ ধরি হ'য়ে পরিপাটি।
উপনীত হ'ল গিয়া ঠাকুরের বাটী।।
দণ্ডবৎ করে গিয়া লক্ষ্মীমার পায়।
বলে মাগো কিছুদিন থাকিব হেথায়।।
একা একা কর মাগো সংসারের কার্য।
আমাকে করগো দাসী কর না ত্যজ্য।।
তোমার নিকটে থাকি ঘুচাইব তাপ।
তুমি মম জননী ঠাকুর মম বাপ।।
শুনি লক্ষ্মীমাতা বলে ঠাকুরের ঠাই।
এসেছে মেয়েটি এরে রাখিবারে চাই।।
ঠাকুর বলেন প্রিয়ে! যে ইচ্ছা তোমার।
থাকে থাক যায় যাক যে ইচ্ছা উহার।।
দাসী বলে এসেছিত অবশ্যই থাকিব।
হেন মাতা পিতা আর কোথা গিয়া পা'ব।।
আমার বলিতে আর নাহিক জগতে।
ঠাকুরাণী মাতা মম তুমি মোর পিতে।।

মহাপ্রভু বলে তবে শান্তি দেবী ঠাই।
তোমার ইচ্ছে যেমন মম ইচ্ছা তাই ॥
মেয়ে ছেলে আমি তার নাহি ধারি ধার।
রাখ বা না রাখ এরে যে ইচ্ছা তোমার ॥
ঠাকুরাণী বলে পিতা বলেছে তোমায়।
আমাকে বলিয়া মাতা লোটাইল পায় ॥
তাতে এত বেশী লোক নাহি তব ঘরে।
অবশ্য রাখিতে হয় শরণাগতরে ॥
ঠাকুরাণী বলে বাছা তুমি মম মেয়ে।
গৃহে যাও খাও লও কাজ কর গিয়ে ॥
অমনি উঠিয়া দাসী গৃহে প্রবেশিল।
কাজ করে খায় পরে কত দিন গেল ॥
আপন ভাবিয়া দাসী করে প্রাণপণ।
গৃহকার্য করে যেন আপন আপন ॥
এইভাবে দাসী থাকে কিছুদিন যায়।
দাসীর নিকটে মাতা নানা কথা কয় ॥
শরীক বিভাগকালে যে টাকা পাইল।
ধর্ম মেয়ে কাছে মাতা সকল বলিল ॥
বাহির করিল মাতা মেয়ের সাক্ষাতে।
টাকা তিনশত রাখে পুরিয়া থলিতে ॥
বড় এক হাঁড়ি মাঝে টাকা রাখে সেরে।
তাহার মধ্যেতে রাখে ধান্য পূর্ণ করে ॥
নীচের হাঁড়িতে টাকা তাতে ধান্য পূর্ণ পুরে।
আর দুই ভাণ্ড রাখে তাহার উপরে ॥
কাজ কর্ম করে মাতা কহে নানা কথা।
কন্যার প্রতি মাতার বাড়িল মমতা।।
যে খানেতে তিনশত টাকা সেরে রাখে।
সময় সময় গিয়ে মায় ঝিয়ে দেখে ॥
এইভাবে কন্যাকে রাখেন সমাদরে।
নিজের কন্যার মত মা ভাবেন তারে ॥
আড়াই প্রহরকালে ভোজন করিয়ে।
বসিলেন প্রভু যত ভক্তবৃন্দ ল'য়ে ॥
নামপদ গানে হৃষ্ট ইষ্ট গোষ্ঠ করে।
কন্যা গৃহে রাখি মাতা যান কার্যান্তরে ॥
বেলা প্রহরেক আছে এমন সময়।
ধর্মকন্যা দাসী ছিল একা সে আলয় ॥
যে হাঁড়িতে ধান্য ছিল তাহা ভূমে ঢালি।
দাসী কন্যা টাকা ঝা'ল লয়ে গেল চলি ॥
ঝা'ল কোমরেতে বাঁধে এমন সময়।
লক্ষ্মীমাতা গৃহদ্বারে হ'লেন উদয় ॥
মাতা ব'লে ধান্য ঢালি কি করিস ঘরে।
বলিতে বলিতে দাসী চলিল বাহিরে ॥
বাহিরিতে গিয়া দাসী দ্রুত গতি ধায়।
দৌড় দিয়া পড়িল সে বাড়ীর নীচায় ॥
বৃক্ষ আদি নাহি আর নাহি তৃণ বন।
বসতি বাটীর নীচে ধান্য উপার্জন ॥
পালাইতে নাহি পারে বেগে চলি যায়।
দু'চারি পা যায় আর ফিরে ফিরে চায় ॥
লক্ষ্মীমাতা বলে এত করিয়া মমতা।
মোরে থুয়ে টাকা ল'য়ে তুই যাস কোথা ॥
আরো বেগে ধায় দাসী উত্তর না দেয়।
ঠাকুরাণী গিয়া তাহা ঠাকুরে জানায় ॥
আপনি আছেন হেথা দাসী ছিল ঘরে।
আমি গিয়াছিনু মেয়ে রেখে কার্যান্তরে ॥
শূন্য ঘর পেয়ে গেল টাকা ল'য়ে চলি।
ধান্যভাণ্ডে টাকা ছিল ধান্য ফেলি ঢালি ॥
অই যায় চোরা কন্যা টাকা ল'য়ে যায়।
দ্রুতগতি যায় আর ফিরে ফিরে চায় ॥
এই জন্য বুঝি মাতা পিতা ব'লেছিল।
তিনশত টাকা ল'য়ে অই যে চলিল ॥
কেহ বলে টাকা নিল চোর ধরে আনি।
ঠাকুর বলেন নাহি বল হেন বাণী ॥
পিতার থাকিলে ধন পুত্র কন্যা পায়।
ধন ধান্যে ইহা বই আর কিবা হয় ॥
ছিল ধন নিল কন্যা তাতে কিবা ক্ষতি।
দেখি ধন বিনা মোর কিবা হয় গতি ॥

নিজ কন্যা হ'তে আরো ধর্মকন্যা ভারি।
কন্যা নিল পিতৃধন কেবা কয় চুরি॥
ধর্ম কন্যা ধর্মে দিল ধর্মে নিল ধন।
ধর্মের নিকটে নাহি অধর্ম কখন॥
ধর্ম করিয়াছে কর্ম অধর্ম এ নয়।
কন্যাকে বলিলে চোর অধর্ম সঞ্চয়॥
আগে কন্যা বলি যারে করিলা বিশ্বাস।
এবে চোরা বলিলে বিশ্বাস ধর্ম নাশ॥
লক্ষ্মীদেবী থাকে সদা ধর্মের আশ্রয়।
ধর্মের সহিত লক্ষ্মী অর্থ সে যোগায়॥
এই ধন ছিল সেই লক্ষ্মীর গোচরে।
সেই লক্ষ্মী এই ধন দেখাইল তারে॥
সর্বান্তর্যামিনী লক্ষ্মী সব জানতে পারে।
যেনে সেই লক্ষ্মী কেন যান স্থানান্তরে॥
যবে টাকা ল'য়ে যায় লক্ষ্মী দৃষ্টি করে।
দেখে কেন সে লক্ষ্মী ধরিল না তারে॥
ধর্ম মাতা পিতা যার লক্ষ্মী নারায়ণ।
সে কেন পাবে না বল এ সামান্য ধন॥
কন্যা নিল টাকা তাত' পরে লয় নাই।
তব মনে যাহা প্রিয়ে মম মনে তাই॥
ধন উপার্জন করে বসিয়া খাইতে।
দেখি মোরা ধন বিনে পাই কিনা খেতে॥
খেতে কি দেবে না কৃষ্ণ সৃষ্টি করে জীব।
এই ধন বিনা মোরা হব কি গরীব॥
কোথা হতে আসে ধন কোথা চলে যায়।
কেবা দেয় কেবা লয় কে চিনে তাহায়॥
এই ধন ফিরিতেছে সব ঘরে ঘরে।
কোথাকার ধন ইহা কেবা রক্ষা করে॥
ধনেশ কুবের ছিল কনক লঙ্কায়।
ধনচ্যুত করি তাকে রাবণ তাড়ায়॥
রাবণের গৃহে লক্ষ্মী করিত রন্ধন।
ইন্দ্র মালাকার অশ্ব রক্ষক শমন॥
বিষ্ণু অবতার রাম রাজার কুমার।
ভার্যাসহ বনবাসী চৌদ্দ বৎসর॥
কার লঙ্কা কার হ'ল কেবা নিল ধন।
কোথা সে ত্রিলোকজয়ী লঙ্কেশ রাবণ॥
রাজপুত্রবধূ রাজকন্যা সেই সীতা।
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরী দেবী শ্রীরাম বণিতা॥
কোথা র'ল রাজ্য ধন কোথা র'ল পতি।
আজন্ম বনবাসিনী কতই দুর্গতি॥
যদি বলি ঈশ্বরের লীলা এ সকল।
সত্য কিন্তু কর্ম অনুসারে ফলে ফল॥
একই মানুষ সব একই শহরে।
একই ব্যবসা করে একই বাজারে॥
কেহ দুঃখী কেহ সুখী কেহ পরাধীন।
কেহ লক্ষপতি হয়, কার হয় ঋণ॥
অর্থে কিংবা স্বার্থ শুধু অনর্থের গোল।
কৃষ্ণপদ স্বার্থ ভেবে বল হরি বল॥
একদিন লক্ষ্মীমাতা বাক্যের প্রসঙ্গে।
মধুমাখা বাক্যে ঠাকুরকে বলে রঙ্গে॥
লক্ষ্মীমাতা বলে প্রভু নাহি কর কার্য।
পুত্র কন্যা জন্মিয়াছে নাহি কর গ্রাহ্য॥
ঠাকুরালী কর সদা ল'য়ে ভক্তগণ।
কেমনে চলিবে এদের ভরণ পোষণ॥
ইহাদের কি হইবে নাহি ভাব মনে।
আমি একা কি করিব তব দয়া বিনে॥
ঠাকুর বলেন আমি কি কার্য করিব।
যাহা করে জগবন্ধু গৃহে ব'সে রব॥
জমি ভূমি কৃষিকার্য কিছুই না মানি।
জনমে জনমে মাত্র গরুরাখা জানি॥
জমি জমা চাষ কার্য কিছু না করিব।
এইমত ঠাকুরালী করিয়া ফিরিব॥
দেখি ঈশ্বরের দয়া হয় কিনা হয়।
দেখি প্রভু মোরে খেতে, দেয় কিনা দেয়॥
ইহা বলি মহাপ্রভু ফিরিয়া ঘুরিয়া।
দুই তিন দিন ওঢ়াকাঁদিতে রহিয়া॥

নিজবাটী না আইসে রহে অন্য ঘর।
চারিদিন পরে গেল রাউৎখামার॥
রাউৎখামার রামচাঁদ বাড়ী যান।
রামচাঁদ প্রভুকে করেন হরিজ্ঞান॥
রাউৎখামার প্রভুর বিহার বিরাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ॥

রাউৎখামার গ্রামে প্রভুত্ব প্রকাশ ও ভক্তসঙ্গে নিজালয় গমন।

পয়ার

আত্মা সমর্পিয়া ভক্তি করে রামচাঁদ।
ভক্তিতে হ'লেন বাধ্য প্রভু হরিচাঁদ॥
শ্রীবংশীবদন আর শ্রীরাম সুন্দর।
বাঁশীরাম কাশীরাম শ্রীরাম কিশোর॥
বালাদের বাড়ী দিন দুদিন থাকিল।
বালারা সগণসহ মাতিয়া উঠিল॥
ভক্তগণ সঙ্গে করি হরিপ্রেম রসে।
নাম গান ভাবে মত্ত মনের উল্লাসে॥
দেশ ভরি শব্দ হ'ল মধুর মধুর।
যশোমন্ত ছেলে হরি হ'য়েছে ঠাকুর॥
রোগযুক্ত লোক যত প্রভুর স্থানে যায়।
কীর্তনের ধুলা অঙ্গে মাখিবারে কয়॥
অমনি সারিয়া ব্যাধি করে সংকীর্তন।
কেহ বা লোটায়ে ধ'রে প্রভুর চরণ॥
কেহ কেহ মনে মনে করেন মানসা।
ব্যাধিমুক্ত হোক মোর পূর্ণ হোক আশা॥
হরিলুঠ দেব এনে শ্রীহরির স্থানে।
কেহ কেহ মুদ্রা দিব মনে মনে মানে॥
কীর্তনে আসিয়া কেহ গায়ে মাখে ধুলি।
রোগমুক্ত হ'য়ে নাচে দুই বাহু তুলি॥
কখন কখন প্রভু নিজ ভক্ত সঙ্গে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
কখন কখন প্রভু নিশ্চিন্ত থাকয়।
কোন ব্যাধিযুক্ত লোক এমন সময়॥
রোগীরা মানসা সব করিত হরিষে।
আরোগ্য হইলে ব্যাধি দাস হ'ব এসে॥
কেহ বা কহিত দাস হইনু এখনে।
মনঃপ্রাণ দেহ সপিলাম শ্রীচরণে॥
দেহের এ রোগ মম হউক আরোগ্য।
অর্থ কিছু তাম্রমুদ্রা দিয়া যাব শীঘ্র॥
কেহ বা কহিত দিব সোয়া পাঁচ আনা।
কেহ বা কহিত আমি দিব সোয়া আনা॥
কেহ বা কহিত আমি দিব পাঁচসিকা।
কেহ বা কহিত দিব সোয়া পাঁচসিকা॥
কেহ বা যাইত মনে মানসা করিয়া।
আরোগ্য হইলে ব্যাধি দিতেন আনিয়া॥
প্রভুর মুখের বাক্যে রোগমুক্ত হয়।
এইমত রোগী কত আসে আর যায়॥
পাঁচ সাত গ্রামে ক্রমে শব্দ হ'ল ভারি।
কত লোক আসিত দেখিব বলে হরি॥
যেখানে থাকিত প্রভু ল'য়ে ভক্তগণ।
চাউল মজুদ হত দুই তিন মণ॥
টাকাগুলি যত সব রোগীরা আনিত।
কতক হইত ব্যয় কতক থাকিত॥
প্রভুর সম্মুখে এনে হাজির করিত।
ঠাকুর তাহার কিছু হাতে না ধরিত॥
ভক্তগণ রাখিতেন আর আর স্থানে।
হরিলুঠ কতজনে দিত সংকীর্তনে॥
এইভাবে প্রভু রহিলেন তিনমাস।
একদিন ভক্তগণে বসি প্রভু পাশ॥
প্রভুর নিকটে কহে করজোড় করি।
যাইব আমরা সবে আপনার বাড়ী॥
প্রভু বলে কেবা আত্ম কেবা কার পর।
আমি কার কে আমার মায়া বাড়ী ঘর॥
ভক্তগণে বলে প্রভু! দয়া হয় যদি।
ল'য়ে চল সকলে শ্রীধাম ওঢ়াকাঁদি॥

শুনিয়া হাসিয়া কয় প্রভু ইচ্ছাময়।
কর ইচ্ছা যাহা তোমাদের ইচ্ছা হয়।।
হ'য়ে তুষ্ট মহাহৃষ্ট পরস্পর কয়।
শ্রীধামে কে যাবি তোরা আয় আয় আয়।।
এত বলি সবে মিলি সাজাল তরণী।
যার বাড়ী যাহা ছিল দ্রব্য দিল আনি।।
তাম্রমুদ্রা রৌপ্যমুদ্রা কেহ দিল ধান্য।
কেহ দধি কেহ ঘৃত পাত্র পরিপূর্ণ।।
কেহ দিল তরকারি কুষ্মাণ্ড কদলী।
পক্ক রম্ভা থোড় মোচা পদমূল কলি।।
ছোলা বুট মুগ মাস মটর ডাউল।
বস্তা দশ পরিপূর্ণ নূতন চাউল।।
ছানা দধি সন্দেশাদি গুড় দশখান।
আতপ তণ্ডুল দশমণ পরিমাণ।।
দুইশত নারিকেল হাজার সুপারী।
পাঁচ হাত মুখে এক সাজাইল তরী।।
তরী পরিপূর্ণ করি ঠাকুরে উঠায়।
হরি বলে তরী খুলে ওঢ়াকাঁদি যায়।।
ওঢ়াকাঁদি ঘাটে তরী লাগাইল এসে।
ভক্তগণে দ্রব্য আনে ঠাকুরের বাসে।।
প্রভু যায় আগু আগু পিছে ভক্তগণ।
যাইতে আসিতে পথে করে সংকীর্তন।।
ঠাকুর আসিয়া বসিলেন নিজ ঘরে।
ভক্তগণ দ্রব্য এনে রাখে ভারে ভারে।।
টাকা সিকি আধুলী তাম্রের মুদ্রা যত।
সব সুদ্ধ পরিমাণ টাকা একশত।।
প্রিয়ভক্ত রামচাঁদ সেই টাকা ল'য়ে।
লক্ষ্মীমার নিকটেতে দিলেন আনিয়ে।।
ঠাকুর বলেন তবে ইহা তুলে লও।
কি তব বাসনা মনে আর কিবা চাও।।
লক্ষ্মীমাতা বলে মম বাসনা কি আর।
চিরদাসী অভিলাষী শ্রীপদ তোমার।।
ঐশ্বর্য প্রকাশ হল ভকত সমাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

আদি খণ্ড

ষষ্ট তরঙ্গ

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণব দাস জয় গৌরী-দাস।।
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিতপাবন হেতু হৈলা অবতার।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়।।
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।।

ভক্তগণের মহাসংকীর্তনোচ্ছাস

পয়ার

এইভাবে হরিচাঁদ করে ঠাকুরালী।
প্রভু-সঙ্গে ভক্ত সদা থাকে মেলা মেলি।।
ঐশ্বর্য্য প্রকাশি, প্রভু আসিলেন বাসে।
লক্ষ্মীমাতা পদসেবা করিল হরিষে।।
রন্ধন করিয়া ভক্তগণে ডাক দিল।
ভক্তগণে হরি বলে ভোজনে বসিল।।
ঠাকুরানী ডাক দিয়া রামচাঁদে বলে।
তিন চারি মাস বাপ কোথায় বেড়া'লে।।
তোমরা বেড়াও সদা ব'লে হরি বোল।
কোথায় পাইলে বল এ দ্রব্য সকল।।
রামচাঁদ বলে তুমি শুন লক্ষ্মীমাতা।
তোমার কৃপায় পাই আর পা'ব কোথা।।
প্রভু বলে রামচাঁদ বল তোর মাকে।
সর্ব ফল ফলে এক কৃষ্ণকল্প বৃক্ষে।।

শূন্যে রহে কল্প বৃক্ষ ঈশ্বর ইচ্ছায়।
কল্পবৃক্ষ কৃষ্ণভক্তে কল্পনা করয়।।
কৃষ্ণপ্রেম রসিকের রসময় দেহে।
সে দেহের ছায়া সেই কল্পবৃক্ষে চাহে।।
মাতা বলে অর্থে আর নাহি প্রয়োজন।
জন্মে জন্মে চাই তব যুগল চরণ।।
শুনি সব ভক্তগনে বলে হরিবোল।
অর্থত্যাগী প্রেমনমত্ত ভাবের পাগল।।
প্রেম অনুরাগে সব ভকত জুটিল।
‘মতুয়া’ বলিয়া দেশে ঘোষণা হইল।।
মঙ্গল নাটুয়া বিশে পূর্ব পারিষদ।
ওড়াকাঁদিবাসী পারিষদ রামচাঁদ।।
ভজরাম চৌধুরীর ছোট ভাই যেই।
ঠাকুরের ঐকান্তিক পারিষদ সেই।।
কুবের বৈরাগী রামকুমার ভকত।
প্রভুর ভকত সেই হয়েছে ব্যকত।।
গোবিন্দ মতুয়া আর স্বরূপ চৌধুরী।
প্রেমাবেশে ভাবে মেতে বলে হরি হরি।।
চূড়ামণি বুধই বৈরাগী দুই ভাই।
হরিচাঁদ পেয়ে আনন্দের সীমা নাই।।
জগবন্ধু বলে ডাক ছাড়িত যখন।
সুমেরুর চূড়া যেন হইত পতন।।
মঙ্গল যখন হরি কীর্তন করিত।
সম্মুখেতে মহাপ্রভু বসিয়া থাকিত।।
মঙ্গলের নাসা অগ্রে কফ বাহিরিত।
প্রেমে অশ্রুপূর্ণ হয়ে বক্ষ ভেসে যেত।।
ক্ষণে দিত গড়াগড়ি ক্ষণে উঠে বসে।
ক্ষণে নেচে ভেসে যেত প্রেমসিন্ধু রসে।।
ক্ষণে বীর অবতার ক্ষণেক বিমর্ষ।
উত্তরাক্ষ রুদিত বিকট ভঙ্গি হাস্য।।
গাইতে গাইতে শ্লেষ্মা উঠিত মুখেতে।
ঘন মুখ ফিরাইত ডান বাম ভিতে।।
উর্দ্ধ অধঃ মুখ ঝাকি করতালি দেয়।
বালকেতে অগ্নিদন্ড যেমন ঘুরায়।।
তাতে মাত্র দেখা যায় অগ্নির মণ্ডল।
দণ্ড না দেখায় অগ্নি দেখায় কেবল।।
তেমনি মঙ্গল যবে ঘুরাইত মুখ।
এক মঙ্গলের দেখাইত শত মুখ।।
বড় প্রেম উথলিয়া পড়িত গোবিন্দ।
কক্ষবাদ্য করি হেলি দুলিয়া আনন্দ।।
পিছেতে প্রভুকে রাখি বিমুখ হইয়া।
প্রভুর মুখেতে মুখ থাকিত চাহিয়া।।
প্রেমে ঝাঁকাঝাঁকি নাকে শ্লেষ্মা উঠিয়া।
প্রভু অঙ্গে পড়িত যে ছুটিয়া ছুটিয়া।।
নাকে মুখে চোখে যাহা যেখানে পড়িত।
যত্ন করি প্রভু তাহা অঙ্গেতে মাখিত।।
কক্ষবাদ্য করি রামকুমার ভকত।
কীর্তন মধ্যেতে হেলে দুলিয়া পড়িত।।
এইরূপে ভক্তবৃন্দ হয়ে একতর।
দিক নাই কে পড়িত কাহার উপর।।
মহাভাবে চিত্তানন্দ হৃদয় আহ্লাদ।
গম্ভীর প্রকৃতি যেন প্রভু হরিচাঁদ।।
ভক্তগণে প্রেমন্মত্ত হইত যখন।
বিকৃতি আকার প্রভু হইত তখন।।
ক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ ক্ষণে গৌরাঙ্গ বরণ।
রক্তজবা তুল্য হ’ত যুগল লোচন।।
ক্ষণে দূর্বাদল শ্যাম ক্ষণে পাটল।
ক্ষণে নীলোৎপল বর্ণ নয়ন যুগল।।
ভক্তগণে হুঙ্কারিত বলে হরিচাঁদ।
সে ধ্বনি শ্রবণে যেন মত্ত সিংহনাদ।।
সবলোক মত্ত হয়ে দিত হরিধ্বনি।
তাহাতে হইত যেন কম্পিতা মেদিনী।।
কেহ না জানিত দিবা কি ভাবেতে গেল।
না জানিত যামিনী কিভাবে গত হল।।
প্রেমানন্দ সদানন্দ আনন্দে বিভোল।
ভণে শ্রীতারকচন্দ্র বল হরি বল।।

প্রভুর নতুন বাটী বসতি৷

পয়ার

একদা প্রভুর জ্যেষ্ঠ নামে কৃষ্ণদাস।
ঠাকুরকে কহে দেকে শুন হরিদাস॥
আমরা সকলে থাকিলাম এক বাড়ী।
তুমি বা একাকী কেন থাক সবে ছাড়ি॥
এস সবে একত্রেতে সুখে করি বাস।
তাহা শুনি মহাপ্রভু যেতে কৈল আশ॥
এ সময় জমিদার এসে ওঢ়াকাঁদি।
পূর্ববাড়ী যাইবারে করে কাঁদাকাঁদি॥
না হইল পঞ্চভাই তাহাতে স্বীকার।
কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরে গেল জমিদার॥
আমভিটা ত্যাজি প্রভু পোদ্দার বাটিতে।
পাঁচ ভাই বসতি করিল একসাথে॥
নড়াইলবাসী বাবু নাম রামরত্ন।
জমিদার বসাইল করি বহু যত্ন॥
রামরত্ন হরনাথ আর সীতানাথ।
এ তিনের নাম নিলে হয় সুপ্রভাত॥
তেলীহাটী পরগনে ইহারা মালেক।
আমিরাবাত ওঢ়াকাঁদি জমিদার এক॥
এই ওঢ়াকাঁদি প্রভু করেন বসতি।
সমাদরে জমিদার করিলেন স্থিতি॥
ভকত ভবনে প্রভু যাতায়াত করে।
ভক্ত সঙ্গে থাকে রঙ্গে আনন্দ অন্তরে॥
ওঢ়াকাঁদি আর ঘৃতকাঁদি মাচকাঁদি।
কুমারিয়া চন্দ্রদ্বীপ আর আড়োকাঁদি॥
ইত্যাদি অনেক গ্রাম চতুঃপার্শ্বে রয়।
ভক্তি করি যে ডাকে তাহার বাড়ী যায়॥
ভক্তবৃন্দ পান করে কৃষ্ণ প্রেমরস।
হাসে কাঁদে নাচে গায় অন্তরে উল্লাস॥
দুই পুত্র তিন কন্যা ল’য়ে ঠাকুরানী।
সুখের সাগরে ভাসে লোচন নন্দিনী॥
ভকত ভবনে ফিরে প্রভু হরিচাঁদ।
বাঞ্ছাপূর্ণ করে হরি যার যেই সাধ॥
যেখানে যেখানে আছে প্রভুর ভকত।
ক্রমে এসে এক ঠাই হয়েন একত্র॥
এইভাবে ওঢ়াকাঁদি কালাতিবাহিত।
ভক্তগণে আসে যায় হয়ে হরষিত॥
কোন কোন প্রভু ভক্তগণে লয়ে।
পুষ্করিণী তীরে গিয়ে থাকেন বসিয়ে॥
পরিধান একবস্ত্র অর্ধাংশ গলায়।
শীত গ্রীষ্মে সমভাব ছেড়া কন্থা গায়॥
শয্যাহীন দূর্বাসনে থাকিত বসিয়া।
একে একে ভক্ত সব মিলিত আসিয়া॥
কখন বসিত প্রভু তৃণাসন করি।
ভক্তগণ বসিয়া বলিত হরি হরি॥
ভাব যেন দীন হীন পথের কাঙ্গাল।
ডাকিতেন কোথা কৃষ্ণ যশোদা দুলাল॥
হা কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র করুণানিধান।
ভক্তভাব প্রকাশিত নিজে ভগবান॥
কভু হরি, বলি হরি হইত বিস্মৃতি।
কখনও বদনে হ’ত সূর্যসম জ্যোতি॥
এইভাবে ওঢ়াকাঁদি লীলা প্রকাশয়।
ঐশ্বর্য্যয়ের মধ্যে শুধু মাধুর্য লুকায়॥
গার্হস্থ্য প্রশস্ত ধর্ম জীবে শিক্ষা দিতে।
দীননাথ হরি অবতীর্ণ অবনীতে॥
ভক্তগণ অনুক্ষণ নাহি ছাড়ে সঙ্গ।
ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে লীলার প্রসঙ্গ॥
কিছুদিন একবাড়ী সুখে করি বাস।
শ্রীবৈষ্ণবদাস আর শ্রীস্বরূপদাস॥
দুই ভাই পদ্মবিলা করিল বসতি।
তিন ভাই থাকিলেন ওঢ়াকাঁদি স্থিতি॥
ওঢ়াকাঁদি বাস না করিত বহুদিন।
একমাস মধ্যে মাত্র দুই এক দিন॥
আর সদা থাকিতেন ভক্তের আলয়।
যেখানে সেখানে থাকি হরিগুণ গায়॥

মুহূর্তেক প্রভু যদি কোথা বসিতেন।
ব্যাধিযুক্ত রোগযুক্ত লোক আসিতেন।।
যারা হ'ত রোগমুক্ত মানসা করিয়া।
মানসিক মুদ্রা সব দিতেন আনিয়া।।
সেই মুদ্রা ভক্তগণ লইয়া সাদরে।
আনিয়া দিতেন লক্ষ্মীমাতার গোচরে।।
অল্পদিন রহে প্রভু নিজ ভদ্রাসনে।
অধিকাংশ রহে প্রভু ভক্তের ভবনে।।
অল্প সময় থাকে অন্য ভক্ত ঘরে।
সদা ব্যস্ত যাইতে সে রাউৎখামারে।।
হরিচাঁদ চরিত্র পবিত্র সুধাভাণ্ড।
কবি কহে শ্রবণেতে খণ্ডে যম দণ্ড।।

রোগের ব্যবস্থা।

পয়ার

লোক আসে প্রভুস্থানে হ'য়ে রোগযুক্ত।
সংকীর্তনে গড়ি দিলে হয় রোগমুক্ত।।
রোগ জানাইয়া সবে বলিত কাতরে।
রোগমুক্ত হ'ত প্রভু দিলে আজ্ঞা করে।।
প্রভু বলিতেন যদি রোগমুক্তি চাও।
যে রোগের বৃদ্ধি যাতে তাই গিয়া খাও।।
তিন সন্ধ্যা ধুলি মাখ তুলসীর তলা।
জ্বর হ'লে পথ্য দেন তেঁতুলের গোলা।।
বেদনা অজীর্ণ বমি কিংবা অম্ল পিত্তে।
তেঁতুল গুলিয়া খায় পিতলের পাত্রে।।
মহারোগে অঙ্গে মাখে গোময় গোমূত্র।
কেহ বা আরোগ্য হয় প্রভু আজ্ঞামাত্র।।
রোগ জানাইয়া যায় মানসা করিয়ে।
মানসিক টাকা দেয় রোগমুক্ত হ'য়ে।।
মানসা করিত লোকে যার যেই শক্তি।
একান্ত মনেতে যার যেইরূপ ভক্তি।।
মুদ্রাপানে প্রভু নাহি চাহিয়া ফিরিয়া।
উঠে যাইতেন প্রভু সে মুদ্রা ফেলিয়া।।

ভক্তে জিজ্ঞাসিত প্রভু কোথা রাখি ধন।
প্রভু বলে যার ধন তাহার সদন।।
ভক্তগণ এইসব ইঙ্গিত বুঝিয়া।
লক্ষ্মীর নিকট ধন দিতেন আনিয়া।।
পৌষেতে আমন ধান্য কাটিয়া কাটিয়া।
মোচন করিয়া ভক্ত দিত পাঠাইয়া।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত নানাবিধ তরকারি।
পায়স পিষ্টক চিনি সন্দেশ মিছরী।।
কমলা কদলী কুল দাড়িম্ব সুন্দর।
আম জাম নারিকেল খাদ্য মনোহর।।
ভক্তগণে দ্রব্য আনে প্রভুর সেবায়।
লক্ষ্মীর নিকটে সব আনন্দে যোগায়।।
কালেতে যখন যে নূতন দ্রব্য পেত।
ভক্তগণে এনে তা ওড়াকাঁদি দিত।।
কেহ কেহ লয়ে যেত আপন বাসরে।
নিজগৃহে লইয়া প্রভুর সেবা করে।।
নূতন আমন ধান্য হইলে বিপুল।
আগ্ ধান্য রাখে কেহ আতপ তণ্ডুল।।
প্রভুভক্ত সুচরিত যেন শুধু মধু।
কবি কহে কর্ণ ভরি পিও সব সাধু।।

রাম কুমারের অঙ্গে কাল সর্পঘাত।

পয়ার

এইভাবে হইতেছে কালের হরণ।
একদিন শুন সবে দৈব নির্বন্ধন।।
প্রভু প্রিয় ভক্ত রামকুমার ভকত।
তার বাড়ী যান প্রভু ভক্ত সঙ্গে কত।।
তৃতীয় প্রহর রাত্রি নাম সংকীর্তন।
কীর্তনান্তে করিলেন গৃহেতে গমন।।
সকল ভকতগণ বিদায় করিয়া।
গৃহে যান প্রভু রামকুমারে লইয়া।।
গোবিন্দ মতুয়া সঙ্গে হইয়া মিলন।
কীর্তনের ভাব অঙ্গে আছে তিন জন।।

গোবিন্দ পিছেতে ধায় মধ্যেতে কুমার।
সকলের অগ্রেতে ঠাকুর অগ্রসর।।
গোবিন্দ নিকটবর্তী প্রভু কিছু দূরে।
হেনকালে সর্পঘাত করিল কুমারে।।
থর থর করি গাত্র কাঁপিতে লাগিল।
বলে প্রভু কাল সাপে আমারে কাটিল।।
প্রভু বলে কি সর্প তা জানিলে কেমনে।
গোক্ষুর কি কাল সাপ দেখেছ নয়নে।।
কুমার বলিল জ্যোস্নায় দেখা যায়।
অই সেই সর্প মোরে দংশে চ'লে যায়।।
ঠাকুর বলেন তার বুকে দিয়া কর।
গাত্র যেন কাঁপে তোর বুক ধড়ফড়।।
সর্পের দংশনে তোর কেন হল ভয়।
দেখ সাপ ধরে আনি কেমনে দংশায়।।
দাঁড়া তুই আমি সেই সর্প ধরে আনি।
যার বিষ চুমুকিয়া লবে সেই ফণী।।
কহিছে রামকুমার তাহা না পারিব।
পুনঃ সাপ দেখে শঙ্কায় মরিব।।
ঠাকুর কহিছে তুই আয় মম কাছে।
দেখি তোর কোনখানে সাপে দংশিয়াছে।।
দেখাইয়া দিল ঘা ভকত মহাশয়।
দেখে দংশিয়াছে বাম পায়ের পাতায়।।
দক্ষিণ পদ অঙ্গুলি ঠাকুর তখনে।
সর্পকাটা ঘায় ছোঁয়াইল ততক্ষণে।।
সর্প কোথা বিষ কোথা কেনরে ভাবিস।
সর্পের নিকটে থাকে মানুষের বিষ।।
ব্রহ্মার কুমার দক্ষ মানুষ অবতার।
সবে জানে ষাটি কন্যা জন্মিল তাহার।।
মানুষ কশ্যপ মুনি তের কন্যা লয়।
যুগ ধর্ম অষ্ট কন্যা করে পরিণয়।।
একাদশ কন্যা তার রুদ্রে বিয়া করে।
সাতাইশ কন্যা দিল নিশাকর করে।।
নবরূপ প্রজাপতি জাতিতে মানুষ।
তার কন্যা বিয়ে করে অনাদি পুরুষ।।
দক্ষপুরে সতী ত্যাগ করিল জীবন।
শব শিরে করি শিব করিল রোদন।।
নয়ন জলেতে সেই বিষ বাহিরিল।
সমুদ্র মন্থনকালে সে বিষ উঠিল।।
জাতি সর্প অনন্ত বাসুকী যারে কয়।
মানুষ কশ্যপ মুনি তার পিতা হয়।।
বাসুকী বন্ধন দড়ি তখনে হইল।
সমুদ্র মন্থনকালে বিষ উগারিল।।
বিষে বিষ মিশিল খাইল শূলপাণি।
পার্বতীর দুগ্ধপানে নির্বিষ অমনি।।
বিষহরি বিষ হরি নিল সে সময়ে।
জটাচার্ব্ব বংশে জরৎকারু করে বিয়ে।।
সেই পদ্মা বিষকর্ত্রী তার কাছে বিষ।
বিষ মানুষের নারী ভয় কি করিস।।
মহতের কোপে হয় বিষ উপার্জন।
সাপে কি করিতে পারে করিয়া দংশন।।
বিষ খাইয়াছে সর্প তোমাকে দংশিয়া।
মরিবে ও সর্প কল্য দেখিও আসিয়া।।
শেষে গিয়া বসিলেন প্রভুর শ্রীধামে।
যামিনী প্রভাত হ'ল কৃষ্ণকথা প্রেমে।।
প্রাতঃকৃত্য করি হরি কথার আলাপ।
বলে চল দেখে আসি কামড়ানে সাপ।।
ঠাকুরের সঙ্গেতে গিয়ে ভক্ত মহাশয়।
দেখে গিয়া সেইখানে সর্প মরে রয়।।
ঠাকুর বলেন সর্প বিষ খাইয়াছে।
তোর অঙ্গবিষে সর্প মরে রয়েছে।।
যখন করিল কৃষ্ণ কালীয়া দমন।
কৃষ্ণ অঙ্গে রাগে নাগে করিল দংশন।।
কালীয়ের ফণা ভাঙ্গি করিল দমন।
শিরে দিল পদচিহ্ন কালীয় দমন।।
সেই হ'তে গরুড়ের ভয় তার গেল।
বিনতানন্দন তারে কিছু না বলিল।।

গরুড়ে আরূঢ় হইতেন ভগবান।
সে গরুড় মনিপত্নী বিনতাসন্তান॥
কৃষ্ণভক্ত গরুড়ের সহায় সংসারে।
সাপের কামড়ে কোথা কৃষ্ণভক্ত মরে॥
কংস যবে পুতনাকে ব্রজে পাঠাইল।
পুতনা রাক্ষসী স্তনে বিষ মাখাইল॥
কংস দিল আজ্ঞা করে সাপুড়িয়াগণে।
কালকূট বিষ পুতনাকে দেও এনে॥
আজ্ঞা পেয়ে সাপুড়িয়া কালফণী ধরে।
দন্তভেঙ্গে সাপুড়িয়া বিষ বের করে॥
যে কালে সর্পের গলা চাপিয়া ধরিল।
এ সময় কালসর্প কাঁদিতে লাগিল॥
তবু দন্ত ভেঙ্গে বিষ করিল বাহির।
কাঁদিয়া সে ফণীবর হইল অস্থির॥
দূত বলে ওরে সর্প কাঁদ কি লাগিয়া।
দন্তভঙ্গ এইটুকু বেদনা পাইয়া॥
রাজকার্য তোমা হ'তে সাহায্য হইবে।
ঔষধ লাগায়ে দিলে বেদনা ঘুচিবে॥
সর্প বলে ওরে দূত মনে দেখ ভেবে।
সামান্য বেদনা পেয়ে সর্প কাঁদে কবে॥
তবে যে কেঁদেছি আমি চক্ষে বহে বারি।
এই ব্যাথা হ'তে মম ব্যাথা আছে ভারি॥
এই বিষ পুতনা মাখিয়া যা'বে স্তনে।
বিষমাখা দুগ্ধ খাওয়াবে ভগবানে॥
যে মুখে যশোদা দেয় ক্ষীর-সর-ননী।
সেই মুখে বিষ দিবে কংস নৃপমণি॥
এতদিন বিষ ধরি আমি বিষধর।
এ বিষ করিবে পান হরি বিষহর॥
তাহা বলে নাহি কাঁদি ভাঙ্গিবে দশন।
কৃষ্ণমুখে বিষ দিবে কাঁদি সে কারণ॥
সাধন ভজন কিছু করিবারে নারি।
আরো মম বিষ পান করিবেন হরি॥
এজন্য আমাকে সৃজিলেন জগদীশ।
অমল কমল মুখে দিবি মম বিষ॥
ভাবিয়া দেখিনু মম জনম বিফল।
এই মনোদুঃখে মম চক্ষে পড়ে জল॥
আমারে ধরিলি আমি কোন অপরাধী।
জগদীশ খা'বে বিষ এই দুঃখে কাঁদি॥
সেই সর্প অইদুঃখে করিল বিলাপ।
তোমারে দংশিল এই কোন দেশী সাপ॥
নিজে কৃষ্ণে কষ্ট পেলে কষ্ট নাহি তায়।
ভক্তে কষ্ট পেলে তার কষ্ট অতিশয়॥
ক্রুরজাতি সর্প ওর পাপ উপজিল।
বিনা অপরাধে তোরে দংশি ম'রে গেল॥
সর্পের দংশনে কভু সজ্জন মরে না।
সজ্জনের কোপ হ'লে সর্পই বাঁচে না॥
যে কালেতে কালীদহে কালীয়ের বিষ।
সেই বিষ উর্দ্ধগামী যোজন পঁচিশ॥
পক্ষী উড়ে কালীদহ পার হ'তে নারে।
কালীয়ের বিষে পুড়ে পক্ষী যেত মরে॥
সেই কালীদহ তীরে কদম্বের বৃক্ষ।
অদ্যপি বাঁচিয়া আছে কে বা তার পক্ষ॥
গরুড় যে কালে স্বর্গে ইন্দ্রজয়ী হয়।
চন্দ্র আসি জননীরে দাসত্ব ঘুচায়॥
গরুড়ের মুখ হ'তে সুধা বিন্দু পড়ে।
তাহাতে অমর বৃক্ষ এখনো না মরে॥
সুধার গুণেতে বাঁচে কদম্বের দ্রুম।
যাহার শরীরে আছে কৃষ্ণভক্তি প্রেম॥
কৃষ্ণপ্রেম মহারস সুধা যেবা খায়।
সে কেন মরিবে সর্প বিষের জ্বালায়॥
কি ছার সে স্বর্গ সুধা যথা প্রেমসুধা।
প্রেমসুধা খাইলে নিবৃত্তি ভব ক্ষুধা॥
তার নিদর্শন দেখ মরিয়াছে সর্প।
হরি বল দূরে গেল শমনের দর্প॥
শমনের দর্প সর্প মাররে সকলে।
খাগুাও বিষয় বিষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে॥

মুখে খাও কৃষ্ণরস হাতে কর কাজ।
কহিছে তারকচন্দ্র কবি রসরাজ॥

ভক্তগণের উদার ভাব।

দীর্ঘ-ত্রিপদী

রাউৎখামার গ্রামে, শ্রীরামসুন্দর নামে,
প্রভুর এক ভকত মহান।
ভক্তগণ ল'য়ে সাথ, তার ঘরে যাতায়াত,
সদা করে হরিগুণ গান॥
একদিন সবে মেলি, নাচে গায় বাহু তুলি,
গোবিন্দ মতুয়া সঙ্গে রয়।
কোলেতে বালক ছিল, এক ঘরে শোয়াইল,
এক কন্যা সে ঘরে আছয়॥
ভগবান প্রেমরসে, নাচে গায় কাঁদে হাসে,
ভাববেগে মত্ত মাতোয়াল।
গাইয়া যশোদা উক্তি, কেহ বা করয় ভক্তি,
ননী খাও বাপরে গোপাল॥
কেহ নিজ স্তন ধরে, একজন বলে আরে,
গ্রীবা ধরে বলে বাপধন।
শুকায়েছে চন্দ্রমুখ, দেখে মুখ ফাটে বুক,
কোলে বসি পান করে স্তন॥
আর জন কহে বাণী, শুনগো যশোদারাণী,
তোর কৃষ্ণ খেল তোর স্তন।
আমার বলাই সঙ্গে, গোচারণে গিয়া রঙ্গে,
গোবৰ্দ্ধনে চরা'ল গোধন॥
একজন কেঁদে কহে, এত কি পরাণে সহে,
তোর কৃষ্ণ চোর-শিরোমণি।
কল্য গেল মোর ঘরে, না জানি কেমন করে,
ভাণ্ডভেঙ্গে খেয়ে এল ননী॥
কেহ কেহ কেঁদে কহে, তোর কৃষ্ণ কালীদহে,
ডুবিয়াছে গিয়া দৈব দোষে।
বিষজল করি পান, আছে কি ত্যজেছে প্রাণ,
কিংবা কালীনাগে গ্রাসে॥

ফলে স্বপনের ফল, ব্রতের ফল বিফল,
কর্মফলে হারালি কানাই।
ডাক মা কাত্যায়নীরে, চল কালীদহ তীরে,
কানায়েরে পাই কি না পাই॥
বলরামে লও সঙ্গে, বলা বাজাউক শিঙ্গে,
তাতে যদি পাই কৃষ্ণধনে।
তবে সে পাইবে ত্রাণ, নতুবা ত্যাজিব প্রাণ,
কালীদহে বিষজল পানে॥
কেহ ধরি কার হাত, শিরে হানি করাঘাত,
আছাড়িয়া লোটায় ধরণী।
মঙ্গল কহিছে ডেকে, বলাই দাদার ডাকে,
পাইলাম তোর নীলমণি॥
ঠাকুর কহিছে ডাকি, আমি না কিছুই দেখি,
কোথা কৃষ্ণ রাখালাদিগণ।
গান ক'রে হরি বলে, করেছিস গোষ্ঠলীলে,
এই কি তোদের বৃন্দাবন॥
কি বলিতে কি বলিস, কি কহিতে কি কহিস,
এ তোদের প্রেমের প্রলাপ।
আমি যে কি দেখিলাম, নিজে যে কি হইলাম,
ভয় বেশী করিতে আলাপ॥
আমি মৃগ গোচারণে, চরাইতে গেনু বনে,
খেতে যাই মলয়ার পত্র।
কল্যকার একজনে, আমারে বিধিল বাণে,
বলে আমি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র॥
সে বনে এসেছে সীতে, বিপ্রলম্ব জাল পেতে,
জাল হাতে মোরে বাঁধে তথা।
এ বনে নাহিক ফল, এ বনে নাহিক খল,
সুনির্মল পত্র ভক্তি লতা॥
প্রেমতরু ফলদানে, ফলভোগী ভক্তগণে,
ফলে ফল ভক্তি লতিকায়।
শ্রীআনন্দ তরুবরে, আশাপত্র শোভা করে,
সে পত্র হরিণে লুঠে খায়॥
ইহাবলি কৃপাডোরে, হাতে গলে বাঁধে মোরে,

বলে হারে কোথায় পালাবি।
করি যজ্ঞ জীবোদ্ধার, হরিনাম মন্ত্র তার,
সহজাগ্নি শূন্যে যায় হবি॥
যজ্ঞকর্তা শ্রীগৌরাঙ্গ, হোতা গোলক ত্রিভঙ্গ,
যজ্ঞেশ্বরী সেই রাধারাণী।
তোমারে আহুতি নিতে, রহিয়াছে হাত পেতে,
আত্মাধিক আত্ম করি আনি॥
আমি তারে ব'লে ক'য়ে, আসিয়াছি ছাড়াইয়ে,
ছুটিয়া না যাব রক্ষাং কুরু।
করি যত কাঁদাকাঁদি, হারায়েছি বাঁধাবাঁধি,
আর না লুঠিব পত্র তরু॥
নাম সংকীর্তন ক্ষান্ত, প্রলাপের হ'ল অন্ত,
রাত্রি পোহাইল এই দিকে।
হরি হরি হরি বলে, যাত্রা করে সবে মিলে,
গোবিন্দ উঠিল সেই ঝোঁকে॥
গোবিন্দ মতুয়া ছেলে, যে বিছানে রেখেছিলে,
তথা ছিল গৃহস্থের মেয়ে।
প্রেম প্রলাপের ঝোঁকে, নিজপুত্র তথা রেখে,
চলিলেন সেই মেয়ে লয়ে॥
আসিয়া কতক দূরে, কহে মৃদু মধু স্বরে,
গোবিন্দকে দয়াল ঠাকুর।
দেখ দেখি দৃষ্টিকরে, কি আনিলে কোলে করে,
হাটিয়া আসিলে এতদূর॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য, বালিকার প্রতিলক্ষ্য,
কারে বলে আনিয়াছি কায়।
কি আনিতে কারে আনি, এযে কাহার নন্দিনী,
এ বালিকা মম পুত্র নয়॥
সবে করে পরিহাস্য, ভাবাবেশে এ ঔদাস্য,
যস্য কন্যা তস্যস্থানে লৈয়া।
কন্যা রাখিয়া নন্দনে, লইয়া ঠাকুর স্থানে,
সংকীর্তনে মিলিল আসিয়া॥
এইভাবে করে লীলা, ভক্তগণ সঙ্গে লইয়া,
করে দীন দয়াল আমার।
হরিচাঁদ লীলাসুধা, পানে নাশে ভব ক্ষুধা,
কহে দীন রায় সরকার॥

রাজমাতার প্রভু-মাতার নিকট অনুনয়।

পয়ার

ঠাকুরের ঠাকুরালী হ'তেছে প্রকাশ।
তিন ভাই করিছেন ওঢ়াকাঁদি বাস॥
প্রভুমাতা অন্নপূর্ণা মাতা ঠাকুরাণী।
জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণদাস সাধু শিরোমণি॥
তাহার ভক্তিতে বাধ্য হইলেন মাতা।
শ্রীকৃষ্ণদাসের প্রতি হইল মমতা॥
ক্রমে সবে পৃথক হইয়া করে বাস।
অন্নপূর্ণা মাকে সেবা করে কৃষ্ণদাস॥
কৃষ্ণদাস একান্নে র'য়েছে অন্নপূর্ণা।
এ দিকেতে জমিদার ক'রেছে ভাবনা॥
পার্বতীচরণ মফঃস্বলে আসে যায়।
কখন সফলডাঙ্গা কাছারীতে রয়॥
ঠাকুরের ঠাকুরত্ব প্রকাশ জানিয়া।
পার্বতী কহেন সূর্যমণি স্থানে গিয়া॥
বড় কর্তা শুন বার্তা কহি মূল সূত্র।
বড় ঠাকুরালী করে যশোমন্ত পুত্র॥
কার্য দেখে জ্ঞান হয় স্বয়ং অবতার।
বার কি আশ্রয় নহে লীলা বুঝা ভার॥
মুখের কথায় মহাব্যাধি দূর হয়।
কতলোক সারিতেছে বলা নাহি যায়॥
পালাক্রান্ত রোগাক্রান্ত লোক যত ছিল।
হরিনামে পাপ তাপ রোগ বিনাশিল॥
নন্দসুত মিশ্র পুত্র হ'ল নদীয়ায়।
তেমতি হয়েছে যশোমন্তের তনয়॥
শব্দে শুনি রামকান্ত দিয়াছিল বর।
যশোমন্ত পুত্র হবে বাসুদেবেশ্বর॥
অনুরাগী সাধু রামকান্ত মহাভাগ।
শালগ্রামে প্রণমিলে হ'ত অষ্টভাগ॥

কার্য দেখে বিশ্বাস হতেছে মোর তাই।
করেছি অধর্ম দাদা আর রক্ষা নাই॥
ওঢ়াকাঁদি বসতি ক'রেছে তিন ভাই।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত গোঁসাই॥
দাদাগো এমন প্রজা গিয়াছে ছাড়িয়া।
অপযশ হইয়াছে জগৎ জুড়িয়া॥
অধর্ম হ'য়েছে বড় নষ্ট পরকাল।
পাপের নাহিক সীমা ভেঙ্গেছে কপাল॥
সময় সময় প্রাণ কাঁদে তাই ভেবে।
আমাদের জমিদারী বুঝি না থাকিবে॥
দুই ভাই এইরূপ কথোপকথন।
এই কথা রাজমাতা করিল শ্রবণ॥
বৃদ্ধা ঠাকুরাণী কহে কি কহ কি কহ।
বিস্তারিয়া সব কথা আমাকে বলহ॥
বিশেষ বৃত্তান্ত তবে শুনি ঠাকুরাণী।
কহিলেন কি করেছ ওরে সূর্যমণি॥
মহৎ হউক কিংবা হউক দরিদ্র।
কিংবা সে ঠাকুর হোক কিংবা হোক ক্ষুদ্র॥
রাজা হ'য়ে প্রজার করিলে অত্যাচার।
প্রজাদ্রোহী রাজার যে রাজ্য রাখা ভার॥
তোমরা থাকহ বাপ আমি একা যাই।
বলিব সে কৃষ্ণদাস হরিদাস ঠাই॥
আমি ব্রাহ্মণের কন্যা যাইব তথায়।
তারা যদি না শুনে বলিব তার মায়॥
এত বলি ঠাকুরাণী করিল গমন।
পথে যেতে ঠাকুরাণী ভাবে মনে মন॥
ধরিয়া প্রজার ধার শোধ নাহি দেয়।
এই অপরাধ করে মম পুত্রদ্বয়॥
প্রজা হ'য়ে রাজার করিল অপমান।
এই অপরাধে তারা ত্যাজে বাসস্থান॥
কহিব এ সব কথা ঠাকুর গোচরে।
দেখি অপরাধ ক্ষমা করে কি না করে॥
ঠাকুরাণী উত্তরিল এসে ওঢ়াকাঁদি।
মহাপ্রভু সে দিন ছিলেন মল্লকাঁদি॥
যথোচিত বলিলেন কৃষ্ণদাস ঠাই।
পূর্ব ভদ্রাসনে চল এই ভিক্ষা চাই॥
কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণীর চরণ ধরিয়া।
কহিলেন বহুমত বিনয় করিয়া॥
না গো মাতা পূর্ববাটী আমরা যাব না।
কি দোষে ছাড়িব ভিটা ভাবিয়া দেখনা॥
পুণ্যাত্মা মহান বাবু রামরত্ন রায়।
ভালোবাসি দিয়াছেন মোদের আশ্রয়॥
দুই ভাই করিয়াছে পদ্মবিলা ঘর।
আমরা এখানে আছি তিন সহোদর॥
এখনে এ ঘর বাড়ী ত্যাজিব কেমনে।
কেমনে যাইব মোরা পূর্ব ভদ্রাসনে॥
ব'লনা এমন বাণী করি তাই মানা।
তোমার এ বাক্য রাখা কিছুতে হবে না॥
এত শুনি ঠাকুরাণী ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস।
উপস্থিতা হৈলা মাতা অন্নপূর্ণা পাশ॥
কহিছে ব্রাহ্মণ কন্যা অন্নপূর্ণা ঠাই।
শুনগো মা তব ঠাই এই ভিক্ষা চাই॥
অপরাধ করিয়াছে মম পুত্রদ্বয়।
দোষ ক্ষমা করি চল নিজালয়॥
মাতা অন্নপূর্ণা বলে কি কথা বলহ।
এ কথা বলিলে হয় অনর্থ কলহ॥
দ্বিজকন্যা কহে অতি মিনতি করিয়া।
তব পুত্রগণ আসে বসতি ছাড়িয়া॥
তব পুত্রে মম পুত্র করে অপমান।
সেই রাগে তাদের ছাড়াল বাসস্থান॥
ধারিয়া প্রজার ধার নাহি করে শোধ।
পুত্র অপরাধী তাই করি অনুরোধ॥
এই তুচ্ছ অপরাধ মোরে কর ক্ষমা।
তব নিজ আশ্রমে এখনে চলগো মা॥
কহিছেন প্রভুমাতা হ'য়ে অসন্তোষ।
তোমার পুত্রের এইভাব, তুচ্ছ দোষ॥

এ হ'তে কি বড় অপরাধ আছে এ ধরায়।
এ দোষ ধরিতে ধরা স্বীকার না হয়॥
বিশ্বাস ঘাতকী দোষ শাস্ত্রে আছে দেখি।
মহাপাপী যেইজন বিশ্বাস ঘাতকী॥
অত্যাচারে ভিটাছাড়ি মনে হ'য়ে দুঃখী।
শেষে ঋণ শোধ দিলে পাপ হ'ত নাকি॥
কহিলেন দ্বিজকন্যা কটু না বলিও।
কর বা না কর ক্ষমা যা ইচ্ছা করিও॥
জন্মিয়াছি ব্রহ্মবংশে ব্রাহ্মণের কন্যে।
করিলাম অনুরোধ নিন্দহ কি জন্যে॥
বাক্য যদি নাহি মান আমি ফিরে যাই।
আমি মন্যু করিলে তাতে কি ভয় নাই॥
কহিছেন প্রভুমাতা মন্যু আর কিসে।
রাজকোপে দেশ ছাড়া কত কষ্ট শেষে॥
এক্ষণেতে মন্যু কর কিংবা দেও শাপ।
তাতে কোন তাপ নাই করি নাই পাপ॥
যে হউক সে হউক তবে আমি বলি এই।
তুমি বা কি শাপ দিবে আমি শাপ দেই॥
যেমন আমার পুত্র হ'ল দেশান্তরী।
হউক তোমার পুত্র কড়ার ভিখারী॥
মম পুত্রগণে পায় দেশ ছেড়ে ক্লেশ।
তেমন তোমার পুত্র ছাড়া হোক দেশ॥
এতশুনি রাজমাতা গেলেন ফিরিয়া।
অশ্রুপূর্ণা নেত্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া॥
কালক্রমে সেই শাপ আসিয়া ফলিল।
সেই ঠাকুরাণীর দুই পৌত্র যে ছিল॥
দু'জনার নাম হ'ল বিনোদ বিহারী।
ঋণদায়ী হইয়া গেল সে জমিদারী॥
ঘৃতকাঁদি আসিলেন হ'য়ে দেশান্তরী।
একাকী আছেন মাত্র সব গেছে মরি॥
অবশ্য মহৎ বাক্য নহে ব্যভিচারী।
অধর্মের প্রাদুর্ভাব দিন দুই চারি॥
যথা ধর্ম তথা জয় চরাচরে ব্যাপ্ত।
অতলে ভূতলে আর আছে স্বর্গ সপ্ত॥
অধর্ম কারণে রাজপুত্র দুই জন।
রাজ্যভ্রষ্ট তাহাও দেখিল সর্বজন॥
কালক্রমে ধর্মাধর্মে ফলে ফলাফল।
কহিছে তারকচন্দ্র হরি হরি বল॥

ভক্তগণের মতুয়া খ্যাতি বিবরণ।
পয়ার

ওঢ়াকাঁদি রাউৎখামার মল্লকাঁদি।
ভ্রমণ করেন হরিচাঁদ গুণনিধি॥
সঙ্গে ভক্তগণ ফিরে পরম আনন্দে।
নাম সংকীর্তন গান হ'তেছে স্বচ্ছন্দে॥
নিজ গ্রামে শ্রীধামের পশ্চিম অংশেতে।
উপনীত হইলেন দাসের বাটীতে॥
একে একে বহুভক্ত আসিয়া মিলিল।
সভা করি ভক্তগণ সকলে বসিল॥
হরি কথা কৃষ্ণ কথা নামপদ গায়।
মধ্যবর্তী মহাপ্রভু বসিয়া সভায়॥
একে একে গ্রামের অনেক লোক আসি।
সভা করি বসিলেন যত গ্রামবাসী॥
পূর্বদিকে মহাপ্রভু পশ্চিমাভিমুখে।
গ্রামীলোক দক্ষিণে প্রভু বামদিকে॥
পশ্চিম দিকেতে বসি ব্রাহ্মণ মণ্ডলী।
ভক্তগণ প্রেমাবেশে করে ঢলা ঢলি॥
কিছুদূর উত্তরে বসিয়া বামাগণ।
হুলুধ্বনি দিতেছে শুনিয়া সংকীর্তন॥
হেনকালে তিন জন ব্রাহ্মণ আসিল।
সভামধ্যে আসিয়া তাহারা দণ্ডাইল॥
সবে বলে বসুন বিছানা আছে অই।
তারা বলে হরিচাঁদ প্রভু তিনি কই॥
ভক্তগণ বলে যদি নাহি চিন কই।
জগতের ঠাকুর বসিয়া তিনি অই॥
একদৃষ্টে তাহারা প্রভুর পানে চায়।

তপস্বী বৈরাগী ওঠে হেনকালে কয়।।
দেখিলে ঠাকুর ওরে ঠাকুর তনয়।
ঠাকুর দেখিলে ওরে প্রণমিতে হয়।।
তিন বিপ্রের একজন মধ্যমবয়স।
আর দু'টি বয়সেতে পৌগণ্ডের শেষ।।
এই দুই ব্রাহ্মণ তাহার একজন।
ঠাকুরে প্রণাম করে শুনি সে বচন।।
একটি প্রণামে দাঁড়াইয়া আর জন।
কৈশোর প্রথমাবস্থা সেই যে ব্রাহ্মণ।।
চাহিয়া ঠাকুরপানে নেত্র তার স্থির।
সেই ব্রাহ্মণের ছিল অসুস্থ শরীর।।
তপস্বী বৈরাগী তবে উঠে সভা হ'তে।
ব্যাধিযুক্ত ব্রাহ্মণেরে লাগিল কহিতে।।
ঠাকুর দেখিতে এলে প্রণমিতে হয়।
দেখিলেত ঐ বিপ্র প্রণমিল পায়।।
এখন পর্যন্ত কেন দাঁড়াইয়া রও।
ঠাকুর দেখিয়া কেন প্রণাম না হও।।
এতেক বলিয়া ব্রাহ্মণের গ্রীবা ধরি।
মত্ত মাতালের প্রায় বলে হরি হরি।।
গ্রীবা ধরি চাপ মারি ভূমিতে ফেলায়।
বলে বাবা দেরে সেবা ঠাকুরের পায়।।
চাপ পেয়ে যেই দ্বিজ প্রণাম করিল।
মঙ্গল দাড়া'য়ে বলে হরি হরি বল।।
হরিচাঁদ পদ হতে পদরজঃ এনে।
ব্রাহ্মণের মস্তকেতে দেয় টেনে টেনে।।
এইমত তিনবার ধুলি দিয়া গায়।
অঙ্গেতে যে ব্যাধি ছিল তাহা সেরে যায়।।
ব্যাধিমুক্ত হ'য়ে দ্বিজ সভাজনে কয়।
অবতীর্ণ সামান্য মানুষ ইনি নয়।।
ক্ষণেক থাকিয়া তবে দ্বিজেরা চলিল।
সভাসদ বিপ্র যত রাগান্বিত হ'ল।।
গ্রামবাসী বহিরঙ্গ লোক যত ছিল।
তাহাদের অতিশয় রাগ উপজিল।।
ব্রাহ্মণে লইয়া করে বিরোধাচরণ।
ইহাদিগে কৃষ্ণভক্ত বলে কোন জন।।
কি পেয়েছে কি হ'য়েছে ঠাকুরালী করে।
ঠাকুর বলয় যশোমন্তের কুমারে।।
অবৈধ সকল কাজ বিধি নাহি মানে।
সমাজের বাধ্য নয় এই কয় জনে।।
শুন সবে প্রতিজ্ঞা করিনু আজ হ'তে।
ইহাদের সঙ্গে না করিব সমাজিতে।।
নাহি মানে দেব দ্বিজ আলাহিদা পথ।
ইহারা হ'য়েছে এক হরিবোলা মত।।
আহারাদি না করিব ইহাদের সঙ্গ।
অদ্য হ'তে গ্রাম্যভাব করিলাম ভঙ্গ।।
সে হইতে গ্রামবাসী হৈল ভিন্নদল।
সে অবধি হরিবোলা পৃথক সকল।।
বিবাদীরা বলে ওরা হ'য়েছে পাগল।
কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাহি বলে হরিবোল।।
হরিবোলা দেখে উপহাস করে কত।
সবে বলে ও বেটারা হরিবোলা ম'তো।।
কেহ বলে জাতিনাশা সকল মতুয়া।
দেশ ভরি শব্দ হ'ল মতুয়া মতুয়া।।
অন্য কেহ যদি হয় হরিনামে রত।
সবে করে উপহাস অই বেটা ম'তো।।
অন্য অন্য গ্রাম আড়োকাঁদি ওঢ়াকাঁদি।
সে হইতে হয়ে গেল 'মতুয়া উপাধি।।
তাহা শুনি ডেকে বলে প্রভু হরিচাঁন।
ভিন্ন সম্প্রদায় মোরা 'মতুয়া' আখ্যান।।
মতুয়া উপাধি খ্যাত জগতের মাঝ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

আদি খণ্ড

সপ্তম তরঙ্গ

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।

জয় শ্রীবৈষ্ণব দাস জয় গৌরী-দাস॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিতপাবন হেতু হৈলা অবতার॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ॥

প্রভুর আনারস ভক্ষণ।

পয়ার

রাউৎখামার গ্রামে বংশী মহাভাগ।
ঠাকুরের প্রতি তার দৃঢ় অনুরাগ॥
একদিন হাটে গিয়া সে বংশীবদন।
আনারস দেখে হইল প্রভুর স্মরণ॥
সুমধুর আনারস গোটা দশ কিনে।
সুপক্কটি সেরে রাখে যতনে গোপনে॥
ধান্যের ডোলের মধ্যে কেহ নাহি জানে।
অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানিলেন মনে॥
বংশীর বাটীতে প্রভু উপস্থিত হ'ল।
একে একে ভক্তগণ আসিয়া মিলিল॥
আনন্দে বলেছে বংশী প্রভু এল ঘরে।
প্রভুর সঙ্গেতে গিয়ে নামপদ করে॥
প্রভু বলে ওরে বংশী আমারে আনিলি।
এতক্ষণ মধ্যে মোরে খেতে নাহি দিলি॥
ব্যস্ত হ'য়ে বংশী তার রমণীরে কয়।
কি দিবা কি দিবা বল প্রভুর সেবায়॥
বংশীর স্বভাব ছিল দেখিলে গোঁসাই।
বাহ্য স্মৃতি হারাইত আজ হ'ল তাই॥
বংশীর রমণী যায় পাকশালা ঘরে।
আয়োজন করিল রন্ধন করিবারে॥
প্রভু বলে ওরে বংশী আসা যে আশাতে।
বড় ইচ্ছা হৈল মম আনারস খেতে॥
আনারস গৃহেতে বংশীর মনে নাই।
প্রভু বলে আনারস আন, রস খাই॥
শুনি বংশী রমণীকে ডেকে আনে ঘরে।
বলে আনারস খেতে দাও শ্রীপ্রভুরে॥
আনারস বানাইল মনে করি সাধ।
প্রভুর বাসনা যেটা সেটা র'ল বাদ॥
প্রভু বলে এইগুলি পরিপক্ক কম।
এই আনারসে সেবা না হবে উত্তম॥
বংশীর রমণী কহে হ'য়ে করপুট।
এই আনারসে তবে হোক হরিলুঠ॥
যেইমাত্র বংশীর রমণী করে ব্যক্ত।
কাড়াকাড়ি করিয়া খাইল সব ভক্ত॥
প্রভু বলে এই লুঠে আমি তৃপ্ত নই।
আমার লুঠের যেটা সেটা দিলে কই॥
ইহা বলি মহাপ্রভু বলে আন আন।
আনা আছে দিস নাই না দেয়াটা আন॥
এতবলি অন্তর্যামী উঠিল সত্বর।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন ডোলের উপর॥
আনারস হাতে করি দিল আর লম্ফ।
ভূমিতে পড়িল যেন যায় ভূমিকম্প॥
বংশীরে বলেন প্রভু শোন তোরে বলি।
নিজে খাইবার জন্য ভালটা রাখিলি॥
এতবলি প্রভু সেই আনারস ধরে।
কামড়া'য়ে সে ফলের রসপান করে॥
চুষিয়া চুষিয়া খায় মুখ ঊর্ধ্ব করি।
প্রেমানন্দে ভক্তগণে বলে হরি হরি॥
বংশীর নয়ন জল অবিরত ঝরে।
দাঁড়াইয়া দৃষ্টি করে বাক্য নাহি সরে॥
রামচাঁদ বলে প্রভু নিবেদি চরণে।
কল্য ভোগ নিতে হবে আমার ভবনে॥
হরিষে বলেন প্রভু হৈল নিমন্ত্রণ।
প্রাতেঃ উঠি চলিলেন ল'য়ে ভক্তগণ॥
দুই তিন বাটী প্রভু ভোজন করিল।

এমন সময় বেলা প্রহরেক হ'ল॥
পরে লইলেন ভক্ত শ্রীরামলোচন।
কবি কহে হরি হরি বল সর্বজন॥

রামলোচনের বাটী মহোৎসব ও চৈতন্য বালার দর্প চূর্ণ।

পয়ার

রামলোচনের বাটী স্বজাতি ভোজন।
গ্রামবাসী সবে আসি করে আয়োজন॥
বামাগণে আসে সবে পাক করিবারে।
চৈতন্য প্রধান জ্ঞানী গ্রামের উপরে॥
সকলে রাখিল ভার তাহার উপর।
যাহাতে হইবে এই কার্য্যের সুসার॥
রামচাঁদ আর রামলোচন বিশ্বাস।
শ্রীনবদ্বীপেতে যেন রামাই শ্রীবাস॥
ভাই ভাই ঠিক যেন তেমতি মিলন।
সেই দিন সেই বাটী প্রভু আগমন॥
মহা সমারোহে হবে স্বজাতি ভোজন।
পাকশালে পাক করে যত বামাগণ॥
এমন সময় প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
রামলোচনের বাটী উত্তরিল রঙ্গে॥
শ্রীরামলোচন হয় কার্য্যকরণালা।
কার্য্যদক্ষ কর্তৃপক্ষ শ্রীচৈতন্য বালা॥
হুকুম করিছে কার্য্য করিবার তরে।
যাকে যাহা বলিছেন সেই তাহা করে॥
প্রাণপণে খাটিতেছে নাহিক বিরাম।
বাটীর ভিতর হইতেছে ধুমধাম॥
কোন নারী কক্ষে কুম্ভ আনিতেছে বারি।
কেহ ঝাল বাটে কেহ কাটে তরকারি॥
কেহ ভারে ভারে ধৌত করিছে তণ্ডুল।
কেহ দেয় কেহ লয় ধুতেছে ডাউল॥
ঠাকুর আসিল জয় হরিবোল বলে।
ভক্তগণ সংকীর্তন করে কুতূহলে॥
বাটীতে কাজের লোক যেখানে যে ছিল।
চতুর্দিকে হরি হরি বলিতে লাগিল॥
সিংহনাদে ভক্তগণ বলে হরি হরি।
চতুর্দিকে ঘাটে পথে হরি হরি হরি॥
অগনণা বামাগণে দিল হুলুধ্বনি।
স্বর্গ মর্ত ভেদ করি ওঠে জয়ধ্বনি॥
ঠাকুর গেলেন রামলোচনের ঘরে।
নাম গান পদ হয় গৃহে বহির্দ্বারে॥
মেয়েরা যতেক সবে ছিল পাকশালে।
শুনে ধ্বনি সব ধনী ভাসে অশ্রুজলে॥
কিসের রান্নাবান্না কিসের হলুদবাটা ।
নয়নজলে ভাসে হলুদবাটা পাটা॥
কুলবধু ধাইতেছে হইয়া আকুল।
বাল্য বৃদ্ধ ধাইতেছে সব সমতুল॥
ঠাকুরে দেখিব বলে সকলের মন।
পাকশালে মেয়ে লোক নাহি একজন ॥
সকলে বলেছে গিয়ে চৈতন্য বালায়।
অদ্য বুঝি জাতি কুল না থাকে বজায়॥
নিমন্ত্রিত লোক যত সব এল এল।
পাকশালে লোক নাই উপায় কই বল॥
তাহা শুনি ক্রোধ করি বালা মহাশয়।
তর্জন গর্জন করি মেয়েদের কয়॥
ঠাকুরে দেখিয়া কারু নাহি স্মৃতি বাক।
পাকশালে লোক নাই কে করিবে পাক॥
বালাজী করেন রাগ কেহ নাহি মানে।
তর্জ্জন গর্জন করে শুনেও না শুনে॥
কেহ বলে শুন বলি বালা মহাশয়।
জাতি গেল মান গেল কই হবে উপায়॥
সামাজিক লোক সব হ'য়ে একত্তর।
সভা করি বসিলেন বাটীর ভিতর৷।
তার মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ বালা মহাশয়।
সবে মিলে পরামিশে করিলেন সায়॥
ঠাকুরের কাছে গিয়া করহ বারণ।
চুপ করে থাক, কেন করে সংকীর্তন॥

কিসের বা হরিধ্বনি কিসের কীর্তন।
চুপ করে না থাকেত তাড়াও এখন।।
সবে বলে কে বলিবে ঠাকুরের ঠাঁই।
নিজে যান বালাজী অন্যের সাধ্য নাই।।
ঠাকুরের নিকটেতে যায় বলিবারে।
বলিব বলিব ভাবে বলিতে না পারে।।
এক এক বার যায় ক্রোধ করি মনে।
এবার তাড়া'ব গিয়া হরিবোলাগণে।।
ধেয়ে ধেয়ে যায় বালা অতি ক্রোধ ভরে।
যেই ঠাকুরের মুখচন্দ্র দৃষ্টি করে।।
আর নাহি থাকে ক্রোধ হয় মহাশান্ত।
মৌণ হয়ে বসে যেন নৈষ্ঠিক মোহান্ত।।
সভাসৎ লোক যত দেখিয়া বিস্ময়।
বলে একি হ'ল বল বালা মহাশয়।।
বড় ক্রোধ করি যাও তাড়াবার তরে।
চুপ করে ফিরে এস বাক্য নাহি সরে।।
দুই তিন বার গেলে হ'য়ে ক্রোধমন।
বলিতে না পার কিছু কিসের কারণ।।
বাণীসুত তুল্য বক্তা বাকযুদ্ধে জয়।
কেন নাহি বাক্য আস্ফলন বা কোথায়।।
বালা মহাশয় বলে তাই ভাবি মনে।
বলা কথা কেন যেন বলিতে পারিনে।।
আমাকে ভুলায় হেন নাহিক ভুবনে।
নিশ্চয় ঠাকুর কি মোহিনী মন্ত্র জানে।।
তাহা শুনি সব লোকে হাসিয়া উঠিল।
কেহ বলে মাতুব্বরের মাতুব্বরি গেল।।
যে মত শ্রীকৃষ্ণ যায় হিত বুঝাইতে।
দুর্য্যোধনে বলে যুধিষ্ঠিরে ভাগ দিতে।।
দুর্য্যোধন নাহি মানে কৃষ্ণ ফিরে যায়।
তার বাড়ী পঞ্চাশ ব্যঞ্জন নাহি খায়।।
একত্রিত শত ভাই দুষ্ট দুর্য্যোধন।
রজ্জু পাকাইল কৃষ্ণে করিতে বন্ধন।।
ভগবান বিশ্বরূপ ধারণ করিল।
কে করে বন্ধন সবে মোহপ্রাপ্ত হ'ল।।
পরে কৃষ্ণ চলিলেন বিদুরের ঘরে।
বিদুরের পুরাতন ক্ষুদ সেবা করে।।
চৈতন্য পাইয়া বলে রাজা দুর্য্যোধন।
কি মোহিনী মন্ত্র জানে দেবকী নন্দন।।
সেই দিন অপমান হ'ল শত ভাই।
কেহ বলে বালাজীর কি হইয়াছে তাই।।
কেহ বলে বালাজী হইয়াছে পাগল।
কেহ বলে বালাজীকে দুর্য্যোধনই বল।।
রামচাঁদ উপনীত ঠাকুরের ঠাঁই।
দণ্ডবৎ করি বলে কি হবে গোঁসাই।।
যত বামা দেখে তোমা না হইল রান্না।
ঠাকুর বলেন পাকঘরে অন্নপূর্ণা।।
ঘর ছাড়ি মহাপ্রভু এসে বাহিরেতে।
মেয়েদের বলিলেন পাকঘরে যেতে।।
দয়ার নিধান হরি প্রাঙ্গণে আসিল।
ভক্তগণ ল'য়ে সভা করিয়া বসিল।।
সভায় বসিয়া হরি ডাকদিয়া কয়।
কোনজন শ্রীচৈতন্য বালা মহাশয়।।
এ গ্রামেতে এতদিন আমি আসি যাই।
এগ্রামের কে কর্তা ব্যক্তি চেনা শুনা নাই।।
সবে বলে অই ব'সে শ্রীচৈতন্য বালা।
প্রভু বলে আবশ্যক দুটা কথা বলা।।
সবে দেখাইয়া দিল বসিয়া সভায়।
অই সেই শ্রীচৈতন্য বালা মহাশয়।।
প্রভু বলে মহাশয় কহ দেখি শুনি।
বলিয়াছ আমি কি মোহিনী মন্ত্র জানি।।
তুমি হও বড় জ্ঞানী সুধাই তোমারে।
শুনেছ মোহিনী মন্ত্র মন্ত্র বলে কারে।।
শুনিয়া কহিছে বাণী বালা মহাশয়।
মুখেতে সরল ভাষা ক্রোধিত হৃদয়।।
আমি এই পরগণে সবে যাহা বলি।
মোর কাছে সবে থাকে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি।।

আমি যাই ক্রোধভরে তাড়াইয়া দিতে।
শ্রীমুখ দেখিয়া কিছু না পারি বলিতে॥
সভামধ্যে কথা বলি লক্ষজন মাঝে।
রাজ দরবারে কিংবা স্বজাতি সমাজে॥
কাহার নিকট কিছু শঙ্কা নাহি করি।
আপনার কাছে কিছু বলিতে না পারি॥
তাহাতে এমন আমি মনে অনুমানি।
আপনার যেন জানা আছে কি মোহিনী॥
বাণীনাথ কহে বাণী মৃদু মৃদু হাসি।
মোহিনী হইতে চাহে বৈষ্ণবের দাসী॥
হরিবোলা সাধুদের ভক্তি অকামনা।
তন্ত্র মন্ত্র নাহি জানে ব্রজ উপাসনা॥
বিশুদ্ধ চরিত্র প্রেমে হরি হরি বলে।
অন্য তন্ত্র মন্ত্র এরা বাম পদে ঠেলে॥
শুদ্ধাচার কৃষ্ণমন্ত্র ভক্তে জপ করে।
অন্য মন্ত্র জপ, তপ, পাপ গণ্য করে॥
মোহিনী গণিকা কামবিলাসী পৈশাচী।
তার মন্ত্র হরিভক্তে স্পর্শিলে অশুচি॥
হিংসাবুদ্ধি যারা তারা মিথ্যাভাষী সবে।
সব সভা, জিনে এই মন্ত্রের প্রভাবে॥
পরগণা মধ্যে তুমি বালা মহাশয়।
কোটি জনে কথা মানে তুমি একা জয়॥
ভক্তিশূন্য রসশূন্য ভাষ অপভাষ।
তথাপি সভার মধ্যে পাও বড় যশ॥
অপকথা কও তবু লোকে মানে কেন।
নিশ্চয় মোহিনী মন্ত্র তোমরাই জান॥
ক্রোধ ভরে তুমি কিছু বলিতে নারিলে।
বলিতে পারিবে কেন বলিতে না দিলে॥
দূর হ'তে কতলোক করে আস্ফালন।
আসিলে তোমার ঠাঁই না স্ফুরে বচন॥
তা হ'লে মোহিনী মন্ত্রে তুমি কিসে কম।
আমি জানি মোহিনী এ তব মতিভ্রম॥
সমুদ্র মন্থনকালে যে হ'ল মোহিনী।
দেব দৈত্য ভুলাইল ভুলে শূলপাণি॥
তার মন যে ভুলায় গাঢ় অনুরাগে।
তার ঠাঁই তোমার এ মোহিনী কি লাগে॥
অন্ধকারে জোনাকির আলো হয় বনে।
সে জ্যোতি থাকিবে কেন সুধাংশু কিরণে॥
নিশাকর করে কর তারাগণ ঘিরে।
সবাকার অন্ধকার দিবাকর হরে॥
সেই দিবাকর যার নখরে উদয়।
সেই পাদপদ্ম সদা যাহার হৃদয়॥
দিবাকর নিশাকর এসে তার ঠাঁই।
করজোড়ে স্তব করে বলিয়া গোঁসাই॥
তার সাক্ষী হনুমান রামভক্তি জোরে।
রামকার্য্যে সূর্যদেবে রাখে কর্ণে ভরে॥
ছাড় সব ধাঁধাঁ বাজী কাজে কাজী হও।
হরিপদ ভাবি কাল সুখেতে কাটাও॥
কি দোষ করেছি আমি মেতে হরিপ্রেমে।
বল তব কি ক্ষতি হয়েছে হরিনামে॥
মেয়েরা করে না পাক ক্ষতি কি তাহাতে।
বসাইয়া দেও লোক পায় কি না খেতে॥
এই অবকাশে লক্ষ্মীকান্ত কৃপাযোগে।
এদিকেতে রান্না হইয়াছে দশ ভাগে॥
বালা বলে সবলোক বসাইয়া দিব।
অন্নে না কুলালে ঠাকুরালী দেখাইব॥
অল্প অন্ন অল্প অল্প ডাল তরকারী।
কেহ বাদ না থাকিও বৈস সারি সারি॥
শীঘ্র শীঘ্র ডেকে সব লোক বসাইল।
অবলীলাক্রমে পরিবেষণ হইল॥
খেয়ে সব লোকে বলে অদ্য কিবা রান্না।
জ্ঞান হয় রেঁধেছে কমলা অন্নপূর্ণা॥
অল্প অন্ন বহুলোক হ'বে নাকি জানি।
ত্রিলোক ফুরাতে নারে এবে ইহা মানি॥
জ্ঞানশূন্য শ্রীচৈতন্য বালা মহাশয়।
মজুত অযুত লোক মানিল বিস্ময়॥

বালা মহাশয় কিংবা যত ছিল আর।
মহাপ্রভু পদে সবে করে পরিহার॥
কেহ বলে হরিরূপে হরি অবতীর্ণ।
কেহ বলে নমঃশূদ্র বংশ হ'ল ধন্য॥
শ্রীহরি চরিত্র সুধা যেই করে পান।
কর্ম্মক্ষুধা পাপে তাপে সেই পরিত্রাণ॥
আকাশ ভেদিয়া উঠে হরিনাম ধ্বনি।
হরি হরি ময় ময় আর নাহি শুনি॥
পিও সাধু নাম মধু রসনা আশয়।
দিনান্তে যাবে দুরন্ত কৃতান্ত ভয়॥
তারক রসনা কহে হরিচাঁদ লীলে।
হরিচাঁদ প্রীতে ডাক হরি হরি বলে॥

শ্রী শ্রী হরিচাঁদের চতুর্ভুজ রূপ ধারণ ও গোস্বামী গোলোকচাঁদের বংশাখ্যান।

পয়ার

যে ভাবেতে উদাসীন হইল গোলোক।
গোলোক চরিত্র কিছু শুন সর্বলোক॥
সাহাপুর পরগণা তাহার অধীনে।
নারিকেলবাড়ী গ্রাম জানে সর্বজনে॥
এই বংশে যত জন সবে মহোদয়।
বংশ অনুরাগ হরিভক্ত অতিশয়॥
মহৎ পুরুষ ছিল কেনাই মণ্ডল।
কৃষ্ণভক্ত চূড়ামণি প্রেমেতে বিহ্বল॥
কেনাইর চারিপুত্র সবে গুণাকর।
প্রথম অযোধ্যা রাম প্রেমের সাগর॥
দ্বিতীয় নন্দন হ'ল হরেকৃষ্ণ নাম।
তৃতীয়তঃ সৃষ্টিধর সাধু অনুপম॥
নয়ন মণ্ডল সর্বানুজ হন তিনি।
করিতেন হরিনাম দিবস রজনী॥
সকলেই কৃষ্ণভক্ত সাধুসেবা মতি।
নয়নের অতি ভক্তি অতিথির প্রতি॥
মধ্যম হরেকৃষ্ণের দুইটি নন্দন।
রামনিধি জ্যেষ্ঠ হয় কনিষ্ঠ বদন॥
জ্যেষ্ঠ অযোধ্যারামের তিনটি নন্দন।
ঠাকুর দাস জ্যেষ্ঠ হয় অতি সুলক্ষণ॥
মধ্যম শ্রীজয়কৃষ্ণ নামে প্রেমে মত্ত।
হরিপ্রেমে মত্ত হ'য়ে করিতেন নৃত্য॥
সবার কনিষ্ঠ হয় চন্দ্রকান্ত নাম।
তিন ভাই হরিভক্ত বলে জয় রাম॥
ঠাকুর দাসের তিন পুত্র গুণাকর।
জ্যেষ্ঠ রাম কুমার মধ্যম বংশীধর॥
কনিষ্ঠ গোলোকচন্দ্র ভক্ত চূড়ামণি।
যার ঘোর হুহুঙ্কারে কম্পিতা মেদিনী॥
শ্রীরামকুমার সংসারের মধ্যে কর্তা।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রীয় মিষ্টভাষী বক্তা॥
গায় কৃষ্ণ বলে কৃষ্ণ করে মহাজনী।
বাণিজ্য করেন আর নৌকার চালানী॥
বংশীধর বংশধর অতি শিষ্টাচারী।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রীয় ধর্ম অধিকারী॥
কভু নাই অনাচার সংসারে সংসারী।
সবে মানে রাজাস্থানে সত্য দরবারী॥
সদা পরহিতে রত গৃহকার্য করে।
রাজা ডাকে রাত্রে যান রাজ দরবারে॥
কনিষ্ঠ গোলোকচন্দ্র হইল গোঁসাই।
গৃহকার্যে রত ছিল এই তিন ভাই॥
গোলোক উন্মত্ত চিত্তে ঠাকুর ভাবিয়া।
উপাধি হইল শেষে পাগল বলিয়া॥
কৃষিকার্য করিতেন গোস্বামী গোলোক।
ধান্যক্ষেত্রে কার্যে ছিল বড়ই পারক॥
হলধর দিয়া চাষে আইলে বসিয়া।
নির্জনে বসিয়া জমি দেখিত চাহিয়া॥
জমিমধ্যে কোন স্থান নিম্ন যদি রয়।
উচ্চস্থান মাটি এনে সে নিম্ন পুরায়॥
উঁচু নিচু না রাখিত জমির মাঝেতে।
সমতল ধান্যক্ষেত্র করিত স্বহস্তে॥

যে জমির ধান্য কাটে আঠার কিষাণে।
তিনি তাই কাটিতেন একা একদিনে।।
বিষয় কার্যেতে ছিল এমত নিযুক্ত।
এবে শুন যেভাবে হইল প্রভুভক্ত।।
কণ্ঠদেশ ফুলিয়া ক্রমশঃ হ'ল ভারি।
শয্যাগত রহিলেন হ'য়ে অনাহারী।।
নাসারন্ধ্রে ঘনশ্বাস বাক্য নাহি সরে।
দুগ্ধ পান আদি বন্ধ হ'ল একেবারে।।
রাউৎখামার রামচাঁদ মহাশয়।
ভক্তশ্রেষ্ঠ ঠাকুর নিকটে আসে যায়।।
রোগযুক্ত রোগী যত রামচাঁদে ধরে।
ঠাকুরের নামেতে রাখিয়া রোগ সারে।।
গোলোকের জ্যেষ্ঠ রামকুমার বিশ্বাস।
দশরথ নিকটেতে করিল প্রকাশ।।
গোস্বামীর খুল্লতাত জয়কৃষ্ণ নাম।
তার পুত্র সহস্রলোচন গুণধাম।।
সাধুসঙ্গ সদামতি হৃদয় আনন্দ।
তাহার কুমার দশরথ মহানন্দ।।
শ্রীরামকুমার কহে দশরথ ঠাঁই।
চল বাপ রামচাঁদে আনিবারে যাই।।
গোলকে দেখিয়া আর স্থির নহে মন।
ঠিক যেন গোলোকের নিকট মরণ।।
শুনেছি রামচাঁদের অপার মহিমে।
রোগ সারে হরিচাঁদ ঠাকুরের নামে।।
বড় বড় রোগে রোগী তার কাছে যায়।
আসা মাত্র রোগমুক্ত যদি দয়া হয়।।
দশরথ দিল মত চল তবে যাই।
খুল্লতাত রোগ সারে এই ভিক্ষা চাই।।
ত্বরা যায় রামচাঁদ ঠাকুরে আনিতে।
উপনীত ত্বরান্বিত রাউৎখামারেতে।।
বালাবাড়ী গেলে মাত্র সর্বজনে কয়।
হেথা বৈস সে ঠাকুর আসিবে হেথায়।।
গিরিধর বালা আছে জ্বরে অচেতন।
রামচাঁদে আনিবারে যাইব এখন।।
পরিশ্রম করি কেন তোমরা যাইবা।
আমরা আনিলে হেথা বসিয়া পাইবা।।
বলিতে বলিতে লোক আনিবারে গেল।
রামচাঁদ ঠাকুরকে সত্বরে আনিল।।
রামচাঁদ ঠাঁই রামকুমার বলেছে।
ভাই মোর গোলোক সে আছে কি না আছে।।
বড় দায় ঠেকে আসিয়াছি দৌড়াদৌড়ি।
দয়া করি যেতে হবে নারিকেলবাড়ী।।
তাহা শুনি রামচাঁদ না করিল বাক্।
বাবা হরিচাঁদ বলে ছেড়ে দিল ডাক।।
হরিচাঁদ হরিচাঁদ বলে ডাক ছাড়ে।
হুঙ্কারিয়ে দুই হাতে গিরিধরে ঝাড়ে।।
ডাকে বাবা হরিচাঁদ করি করজোড়।
সজোরে গিরির পৃষ্ঠে মারিল চাপড়।।
মুহূর্তেক মধ্যে ব্যাধি আরোগ্য হইল।
রোগমুক্ত গিরিবালা উঠিয়া বসিল।।
রোগমুক্ত হ'ল যদি গিরিধর বালা।
ঝাড়িতে লাগিল রামকুমারের গলা।।
বাবা হরিচাঁদ বলে ঘন ডাক ছাড়ে।
রামকুমারের গলা রামচাঁদ ঝাড়ে।।
দোহাই ওঢ়াকাঁদির বাবা হরিচাঁদ।
গলা ঝাড়ে ডাক ছাড়ে যেন সিংহনাদ।।
দণ্ডমাত্র রামকুমারের গলা ঝাড়ি।
বলে আমি যাইব না নারিকেলবাড়ী।।
তোমরা গৃহেতে যাও আমি গৃহে যাই।
দেখ গিয়ে গোলোকের গলা ফুলা নাই।।
রামচাঁদ যাহা যাহা বলে দিয়াছিল।
বাটীতে আসিয়া সত্য তাহাই দেখিল।।
সেই সব প্রকাশিল বাটীতে আসিয়া।
গোলোক উন্মত্ত হ'ল সে কথা শুনিয়া।।
প্রভুকে দেখিবো বলে ওঢ়াকাঁদি যায়।
লোটাইয়া পড়ে গিয়ে ঠাকুরের পায়।।

প্রভু বলে এতদিন কেন নাহি আলি।
ব্যাধিযুক্ত হ'য়ে কেন এতকষ্ট পা'লি।।
এতদিন পরে যদি এলি মম ঠাঁই।
যাও বাপ গৃহে যাও আর ভয় নাই।।
শুনিয়া গোলোক প্রেমে কম্পিত হইল।
অনিমিষ নেত্রে রূপ দেখিতে লাগিল।।
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজধারী।
পরিধান পীতাম্বর মুকুন্দমূরারী।।
রূপ দেখি ঝোরে আঁখি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
বলে আমি আর না করিব গৃহবাস।।
গোলোক বলেন আমি কার বাড়ী যা'ব।
চরণে নফর হ'য়ে পড়িয়া রহিব।।
প্রভু বলে ঘরে যাও ওরে বাছাধন।
চিরদিন মোরে বলে থাকে যেন মন।।
গোলকে বলেন হরি চিনেছি তোমায়।
চিরদাস বিক্রিত হইনু তব পায়।।
প্রভু বলে বিকাইলি পাইলাম তোরে।
কর গিয়া গৃহকার্য যাব তোর ঘরে।।
গোলোক চলিল ঘরে প্রভুর কথায়।
সময় সময় ওড়াকাঁদি আসে যায়।।
মাসান্তর পক্ষান্তর সপ্তাহ অন্তরে।
মাঝে মাঝে যাইত প্রভুকে দেখিবারে।।
দশরথ মহানন্দ মাতিল তাহাতে।
গ্রাম্য লোক প্রমত্ত হইল সেই মতে।।
হরিচাঁদ গোলোকের ভাব প্রেমবশে।
যাতায়াত করে প্রভু গেলোকের বাসে।।
এইভাবে হরিবোলা হইল গোলোক।
হরি হরি বল সাধু কহিছে তারক।।

বদন গোস্বামীর উপাখ্যান।

পয়ার

গোলোক পাগল হ'ল ঠাকুরের ভক্ত।
ভক্তিভাবে আত্মহারা সদাই উন্মত্ত।।
গাঢ় অনুরাগ অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।
নাহি মানে বেদবিধি বীর অবতার।।
বীরেতে বীরত্ব যেন তুল্য হনুমান।
ধীর রসে শ্রীঅদ্বৈত শক্তি অধিষ্ঠান।।
উন্মত্ত স্বভাব সদা নাহি ছুটে কভু।
শয়নে স্বপনে ভাবে হরিচাঁদ বিভু।।
অনুক্ষণে আসে প্রভু গোলোকের ঠাঁই।
ক্রমে প্রেমে ভাবাবিষ্ট বদন গোঁসাই।।
গোলোকের খুল্লতাত 'গোঁসাই' বদন।
সেই যে বদন হরেকৃষ্ণের নন্দন।।
হইল অসাধ্য ব্যাধি উদরে বেদনা।
অহরহ বেদনায় বিষম যাতনা।।
আয়ুর্বেদ নিদন মতের চিকিৎসা।
খন্ডজ্ঞানী মুষ্টিযোগী সুমন্ত্র পারক।।
অনেকে দেখিল রোগ আরোগ্য না হয়।
অবশেষে দেখিলেন এক মহাশয়।।
তিনি এসে বলিলেন বেদনা সারিব।
উদরেতে ফোঁটা দিয়ে ঘা বানয়ে দিব।।
গাছড়ার রসদ্বারা দিল ষোল ফোঁটা।
চর্ম ঠোসা পড়ে শেষে ঘা হ'ল ষোলোটা।।
মাসেক পর্যন্ত সেই করে মুষ্টিযোগ।
নিদারুণ জ্বালা হ'ল নাহি সারে রোগ।।
একেত' ঘায়ের ব্যথা ব্যথা পুরাতন।
উভয় ব্যথার জ্বালা নাহি নিবারণ।।
ক্রমে বৃদ্ধি বেদনাতে অস্থিচর্মসার।
অদ্য কিংবা কল্য মৃত্যু এরূপ আকার।।
কেহ বলে চিকিৎসার নাহি প্রয়োজন।
কেহ বলে বৈদ্যনাথ প্রতি দেহ মন।।
কেহ বলে আর কিছু নাহি হরি বল।
কেহ বলে বাঁচ যদি ওড়াকাঁদি চল।।
জগত জীবন তিনি জগতের কর্তা।
মরিলে বাঁচাতে পারে সবে কহে বার্তা।।
আত্ম স্বার্থ সমর্পণ করহ তাহায়।
চল যাই ওড়াকাঁদি ঠাকুর কি কয়।।

শুনিয়া বদন বড় হরষিত হ'ল।
বলে সবে মোরে ল'য়ে ওঢ়াকাঁদি চল॥
দশরথ বলে আমি লইয়া যাইব।
ব্যাধিমুক্ত হ'লে মোরা তার দাস হ'ব॥
শয্যাগত মৃতবৎ ওষ্ঠাগত প্রাণ।
ক্ষণে ক্ষণে অচেতন ক্ষণেক অজ্ঞান॥
উত্থান শকতি নাই থাকেন শয্যায়।
তরণী সাজিয়া চলে দুই মহাশয়॥
দুই জন তরী বাহে ত্বরান্বিত হ'য়ে।
বদন রহিল সেই নৌকাপরে শুয়ে॥
দুই জন তরী বাহে হরিগুণ গায়।
অশ্রুজলে বদনের বক্ষ ভেসে যায়॥
মনে ভাবে যদি কিছু সময় পেতাম।
মনোসাধ মিটায়ে নিতাম হরিনাম॥
ভাবিতে ভাবিতে কিছু উপশম পায়।
সকাতরে ধীরে ধীরে হরিনাম লয়॥
ঠাকুরের ঘাটে নৌকা চাপিল যখন।
প্রভু করিলেন অন্তঃপুরে পলায়ন॥
বাহির বাটীতে এসে পড়িল বদন।
ধরায় শয়ন করি করেছে রোদন॥
বদন রোদন করে হইয়া পতন।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ শ্রীমধুসূধন॥
ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আসিল বাহিরে।
তর্জন গর্জন করে বদনের পরে॥
গালাগালি দিয়া বলে ওঠ বেটা দুষ্ট।
বল দেখি তোর কেন হ'ল এত কষ্ট॥
বেয়েছ বাঁচাড়ি নৌকা পাছা নাচাইয়া।
আড়ঙ্গ করেছ জয় বাহিছ খেলা'য়া॥
দেহ খাটাইয়া লোক ধন উপার্জয়।
সে ধন কাকেরে বকেরে কে খাওয়ায়॥
এখন সে সোর শব্দ রহিল কোথায়।
একা আসা একা যাওয়া সাথী কেবা হয়॥
বদন বলিছে প্রভু মরিয়াছি আমি।
ভগ্ন তরী ডুবে মরি কর্ণধার তুমি॥
ঠাকুর বলেন চিনে সে কান্ডারী ধর।
মরিলি যদ্যপি বেটা ভালো ক'রে মর॥
বদন বলেন মম ডুবু ডুবু তরী।
আর কি চিনিতে যা'ব চিনেছি কান্ডারী॥
বদন বলেন তরী সবে যায় বেয়ে।
ডুবাতরী যেই বাহে তারে বলি নেয়ে॥
বদন বলেন হরি পদতরী দেও।
ছাড়িলাম দেহতরী বাও বা না বাও॥
হরি হরি হরি বলি উঠিল বদন।
ধরণী লোটায়ে ধরে প্রভুর চরণ॥
সঙ্গে আসিয়াছে যারা রহে যোড় করে।
ঠাকুর বলে তোরা ফিরে যারে ঘরে॥
বাটী গিয়া বল সবে মরেছে বদন।
যে দারুণ পেট ব্যাথা না রবে জীবন॥
কেহ যদি থাকে সে করুক শ্রাদ্ধ আদি।
বল গিয়া বদন মরেছে ওঢ়াকাঁদি॥
মৃতদেহ এনে তোরা রাখিলি এখানে।
এখানে মরিবে ওরে কে ফেলা'বে টেনে॥
ইহা বলি তা সবারে পাঠাইল ঘরে।
পদ দিল বদনের পেটের উপরে॥
জীয়ন্তে কাহার পেটে কে করয় ছিদ্র।
পেটের ঘায়ের পর দিল পাদ পদ্ম॥
অমনি পেটের ঘা শুকাইয়া গেল ।
হরি হরি হরি বলি বদন উঠিল॥
ঠাকুর বলেন তোর পেটে ছিল যেই।
দেখ বাছা তোর পেটে আছে কি না সেই॥
বদন বলেন মোর পেটে যেই ছিল।
শ্রীপদ পরশে সেই মুক্তি হয়ে গেল॥
হরি ভিন্ন বদনে বলে না অন্য বোল।
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে হরি বলে'ছে কেবল॥
বায়ু যবে পশে তার হৃদয় মাঝেতে।
শত হরিনাম করে প্রতি নিঃশ্বাসেতে॥

বায়ু যবে বের হয় তাহার সঙ্গেতে।
পঞ্চাশৎ হরিনাম করে সে কালেতে॥
কেহ যদি কাছে এসে জিজ্ঞাসা করয়।
নাম সঙ্গে কথা কয় নামে করে লয়॥
কোনকালে নাম করা ক্ষান্ত নাহি হয়।
হাতে মুখে চোখে ঈষৎ ইঙ্গিত দেখায়॥
কেহ যদি বলে কিছু খাওরে বদন।
বলে হরি দেও হরি করিব ভোজন॥
ঠাকুর বলেন যদি বাড়ী যেতে বোল।
বলে হরি হে হরি যা'বনা হরিবোল॥
ঠাকুর বলেন তবে মম সঙ্গে আয়।
হরি হরি হরি বলি পিছে পিছে ধায়॥
বাসস্থান পূর্বদিকে ধান্যভূমি ছিল।
তার মধ্যে উচ্চ এক স্থান আছে ভাল॥
সেই স্থানে আছে এক হিজলের গাছ।
পূর্ব মুখ বসিলেন গাছ করি পাছ॥
ঠাকুর বলেন তোর ক্ষুধা লাগে নাই।
বলে হরি বল হরি চল হরি খাই॥
সেখানে দেখিল প্রভু একটি সুড়ঙ্গ।
সুড়ঙ্গ হইতে বের হইল ভুজঙ্গ॥
ঠাকুর বলেন তোর হরিনাম শুনে।
ভুজঙ্গ বাহির হয়ে চলে গেল বনে॥
ভুজঙ্গের মুখে লাল দেখ দৃষ্টি করি।
অবশ্য ভুজঙ্গ কোন ধন অধিকারী॥
হরি বল হরি বল কহিছে বদন।
বল হরি গর্তে হরি আছে হরিধন॥
ঠাকুর বলেন তবে কররে খনন।
হরি হরি বলি মাটি কাটিল বদন॥
দুই চাপ মাটি ফেলে তাহার তলায়।
পাইল ধনের ঘড়া কালুব্যাধ প্রায়॥
ঠাকুর বলেন ধন আনরে বদন।
এই ধন লয়ে গৃহে করহ গমন॥
বহুদিন বেদনায় ভুগিলি বদন।
করিতে নারিলি বাছা ধন উপার্জন॥
সংসারের কার্য কিছু করিতে না পার।
এই ধন লয়ে সংসারের কার্য কর॥
তোর হরি নামেতে প্রহরী তুষ্ট হ'ল।
নিশ্চয় বুঝিনু ধন তোরে দিয়া গেল॥
বদন বলেন হরি হরি বল মুখে।
আমি কি করেছি ধন দিবে সে আমাকে॥
কেন হরি মোরে হরি দেহ এই ধন।
তুচ্ছ হরি ধন হরি দিয়া বুঝ মন॥
ওরে হরি ধনে হরি নাহি প্রয়োজন।
তুচ্ছ হরি ধনে হরি নাহি লয় মন॥
হরি লক্ষ্মী হরিণাক্ষী দৃষ্টি করে যারে।
হরি বল হরি ধন থাকে তার ঘরে॥
হরি বল বিমলা কমলা যার দাসী।
হরি বল যে পদ সেবিকা দিবানিশি॥
হরি বল যেই ধন বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত।
হরি বল সেই ধনে করনা বঞ্চিত॥
হরি বল সেই ধন করহ অর্পণ।
হরি বল সেই ধন তব শ্রীচরণ॥
হরি বল কত আমি দেখেছি খাটিয়া।
হরি বল দেখিয়াছি ধন উপার্জিয়া॥
হরি বল হেন ঘড়া পূর্ণ ছিল ঘরে।
হরি বল সেই ধন কেবা রক্ষা করে॥
হরি বল কোথা ধন আমি বা কোথায়।
হরি বল খাই নাই মরি বেদনায়॥
হরি বল ক্ষিতি অর্থলোভে কতলোক।
হরি বল খুন করি খাটিছে ফাটক॥
হরি বল হরিবিনে শান্তি নাহি মনে।
হরি বল কিবা হয় ধনে আর জনে॥
হরি বল এ ধনে আমার কার্য নাই।
হরি বল ধন হরি চল হরি যাই ॥
হরি বলে অর্থ যদি অনর্থ কেবল।
হরি ধন হরি লবে চল হরি বল॥

হরিকে ডাকেন হরি আর অজগর।
হরিধন হরিব না মোরা যাই ঘর॥
শুনি অজগর তবে বাহুড়ি আসিল।
ঠাকুরে প্রণাম করি সুড়ঙ্গে পশিল॥
প্রভু সঙ্গে বদন থাকেন একতর।
কভু ঠাকুরের বাড়ী কভু ভক্তঘর॥
কোন কোন লোক যদি হয় ব্যাধিযুক্ত।
ঠাকুরের কাছে আসে হতে ব্যাধিমুক্ত॥
কারু কারু আজ্ঞা দেন মুষ্টি যোগ করে।
কারু বলে লয়ে যাও বদন ঠাকুরে॥
ঠাকুর বলেন তবে বদন ঠাকুরে।
যেই তুমি সেই আমি একই শরীরে॥
মনুষ্য জীবন মৃত্যু একই সমান।
তুইরে বদন মম ধন মন প্রাণ॥
তোর দেহ নিলাম আমার ইচ্ছামতে।
তোর ইচ্ছা যাহা হয় মোর ইচ্ছা তাতে॥
ঠাকুরের আজ্ঞা শুনি বদন উঠিল।
ঘুরে ফিরে নাচে যেন মত্ত মাতোয়াল॥
চরণ চঞ্চল চিত্ত স্থির নাহি রয়।
হরি হরি হরি বলে দৌড়িয়া বেড়ায়॥
হরি বলি যায় চলি নামে করি ভর।
মুখ ফিরে যায় বাম স্কন্ধের উপর॥
মহাবেগে চলে যান সিংহের সমান।
হরিনাম ক্ষান্ত নাই আড়ল পয়ান॥
ক্ষণেক বিপথে যান ক্ষণে পথে আসে।
ভুজঙ্গ গমন যেন বক্রভাবে বিষে॥
অলসেতে চলি প্রভু করিত শয়ন।
ঈষৎ আবেশে নিদ্রা চৈতন্য জীবন॥
ঈষন্নিদ্রাপূর্ণ চৈতন্য করিত বিশ্রাম।
তার মধ্যে হরিনাম নাহিক বিরাম॥
হরি হরি বলে যবে করিত ভোজন।
মন্ত্র ভুলে হরি বলে আত্ম নিবেদন॥
হরি জল খা'ব ব'লে দেও ব'লে ডাকে।
ভুলে ভোজনের দ্রব্য তুলে দেয় মুখে॥
নামের সহিত দ্রব্য দুই হাতে তুলি।
বদন বদনে দিত হরি হরি বলি॥
এইভাবে উদাসীন হইল বদন।
এইভাবে ঠাকুরের সঙ্গেতে মিলন॥
অবিরাম হরিনাম করে অনুক্ষণ।
ইচ্ছামত করিতেন গমনাগমন॥
কক্ষবাদ্য করতালি কখন কখন।
কভু ওড়াকাঁদি কভু গৃহেতে গমন॥
কখন বা রাস্তা দিয়া করিতে পয়ান।
কভু পথ বা বিপথ না থাকিত জ্ঞান॥
হরি বলে কখন চলিত বেগভরে।
খান নাল লম্ফ দিয়া যাইতেন পারে॥
জঙ্গল কন্টক কিংবা জলমগ্ন স্থান।
আড়ভাবে হরি বলি করিত পয়ান॥
ঘোরাফিরা নাহি ছিল দৌড়াদৌড়ি সোজা।
এমন মহৎভাব নাহি যেত বুঝা॥
মলমূত্র ত্যাগে হরি নাহিক বিশ্রাম।
নাহি ক্ষান্ত অবিশ্রান্ত করে হরিনাম॥
ব্যাধিযুক্ত কেহ যদি হয় নিরুপায়।
কাঁদিয়া ধরিত গিয়া বদনের পায়॥
হরিচাঁদ বলিয়া দিতেন আজ্ঞা ক'রে।
অমনি সারিত ব্যাধি আজ্ঞা অনুসারে॥
বদনের শুভাখ্যান শুনে যেই লোক।
শ্রবণেতে মহাসুখ বিজয়ী ত্রিলোক॥
ওড়াকাঁদি শেষ লীলা অলৌকিক কাজ।
ভণে শ্রীতারকচন্দ্র করি রসরাজ॥

মধ্যখণ্ড

প্রথম তরঙ্গ

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রী বৈষ্ণব দাস জয় গৌরী দাস॥

জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোকচন্দ্র জয় শ্রী লোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ॥

অথ মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের উপাখ্যান।

পয়ার

মল্লকাঁদি গ্রামে মৃত্যুঞ্জয় মহাভাগ।
যে ভাবে ঠাকুর প্রতি বাড়ে অনুরাগ॥
নিত্যানন্দ মহাসাধু দানধর্মে রত।
কৃষ্ণ ভক্তি সাধুসেবা করে অবিরত॥
তাহার নন্দন হ'ল নাম মৃত্যুঞ্জয়।
সুভদ্রা নামিনী মাতা পতিব্রতা হয়॥
সেই রত্নগর্ভজাত হ'ল মৃত্যুঞ্জয়।
পরম বৈষ্ণবী দেবী সুভদ্রা সে হয়॥
নিত্যানন্দ পরলোকে করিলে গমন।
পতিশোকে সুভদ্রার সতত রোদন॥
পতি ধর্মাশ্রয় করি শিখার মুণ্ডন।
শুদ্ধমতি এক সন্ধ্যা করিত ভোজন॥
শিক্ষা কৈল হরিদাস বাবাজীর ঠাই।
সদা মনে কৃষ্ণ চিন্তা অন্য চিন্তা নাই॥
অঙ্গে ছাপা জপমালা তুলসী সেবন।
তুলসীর বেদী নিত্য করিত লেপন॥
নিশাকালে অল্প নিদ্রা তেমতি বিশ্রাম।
ঘুমেতে থাকিয়া করিতেন হরিনাম॥
ব্রহ্ম মুহূর্তের কালে করি গাত্রোত্থান।
প্রেমভরে ডাকিতেন গৌরাঙ্গরে প্রাণ॥
কোথারে নিতাই মোর কোথা ওরে গৌর।
দাসীকে করহ দয়া দয়াল ঠাকুর॥
বাপরে চৈতন্য মোর বাপরে নিতাই।
দাসীকে করহ দয়া এস দুটি ভাই॥
হরি বলি রোমাঞ্চিত প্রেমেতে পুলক।
প্রাতঃকৃত স্নান করি পরিত তিলক॥
হরিনাম পদছাপা সর্বঅঙ্গে পরি।
নিতাই বলিতে চক্ষে ঝরে অশ্রুবারি॥
তৈল মৎস বিনে নিজ হাতে করি পাক।
নিতাই চৈতন্য বলে ছাড়িতেন ডাক॥
সেই রত্নগর্ভজাত সাধু মৃত্যুঞ্জয়।
শাস্ত্র শ্লোক বক্তা ছিল ধীর অতিশয়॥
শাস্ত্র আলাপনে অতি ছিলেন সমর্থ।
করিতেন শাস্ত্রের মাঝেতে নিগুঢ়ার্থ॥
সাধু সঙ্গে ইষ্ট গোষ্ঠ করে নিরবধি।
দৈবেতে হইল তার রসপিত্ত ব্যাধি॥
ভাবিলেন আমি হেন লোকের সন্তান।
আমার এব্যাধি হ'ল না রাখিব প্রাণ॥
কোন মুখে এই মুখ লোকেরে দেখা'।
ভাবিলেন বিষ খেয়ে জীবন ত্যাজিব॥
ওড়াকাঁদি হ'ল হরি ঠাকুর প্রচার।
আশা যাওয়া করে প্রভু রাউৎখামার॥
এ দেশ এ গ্রাম সব ধন্য হইয়াছে।
আমিও যাইব সেই ঠাকুরের কাছে॥
গোলোক মাতিল আর মাতিল বদন।
নারিকেলবাড়ী ধন্য তাদের কারণ॥
ঠাকুর পাইয়া হ'ল জগতে আনন্দ।
মাতিয়াছে দশরথ আর মহানন্দ॥
ইহা দেখি দ্রবীভূত নহে মম মন।
যেমন মানুষ আমি হ'য়েছে তেমন॥
জ্ঞান হয় ওড়াকাঁদি স্বয়ং অবতার।
তিনি বিনে পতিতের বন্ধু নাহি আর॥
রাউৎখামার হ'ল প্রেমের বাজার।
প্রেমের পাথারে সবে দিয়েছে সাঁতার॥
ওড়াকাঁদি হতে প্রেমবন্যা উথলিল।

আমি বিনে জগতের সকলে ডুবিল।।
মরিলে ঠাকুর দেখে পরকাল পাব।
শেষে বিষ খেয়ে আমি আত্মঘাতী হ'ব।।
বিষ কিনে লইলেন কাপড়ে বাঁধিয়া।
এ বিষ খাইব ঠাকুরের কাছে গিয়া।।
বিষ ল'য়ে ওঢ়াকাঁদি উপনীত হ'ল।
প্রভুর নিকটে গিয়া কাতরে বসিল।।
প্রভু বলে মৃত্যুঞ্জয় এলি ওঢ়াকাঁদি।
পরিধান কাপড়েতে কি আনিলি বাঁধি।।
অমনি বিস্ময়ান্বিত হ'ল মৃত্যুঞ্জয়।
মুখপানে চেয়ে র'ল কথা নাহি কয়।।
বসন টানিয়া প্রভু বিষ খসাইল।
বাহির করিয়া নিজে বিষ পান কৈল।।
এলি এই বিষ খেয়ে মরিবার তরে।
ওঢ়াকাঁদি এলে কিরে বিষে লোক মরে।।
এই বিষ খেয়ে বাছা মরিতে কি তুমি।
এইত' বিষ খেলাম মরিত' না আমি।।
মৃত্যুঞ্জয় মনে মনে ভাবিতে লাগিল।
ফাঁকি দিয়ে বেণে বেটা বিষ নাহি দিল।।
বিষ না দিয়ে বণিক দিয়েছে সে কুড়।
বিষ নহে এতে কেন মরিবে ঠাকুর।।
পুনঃভাবে এই বিষে ঠাকুর মরিলে।
প্রহ্লাদ ম'ল না কেন অগ্নি বিষানলে।।
বিষপানে মরিল না ভোলা বিশ্বনাথ।
কালীয় শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গে কৈল দন্তাঘাত।।
হইলে সামান্য লোক হইত নিপাত।
নিশ্চয় বুঝিনু ইনি প্রভু জগন্নাথ।।
বিষপানে মরিতেন মানব হইলে।
আমার মনের কথা কেমনে জানিলে।।
আমি যে এনেছি বিষ গোপন করিয়া।
কেহ নাহি জানে আনি কাপড়ে বাঁধিয়া।।
গোপনে রেখেছি কিসে পাইল সন্ধান।
অন্তর্যামী ইনিত স্বয়ং ভগবান।।
প্রভু কয় মৃত্যুঞ্জয় শুনরে বচন।
বিষ খেয়ে মরে যে সে মানুষ কেমন।।
নিজ দেহ প্রতি যার দয়ামায়া নাই।
সে ভালো বাসিবে পরে বিশ্বাস না পাই।।
মৃত্যুঞ্জয় কহে প্রভু তোমার সাক্ষাতে।
মরিব বিষের বিষে ভয় কি তাহাতে।।
প্রভু বলে যদি তোর মরিবার ইচ্ছে।
মরিলি ত' ভাল ক'রে মর মোর কাছে।।
পড়ে পদে মনোখেদে বলে মৃত্যুঞ্জয়।
দোষ ক্ষমা করি প্রভু রেখ রাঙ্গা পায়।।
দীন দয়াময় দয়া কর একবার।
আমিও তোমার প্রভু এ দেহ তোমার।।
প্রভু বলে যদি মোরে দেহ দিলি ধরি।
ব্যাধিমুক্ত হলি তুই ব'ল হরি হরি।।
শ্রীনাথ শ্রীমুখ বাক্য যখন বলিল।
ব্যাধিমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় নাচিতে লাগিল।।
মৃত্যুঞ্জয় ধরি হরি চরণ যুগল।
বলে হরি বল হরি বল হরি বল।।
মৃত্যুঞ্জয় পাইল প্রভুর শ্রীচরণ।
কহিছে তারক হরি বল সর্বজন।।

শ্রীহীরামন পাগলের উপাখ্যান।

পয়ার

মৃত্যুঞ্জয় হরিবোলা হ'ল ভাগ্যক্রমে।
যাতায়াত করে প্রভু মল্লকাঁদি গ্রামে।।
মৃত্যুঞ্জয় ভবনে আসেন হরিচাঁদ।
সস্ত্রীক সেবেন হরিচাঁদের শ্রীপদ।।
দুই চারি দিন বাটী থাকেন নির্জনে।
হরিচাঁদ গুণ গায় শয়নে স্বপনে।।
হরিচাঁদে না দেখিলে প্রাণ উঠে কাঁদি।
ঠাকুরে দেখিতে যেত ক্ষেত্র ওঢ়াকাঁদি।।
ঠাকুরের পাদপদ্ম দরশন করে।
কভু মল্লকাঁদি গ্রামে আনে নিজ ঘরে।।

মৃত্যুঞ্জয়ের রমণী কাশীশ্বরী নাম।
সাধ্বী সতী পতিব্রতা জপে হরিনাম॥
ঠাকুর আসিলে তাকে ডাকে মা বলিয়া।
ঠাকুর সেবায় থাকে নিযুক্ত হইয়া॥
একটি পুত্র কামনা হইল অন্তরে।
মুখে না বলিয়া বৈসে ঠাকুর গোচরে॥
অন্তরে জানিয়া তাহা প্রভু অন্তর্যামী।
কাশীশ্বরী মাকে বলে পুত্র তোর আমি॥
মম ভক্ত ভাগবত যত যত হ'বে।
তাহারা সকলে তোরে মা বলে ডাকিবে॥
বহু পুত্র হবে তার মধ্যে একজন।
সেই হ'তে পুত্র কার্য্য হ'বে সমাপন॥
এতেক শুনিয়া দেবী আনন্দিত মনে।
বাৎসল্য মমতা কভু পিতা তুল্য মানে॥
কভু পুত্রভাবে, ভাবে মর্মান্তিক মর্ম।
কভু পুত্রভাবে, ভাবে কভু ভাবে ব্রহ্ম॥
কখন যশোদা ভাব মনেতে আসিয়া।
সস্নেহে ধরেন মাতা বাহু প্রসারিয়া॥
ঠাকুর আসিলে ঘরে খাদ্য দ্রব্য এনে।
নিজ হাতে তুলে দেন শ্রীচন্দ্র-বদনে॥
নিজ হাতে তৈল মাখি দেন শ্রীঅঙ্গেতে।
বসাইয়া ঠাকুরে উত্তম আসনেতে॥
আপনি আনিয়া বারি স্নানাদি করয়।
অঙ্গ ধৌত পাদ ধৌত পাদোদক খায়॥
একদিন প্রভু যান মল্লকাঁদি গায়।
সুগন্ধি অনেক পুষ্প আনে মৃত্যুঞ্জয়॥
পদ্মবন হ'তে আনে শতদল পদ্ম।
পুজিতে শ্রীপাদ শ্রীনাথের পাদপদ্ম॥
দুটি শতদল দিল দুটি কর্ণপরে।
এক কোকনদ পদ্ম দিল শিরোপরে॥
রাউৎখামার বাসী হীরামন নামে।
প্রভু প্রিয় ভক্ত বড় অপার মহিমে॥
কৃষকেরা কৃষিকার্য করিবারে যায়।
সেই সঙ্গে ধান্য জমি আবাদ ইচ্ছায়॥
চলেছেন একগোটা বাঁশ কাঁধে করি।
কৃষাণের সঙ্গে রঙ্গে যায় সারি সারি॥
পাঁচ সাত জন কিংবা দশ বারো জন।
দলে দলে সারি সারি চলে সর্বজন॥
একদলে সাত জন চলে একতরে।
হীরামন সেই সঙ্গে চলে গাতা ধরে॥
মৃত্যুঞ্জয় ফুলসাজে সাজা'য়ে ঠাকুরে।
বসায়েছে উত্তর গৃহের পিড়ি পরে॥
বাটীর দক্ষিণ দিয়া পশ্চিমাভিমুখে।
চ'লে যায় হীরামন পরম কৌতুকে॥
এমন সময় হীরামন ফিরে চায়।
ঠাকুরের অই সজ্জা দেখিবারে পায়॥
সকল কৃষকে ডেকে বলে হীরামন।
চল সবে করি গিয়া ঠাকুর দরশন॥
নহে তোরা অগ্রেতে যা পরে আমি যাব।
নহে তোরা সবে চল ঠাকুর দেখিব॥
এতবলি অগ্রে চলে বালা হীরামন।
বাটীর উপরে গিয়া উঠিল তখন॥
ঠাকুরের মনোহার ফুলসাজ দেখি।
একদৃষ্টে চেয়ে রহে ঠাকুর নিরখি॥
ঠাকুর চাহিয়া বলে হীরামন পানে।
রামাবতারের বীর ছিল কোনখানে॥
আমাকে দেখিবে বলে প্রাঙ্গণে দাঁড়ায়।
রামাবতারের বীর দেখ মৃত্যুঞ্জয়॥
কথা শুনে হীরামন পূর্বস্মৃতি হ'ল।
একদৃষ্টে প্রভু পানে চাহিয়া রহিল॥
মহাপ্রভু ডেকে বলে সেই হীরামনে।
রামাবতারের কথা পড়ে তোর মনে॥
লংকাদগ্ধ বনভঙ্গ সাগর লঙ্ঘন।
রাজপুত্র বনবাসী নারীর কারণ॥
ভেবে দেখ মনে তাহা হয় কিনা হয়।
যে সকল কার্য্য বাছা করিলি ত্রেতায়॥

প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ বিরূপাক্ষ সমুদ্ভব।
দ্বিতীয় মহান রুদ্র অযোনী সম্ভব।।
তৃতীয়ে শ্রীহনুমান রামনাম অঙ্গে।
চতুর্থে মুরালীগুপ্ত শচীসুত সঙ্গে।।
পঞ্চমে তুলসীদাস ষষ্ঠে হীরামন।
আদি হি, অন্ত ন, মধ্যে রাম নারায়ণ।।
হনুমান দ্বীনকার এ কোন কারণ।
হীন হ'য়ে হীন মধ্যে শ্রীরাম স্থাপন।।
উমার উকার পঞ্চ জন্ম সঙ্গ করি।
লীলার প্রধান সঙ্গ শক্তিরূপ ধরি।।
যুগে যুগে মহাপ্রভু অপূর্ব মিলন।
বলে কবি গেল রবি হরি বল মন।।

মহাপ্রভুর শ্রীরাম মূর্তি ধারণ
পয়ার

অদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া হীরামন।
অবারিত অশ্রুধারে ভেসেছে বয়ন।।
হীরামন হীরামন আর বাক্য নাই।
শিথিল সবল দেহ ঘন ছাড়ে হাই।।
অনিমিষ নেত্র রূপ দেখে হীরামন।
যশোমন্ত রূপ হরি লুকাল তখন।।
অভিনব রূপ নব দূর্বাদল শ্যাম।
দেখিতে দেখিতে হ'ল দাশরথি রাম।।
আর যত লোক ঠাকুরের ঠাই ছিল।
সবে দেখে প্রভু হরিচাঁদ দাঁড়াইল।।
হীরামন দেখিল সাক্ষাৎ সেই রাম।
শিরে জটা বাকলাটা সুন্দর সুঠাম।।
একা হীরামন দেখে রাম দয়াময়।
সে রূপের আভা মাত্র দেখে মৃত্যুঞ্জয়।।
বামপার্শ্বে কুক্ষিমধ্যে দেখে ধনুর্গুণ।
কটিতে বাকল শিরে জটা কক্ষে তুণ।।
বনবাসে যেই বেশে যান ঋষ্যমুখে।
তেন্নি অপরূপ রূপ হীরামন দেখে।।
রামরূপে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া ছিল।
হীরামন পানে চাহি অমনি বসিল।।
হীরামন পানে প্রভু একদৃষ্টে চায়।
নিরিখ ধরিয়া হীরামন চেয়ে রয়।।
হীরামন স্কন্ধে ছিল বাঁশ একখণ্।
থোড়াবাঁশ ধান্য তৃণ আকর্ষণী দণ্ড।।
স্পন্দহীন বাক্যরোধ ভুজে নাহি বল।
পড়ে গেল থোড়াবাঁশ চক্ষে বহে জল।।
লোমকূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটন আকার।
স্বেদ বহে শরীরে চমকে বার বার।।
অবশ হইল অঙ্গ পড়িল ধরায়।
প্রভু বলে ওরে ধর ধর মৃত্যুঞ্জয়।।
মৃত্যুঞ্জয় ব্যস্ত হয়ে ধরে তার হাতে।
বসাইল আনিয়া প্রভুর সম্মুখেতে।।
দ্বিমুহূর্ত মূর্ছাপ্রাপ্ত ছিল হীরামন।
রাম রাম বলে পরে মেলিল লোচন।।
আত্মহারা হীরামন বাক্য নাহি মুখে।
থেকে থেকে ক্ষণে উঠে চমকে চমকে।।
প্রহরেক জড় প্রায় রহিল বসিয়া।
থেকে থেকে মাঝে মাঝে উঠে শিহরিয়া।।
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রমে হ'য়ে এল বন্ধ।
মুখে না নিঃস্বরে বাণী কণ্ঠ হ'ল রুদ্ধ।।
এমন সময় মহাপ্রভু ডেকে কয়।
ফিরে প'ল হীরে ওরে ধর মৃত্যুঞ্জয়।।
মৃত্যুঞ্জয় গিয়া হীরামনে স্পর্শ করে।
অস্থিরতা ঘুচে সাধু শান্ত হইল পরে।।
মৃত্যুঞ্জয় কর্ণেতে শুনায় হরিনাম।
হীরামন বলে কোথা পূর্ণব্রহ্ম রাম।।
হীরামন বলে প্রভু মোরে দেখা দাও।
আরবার রামরূপ আমারে দেখাও।।
প্রভু কহে কহি তোরে ওরে হীরামন।
যদি কেহ কারু কিছু করে দরশন।।
অসম্ভব দেখে জ্ঞানী প্রকাশ না করে।

শুনিলে সন্দেহ হয় লোকের অন্তরে।।
শৈল মাঝে অগ্নি থাকে জানে সর্বলোক।
ঠক্কি লোহঘাতে জ্ব'লে উঠে সে পাবক।।
তেমনি পাথর মাঝে রহিয়াছে অগ্নি।
দেখিতে পাইবা পুনঃ যদি থাকে ঠুক্কি।।
কিন্তু সে আগুন যদি জ্বালাইয়া লয়।
শীলাকাষ্ঠ পুড়ে যায় কিছু নাহি রয়।।
তুমি আছ আমি আছি তাতে কিবা ভয়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে যাও নিজালয়।।
প্রভু বাক্যে হীরামন গৃহেতে চলিল।
তারক কহিছে সাধু হরি হরি বল।।

হীরামনের জ্বর ও জ্ঞাতি কর্তৃক ত্যাগ ও পুনর্জীবন।

পয়ার

রাম রূপ হেরি হ'ল জীবন চঞ্চল।
সে হইতে সংসারের কার্য ছাড়ি দিল।।
কৃষাণী কার্যেতে ছিল পারক অত্যন্ত।
কার্যেতে প্রবর্ত হ'লে নাহি দিত ক্ষান্ত।।
স্বাভাবিক যাহারা করেন কৃষিকার্য।
তাহা হ'তে দশগুণ, না ছিল অধৈর্য।।
এই মত কার্য করিতেন মহাভাগ।
এবে সংসারের কার্য করিলেন ত্যাগ।।
জ্ঞাতি বন্ধু সব লোকে ভাবে মনে মনে।
এ বেটা সংসার কার্য তেয়াগিল কেনে।।
কেহ বলে যে দিন ঠাকুর দেখতে যায়।
সেই দিন পাগল করেছে মৃত্যুঞ্জয়।।
মৃত্যুঞ্জয় বাড়ীতে ঠাকুর এসেছিল।
মৃত্যুঞ্জয় গৃহিণী ঠাকুরে সাজাইল।।
মৃত্যুঞ্জয় এনেছিল শতদল পদ্ম।
সেই ফুলে পূজে ঠাকুরের পাদপদ্ম।।
পরমা বৈষ্ণবী সেই মৃত্যুঞ্জয় মাতা।
ঠাকুরে পূজিয়াছিল শুনিয়াছি কথা।।
সে ঠাকুরে দেখিবারে গিয়েছিল হীরে।
মূর্ছা হ'য়ে পড়েছিল দেখে সে ঠাকুরে।।
মৃত্যুঞ্জয় ওর কর্ণে দিয়েছিল হরিবোল।
সেই হ'তে হীরামন হ'য়েছে পাগল।।
রাউৎখামার গ্রামে মেতেছে সকল।
তারা সবে প্রেমে মেতে বলে হরিবোল।।
কেহ বলে দুর্লভ মধুর হরিবোল।
তবে কেন হীরামন হ'য়েছে পাগল।।
সবে মিলি দেখিয়াছি ঠাকুরের রূপ।
আমরা জানি যে তিনি স্বয়ং স্বরূপ।।
সব হরিবোলা করে সংসারের কার্য।
হীরামন কি জন্য করিল কার্য ত্যাজ্য।।
কেহ ভাল কেহ মন্দ করে কানাকানি।
যাহার যেমন মন সে কহে তেমনি।।
কেহ বলে ও দেখেছে প্রভু হরিচাঁদ।
স্বয়ং দর্শনে হ'ল কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদ।।
হীরামন কার্য ত্যাগী দেখিয়া বিশেষ।
ঠাকুরের প্রতি কারু জন্মিল বিদ্বেষ।।
শ্রীচৈতন্য বালা হীরামনের সে খুড়া।
ঠাকুরের প্রতি দ্বেষ করে সেই বুড়া।।
শ্রীঅক্রুরচন্দ্র বালা শ্রীগুরুচরণ।
কনিষ্ঠ শ্রীকোটিশ্বর অতি সুলক্ষণ।।
ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত তিন সহোদর।
তাহারা বলেন প্রভু স্বয়ং অবতার।।
প্রভুর সঙ্গেতে তারা ভ্রমে সর্বক্ষণ।
প্রভুর সঙ্গেতে করেন নাম সংকীর্তন।।
ভক্তি বাধ্য মহাপ্রভু সেই বাড়ী যান।
তাহারা বলেন ইনি স্বয়ং ভগবান।।
মনে নাহি কোন দ্বেষ হীরামন ব'লে।
তারা বলে বংশের ভাজন এই ছেলে।।
রত্নগর্ভে জন্মিয়াছে মহারাজ পুত্র।
এ হইতে বালাবংশ হইবে পবিত্র।।
কার্যত্যাগী হীরামন করে হরিনাম।
কতদিনে দৈবযোগে হইল ব্যারাম।।

জ্বর হ'য়ে ছ'মাস পর্যন্ত হ'ল ভোগ।
উদরে হইল প্লীহা যকৃতাদি রোগ।।
অদ্য মরে কল্য মরে প্রাণ ওষ্ঠাগত।
এই রোগে ক্রমে ক্রমে হ'ল মৃতবত।।
একদিন ডেকে বলে শ্রীচৈতন্য বালা।
পাগলারে ল'য়ে তোরা ওঢ়াকাঁদি ফেলা।।
রোগে মরে তবু বেটা ঔষধ না খায়।
আমাদের কথা নাহি শুনে দুরাশয়।।
আমাদের সংসারে কার্য নাহি করে।
আমরা কেহত' নয় ও কার বাড়ী মরে।।
অসার সংসার বলে কেহ কারু নয়।
যত বেটা মতুয়ারা এই কথা কয়।।
মতুয়া হইল এরা কি ধন পাইয়া।
বেদবিধি না মানে ফিরিছে লাফাইয়া।।
কেবা কার, কেবা কার, কার জন্য কাঁদে।
আত্ম স্বার্থ সমর্পণ বাবা হরিচাঁদে।।
হরি বলে দিন রাতি করে সোরা সোরি।
বাবা যদি হরিচাঁদ যাক সেই বাড়ী।।
খুড়া জেঠা ভাই বন্ধু কেহ কারু নয়।
দেখি ওর কোন বাবা এখানে কুলায়।।
হয় নেও ওঢ়াকাঁদি নয় মল্লকাঁদি।
ও মরুক ম'তোরা করুক কাঁদাকাঁদি।।
হরিচাঁদ মৃত্যুঞ্জয় দোহে নাকি ব্রহ্ম।
এ মরা বাঁচাতে পারে তবে জানি মর্ম।।
মরা গরু বাঁচাইয়া জহুরি প্রকাশ।
এই মরা বাঁ'চায়ে লউক হরিদাস।।
শুনিয়া এতেক বাণী কেহ কেহ কয়।
ভাল কথা বলেছ হে বালা মহাশয়।।
উহার কারণে মায়া করা নিরর্থক।
গতপ্রাণী জন্যে আর করিও না শোক।।
ডুবু তরী যদি হরিচাঁদ করে রক্ষা।
কেমন ঠাকুর তবে বুঝিব পরীক্ষা।।
তিলক মণ্ডল ভৃত্য সেই ডেকে বলে।
পাগলারে ওঢ়াকাঁদি আমি আসি ফেলে।।
এতবলি তিলক সে সাজাইল তরী।
হীরামনে ল'য়ে গেল ওঢ়াকাঁদি বাড়ী।।
প্রভুর নিকটে গিয়া উপনীত হ'ল।
তাহা দেখি প্রভু গিয়া গৃহে লুকাইল।।
সেইখানে তিলক সে কাহারে না দেখে।
হীরামনে তুলে এক গাছতলা রাখে।।
ভজন পোদ্দার বলে বাড়ী তোর কোথা।
মরা শব ফেলাইয়া যা'স কেন হেথা।।
তিলক মণ্ডল শুনি উঠিল নৌকায়।
ত্বরা করি খুলে তরী পালাইল ভয়।।
ভজন বলেছে কোথা যাস কুলাঙ্গার।
সবে কয় কোথা যায় শীঘ্র ওরে ধর।।
বড় কর্তা কৃষ্ণদাস অগ্রজ প্রভুর।
বলে ওরে ধরে আন যায় কতদূর।।
এত বলি বড়কর্তা ধাবমান হয়।
মহাপ্রভু এসে তথা অগ্রজে শান্তায়।।
প্রভু বলে দেখ দাদা হ'য়ে আগুয়ান।
একেবারে মরেছে কি? আছে ওর প্রাণ।।
বড়কর্তা দেখে গিয়া নাকে শ্বাস নাই।
কণ্ঠদেশে বামপার্শ্বে ল'ড়ে দেখে তাই।।
মহাপ্রভু এসে চটকার গাছতলা।
দেখে বলে এ দেখি সে হীরামন বালা।।
বসিলেন হীরামনে রাখিয়া সম্মুখে।
রহিলেন মহাপ্রভু উত্তরাভিমুখে।।
প্রভু কহে দেখে হে পোদ্দার মহাশয়।
প্রাণ আছে একেবারে মরা শ'ব নয়।।
বড়কর্তা বলে হরি ব্রজা মরে গেছে।
মরা যে বাঁ'চাতে সে ত' নাই বেঁচে।।
মরা গরু বাঁচাইল তোর সঙ্গী ব্রজা।
পার যদি হও মরা বাঁচাবার ওঝা।।
রাউৎখামারের লোক মরা ফেলে যায়।
বালা গুষ্ঠি এত বৃদ্ধি পেয়েছে কোথায়।।

প্রভু হরিচাঁদ তবে কহেন অগ্রজে।
এরা যেন মরা ফেলে গেছে কি গরজে।।
একরাত্রে নির্জনেতে বলি হরি হরি।
এ রোগী চিকিৎসা আমি করিবারে পারি।।
কৃষ্ণদাস বলে কর পার যদি ভাই।
রাউৎখামার লোকের কোন দোষ নাই।।
যাও তথা, খাও তথা, তথা কর লভ্য।
তাহারা তোমার বাটী আনে কত দ্রব্য।।
সেই গ্রামে হরিবোলা মতুয়ার দল।
ভকত বাঁচাও ভাই ভক্তবৎসল।।
কিন্তু যদি এ মরা বাঁচাতে নার ভাই।
বালার বালাহী যাবে আর রক্ষা নাই।।
মাতুব্বর চ'তে বালার এত কি আস্পর্ধা।
কৃষ্ণদাস নাম বুঝি শোনে নাই গাধা।।
কার মরা এনে ফেলাইল কার বাড়ী।
বাঁচাতে পার'ত যশ হবে দেশ ভরি।।
যদি বাঁচাতে না পার ব'লে হরি হরি।
বালাদের নামে আমি করব ফৌজদারি।।
প্রভু কহে বড়কর্তা দেখ বিদ্যমান।
একেবারে মরে নাই দেহে আছে প্রাণ।।
নাসাগ্রে ঈষৎমাত্র বহিতেছে শ্বাস।
বাঁচিলে বাঁচিতে পারে হ'তেছে বিশ্বাস।।
কথোপকথনে হ'ল দিবা অবসান।
হেনকালে লক্ষ্মীমাতা এল সেই স্থান।।
মাতা বলে তবে কেন ক'রেছ বিলম্ব।
নিশ্চয় চৈতন্য বালা করেছে এ কর্ম।।
আপনার ঠাকুরালী তথায় বেড়েছে।
পরীক্ষা করার জন্য ইহা করে গেছে।।
প্রভু বলে যাহা হউক সবে যাহ ঘরে।
আমি দেখি চেষ্টা করি ঈশ্বর কি করে।।
সবে গেল প্রভু মাত্র রহিল একেলা।
মরা হীরামন ল'য়ে সেই গাছতলা।।
যামিনীর শেষ যামে সঞ্চারিল প্রাণ।
নীরোগ শরীর হ'ল পূর্ণ শক্তিমান।।
উঠিয়া চরণ ধরি বলে ওহে নাথ।
এ অধমে কৃপা করি কর আত্মসাৎ।।
যেদিন তোমার দেখা পাই মল্লকাঁদি।
পিঞ্জিরা রাউৎখামার পাখি ওঢ়াকাঁদি।।
ঠাকুর বলেন, আমি জানি তা সকল।
সে কথায় কাজ নাই হরি হরি বল।।
এমত আমার কর্ম রোগ ভোগ দিয়ে।
সংসার হইতে তোরে নিলাম উঠা'য়ে।।
তোর প্রতি আর কারু থাকিল না দাবি।
মায়াতীত হ'লি, এবে হরিগুণ গা'বি।।
হেথা হ'তে লুকাইয়া যারে বেদভিটে।
তথা হ'তে যাস কল্য অন্য নায় উঠে।।
এখানে থাকিলে তুই জনরব হ'বে।
প্রতিষ্ঠা বাড়িলে মোরে কেহ না ছাড়িবে।।
যুগে যুগে বাঁধা আছি আমি তোর ঠাই।
তোমা আমা একদেহ ভিন্ন ভেদ নাই।।
সংসারের মাঝে তুই কারু দায়ী নাই।
একমাত্র দায়ী রৈলি রমণীর ঠাই।।
যাও বাছা দিন কত করগে সংসার।
শোধ দিয়া এস গিয়া রমণীর ধার।।
জন্মিলে একটি পুত্র তাহার গর্ভেতে।
রমণীর ধার তবে পা'র শোধ হ'তে।।
গোলোক নাথের বাক্য শুনে শান্ত হ'ল।
হীরামন প্রীতে সবে হরি হরি বল।।
সভক্তি অন্তরে যেবা করেন শ্রবণ।
ধনে বংশে বৃদ্ধি অন্তে গোলোকে গমন।।
হীরামন দেহে পুনর্জীবন সঞ্চার।
হরি বল কহিছে তারক সরকার।।

হীরামনের স্তব ও পুনঃ রামরূপ দর্শন।

পয়ার

পুনর্বার লুটাইয়া শ্রীনাথ চরণে।

স্তব করে অশ্রুধারা বহে দ্বিনয়নে॥
যে রূপে আমার মন করিলে হরণ।
আর বার সেই রূপ করহ ধারণ॥

লঘু ত্রিপদী

তব তত্ত্ব জানে মাত্র দেব শূলপাণি।
আমি অজ্ঞ অসৌভাগ্য কিছুই না জানি॥
তুমি হর্তা তুমি কর্তা সৃষ্টি অধিকারী।
তুমি আদি গুণনিধি ক্ষীরোদবিহারী॥
ক্ষীরোদেতে যে কালেতে ছিলেহে শয়নে।
দেবগণ উচাটন তোমার কারণে॥
দেব সব করে স্তব রাবণের ভয়।
লঙ্কানাথ শঙ্কাতাত করহ অভয়॥
অবনীতে অযোধ্যাতে রামরূপ ধরে।
জনমিলে ক্ষত্রকুলে দশরথ ঘরে॥
সূর্যবংশে চারি অংশে শ্যামল সুন্দর।
দূর্বাদল নীলোৎপল নব জলধর॥
চারুপদ কোকনদ জিনি শতদল।
মীন অক্ষ রোম সূক্ষ্ম ভ্রুযুগ শ্যামল॥
দেহগতি সীতাপতি ভকত বৎসল।
ত্যজিবাস পীতবাস পিন্ধহে বল্কল॥
রক্তকর ধনুঃশর শোভাকরে করে।
রিপু বংশ কর ধ্বংস গিয়া লঙ্কাপুরে॥
নাম বলে ভাসে শিলে সাগর ভিতর।
তব গুণে বাধ্য বনে ভল্লুক বানর॥
পশুগণ অনুক্ষণ রামগুণ গায়।
কি গুণেতে সাথে সাথে কাঁদিয়া বেড়ায়॥
কিমাশ্চার্য্য দয়া ধৈর্য দেখা'লে সকলে।
মিতা বলে গিয়াছিলে চণ্ডালের কোলে॥
ব'লে মিত্র সুপবিত্র সুগ্রীবে করিলে।
ঋষ্যমুখে এ দাসকে প্রেমভক্তি দিলে॥
যে রূপেতে প্রথমেতে ভুলাইলে মন।
সেই রূপে মন সঁপে পবন নন্দন॥
বায়ু ছেলে জিজ্ঞাসিলে কিবা তব নাম।
তার স্থলে বলেছিলে মম নাম রাম॥
বীজ বর্ণ শুনি কর্ণ সদ্য কর্ণ দিয়ে।
রামনাম গুণধাম দিলে শুনাইয়ে॥
পুনঃছলে জিজ্ঞাসিলে কি নাম তোমার।
গুণধাম সেই নাম বল আরবার॥
পুনর্বার সেই নাম বাম কর্ণ মূলে।
যত্ন করি রাবণারি উচ্চৈঃস্বরে বলে॥
যেই রূপ নামরূপ শুনা'লে দাসেরে।
সে রূপেতে মনোরথে উর দয়া করে॥
তুমি রাম ভৃগুরাম বামনাবতার।
দ্বাপরেতে মথুরাতে জনম তোমার॥
নিশিকালে গোপকুলে গেলে নন্দ ঘরে।
বাল্য খেলা গোষ্ঠলীলা ব্রজরাজ পুরে॥
মথুরায় দ্বারকায় লীলা চমৎকার।
ব্রহ্মদেশে হলে শেষে বুদ্ধ অবতার॥
কলিকালে জনমিলে শচীগর্ভমাঝে।
জীব দায় এ ধরায় ভক্তভাব সেজে॥
সার্বভৌম মনোরম দেখে ষড়ভুজ।
রামরূপ সুধাকূপ দেখিলে সে দ্বিজ॥
শ্রীমুরারী বিশ্বহরি রামরূপ দেখে।
সেই রূপ সে স্বরূপ দেখালে দাসেকে॥
এবে লীলে প্রকাশিলে বড়ই অদ্ভুত।
শান্ত দান্ত কৃপাবন্ত যশোমন্ত সুত॥
আমি অতি মূঢ়মতি মরিয়াছিলাম।
ভগবান প্রাণদান এবে পাইলাম॥
কোথা যাব কার হ'ব আর কেহ নাই।
এ বিপদে ও শ্রীপদে দাসে দেহ ঠাই॥
রোগযুক্ত ক'লে মুক্ত পাশ মুক্ত কর।
বিশ্বরূপ অপরূপ রামরূপ ধর॥
যে রূপেতে প্রথমেতে মোহিলে আমায়।

মল্লকাঁদি কাঁদি কাঁদি দেখিনু তোমায়।।
স্তব শুনে ততক্ষণে রামরূপ হ'ল।
ধনু ধরি' জটাধারী অমনি দাঁড়াল।।
সৌম তনু রম্যজানু করি দরশন।
স্থির নেত্র বায়ু পুত্র হইল তখন।।
নবঘন রূপঘন নিরীক্ষণ করে।
চাতকিনী কুতুকিনী যথা ঘন হেরে।।
রাম হয়ে দেখা দিয়ে পুনঃ লুকাইলে।
বতাহত বৃক্ষবৎ মূর্ছিত হইল।।
দয়া করি করে ধরি হীরামনে তোলে।
বলে হীরে কেন ফিরে ভাস অশ্রুজলে।।
আমি তোর তুই মোর কিছু নাহি আন।
তবে কেন হলি হেন তুই মোর প্রাণ।।
সঙ্গোপনে হীরামনে প্রভু কন বাণী।
বাছাধন যা এখন থাকিতে যামিনী।।
এ তারক অপারক পীতে এই সুধা।
ভক্তলোকে পিয় সুখে যাবে ভব ক্ষুধা।।

হীরামনের নিজালয়ে গমন।
দীর্ঘ ত্রিপদী

ঠাকুরের বাণী শুনি নৈষ্ঠিকের শিরোমণি
বীররাগে করি বীরদাপ।
রাম রাম রাম বলে ভেসেছে নয়ন জলে
অগাধ সলিলে দিল ঝাঁপ।।
যবে পদ দিল জলে মৃত্তিকা ঠেকিল তলে
পদতরী হ'ল ভাসমান।
বিমানে উড়িতে পারে ডুবেনা অগাধ নীরে
পূর্বরূপ হইল শক্তিমান।।
পূর্বে বেদভিটা যেটা নামজাদে আম ভিটা
তারাচাঁদ মালু দুটি ভাই।
প্রভুদের নিজ জ্ঞাতি সেখানে করে বসতি
ভাই ভাই সম্পর্ক সবাই।।
জলে হ'ল ভাসমান মনে করে অনুমান
জাহিরীতে নাহি প্রয়োজন।
জপ জপ শব্দ করে চলেছে অগাধ নীরে
লোক এলে করে সন্তরণ।।
কভু পদতল জল কভু হয় কটি জল
কখন বা হয় জানু জল।
জলে চলে মহাভাগ বুকে ছিল জলদাগ
জন্মদেশে বিখ্যাত সকল।।
হরে রাম হরে রাম জয় রাম সীতা রাম
অবিরাম গায় নাম গীত।
আমভিটা সেই বাটী প্রভু জ্ঞাতি ভাই দুটি
সে বাটীতে হ'ল উপনীত।।
ব্রাহ্ম মুহূর্ত সময় তারাচাঁদ বের হয়
দাদা বলি মালুকে ডাকিল।
জপ জপ করি নীরে হরিনাম জপ করে
বাড়ীপরে কে যেন উঠিল।।
হীরামনে গিয়া ধরে দু'ভাই সুধায় তারে
বলে কেরে তুই মহাবল।
বল দেখি মন খুলে আজ এই রাত্রিকালে
কি কারণে আলি তাহা বল।।
হীরামনে কহে কথা কি কব মম বারতা
শুন খুল্লতাত তারাচাঁদ।
অঞ্জনা আমার মাতা বানর কিশোরী পিতা
প্রাণদাতা বাবা হরিচাঁদ।।
রামদাস বায়ু পুত্র মহারাজ বালা ক্ষেত্র
অনুচর সুগ্রীব রাজার।
হিয়া নাহি হয় ধৈর্য জ্ঞান নাহি অন্তর্বাহ্য
ত্যাজ্য আর্য্য চৈতন্য বালার।।
কি বলিতে কিবা বলি বুঝিতে নারি সকলি
না জানি জলে কি স্থলে যাই।
হরিচাঁদ রূপরসে দেহ তরী ডুবে ভাসে
ভাটী খেলি আবার উজাই।।
হরিচাঁদ ইচ্ছাময় সকলি তাঁর ইচ্ছায়
না জানি কি ইচ্ছা তাঁর মনে।

সেই ভ্রমাইলে ভ্রমি দেখিতে জনম ভূমি
স্ব-নৌকায় চলেছি দক্ষিণে॥
ঘাসকাটা নায় চড়ি যাব বালাদের বাড়ী
দিন কত আসা যাওয়া সার।
ইচ্ছিল শ্রীহরিচাঁদ করিতে পতিত আবাদ
বালাবাড়ী, বাড়ীও খামার॥
তারাচাঁদ মালুরাম বলে বাছা চিনিলাম
তোরে ল'য়ে হ'ল হুড়াহুড়ি।
তুই ছিলি মরা শব জুটিয়া বালারা সব
তোরে ফেলে যায় অই বাড়ী॥
শব ছিলি এই রাত্রে প্রাণপ্রাপ্ত এইমাত্রে
এ মাহাত্ম্য সে মেজ দাদার।
প্রতিষ্ঠা বাড়িবে বলে তোরে ভাসায়েছে জলে
মনে তোর রাম অবতার॥
হরিচাঁদ রূপনীরে বাছাধন সে পাথারে
একেবারে দিয়াছিল ঝাঁপ।
যাহা কহ তাহা ঠিক শুনিতে যেন বিদিক
রামলীলা ভাবের প্রলাপ॥
দন্ডেক নিশি থাকিতে হীরামন তথা হ'তে
গৃহে যায় এক নায় উঠে।
মল্লকাঁদি গ্রামে এসে খালকূলে নেমে শেষে
রাউৎখামার যায় হেটে॥
হীরামনে দরশনে সকলে আশ্চর্যগণে
হইল হৃদয় প্রফুল্লিত।
রামাগণে বামাস্বরে হুলুধ্বনি সবে করে
জ্ঞাতি বন্ধু সবে পুলকিত॥
হীরামন প্রাণ পান ব্যাধিমুক্ত দেশে যান
শ্রীহরি চরিত্র সুধাধার।
এ দুস্তার ভবার্ণবে হরি-তরী কর সবে
কহে দীন রায় সরকার॥

হীরামনের দেশাগমনে সকলের শ্রীহরির প্রতি ঐশিভাব প্রকাশ ও হীরামনের পুত্রের জন্ম ও মৃত্যু।

পয়ার

হীরামন দরশনে শ্রীচৈতন্য বালা।
কহে হরি ঠাকুরের কি আশ্চর্য লীলা॥
এ কভু সামান্য নহে পুরুষ প্রধান।
এখনে আমার যে হ'তেছে ব্রহ্মজ্ঞান॥
নলিয়া জামালপুরে হয়েছিল বার।
সেই হরি ওঢ়াকাঁদী হ'ল অবতার॥
নলিয়া, যখন বার হইল বিখ্যাত।
মুখের কথায় কত ব্যাধি সেরে যেত॥
তদধিক রূপে এই হরি বর্তমান।
মরা গরু বাঁচে মরা দেহে পায় প্রাণ॥
ইতিপূর্বে বার হ'ল সফলাডাঙ্গায়।
সফলাডাঙ্গার বার হরিচাঁদ পায়॥
হরি এসে হরিচাঁদে আবির্ভূত হ'ল।
মরা হীরামনে হরি তাই সে বাঁচাল॥
নলিয়া যে বার মোর মনে হেন লয়।
সেই বার এসেছিল সফলাডাঙ্গায়॥
তারপর সেই বার হরিচাঁদ পায়।
বেশী দিন থাকে হেন বিশ্বাস না হয়॥
মৃদুভাষে হেসে হেসে হীরামন বলে।
চিনেও চিনিতে নারে দূরদৃষ্টি হ'লে॥
দেশে এসে হীরামন গৃহকর্ম করে।
এক ছেলে হ'ল তার কিছুদিন পরে॥
প্রভু আজ্ঞা নারী ঋণ শোধ হ'লে পরে।
ত্যাজিয়া সকল কার্য হরিনাম করে॥
সবে বলে এ কেন বাঁচিয়া এল দেশে।
মরিলেই ভাল হ'ত এই সর্বনেশে॥
দিবসেতে ঘরে থাকে দ্বার বন্ধ করি।
ঝুঁকি ঝুঁকি গায় গুণ বলে হরি হরি॥
নিশাভাগে থাকে যোগে গিয়া সে শ্মশানে।
কখনে কি করে তাহা কেহ নাহি জানে॥
হিরার রমণী যত মেয়েদিকে কয়।
তোমরা না জান উনি রাত্রে কোথা রয়॥
কোথা যায় নিশিতে না থাকে মোর কাছে।

কার সঙ্গে যেন ওর গুপ্ত প্রেম আছে।।
সব নারী বলে হীরামনের নারীকে।
তুই কেন দেখিস না কোথা গিয়া থাকে।।
যখন উঠিয়া যায় টের যদি পাস।
অলক্ষিতে তুই ওর সাথে সাথে যা'স।।
তাই শুনি সেই ধনি জাগরীতা রয়।
যখনে সে হীরামন শ্মশানেতে যায়।।
লুকাইয়া পিছে পিছে সঙ্গে সঙ্গে গেল।
দেখিলেন পতি গিয়া শ্মশানে বসিল।।
গৃহে এসে সেই নারী সকলে বলেছে।
শ্মশানেতে থাকে ওরে ভূতে পাইয়াছে।।
শেষ রাত্রে হীরা এসে ডাকে ঘনে ঘনে।
তার নারী জাগরীতা ডাক নাহি শুনে।।
ঘুচাইতে দ্বারে হীরামন মারে লাথি।
তবু দ্বার ছাড়িল না সেই দুষ্টামতি।।
হীরামন শান্ত মন র'ল বাহিরিতে।
সে ধনির ছিল এক বালক কোলেতে।।
সকালে হইল ব্যাধি দিন গত হয়।
শ্বাসবদ্ধ মৃত্যু হ'ল সন্ধ্যার সময়।।
সবে বলে হীরামনে পাগলামি কর।
মরিয়াছে পুত্র তব পা'র যদি সার।।
নহে এই ছেলে ল'য়ে ওঢ়াকাঁদী যাও।
যে মতে বাঁচিলে তুমি সে মতে বাঁচাও।।
সে কথা শুনিয়া হীরামন গৃহে গেল।
গৃহদ্বার বন্ধ করি যোগেতে বসিল।।
কেমনে সারিব পুত্র মনেতে ভেবেছে।
যোগবলে প্রাণ দিব বাঁচে কিনা বাঁচে।।
এত বলি হরি বলি প্রহরেক পরে।
ছেলের জীবন দিতে মাথা চেপে ধরে।।
হীরামনের রমণী কহিছে তাহারে।
মরা ছেলে রাখ কেন ফেলে এস ওরে।।
মুখ কাছে মুখ দিয়া দেহে দিবে প্রাণ।
বালকের মুখ যবে করিছে ব্যাদন।।
তাহা দেখি সেই ধনি করিছে চিৎকার।
মরা খায় মরা খায় একি ব্যবহার।।
আমাদের উহারে যে পাইয়াছে ভূতে।
মরা ছেলে হা করিয়া লেগেছিল খেতে।।
এতেক শুনিয়া সাধুর ক্রোধ উপজিল।
বালক ত্যাজিয়া তবে বাহিরে আসিল।।
বালকে লইয়া সবে ফেলাইয়া দিল।
ক্রোধেতে চৈতন্যবালা কহিতে লাগিল।।
আমরা ভেবেছি সবে বেঁচে এল হীরে।
হরিচাঁদ বাঁচায়েছে হরিনাম জোরে।।
তাহা কভু নহে ওরে ভূতে পাইয়াছে।
নিশা কিংবা ব্রহ্মদৈত্য জীবন দিয়াছে।।
নাহি করে গৃহকার্য মানুষ এ নয়।
মানুষ হইলে গৃহকার্যে মন লয়।।
হীরার যে রীতিনীতি সব গেল বোঝা।
ভূত ছাড়াইতে আন খগুজ্ঞানী ওঝা।।
হরিপ্রেম বিকারেতে হীরামন রোগী।
কবি কহে ভব ব্যস্ত এ রোগের লাগি।।

গোস্বামী হীরামনের প্রতি কালাচাঁদ ফকিরের অত্যাচারের বিবরণ।

পয়ার

সাহাপুর মধ্যেতে আঁধারকোটা গ্রাম।
সেখানে ফকির আছে কালাচাঁদ নাম।।
সে ফকির পরিচয় কহিব এখন।
নাম কালাচাঁদ নমঃশূদ্রের নন্দন।।
বাওয়াল করিত গিয়া বাওয়ালীর সনে।
শিক্ষা তার মুসলমান ফকিরের স্থানে।।
লক্ষ্মীকালা ফকির সে ব্রাহ্মণের ছেলে।
বাদায় থাকিত সেও ফকিরামী নিয়ে।।
তাহার নিকটে শিক্ষা করে কালাচাঁদ।
ফকিরামী শিখে বাদা করেন আবাদ।।
আদি যে ফকির সেও মুসলমান ছিল।

সে ফকির হইতে ইহারা শিক্ষা নিল।।
চকে গিয়া দিত গাজী কালুর দোহাই।
চকে চকে বনে বনে নামিত সবাই।।
কালীর দোহাই দিত মনসা পূজিত।
বরকোত বিবি, লক্ষ্মীকালাকে ডাকিত।।
মাদার মুরসিদ বলি ছাড়িত জিগীর।
খোদার ফকির মুই আল্লাহ ফকির।।
আল্লা আলী হজরত আর লক্ষ্মীকালা।
হিন্দু ছেলে দিত গলে তছমীর মালা।।
হেলেল্লা হেলেল্লা বলে হইত আকুল।
হাতে ছিল লক্ষ্মীকালা দত্ত এক রুল।।
চকে গিয়া লোকে সুন্দরী কাঠ কাটিত।
রুল দিয়া গাছে এক আঘাত করিত।।
সেই আঘাতের শব্দ যতদূরে যেত।
তাহার মধ্যেতে সব সুন্দরী ছেদিত।।
দূরে গিয়া একজনে শব্দ শুনিত।
চারিদিকে চারি জন দাঁড়ায়ে রহিত।।
যতদূর শব্দ করি উঠিত সে রুল।
তাহার মধ্যেতে নাহি থাকিত শার্দূল।।
এই ধর্ম ছিল তার লোকমুখে শুনি।
হিন্দুধর্ম কিয়দংশ সকল যাবনি।।
শুকর কচ্ছপ নাহি করিত ভোজন।
মেষ অজা পেজ রসুন কুকুড়া ভক্ষণ।।
কচ্ছপ বরাহ মাংস বলিত হারাম।
রুলের আঘাতে করে রোগের আরাম।।
জ্ঞাতিগণে ডেকে বলে শ্রীচৈতন্য বালা।
এই ফকিরকে এনে সার এ পাগলা।।
লোক পাঠাইয়া সেই ফকির আনিল।
লোক সঙ্গে করিয়া সে ফকির আসিল।।
বাটীর উপরে যবে উঠিল ফকির।
হক আল্লা বলিয়া সে ছাড়িল জিগীর।।
যথা ছিল হীরামন সেইখানে যায়।
রুলখানা ধরি হীরামনকে দেখায়।।
এক এক বার রুল ঊর্দ্ধেতে ফেলায়।
ফেলাইয়া শূন্য হতে পুনঃ ধরি লয়।।
লোফা লোফী করে রুল হীরামন আগে।
দর্প করি হীরামনে কহে রাগে রাগে।।
হারে রে পাগলা কেন কর পাগলাই।
তোরে সারিবারে এল লক্ষ্মীকালা সাঁই।।
রুলাঘাতে করিব যে পাগলাই দূর।
দেখিব কেমন তুই পাইলি ঠাকুর।।
মম বাক্য না রাখিস করিস বাড়াবাড়ি।
পাগলামি করিলে মারিব রুলের বাড়ী।।
সারিবি কি না সারিবি বলরে এখন।
শুনিবি কি না শুনিবি আমার বচন।।
দৃকপাত তাতে নাহি করে হীরামন।
ঝুঁকে ঝুঁকে করে হরিনাম সংকীর্তন।।
প্রেমোন্মত্ত হীরামন উঠিয়া দাঁড়ায়।
ফকিরের পানে হীরে ফিরে ফিরে চায়।।
ফকির কহিছে তুই আয় হীরামন।
বাহিরে আসিয়া বাছা লওরে আসন।।
তাহা শুনি হীরামন উঠিয়া দাঁড়ায়।
আসন পাতিয়া এসে বসিল তথায়।।
ফকির তখন রুল হস্তেতে করিয়া।
মাটিতে আঘাত করে হক আল্লা বলিয়া।।
পুনঃ পুনঃ করে রুল মাটিতে আঘাত।
হীরামন তাতে নাহি করে দৃষ্টিপাত।।
ফকির বলেন তুই এসেছিস কেরে।
হকের বাজারে মোরে পরিচয় দেরে।।
কথা শুনি হীরামন চাহে একদৃষ্টে।
ফকির রুলের বাড়ী মারে তার পৃষ্ঠে।।
তাহাতেও হীরামন কিছুই না বলে।
পুনশ্চঃ আঘাত করে বাহুসন্ধি স্থলে।।
তাহাতেও হীরামন মৃদু মৃদু হাসে।
স্থির হ'য়ে থাকে সাধু আসনেতে বসে।।
ফকির সে হীরামনে ওঠ ওঠ কয়।

অমনি সে হীরামন উঠিয়া দাঁড়ায়॥
ফকির যখনে বলে বয় বয় বয়।
হীরামন আসনে বসেন সে সময়॥
ফকির বলেন তবে সবারে ডাকিয়া।
দেখ সবে গেছে এর পাগল সারিয়া॥
যাহা কহি তাহা করে ব্যাধিমুক্ত হ'ল।
বিদায় করহ মোরে বিপদ ঘুচিল॥
তা শুনি চৈতন্য বালা ফকিরকে কয়।
অদ্য থাক কল্য মোরা করিব বিদায়॥
সংসারে কার্য হীরে করিবে যখন।
তোমাকে বিদায় মোরা করিব তখন॥
ফকির বলিল হীরে দণ্ডবৎ কর।
আসন ছাড়িয়া বাছা উঠে যারে ঘরে॥
পরদিন ফকিরকে বলে সব বালা।
পাগল সেরেছে নাকি দেখ লক্ষ্মীকালা॥
হীরামনে ডাক দিয়া আনহ প্রত্যক্ষে।
আরোগ্য হ'য়েছে কিনা দেখহ পরীক্ষে॥
হীরামনে ডাক দিয়া তখনে আনিল।
আসন উপরে হীরামন বার দিল॥
ফকির বলেছে বাছা কহ শুনি কথা।
হেট মুণ্ডে রহে সাধু নাহি তুলে মাথা॥
মাথা নাহি তুলে সাধু শ্বাস ছাড়ে দীর্ঘ।
সবে বলে কই হ'ল রোগের আরোগ্য॥
রুষিয়া উঠিল তবে ফকির বর্বর।
বড়শী পোড়ায়ে ধরে গ্রীবার উপর॥
সারিয়া না সারিস করিস অপযশ।
এরূপে যাতনা দেয় সপ্তম দিবস॥
ফকিরকে কহে সবে যদি নাহি পার।
তবে আর কেন মিছে পরিশ্রম কর॥
ফকির একথা শুনি দড়ি পাকাইল।
পিটমোড়া দিয়ে হীরামনকে বাঁধিল॥
দল কাটা বেকী অস্ত্র পোড়ায়ে আগুনে।
গ্রীবার উপরে অগ্নি ধরিল তখনে॥
কিছু নাহি কহে হীরামন মৃদু হাসে।
ফকির কহিছে ইহা সহে কই মানুষে॥
ইহাকে সারিতে আমি হইলাম ত্যাক্ত।
সারা বড় কষ্ট হ'ল দৃষ্টি বড় শক্ত॥
ইহাকে যে ধরেছে করিব তারে ধ্বংস।
খাওয়াইতে হবে কাঁচা কচ্ছপের মাংস॥
চেষ্টা করি কাঠা আন আর আন ঢালো।
তারে খাওয়াইব এবে যে এসে ধরিল॥
আনিয়া কচ্ছপ মাংস তাহাকে খাওয়ায়।
হাত পেতে এনে মাংস গ্রাসে গ্রাসে খায়॥
তবু হীরামন নাহি হয়েন সদ্ভাব।
ফকির বলেছে এযে বড় অসম্ভব॥
পুনঃ পৃষ্ঠমোড়া দিয়া দুবাহু বাঁধিল।
হস্তদ্বয় বাঁধি তার একত্র করিল॥
সূক্ষ্ম তন্তু দিয়া তার বাঁধিল যে কর।
দুই দুই আঙ্গুল করিয়া একতর॥
ওঝা বলে ছেড়ে যাবি কিনা যাবি বোঝ।
এত বলি আঙ্গুলির মধ্যে মারে গোঁজ॥
খর্জূর কন্তক তবে চারিটি আনিয়া।
নখতলে মাংস মধ্যে দিল বিঁধাইয়া॥
ভাল রজ্জু দিয়া দিল পিঠ মোড়া বাঁধা।
নাহি তাতে হা হা হুঁ হুঁ নাহি তাতে কাঁদা॥
কেহ যদি বলে কেন এত কষ্ট কর।
ওঝা বলে তোমরা তা বুঝিবারে নার॥
হা হা হুঁ হুঁ নাহি করে পাও নাহি দিশে।
যার দৃষ্টি তার কষ্ট ওর কষ্ট কিসে॥
হীরাতে কি হীরা আছে সে হীরা এ নয়।
তা হ'লে কি হারামের কাঁচা মাংস খায়॥
পুনর্বার বেকী অস্ত্র আগুনে পোড়ায়।
পোড়া ঘা উপরে যবে ধরিবারে যায়॥
এমন সময় উঠি হুঙ্কার করিয়া।
গাত্রমোড়া দিয়া দড়া ফেলিল ছিঁড়িয়া॥
হাত ঝাড়া দিলে কাঁটা খসিয়া পড়িল।

আঙ্গুল বন্ধন হাত মোড়ায়ে ছিঁড়িল॥
স্বাভাবিক ভাবে যে শরীর তার ছিল।
ভয়ঙ্কর দেহ তার দিগুণ বাড়িল॥
বেকী অস্ত্র কাড়িয়া লইল অতি কোপে।
আরক্তলোচন ক্রোধে ওষ্ঠাধর কাঁপে॥
দাঁড়াইল হীরামন অপরূপ দেহ।
যে দেখিল সে হইল জ্ঞান হারা মোহ॥
ভূমিকম্প প্রায় বাড়ী লড়িয়া উঠিল।
স্ত্রী পুরুষ নাহি হুশ ঢলিয়া পড়িল॥
ছিল সে চৈতন্য বালা পীড়ির উপরে।
তার দিকে ধেয়ে যায় বেকী অস্ত্র ধরে॥
কতদিনে শাস্তিভোগী মনে বড় কোপ।
ক্রোধভরে চৈতন্যরে মারে এক কোপ॥
সে কোপ লাগিল গিয়া চালের উপরে।
চাল কাটি খাম্বা কাটি লাগে তার শিরে॥
চেঁচায়ে চৈতন্য বলে রক্ষা করে কেবা।
রাখরে রাখরে ওরে কালাচাঁদ বাবা॥
কিয়দংশ কোপ লাগে চৈতন্যরে শিরে।
রক্ত বয় মোহ যায় বাক্য নাহি সরে॥
মোহপ্রাপ্ত ফকির সে চৈতন্য পাইল।
বাবারে চাচারে বলে চেঁচায়ে দৌড়িল॥
ফকিরের প্রতি পরে হইল ধাবমান।
ফেলিয়া মারিল সেই বেকী অস্ত্র খান॥
পাও কাটে ফকিরের বেকী অস্ত্র পশি।
দৌড়িয়া ফকির গেল চারি পাঁচ রসি॥
রুধিরের ধারা বহে পাও গেল কাটি।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে করে ছটফটি॥
এল এল বলে ওঝা ওঠে আর পড়ে।
কৃষকেরা বলে শালা দূর পাতি নেড়ে॥
দলে দলে কৃষাণ রয়েছে মাঠ জুড়ে।
বসে বলে দূর দূর শালা পাতি নেড়ে॥
ফকির তাড়ায়ে পড়ে গৃহেতে প্রস্থান।
হীরামনে দেখে সবে ভয়ে কম্পমান॥
সবে চিত ভয়ে ভিত ভূতবৎ রয়।
সবে ভাবে যেন কবে প্রমাদ ঘটায়॥
সাধুজনে বলে এযে কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদ।
এ জনার মন রহিয়াছে হরিচাঁদ॥
অক্রুর গুরুচরণ আর কোটিশ্বর।
তারা বলে এ মানুষ রুদ্র অবতার॥
মন মানুষেতে মন হ'য়েছে ইহার।
সামান্য মানুষ নহে উগ্র কলেবর॥
যে ভাবে ঘটেছে সেই ভাবেতে থাকুক।
কেহ কিছু না বলিও যা ইচ্ছা করুক॥
বিনয় চৈতন্য বলে শুন ওরে বাপ।
অপরাধী তোর ঠাই করিয়াছি পাপ॥
শুনি কথা হীরামন মৃদুভাষে বলে।
লাফিয়া প্রস্রাব কর কমলের দলে॥
হারে কটা ভেক বেটা কর কট্ কট্।
ষট্ পদে সুধাস্বাদে তুমি কর হট্॥
এইভাবে কিছুদিন নিজালয় থেকে।
চলিলেন হীরামন উত্তরাভিমুখে॥
হরি হরি হরি হরি হরি হরি বল।
হরি বলি রসনা শ্রীহরিধামে চল॥

গোস্বামীর শ্রীধামে গমন।

পয়ার

সোজা সুজি চলিলেন উত্তার নয়নে।
পথ কি বিপথ তাহা কিছুই না জানে॥
বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে থেকে কিছুক্ষণ।
ঝুঁকে ঝুঁকে করে হরিনাম উচ্চারণ॥
পরিধান বস্ত্র ফেলে কিঞ্চিৎ ছিঁড়িয়া।
চলিলেন মাত্র এক লেংটি পরিয়া॥
সম্মুখে বাঁধিল অগ্রে বিল খাগাইল।
মল্লবিল হাটঝাড়া, তালতলা বিল॥
বেথুড়িয়া ঘৃতকাঁদি বিল খাল যত।
কতক হাঁটিয়া পার সাঁতরেতে কত॥

জপিতে গাইতে হরে কৃষ্ণ রাম নাম।
উপনীত ওড়াকাঁদি প্রভুর শ্রীধাম।।
বীররসে রাগাত্মিকা ভাবের উদয়।
দেখি প্রভু হীরামনে ক্রোড়েতে বসায়।।
হীরামনে পুকুরের ঘাটে ল'য়ে পরে।
শ্রীকরেতে শ্রীনাথ শ্রীঅঙ্গ ধৌত করে।।
কর্দম শৈবাল অঙ্গে লেগে রহিয়াছে।
কমল-কন্টক অঙ্গ ক্ষত করিয়াছে।।
ধৌত করি হস্ত ধরি গৃহেতে লইল।
কর্পূর মিশ্রিত তৈল অঙ্গে মাখাইল।।
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে ওরে হীরামন।
কেমনে করিলি সহ্য যবন পীড়ন।।
এতকষ্ট দিল দুষ্ট পাপিষ্ঠ যবন।
এত মান্য নেড়েরে করিলি কি কারণ।।
ঘৃণা কি হ'ল না কিছু ওরে বাছাধন।
কচ্ছপের কাঁচা মাংস করিতে ভোজন।।
হীরামন বলে মন সকলইত জান।
জেনে শুনে তবে আর জিজ্ঞাসিলে কেন।।
সকলে কেবল কহে ফকির ফকির।
হক আল্লা বলে নেড়ে ছাড়িল জিগির।।
আমি ভাবি হক আল্লা বলিল মুখেতে।
হক ছাড়া না হক সে করিবে কি মতে।।
পোড়াইয়া দিল অঙ্গ তাহা করি সহ্য।
তবু ভাবি এই বুঝি করে হক কার্য।।
পোড়া অস্ত্র ধরে গ্রীবা মেরুদণ্ড পর।
তবু আমি ভাবি এত আল্লার নফর।।
আল্লার ফকির বলে আগে মানিলাম।
ঠক মানিলাম শুনে হক আল্লা নাম।।
আল্লা রূপা রাধা আল্লা কৃষ্ণ আহ্লাদিনী।
প্রণয় বিকৃতি রাধা কৃষ্ণ প্রণয়নী।।
'কামবীজ কৃষ্ণ' 'কাম গায়ত্রী রাধিকা'।
কৃষ্ণমন্ত্রবীজ রাধা প্রধানা নায়িকা।।
কৃষ্ণ বীজ কলিম রহিম বীজ শক্তি।
'ক' কারে 'ল' কার 'ই' কার চন্দ্রবিন্দু যুক্তি।।
'ক' 'ল' 'ই' বিন্দু আর বিসর্গ অনুস্বার।
'ম' কারে অনুস্বার ইহা কৈলে একতর।।
তাতে হয় কৃষ্ণবীজ বীজরূপা রাধা।
কলিম শক্তির বীজ শ্রীকৃষ্ণ আরাধা।।

শ্লোক

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতিহলাদিনী শক্তিত্রস্ব-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদৌ গতৌ
তৌ, চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা,
রাধাভাব দ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।

পয়ার

সেই'ত হলাদিনী শক্তি সবাকার হক।
সেই হক তুমি হরি সবার জনক।।
যার মনে যেই মত সেই পথে ধায়।
যেভাবে যেভাবে ডাকে, ডাকে হে তোমায়।।
তাহাতেই মানিলাম তুমি আল্লা হক।
তোমাকে ডাকিল ভাবি তোমার সেবক।।
তাই ভাবি মানিয়া অমান্য কিসে করি।
যাহা কহে তাহা করি থাকি ধৈর্য ধরি।।
এ বুঝি হকের কার্য হয় ফকিরের।
তাই ভেবে কাঁচা মাংস খাই কচ্ছপের।।
প্রভু কহে তবে কেন মারিলিরে বাপ।
মানিয়া না মানিলে ত' হতে পারে পাপ।।
হীরামন বলে পাপ পুণ্য নাহি জানি।
আমি জানি তুমি হর্তা কর্তা রঘুমণি।।
সে বলে যে পাগলারে খাওয়ারে হারাম।
তার বাক্য শুনে মনে জাগে সীতারাম।।
হারাম শুনিয়া রসনায় বাড়ে ক্ষুদা।
দিল মাংস খাইলাম সুধাধিক সুধা।।
পিটমোড়া দিয়া টেনে বাঁধে দুই কর।
বাঁধিয়া মারিল গোঁজা নখের ভিতর।।

এই মত শাস্তি দিল যবনের বেটা।
নখতলে বিঁধাইল খেজুরের কাঁটা॥
তথাপি ভাবিনু যেই বলে আল্লা হক।
সে মেরেছে এতে নয় খ'সে যাবে নখ॥
বেকী দা পোড়ায়ে যবে আনে পুনর্বার।
এ দেহে তখনে সহ্য না হইল আর॥
এ সময় তোমাকে দেখিনু গদাধর।
গদা ধরি দাঁড়াইলা মস্তক উপর॥
ক্রোধে কাঁপে ওষ্ঠাধর আজ্ঞা দিলে মোরে।
মার ফকিরেরে মার চৈতন্য বালারে॥
তব শ্রীমুখের আজ্ঞা যদি পায় হীরে।
ব্রহ্মাণ্ড ডুবা'তে পারে গোষ্পদের নীরে॥
ত্রেতাযুগে তব শ্রীমুখের আজ্ঞা পাই।
আঠার বর্ষের পথ এক লম্ফে যাই॥
আনিনু গন্ধমাদন তব কৃপাগুণে।
কপি তনু ধরি হনু ভানুকে শ্রবণে॥
ব্রাহ্মণ অগস্ত্য মুনি তব কৃপালেশে।
সপ্ত সমুদ্রের জল খাইল গণ্ডূষে॥
চন্দ্র সূর্য শূন্যে চলে অচল সচল।
বাসুকিরে দিলে শিরে ধরা ধরা বল॥
মম শিরে দাঁড়াইয়া আজ্ঞা দিলে তাই।
যবনে মানিস কেন ওতে কিছু নাই॥
তব পাদপদ্ম দৃষ্টি করি দয়াময়।
ঝাঁকি দিলে কন্টক বন্ধন খ'সে যায়॥
কোপ দৃষ্টে কটা ভেক পানেতে চাহিয়া।
কোপ দিলে ভেক বেটা পড়িল শুইয়া॥
ঈষৎ আঘাত মাত্র লাগিল মাথায়।
লাগিল সামান্য কোপ ফকিরের পায়॥
মারিতে দিলেনা প্রভু তুমি কৈলে মানা।
মারিতে আমার মনে হ'ল বড় ঘৃণা॥
সকল তোমার খেলা কি খেলা খেলাও।
করিয়া করাও রঙ্গ মারিয়া মারাও॥
মহাপ্রভু বলে আর কহিতে হবে না।
জানি সব তবু ইচ্ছা তোর মুখে শুনা॥
বাছা তোর অঙ্গ ধৌত করেছি যখন।
বাহু নখ ব্যাথা মম ঘুচেছে তখন॥
পোড়া অস্ত্রে অঙ্গ পুড়ে করে কৃষ্ণবর্ণ।
চেয়ে দেখ মম অঙ্গে সেই সব চিহ্ন॥
তাহা দেখি হীরামন কেঁদে ছাড়ে হাই।
এই জন্য আমি কোন কষ্ট পাই নাই॥
হীরামন বলে আজ্ঞা কর শ্রীনিবাস।
যবনেরে সবংশেতে করিব বিনাশ॥
প্রভু বলে তোর কিছু হবে না করিতে।
স্বকর্মে হইবে ধ্বংস আপন পাপেতে॥
মম প্রাণাধিক তুই উত্তম পুরুষ।
পরাধীন নহ বাছা খাসের মানুষ॥
যথা তথা আছ বাছা তথা আমি আছি।
তোর কাছে বাছা আমি বিক্রিত হয়েছি॥
ত্রেতাযুগে বিভীষণে বলে ভগবান।
সাধুর জীবন মৃত্যু উভয় সমান॥
অমনি বাহির হ'ল বিবর্ত পাগল।
অনুক্ষণ মহাভাবে থাকেন বিহ্বল॥
অদ্ভুত করুণ হাস্য রসেতে বিভোলা।
কভু থাকে গৃহেতে কখন বৃক্ষতলা॥
কভু থাকে শ্মশানে কখন থাকে জলে।
কভু থাকে বনে কভু ধান্য ভূমি আ'লে॥
কখন বসিয়ে থাকে কখন শুইয়ে।
অবিরাম করে নাম ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে॥
যেচে দিলে কিছু খায় নৈলে অনাহার।
অন্ন ব্রহ্ম জ্ঞান নাহি জাতির বিচার॥
প্রখর রৌদ্র বর্ষণে নাহি ছায়া ছত্র।
শীতে গ্রীষ্মে সমভাব নাহি পাখা বস্ত্র॥
কখন উলঙ্গ কভু পরে মাত্র লেংটি।
বিল খাল নদ নদী পার হয় হাঁটী॥
ভাদ্রমাসে মধুমতি বানস্রোত বয়।
হিল্লোল কল্লোল করে দেখে লাগে ভয়॥

সেই জলে হীরামন হেটে পার হয়।
তরঙ্গ উঠিলে মাত্র জানু ডুবে যায়॥
কভু বিল মধ্যে দিয়া হেটে পার হয়।
কভু বক্ষ ডুবে কভু সাতারিয়া যায়॥
জলে ভাসে হীরামন হংসের আকার।
কেহ বলে গোঁসাই উঠহে নৌকাপর॥
ধরিতে পারেনা কেহ বলেন গোঁসাই।
কার নৌকা বাহিব নিজের খানা বাই॥
এইভাবে গোস্বামীর বিহার বিরাজ।
কহিছে তারকচন্দ্র কবি রসরাজ॥

ফকিরের শেষ বিবরণ।

পয়ার

ফকির বাওয়ালে গিয়া রুল বাজাইত।
রুল শব্দে ব্যাঘ্র স্তব্দ বাওয়াল করিত॥
হীরামনে শাস্তি দিয়া গেল বা'য়ালেতে।
পারিল না চক মধ্যে লোক নামাইতে॥
গাছেতে আঘাত করে ধরে সেই রুল।
শব্দ নাহি হয় ক্রোধে হুংকারে শার্দূল॥
কাঠ কাটিবারে নারে আইল ফিরিয়ে।
দেশে এসে রহিল সে ব্যাধিযুক্ত হ'য়ে॥
দেখিলে সে ফকিরেরে নাহি মানে লোকে।
রোগ না সারিতে পারে কেহ নাহি ডাকে॥
হীরামনে মেরে হইয়াছে মহাপাপী।
রোগে ভোগে ক্রমে ক্রমে জনমিল হাপী॥
প্লীহা হ'য়ে ক্রমে হ'ল প্লীহা আমরেখী।
গণ্ডস্থল খসে প'ল জিহ্বা লকলকি॥
রস পৈত্তিকের রোগে হাতে ঘা হইয়ে।
আঙ্গুলি খসিয়া প'ড়ে গেল সে মরিয়ে॥
একেবারে ফকিরের হইল নির্বংশ।
বাতি দিতে না রহিল পরিবার ধ্বংস॥
কেহ কেহ বলে ভাই দেখরে সকল।
হীরামনে হিংসা করে ধ'রেছে কি ফল॥
কহিছে তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।
সাধু হিংসা যে করে তাহার মুণ্ডে বাজ॥

মধ্যখণ্ড

দ্বিতীয় তরঙ্গ

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রী বৈষ্ণব দাস জয় গৌরী দাস॥
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোকচন্দ্র জয় শ্রী লোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ॥

মহা সংকীর্তনে শমনাবির্ভাব

পয়ার

ঠাকুরের আগমন রাউৎখামারে।
হরি সংকীর্তন হয় প্রতি ঘরে ঘরে॥
প্রভু সঙ্গে ফিরে ভক্ত সকল সময়।
হাসে কাঁদে নাচে গায় প্রফুল্ল হৃদয়॥
ওঢ়াকাঁদি হ'তে যান রাউৎখামার।
মাস পক্ষ সপ্তাহ থাকিয়া যান ঘর॥
প্রভু অল্প সময় থাকেন নিজ ঘর।
বেশী থাকে মল্লকাঁদি রাউৎখামার॥
মল্লকাঁদি মৃত্যুঞ্জয় ভক্ত শিরোমণি।
কাশীশ্বরী নাম ধরে তাহার গৃহিণী॥
তাহার সেবায় বাধ্য প্রভু অহর্নিশি।
প্রভু সেবা কার্য করে যেন সেবাদাসী॥
দুই তিন দিন কিংবা সপ্তাহ পর্যন্ত।
মৃত্যুঞ্জয় ভবনে থাকেন শান্তি-কান্ত॥

মল্লকাঁদি রাউৎখামার দুই গ্রামে।
থাকিতেন যতদিন সদামত্ত প্রেমে॥
যে দিন থাকিত ঠাকুর যা'র আলয় ।
তাহার হইত চিত্ত প্রেমানন্দময়॥
আন কথা আন শব্দ না ছিল কেবল।
ঘরে ঘরে পরস্পরে সুধা হরিবোল॥
কৃষিকার্য কৃষকেরা করে দলে দলে।
সতত সবাই মুখে হরি হরি বলে॥
গৃহকার্য সমাধা করিত দিবসেতে।
প্রভুর নিকট যেত সন্ধ্যার অগ্রেতে॥
যে গৃহেতে ঠাকুরের ভোজন হইত।
হইত লোকের ঘটা দুই তিন শত॥
কৃষ্ণকথা হরিনাম সংকীর্তন রঙ্গে।
সারারাত্রি কাটাইত ঠাকুরের সঙ্গে॥
এক ঠাই হ'য়ে লোক দুই তিন শত।
নাম সংকীর্তন রঙ্গে রাত্রি কাটাইত॥
এই মত নাম গান হইত যে স্থান।
কেমনে যামিনী গত না থাকিত জ্ঞান॥
কখন হইত ভানু উদিত গগণে।
ভাবে মত্ত তাহা না জানিত কোন জনে॥
খেয়েছে কি না খেয়েছে তাহা মনে নাই।
চৈতন্য হইয়া বলে দেও দেও খাই॥
সময় সময় হেন হইত উতলা।
কেহ বলে ভাইরে ঘুচিল ভব জ্বালা॥
কেহ বলে পেয়েছিরে মনের মানুষ।
কেহ বা হুঁশেতে বলে কেহ বা বিহুঁশ॥
গড়াগড়ি পড়াপড়ি জড়াজড়ি হয়।
কেহ কার গায় পড়ে কেহ বা ধরায়॥
ঢলাঢলি ফেলাফেলি কোলাকোলি হয়।
ধরাধরি করি কেহ কাহারে ফেলায়॥
কে বলে পড়িয়াছি আর উঠা নাই।
পড়িয়াছি ভব কূপে তুলে নেরে ভাই॥
কেহ বলে কি শুনালি কহিলি কিরূপ।
হরি প্রেম বাজারে কি আছে ভবকূপ॥
কেহ বলে কি কহিলি হারাইলি দিশে।
এসেছে দয়াল হরি ভব কূপ কিসে॥
বীররসে কেহ করে বীরত্ব প্রকাশ।
কেহ বলে শমনের লেগেছে তরাস॥
কেহ বলে ওরে ভাই আমি যে শমন।
মম ত্রাস নাই তার সার্থক জীবন॥
কেহ বা প্রলাপ করে হইয়া পুলক।
কেহ বলে কিসে তোর জনম সার্থক॥
এতবলি কেহ ধরে শমনের চুল।
আজরে শমন তোরে করিব নির্মূল॥
সে জন কহিছে ভাই মেরনা আমারে।
কি দোষ করেছি আমি তোদের গোচরে॥
যে জন করয় পাপ তারে দেই সাজা।
পবিত্র চরিত্র যার তারে করি পূজা॥
কোন জন বলে জম কি কহিলি কথা।
পতিতপাবন এল পাপ আছে কোথা॥
তুই না করিতি যম পাপীর তাড়ন।
তেঁই তোরে বেঁধেছিল লঙ্কার রাবণ॥
রাবণ মারিয়া তোরে যে করে উদ্ধার।
সেই প্রভু হরিচাঁদ দয়াল অবতার॥
যে হরি করেছে তোর এত উপকার।
তার উপকার কিবা করিলি এবার॥
ওঢ়াকাঁদি হরিচাঁদ হয়েছে প্রকাশ।
পাপ তাপ দূরে গেল তিমির বিনাশ॥
হরিনামে জয়ডঙ্কা বেজেছে সংসারে।
এ দেশে পাতকী নাই নিবি তুই কারে॥
কহিছে শমন যেবা করে হরিনাম।
তাহার শ্রীপদে মম অনন্ত প্রণাম॥
গিয়াছে আমার গর্ব মেরনারে ভাই।
কি দোষ করেছি আমি হরিভক্ত ঠাই॥
এসেছে দয়াল হরি বলা'য়েছে হরি।
তোমাদের স্পর্শ হেতু হরিনাম করি॥

উপকারী হই আমি অপকারী কিসে।
হরিভক্ত হয় মানুষ আমার তরাসে॥
হরিভক্ত হয়ে কেন ধর মম চুল।
আমি হই হরিপদ ভজনের মূল॥
মম ডরে সবে করে সাধন ভজন।
হরিভক্ত রক্ষাকারী আমি একজন॥
যে জন প্রভুর ভক্ত যুগেতে যুগেতে।
অহৈতুকী হরিভক্ত বিনা আকাংখ্যাতে॥
ব্রহ্মত্ব ইন্দ্রত্ব পদ তুচ্ছ তার আগে।
আছি কিনা আছি আমি মনেও না জাগে॥
তার সাক্ষী শুন ভাই পাণ্ডব গীতায়।
কুন্তী যে প্রার্থনা করে শ্রীকৃষ্ণের পায়॥

শ্লোক

স্বকর্মফলনির্দিষ্টাং যাং যাং যোনীং ব্রজাম্যহম্।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ ত্বয়ার্ভক্তির্দৃঢ়াস্ত্ত মে॥

পয়ার

কলিরাজ্যে পাপ কার্যে সবে হ'ত বশ।
আমার ভয়েতে কেহ না করে সাহস॥
আমি যদি রাজ কার্যে না থাকিরে ভাই।
হরিভক্ত চূর্ণ হ'ত পাপীদের ঠাই॥
এনেছি তুলসী দল মিশ্রিত চন্দন।
ছেড়ে দেরে পূজি হরিচাঁদের চরণ॥
হরিভক্ত সঙ্গে অদ্য হইব মিলন।
করিব মধুর হরি নাম সংকীর্তন॥
সবে বলে যম এসে কীর্তনে মাতিল।
শমনের প্রতি ভাই হরি হরি বলি॥

অপিচ বৃদ্ধার বাচনিক ও মৃত্যু কন্যার আবির্ভাব

পয়ার

এ হেন কীর্তন হয় মৃত্যুঞ্জয় বাড়ী।
দৈবে কোথা হতে এসে নাচে এক বুড়ি॥
সে কহিছে যমভগ্নি আমি মৃত্যু কন্যে।
এসেছি দয়াল বাবা দেখিবার জন্যে॥
কর্ণেতে কলম দিয়া যমের মহুরী।
সংকীর্তনে নৃত্য করে বলে হরি হরি॥
দেখিব দয়াল হরি দু'নয়ন ভরি।
মুখে বলে হরি হরি হরি হরি হরি॥
বৃন্দাবন রাউৎখামার মল্লকাঁদি।
নবদ্বীপ ওঢ়াকাঁদি করজোড়ে বন্দি॥
মহাভাবে এইরূপ প্রলাপাদি হয়।
তার মধ্যে দুইজন উঠিয়া দাঁড়ায়॥
তারা কহে মোরা দোঁহে শমনের দূত।
সান্দীপানি মুনিবংশ ব্রাহ্মণের সুত॥
আর এক মেয়ে নাচে হ'য়ে প্রেম স্ফূর্তি।
বলে আমি যম ভার্যা নাম মোর মূর্তি॥
যমপুরী শূন্য করি আসি পুরিশুদ্ধ।
আমরা পূজিব হরিচাঁদ পাদপদ্ম॥
শূন্যে থেকে দৈববাণী হইল দৈবাৎ।
আবির্ভাবে হরিপদে করি প্রণিপাত॥
কমলে পূজিব হরি শ্রীপদ কমল।
প্রেমানন্দে তোরা সবে হরি হরি বল॥
রাউৎখামার মল্লকাঁদি দুই গ্রাম।
এই মত মত্ত হ'য়ে করে হরিনাম॥
ক্রমে বন্যা বেগে চলে হ'ল ধন্য ধন্য।
উঁচু নীচু ভেদ নাই দেশ পরিপূর্ণ॥
দিবা রাত্রি গত হয় হ'য়ে জ্ঞানশূন্য।
কীর্তন ছাড়িয়া লোক পাইল চৈতন্য॥
আয়োজন দশ বিশ জনের রন্ধন।
শতেক দ্বিশত লোকে করিল ভোজন॥
ঘরে কিংবা বাহিরে কি ঘাটে আর পথে।
হরি বল হরি বল সবার মুখেতে॥
মনোভৃঙ্গে মধুপায়ী শ্রীহরিপাদাব্জে।
পিপাসু তারকচন্দ্র কবি রসরাজে॥

ভক্ত দশরথ বৈরাগীর উপাখ্যান

পয়ার

সাধুসুত দশরথ উপাধি বৈরাগী।
রাউৎখামারবাসী মহা অনুরাগী।।
প্রভু যবে লীলা খেলা করে এই মতে।
এ সময় দশরথ প্রেমে যায় মেতে।।
প্রভুর সঙ্গেতে ফিরে সেই দশরথ।
হইলেন প্রভুর প্রিয় পরম ভকত।।
প্রভু স্থানে আসে লোক হ'য়ে ব্যাধিযুক্ত।
প্রভুর আজ্ঞায় তারা হয় ব্যাধিমুক্ত।।
তাহা দেখি মনে দুঃখী দশরথ ভক্ত।
রোগাভক্ত প্রভুকে করয় বড় ত্যক্ত।।
মনোদুঃখে দশরথ গিয়া প্রভুস্থানে।
করজোড়ে নিবেদিল প্রভুর চরণে।।
বহু লোক রোগযুক্ত হ'য়ে বহু দেশে।
রোগমুক্তি পাইতে তোমার ঠাই আসে।।
আত্মসুখী রোগাভক্ত ব্যাধিমুক্তে তুষ্ট।
তাহাতে আমার মনে হয় বড় কষ্ট।।
আমার মনের ইচ্ছা যত লোক রোগী।
সবাকার রোগ ল'য়ে আমি একা ভোগী।।
ওহে দয়াময় হরি আজ্ঞা কর তাই।
সবাকার রোগ ল'য়ে একা কষ্ট পাই।।
রোগী না থাকিলে ভবে কেহ আসিবেনা।
তোমাকে ওরূপ করে ত্যাক্ত করিবেনা।।
অহৈতুক ভক্তিমান ভক্ত আছে যারা।
প্রেমের পিপাসু হ'য়ে আসিবেক তারা।।
সেই সঙ্গে হ'বে সুখে প্রেম আলাপন।
দয়া করি বল নৈলে ত্যজিব জীবন।।
প্রভু বলে দশরথ একি কথা কও।
সংসারের রোগ কি উঠায়ে নিতে চাও।।
কর্ম্মক্ষেত্র সংসারেতে কর্ম মহাবল।
সকলেই পায় কর্ম অনুযায়ী ফল।।
তবে তোর বাঞ্ছাহেতু দিব তোরে রোগ।
বার বছরের পরে হ'বে তোর ভোগ।।
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা হইল সন্তুষ্ট।
বার বছরের পরে হ'ল তার কুষ্ঠ।।
ঠাকুর বলেন বাছা আর কিবা চাও।
সংসার ছাড়িয়া এবে ভিক্ষা করে খাও।।
কতদিনে এইভাবে ভিক্ষায় প্রবৃত্ত।
আজ্ঞামতে করে নিল অযাচক বৃত্ত।।
একদা ঠাকুর তারে বলিল গোপনে।
ভিক্ষার্থে বেড়াও বাছা যেই যেই স্থানে।।
চাহিয়া কহিয়া ভিক্ষা করনা কখন।
হেঁটে যেতে সেধে দিলে করিও গ্রহণ।।
তাই ল'য়ে সন্ধ্যাকালে নৌকায় আসিও।
তাহাই রন্ধন করি একবেলা খেও।।
বর্ষা আর শরৎ হেমন্ত গত হ'লে।
পদব্রজে ভিক্ষা মেগে খাইও সেকালে।।
বেড়াইও পদব্রজে ভিক্ষার নিমিত্ত।
যাচিয়া না লইও এ অযাচক বৃত্ত।।
বাকবন্ধ করিয়া থাকিবা ছয়মাস।
মারিলেও কিছু নাহি করিও প্রকাশ।।
রাত্রিতে থাকিও এক গৃহস্থ আলয়।
বাহিরে থাকিও এক কন্থা দিয়া গায়।।
একমাত্র ডোর আর একটি কপিন।
খুলিও না পরিয়া থাকিবা রাত্রিদিন।।
যে ডোর কপিন কন্থা করিবা ধারণ।
অন্য বস্ত্র কন্থা না পরিবা কদাচন।।
ছয়মাস গত হ'লে দিবসে বেড়াইও।
ভাবের ভাবুক হ'লে তার বাড়ী যেও।।
নিশিতে থাকিয়া তার সঙ্গে বল কথা।
তাহা ভিন্ন অন্য কথা না কহিও কোথা।।
দশরথ বলে যাহা চাই দিলে তাই।
প্রভু বলে আমি তোর বাসনা পুরাই।।
তোর যে ভাবনা আছে বহুদিন হ'তে।
ভাবিলে ভাবনা সিদ্ধি পারিলে ভাবিতে।।

যে যাহা ভাবনা করে ঠাকুরের স্থান।
অবশ্য অভীষ্ট পূর্ণ করে ভগবান।।
মোর ঠাই যেই ইচ্ছা করে সেই জন।
আমি তা জানিতে পারি সকল কারণ।।
যে যাহা প্রার্থনা করে এসে মম ঠাই।
সেই গীত আমি তার সাথে সাথে গাই।।
কর্মকর্তা ফলভোগে না হ'য়ে কি যায়।
সুকর্ম দুষ্কর্ম ফল অবশ্যই হয়।।
তা না হ'লে ঈশ্বরের ব্যবস্থা থাকেনা।
কিন্তু দৈবে সাধুসঙ্গ পায় যেই জনা।।
তার কাটে কর্মসূত্র সাধুর কৃপায়।
কর্মপাশ মুক্ত সেই দৈব ভাগ্যে হয়।।
নিঃস্বার্থ ভাবেতে যেই পর উপকারী।
অকামনা শুদ্ধ প্রেম তারে ব্যাখ্যা করি।।
আত্মসুখে কর্ম করে তাকে বলি কাম।
পরসুখে কর্ম করে ধরে প্রেম নাম।।
মম কষ্ট ভেবে মম সুখের নিমিত্তে।
তব ইচ্ছা সদা পর উপকার অর্থে।।

শ্লোক

আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য চ পুনঃ পুন।
ইদমের সুনিস্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা।।

পয়ার

ভাগবত তুমি তাহা জানিলাম সত্য।
তোমার প্রেমেতে আমি হইনু বিক্রীত।।
সর্বত্যাগী সর্বরোগী সর্বভোগী যেই।
মাধুর্যের পাত্র মহাভাগবত সেই।।
সর্ব ত্যাগ করে বাছা পরিলে কৌপিন।
সর্ব ত্যাগ সর্বভোগী হ'লে উদাসীন।।
কি ব্যাখ্যা করিব তোরে নাহি বলাবল।
কি ফল ব্যাখ্যিব তোরে নাহি ফলাফল।।
শুনিয়া পড়িল সাধু দণ্ডবৎ করি।
শ্রী হরি বলিয়া অন্নি করিল শ্রীহরি।।
দশরথ বলে আমি বড়ই জঘন্য।
তব বাক্য সত্য আমি আজ হ'তে ধন্য।।
অযাচক বৃত্তি ভিক্ষা প্রবৃত্ত হইল।
দেশে দেশে অইভাবে ভ্রমিতে লাগিল।।
ভ্রমণ করেন ঠাকুরের আজ্ঞামত।
সেভাবে জীবিকা রক্ষা করে অবিরত।।
ছেঁড়া কাঁথা গায় ডোর কৌপিন পরিয়া।
ছেঁড়াকানি মস্তকেতে চিবরী বান্ধিয়া।।
বাক বন্ধ অন্তরে জপিত হরিবোল।
ভিক্ষা করিতেন করে করি কমুন্ডল।।
মল্লকাঁদি ছিলেন বিশ্বাস মৃত্যুঞ্জয়।
মল্লকাঁদি ছেড়ে কালী নগরে উদয়।।
মাঝে মাঝে ঠাকুর আসেন মল্লকাঁদি।
অনুক্ষণ মৃত্যুঞ্জয় যান ওঢ়াকাঁদি।।
একদিন ঠাকুর বলেন মৃত্যুঞ্জয়।
করগে কালীনগরে বসতি আশ্রয়।।
তাহাতে ত্যাজিয়া মল্লকাঁদির বাসর।
ভিটা ছাড়ি করে বাড়ী সে কালীনগর।।
দৈবযোগে একদিন সেই ভদ্রাসনে।
দশরথ উপনীত দিবা অবসানে।।
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ সূর্যনারায়ণ।
তার মধ্যে হইলাম আমি একজন।।
কহিতেছে দশরথ হরষিত মনে।
কল্য বাছা আমারে যে মেরেছে যবনে।।
মৃত্যুঞ্জয় জিজ্ঞাসিল কেমনে মারিল।
হাসিতে হাসিতে সাধু কহিতে লাগিল।।
ঠাকুরের কথা আছে কথা না কহিব।
অযাচক বৃত্তি দ্বারা জীবন রাখিব।।
আউচ পাড়া যুধিষ্ঠির বিশ্বাস ভবনে।
উপস্থিত হইলাম দিবা অবসানে।।
বাক বন্ধ প্রভু আজ্ঞা কথা নাহি বলি।
পাগল বলিয়া সবে হাতে দেয় তালি।।

রাখালে জিজ্ঞাসা করে আসিয়া নিকটে।
কথা নাহি বলি, তারা সবে মারে ইটে।।
রাখালের যন্ত্রণায় হইনু অস্থির।
আমাকে দেখিতে পায় সেই যুধিষ্ঠির।।
রাখালে তাড়িয়া দিয়া মোরে ডেকে লয়।
তিনি কন এ কখন পাগল ত নয়।।
সেখানেতে ছিল রামকুমারের ভগ্নী।
নড়াইল নিবাসী ভবানী নামিনী।।
তিনি ক'ন আমি চিনি পাগল নহেত'।
মোদের ওড়াকাঁদি ঠাকুরের ভক্ত।।
যুধিষ্ঠির যত্ন করি করান ভোজন।
শল্যান্ন ও দধি দুগ্ধ সঘৃত ব্যঞ্জন।।
ভোজন হইল বেলা অপরাহ্ন কালে।
প্রতিষ্ঠার ভয়ে আমি আসিলাম চলে।।
দিন ভরি ভিক্ষা করি যাই কলাবাড়ী।
সন্ধ্যাকালে গিয়াছিনু মিয়াদের বাড়ী।।
ঠাকুরের বাক্য আছে গৃহে যেতে মানা।
মিয়াদের বাড়ীতে কাছারী একখানা।।
সেই বাড়ী যখন হইনু অধিষ্ঠান।
মেয়েরা সকলে বলে এল ম্যাজমান।।
তাহারা বলিছে কাছারীতে ব'স এসে।
আমি বসে রহিলাম খেড়পালা পাশে।।
মেয়েরা সকলে এসে সুধায় আমায়।
বাড়ী কোথা বল তব যাইবা কোথায়।।
আমি নাহি কথা বলি হইয়া কাতর।
এক মিয়া বলে বেটা হবে বুঝি চোর।।
দশ বার জনে ঘিরে করে গণ্ডগোল।
কেহ চোর কেহ কহে বোবা কি পাগল।।
ধর চোর মার চোর করে হুড়াহুড়ি।
এক মিয়া এসে মোর টেনে ধরে দাড়ি।।
মিয়া কহে হ্যারে চোরা কথা না কহিলি।
গরু চুরি করিবারে বসিয়া রহিলি।।
মিয়া মোর দাড়ি টেনে ধরিল যখনে।
আমি চাই উঠে যেতে দাড়ি ধ'রে টানে।।
মিয়া বলে গরুচোর পালাইতে চায়।
দাড়ি ছাড়ি ধরি চুল পৃষ্ঠেতে কিলায়।।
কিল খেয়ে পালাইতে চাই শীঘ্রগতি।
আর মিয়া এসে মোর পৃষ্ঠে মারে লাথি।।
আর মিয়া এসে মোর দাড়ি ছাড়াইল।
ঘাড়ঘুল্লা দিয়ে মোরে ঠেলিয়া আনিল।।
সেই মোর গ্রীবা ধরে যবে দেয় ঠেলা।
সে মিয়া কহিছে এর গলে দেখি মালা।।
সে মিয়া কহিছে এর মালা মোটা মোটা।
এ দেখি বৈরাগী এরে চোর বলে কেটা।।
হাতে দেখি ভিক্ষা হাঁড়ি তাহাতে চাউল।
ভিক্ষুক বৈরাগী হ'বে নেড়া কি বাউল।।
ইহাকে মারিতে মম হ'তেছে মমতা।
এত অপমান করি নাহি কয় কথা।।
কাহাকে মারিলি তোরা ধরে দাড়ি চুল।
কাহাকে মারিলি তোরা হারে নামাকুল।।
টানিয়া লইল মোরে বাড়ীর উপরে।
ফেলিয়া গায়ের কাঁথা দেখে দীপ ধরে।।
এত যে মারিনু তবু হা হা হুঁ হুঁ নাই।
এ কোন মহৎ হবে মনে ভাবি তাই।।
চোর যদি কুষ্ঠ ব্যাধি কেন ওর গায়।
এ ভাব ধ'রেছে কোন মহতের কথায়।।
রস পৈতৃকের ঘা দেখি যে গাত্র ভরা।।
এই দায় ঠেকে বুঝি এই ভাব ধরা।।
না জেনে আমারে মারে আরো করে রোষ।
মনে মনে বলি হরি না লইও দোষ।।
সংসারের দুঃখ দেখি লইয়াছি রোগ।
মেয়াদের দোষ হ'লে মোরে দেও ভোগ।।
হেসে হেসে দশরথ এই কথা কয়।
তাহা শুনি হাসিয়া কহেন মৃত্যুঞ্জয়।।
সাধে সেধে নিলে ব্যাধি হইলে আতুর।
ঠাকুর পরীক্ষা করে সহ্য কতদূর।।

এইভাবে দশরথ ভ্রমে ঠাই ঠাই।
রসনা বাসনা হরি হরি বল ভাই।।

দেবী জানকী কর্তৃক মহাপ্রভুর ফুলসজ্জা
পয়ার

নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য আর শ্রীঅদ্বৈত।
তিন সহোদর হয় অতি সুচরিত।।
নিত্যানন্দ জ্যেষ্ঠা কন্যা নামে কলাবতী।
চণ্ডীচরণের নারি অতি সাধ্বী সতী।।
পদুমা নিবাসী রামমোহন মল্লিক।
তাহার তনয় চণ্ডীচরণ নৈষ্ঠিক।।
নিত্যানন্দের আর এক কন্যা রসবতী।
মৃত্যুঞ্জয়ের কনিষ্ঠা অতি সাধ্বী সতী।।
গোবিন্দ মতুয়া প্রভু ভক্ত শিরোমণি।
রসবতী সতী হয় তাহার ঘরণী।।
অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারী গোবিন্দ মতুয়া।
হরিনাম করিতেন নাচিয়া নাচিয়া।।
প্রভাতী গাইত যবে প্রভাত সময়।
শুনিয়া সবার চিত্ত হ'ত দ্রবময়।।
গোগৃহে থাকিত গরু উর্দ্ধ মুখ চেয়ে।
নয়ন জলেতে তারা যাইত ভাসিয়ে।।
পক্ষীগণ এসে সব উড়িয়া পড়িত।
বৃক্ষপরে পক্ষীগণ বসিয়া শুনিত।।
পক্ষী সব দিত স্বর গানের স্বরেতে।
জ্ঞান হ'ত পক্ষী গান করে সাথে সাথে।।
ভাস্কর উঠিলে শেষে গান ভঙ্গ হ'ত।
পক্ষীগণ চিঁ চিঁ কুচি রবে উড়ে যেত।।
হেন-ই গায়ক ছিল গোবিন্দ মতুয়া।
নাচিত কীর্তনমাঝে যেমন নাটুয়া।।
রসবতী সতীর কনিষ্ঠা সহোদরা।
সাধ্বী সতী সুকেশা সুন্দরী মধুস্বরা।।
সবার কনিষ্ঠা ধনী জানকী নামেতে।
তার বিয়া হ'ল গৌরচন্দ্রের সঙ্গেতে।।
শ্রাবণ মাসেতে বিকশিতা কৃষ্ণকলি।
ফুল দেখে জানকী হইল কুতূহলী।।
ভেবেছেন এই ফুল গেঁথে বিনাসুতে।
এ হার দিতাম হরিচাঁদের গলেতে।।
এমত জানকী দেবী মনেতে ভাবিয়া।
ফুলপানে এক দৃষ্টে রহিল চাহিয়া।।
দেখে ফুল প্রাণাকুল হ'লে উত্তরাক্ষ।
চক্ষের জলেতে তার ভেসে যায় বক্ষ।।
অবসন্নমনা ফুল কাছে উপনীত।
মনে মনে কহে ফুল কেন বিকশিত।।
প্রভু এলে তুই যদি বিকশিতা হ'তি।
অহলে প্রভুর গলে যাইতে পারিতি।।
অদ্য বিকশিত হ'লি কল্য হ'বি বাসি।
ঝরিয়া পড়িবি তুই জলে যাবি ভাসি।।
পুস্পপানে চেয়ে র'ল না পালটে আঁখি।
পিছে হাঁটি পিছাইয়া চলিল জানকী।।
ঘরের পিড়ির প'র বসিল তখনে।
আত্ম হারাইয়া চেয়ে আছে ফুল পানে।।
তথা বসি মনে মনে গাঁথিলেন হার।
ধবল লোহিত ফুল হরিদ্রা আকার।।
তিন বর্ণে ফুল তুলে বর্ণে বর্ণে গাঁথি।
থরে থরে গাঁথনি করিল সাধ্বী সতী।।
চারি চারি সাদা ফুল চারি চারি লাল।
চারিটি হরিদ্রা ফুলে করিয়া মিশাল।।
এইভাবে পুস্পহার করিয়া গ্রন্থন।
প্রভুর শ্রীকণ্ঠে দিল করিয়া যতন।।
হরিচাঁদে ফুলসাজে সাজিয়া জানকী।
মনোহর রূপ দেখে অনিমেশ আঁখি।।
আরোপে শ্রীরূপ দেখে স্পন্দহীনা রয়।
ঠিক যেন ধ্যান ধরা যোগিনীর ন্যায়।।
প্রহরেক কালগত এরূপে বসিয়া।
এইভাবে একেশ্বরী আছেন চাহিয়া।।
মৃত্যুঞ্জয় গিয়াছিল দক্ষিণ পাড়ায়।

এসে গৃহে এইভাব দেখিবারে পায়।।
সম্বোধিয়া কহে মৃত্যুঞ্জয়ের রমণী।
প্রহরেক এইভাবে তোমার ভগিনী।।
অঙ্গের স্পন্দন নাহি শ্বাস আছে মাত্র।
চক্ষের নিমিষ নাহি যেন শিবনেত্র।।
দক্ষিণাভিমুখ ছিল দণ্ড চারি ছয়।
উত্তরাভিমুখ এই দণ্ড দুই হয়।।
আহারান্তে ননদিনী ছিলেন শয়নে।
নিদ্রাভঙ্গে গিয়াছিল ফুলের বাগানে।।
বিকশিতা কৃষ্ণকলি দেখিল চাহিয়া।
ফিরে না আসিল গৃহে এল পিছাইয়া।।
জানকীর সেই ভাব মৃত্যুঞ্জয় দেখি।
উচ্চঃস্বরে ডাকে তারে জানকী জানকী।।
চিৎকার ঈষৎ মাত্র শুনিল জানকী।
জ্ঞান নাই অঙ্গে মাত্র দিল এক ঝাঁকি।।
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দেয়।
তিনবার অঙ্গ কম্প যোগ ভঙ্গ নয়।।
সুভদ্রা কহিছে ডেকনারে মৃত্যুঞ্জয়।
এ যেন কৃষ্ণ আরোপ হেন জ্ঞান হয়।।
মৃত্যুঞ্জয় জানকীকে কহে কাঁদি কাঁদি।
জানকীরে দেখ আমি যাই ওঢ়াকাঁদি।।
ওঢ়াকাঁদি প্রভুধামে যান মৃত্যুঞ্জয়।
উপনীত হ'ল গিয়া সন্ধ্যার সময়।।
ঘোর হয় নাই সন্ধ্যা দ্বীপ জ্বলে ঘরে।
ঠাকুর বসিয়াছেন গৃহের বাহিরে।।
প্রণমিল মৃত্যুঞ্জয় ঠাকুরের পায়।
অপরূপ ফুলসজ্জা দেখিবারে পায়।।
কৃষ্ণকলি পুষ্পহার প্রভুর গলায়।
কি শোভা হয়েছে তাহা কহা নাহি যায়।।
চারি চারি শ্বেত পুষ্প চারি চারি লাল।
চারিটি হরিদ্রা বর্ণ তাহাতে মিশাল।।
চারি পুষ্প শ্বেত আর চারি পুষ্প লাল।
চারিটি হরিদ্রা বর্ণ থরে থরে মাল।।
এই মালা দুই সারি প্রভুর গলায়।
আর দুই সারি মালা দিয়াছে মাথায়।।
মস্তকের পার্শ্ব দিয়া আকর্ণ বেষ্টিত।
ঝুমুকা আকার হার গলেতে দোলিত।।
এক সারি বক্ষঃপর রয়েছে সাজান।
আর এক সারি নাভি পর্যন্ত ঝুলান।।
অপরূপ তাহাতে হয়েছে কিবা সাজ।
গোপীরা সাজায় যেন কুঞ্জ বন মাঝ।।
ফুলহার ঈষৎ ঈষৎ ঝুলিতেছে।
তার মাঝে দলগুলি ঈষৎ লড়িছে।।
বহিতেছে মন্দ মন্দ দক্ষিণে বাতাস।
ফুল হতে বহিতেছে অপর্যাপ্ত বাস।।
এতেক শ্রাবণ মাস আরও সন্ধ্যাকালে।
অল্পক্ষণ দিনমণি গেছে অস্তচলে।।
আকাশে বিচিত্র শোভা স্থগিত বরুণ।
এদিকে উদিত যেন দ্বিতীয় অরুণ।।
মৃত্যুঞ্জয় এসে তাই করে দরশন।
অপরূপ রূপ যেন মদন মোহন।।
জ্ঞানহারা প্রায় যেন হইল অধৈর্য।
ভেবেছেন মৃত্যুঞ্জয় এই কি নিকুঞ্জ।।
মৃত্যুঞ্জয় বলে প্রভু বল বল বল।
কোন গোপী ব্রজভাবে তোমাকে সাজা'ল।।
প্রভু কন মল্লকাঁদি জানকী নামিনী।
আমাকে সাজিয়ে গেল সেই যে গোপিনী।।
তুমি যারে দেখে এলে যেন ধ্যান ধরা।
উত্তার দেখিলে যার নয়নের তারা।।
মানসেতে মনসুতে মালা গেঁথে ফুলে।
মনে মনে মালা গেঁথে দিল মোর গলে।।
আরোপেতে দেখে মোরে বাক্য নাহি স্ফুরে।
এসেছ যাহার ভাব জানাতে আমারে।।
কি কহিবি তার কথা বল বল বল।
দেখিব দেখিব তারে চল চল চল।।
মৃত্যুঞ্জয় ধরায় পড়িল কাঁদি কাঁদি।

প্রভু বলে চল শীঘ্র যাই মল্লকাঁদি॥
মহাপ্রভু নৌকা 'পরে উঠিল অমনি।
আস্তে আস্তে মৃত্যুঞ্জয় বাহিল তরণী॥
শুক্লাপক্ষ শুভাস্টমী তিথির সময়।
তরী পরে হরি, তরী বাহে মৃত্যুঞ্জয়॥
ক্রমে ক্রমে নিশাকর কর প্রকাশিল।
ঈশানে ঈষৎ মেঘ ক্রমে দেখা দিল॥
গগনে নক্ষত্র সব হ'য়েছে উদয়।
তার মধ্যে চন্দ্রোদয় কিবা শোভা তায়॥
শোভা দেখি মৃত্যুঞ্জয় আনন্দ অপার।
জয়ধ্বনি করে ক্ষণে করে হুহুঙ্কার॥
স্বেদকম্প পুলকিত মৃত্যুঞ্জয় দেহ।
বলে তোরা হেন শোভা দেখিলি না কেহ॥
বিস্মিত হইল ঠাকুরের পানে চেয়ে।
প্রভু কয় যারে বাছা ত্বরা তরী বেয়ে॥
ধীরে ধীরে বাহে তরী মালা দেখি মোহে।
নিরখি নিরখি নীর নিরবধি বহে॥
বহিতেছে বাহিতেছে মোহিতেছে মালা।
উপনীত হল আসি খাল তালতলা॥
মৃত্যুঞ্জয় গিয়াছেন উড়িয়া নগরী।
আশাপথ চেয়ে তার নারী কাশীশ্বরী॥
নিবাসী নিশ্চিন্তপুর তপস্বী সদজ্ঞানী।
দেবী কাশীশ্বরী তার প্রাণের নন্দিনী॥
মৃত্যুঞ্জয় গিয়াছেন যেই পথ দিয়া।
ঠাকুরানী সেই পথে আছেন বসিয়া॥
প্রাণকান্ত গিয়াছেন প্রাণকান্ত স্থানে।
ভাবে কান্ত হেরি কান্ত আসে কতক্ষণে॥
ক্ষণেক বসিয়া থাকে উত্তরাভিমুখে।
ক্ষণে গৃহকার্য করে পুনঃ গিয়া দেখে॥
গৃহকার্য করি যায় গৃহের বাহিরে।
পুনঃ গৃহ পিছে এসে আশাপথ হেরে॥
আবার আসিয়া গৃহকার্য করে ক্ষণে।
ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টি করে জানকীর পানে॥
নিভৃতে বসিল গিয়া গৃহের পশ্চাতে।
আসে কিনা আসে নাথ দেখে আরোপেতে॥
নয়ন মুদিয়া প্রায় অর্ধদণ্ড ছিল।
আরোপে দেখিল প্রভু তালতলায় এল॥
হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল ঠাকুরানী।
সত্বরে আসিল যথা যোগে ননদিনী॥
কহে ডাকি সে জানকী ননদীর ঠাই।
ঠাকুর এসেছে তোর আর চিন্তা নাই॥
কতক্ষণ এইরূপে আরোপে থাকিবা।
অনুমান ছাড়ি কর বর্তমান সেবা॥
কৃষ্ণকলি হার শোভে ঠাকুরের গলে।
সুখে হাতে সৌদামিনী জলদের কোলে॥
বার বার ডাকিতেছে উঠ ঠাকুর-ঝি।
ঠাকুর ঠাকুর ল'য়ে ওই এল বুঝি॥
মৃত্যুঞ্জয় মাতা সে সুভদ্রা ঠাকুরানী।
করিছেন মালা জপ বসি একাকিনী॥
কহিছে বধূর কাছে তোরা কোহিস।
ঠাকুর এসেছে কথা কোথা কি শুনিস॥
বধূ কহে ঠাকুরানী কি কোহিব আর।
ঠাকুর-ঝি গাঁথিয়াছে মালা মনোহর॥
সেই মালা গলে কিবা সেজেছে ঠাকুরে।
অই আসিতেছে নৌকা আর নাহি দূরে॥
হেন মতে হইতেছে কথোপকথন।
মল্লকাঁদি ঘাটে নৌকা আসিল তখন॥
ভকত বৎসল হরি দ্বৈত হরি রূপে।
ইচ্ছিলেন আসিবেন জানকী সমীপে॥
অসম্ভব ক্রিয়া যত তাহাতে সম্ভব।
প্রহ্লাদে রাখিতে যথা স্তম্ভেতে উদ্ভব॥
এক কৃষ্ণ যথা নন্দ গৃহে বন্ধ রয়।
আর কৃষ্ণ কণ্ব মুনি অন্ন মেরে দেয়॥
এক মূর্তি মৃত্যুঞ্জয় নৌকাপরে থাকি।
এক মূর্তি দেখে সুখে সুভদ্রা জানকী॥
ঠাকুরের কথা শুনি সুভদ্রা জননী।

বধূকে কহিল বধূ কহিলি কি বাণী।।
জানকী দিয়াছে মালা ঠাকুরের গলে।
দেখিলি সে মালা তুই তোর ভক্তি বলে।।
তোরা দোঁহে মালা দিয়া কৈলী দেখাদেখি।
আমি অভাগিনী শুধু মালা লয়ে থাকি।।
হেনরূপ হইতেছে কথোপকথন।
উপস্থিত হরিচাঁদ হইল তখন।।
জানকী আসিয়া প্রভু পদে প্রণমিল।
কাশীমাতা গৃহে গিয়া আসন পাতিল।।
গললগ্নী কৃতবাস হইয়া তখনে।
প্রভুকে বলেন বাপ এস হে আসনে।।
শুনিয়া ঠাকুর গিয়া আসনে বসিল।
সুভদ্রা আসিয়া পদে প্রণাম করিল।।
করজোড়ে কহিলেন ঠাকুরের ঠাই।
কি দিয়া জানকী তোমা সা'জাল গোঁসাই।।
ঠাকুর কহিছে তুমি জানিলে কিরূপে।
সুভদ্রা কহিছে বধূ দেখিল আরোপে।।
বধূ কহে হরিচাঁদে সাঁজালে যতনে।
পদ্ম দিয়া পাদপদ্ম সাঁজালে না কেনে।।
বলাবলি উভয়েতে করে ঠারে ঠোরে।
তাই শুনি আমি শেষে জিজ্ঞাসি বধূরে।।
বধূ বলে জানকী যে আরোপেতে ছিল।
কৃষ্ণকলি ফুলহারে তোমারে সাঁজিল।।
এই সেই ফুলহারে সাঁজিলে গোঁসাই।
তব গলে মালা দেখি মানিলাম তাই।।
ওদিকে প্রভুকে ল'য়ে আসেন মৃত্যুঞ্জয়।
মল্লবিলে পদ্মপুষ্প দেখিবারে পায়।।
ভাবিছেন প্রভুকে লইয়া নিজ ঘরে।
এই পদ্ম ফুল দিয়া সাজা'ব ঠাকুরে।।
পদ্মবনে ফুল তোলে বসিয়া নৌকায়।
মহাপ্রভু বলে কি করিস মৃত্যুঞ্জয়।।
মনের মানসা ফুল করিয়া যতন।
চন্দন মাখিয়া ফুলে পূঁজিব চরণ।।
মৃত্যুঞ্জয় ভবনেতে বসিয়া আসনে।
অন্তর্যামী গোঁসাই ভেবেছে মনে মনে।।
কাশীমাতা হরিচাঁদে বসায়ে শয্যায়।
চরণে চন্দন দেন আনন্দ হৃদয়।।
হেনকালে মৃত্যুঞ্জয় আনিলেন ফুল।
ফুল দেখে কাশীমাতা আনন্দে আকুল।।
চন্দনে মাখিয়া পদ্ম দেন পাদপদ্মে।
তুলসীর দাম দেন তার মধ্যে মধ্যে।।
দেবী কাশী হাসি হাসি কহিছেন বাণী।
ঠাকুরের শোভা কিবা দেখে ঠাকুরানী।।
শুনিয়া সুভদ্রা মাতা একদৃষ্টে চায়।
দ্বিগুণ উজ্জ্বল শোভা দেখিবারে পায়।।
একে জানকী দত্ত আরোপের মাল।
পাদপদ্মে পদ্ম ভক্তি চন্দন মিশাল।।
স্ফটিকের উপরে যেন হীরকের চাকা।
চূড়ার উপরে যেন ময়ূরের পাখা।।
দেখি ঠাকুরানী পড়ে পদে লোটাইয়া।
মৃত্যুঞ্জয় পড়িলেন চরণ ধরিয়া।।
জানকী পতিতা পদে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
প্রেম-বন্যা উথলিয়া চলিল বহিয়া।।
কাশীশ্বরী সবে তোলে ধরিয়া ধরিয়া।
ঠাকুর বলেন সবে লহ উঠাইয়া।।
সকলে বসিল এসে ঠাকুরের ঠাই।
মহাপ্রভু পদধরি কাঁদিছে সবাই।।
এ সময়ে মৃত্যুঞ্জয় প্রেমেতে মাতিয়া।
হরি হরি হরি বলে নাচিয়া নাচিয়া।।
মহাপ্রভু বলে আয় আয় মৃত্যুঞ্জয়।
আমরা এখানে তুই নাচিস কোথায়।।
এত শুনি মৃত্যুঞ্জয় নৃত্য সম্বরিল।
শ্রীহরির শ্রীপদে শ্রীপাদ লোটাইল।।
ক্রমে ক্রমে সকলেই প্রেম সম্বরিল।
ফুলের বাগান দিকে নজর পড়িল।।
সন্ধ্যাগ্রে দেখিছে ফুল শাখা পরিপূর্ণ।

এবে দেখে ফুল নাই শাখা সব শূন্য ৷৷
ফুল ছিল বাগানেতে ঘেরা পরিপাটী।
এবে দেখে মাঝে মাঝে দুটি কি একটি ৷৷
এসে গৃহে মৃত্যুঞ্জয় কহিছেন বাণী।
ধন্য মাতা ধন্য পিতা ধন্য মোর ভগ্নী ৷৷
মাতা মোর রত্নগর্ভা যে গর্ভে ভগিনী।
হেন গর্ভে অগ্রে আমি তাহে ধন্য মানি ৷৷
যে গৃহে অনাথ নাথ গৃহ ধন্য মানি।
যে গৃহে তোমাকে সেবে ধন্য সে গৃহিণী ৷৷
তব পাদপদ্মে প্রভু এই ভিক্ষা চাই।
জনমে জনমে তোমা এইরূপে পাই ৷৷
ঠাকুর বলেন বাছা তুইরে সাধক।
জনমে জনমে তুই আমার সেবক ৷৷
যাবচ্চন্দ্র দিবাকর জনমে জনমে।
তব প্রেমে বাধ্য আমি তোমার আশ্রমে ৷৷
মৃত্যুঞ্জয় বলে প্রভু আর নাহি চাই।
অহৈতুকী ভক্তি যেন জন্মে জন্মে পাই ৷৷
জানকী আরোপ মনোরম্য ফুলসাজ।
কহিছেন তারকচন্দ্র কবি রসরাজ ৷৷

মৃত্যুঞ্জয়ের কালীনগর বসতি
পয়ার

মল্লকাঁদি গ্রাম্য জমি হয়ে গেল জলা।
উর্বরা যতেক জমি হইল অফলা ৷৷
গ্রাম মাঝে কৃষিকার্য করিত যাহারা।
নানারূপ বাণিজ্যাদি করিল তাহারা ৷৷
হরিচাঁদ বলে শুন ওরে মৃত্যুঞ্জয়।
এ দেশে অজন্মা হ'ল কি হবে উপায় ৷৷
সকলে বাণিজ্য করি হইল ব্যাপারী।
তুমিত বেড়াও শুধু বলে হরি হরি ৷৷
জননী তোমার হয় পরমা বৈষ্ণবী।
কিসে হবে মাতৃসেবা মনে মনে ভাবি ৷৷
গৃহস্থের গৃহকর্ম রক্ষা সুবিহিত।
কর্মক্ষেত্র গৃহকার্য করাই উচিত ৷৷
ভার্যা তব সাধ্বী সতী অতি পতিব্রতা।
কার্য কিছু না করিলে খেতে পাবে কোথা ৷৷
তুমি যাও মধুমতি নদীর ওপার।
দিনকতক থাক গিয়া বাছারে আমার ৷৷
থাকগে চণ্ডীচরণ মল্লিকের বাড়ী।
জমি রাখ ধান্য পাবে কৃষিকার্য করি ৷৷
মম অন্তরঙ্গ ভক্ত হবে সে দেশেতে।
তোমারে করিবে ভক্তি একাগ্র মনেতে ৷৷
হরিনাম সংকীর্তন কর দিবা রাত্রি।
তাহা হলে সবে তোমা করিবেক ভক্তি ৷৷
কোকিলা নামিনী রাম সুন্দরের কন্যা।
পদুমা নিবাসী দেবী নারীকুল ধন্যা ৷৷
রামসুন্দরের ভার্যা তিনকড়ি মাতা।
সে বৃদ্ধা পরমা ধন্যা সতী পতিব্রতা ৷৷
গিয়াছিল ক্ষেত্রে জগন্নাথ দরশনে।
জগন্নাথ রূপ তার লাগিল নয়নে ৷৷
জগবন্ধু বলি সদা করিত রোদন।
দেশে এল জগবন্ধু করি দরশন ৷৷
ভোর রাত্রি শুকতারা করি দরশন।
তখন হইত প্রেম ভাব উদ্দীপন ৷৷
সূর্যোদয় অষ্ট সাত্বিক ভাবের উদয়।
স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প রৌদ্র বীর ভয় ৷৷
কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধা হয়েন উন্মত্তা।
উত্তার নয়ন হন ধরাতে লুণ্ঠিতা ৷৷
প্রভাতে উদিত হ'ল তরুণ তপন।
দেখেন জগবন্ধুর শ্রীচন্দ্র বদন ৷৷
সেই রত্নগর্ভ জাতা শ্রীকোকিলা দেবী।
সতী অংশে জন্ম সেই পরমা বৈষ্ণবী ৷৷
মায়ে ঝিয়ে তাহারা তোমার ভক্ত হবে।
আত্ম স্বার্থ ত্যজি তোমা ভকতি করিবে ৷৷
তাহা শুনি হৃষ্টচিত্তে কহে মৃত্যুঞ্জয়।
যে আজ্ঞা তোমার প্রভু যাইব তথায় ৷৷

একামাত্র গেল পদুমায় মৃত্যুঞ্জয়।
চণ্ডীচরণের বাটী হইল উদয়॥
বৎসরেক পদুমায় থাকিলেন গিয়া।
নিরবধি হরিগুণ বেড়ান গাহিয়া॥
দিবা মধ্যে প্রহরেক গৃহকার্য করে।
হরি কথা কৃষ্ণ কথা গোষ্ঠে কাল হরে॥
ঠাকুরের যুগধর্ম করিল প্রচার।
ক্রমে সব লোক ভক্ত হইল তাহার॥
সবে বলে আপনাকে যেতে নাহি দিব।
আমরা সেবক হয়ে এদেশে রাখিব॥
পূর্বে প্রভু শ্রীমুখে করিয়াছি ব্যক্ত।
সমাতৃক কোকিলা হইল তার ভক্ত॥
হরিনাম মহামন্ত্র জপে নিরবধি।
অল্পদিনে কোকিলার হইল বাকসিদ্ধি॥
পদুমা আইচপাড়া শ্রীকালীনগর।
প্রভুর ভাবেতে সবে হইল বিভোর॥
কোকিলাকে ভক্তি করে এ দেশে সবায়।
কোকিলার দোঁহাই দিলে ব্যাধি সেরে যায়॥
ওলাওঠা বিসূচিকা জ্বর অতিসার।
রসপিত্ত আর দ্ব্যাহিক ত্র্যাহ্যিক জ্বর॥
থাকেনা তাহার ব্যাধি অমনি আরাম।
মহাব্যাধি সারে নিলে কোকিলার নাম॥
রোগী শোকী ভোগী যত জ্ঞানী কি অজ্ঞানী।
কোকিলাকে ডাকে সবে মাতা ঠাকুরানী॥
বৎসরেক হরিনাম করিয়া প্রচার।
মৃত্যুঞ্জয় রহিলেন সে কালীনগর॥
সকলে সাহায্য করি তুলে দিল ঘর।
ঠাকুর করহ বাস ইহার ভিতর॥
কাশীশ্বরী ভার্যা তার সুভদ্রা জননী।
দোঁহে আছে মল্লকাঁদি যেন কাঙ্গালিনী॥
মৃত্যুঞ্জয় ওঢ়াকাঁদি যাতায়াত করে।
মাঝে মাঝে দেখা দেয় সুভদ্রা মায়েরে॥
কাশীশ্বরী মৃত্যুঞ্জয় সুভদ্রা সুমতি।
তিনজন প্রভুর সেবায় আছে ব্রতী॥
মহাপ্রভু আজ্ঞা দিল তাহাদের প্রতি।
সকলে কালীনগরে করগে বসতি॥
অদ্য নিশি গতে কল্য প্রভাত সময়।
শুভক্ষণে কর যাত্রা বুধের উদয়॥
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি অমনি চলিল।
আসিয়া কালীনগর বসতি করিল॥
গোঁসাই কালীনগর বসতি বিরাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ॥

শ্রীগোলক গোস্বামীর গোময় ভক্ষণ প্রস্তাব

দীর্ঘ ত্রিপদী

মৃত্যুঞ্জয়ের জননী দেবী সুভদ্রা নামিনী
সদা করে নাম সংকীর্তন।
গৌর নিত্যানন্দ বলে ভাসে দু'নয়ন জলে
ডাকে কোথা শচীর নন্দন॥
নিদ্রাতে হ'য়ে বিভোরা বাপরে নিতাই গোরা
ডাকিতেন নয়ন মুদিয়া।
নিদ্রাযোগে অঙ্গে ঝাঁকি ছল ছল দুটি আঁখি
কাঁদিতেন চৈতন্য হইয়া॥
হায় হায় কি হইল দেখা দিয়া লুকাইল
বাপরে আমার নিত্যানন্দ।
ওরূপ করিত যবে রামাগণ এসে তবে
প্রতিবাসী বলিতেন মন্দ॥
কোন কোন নারী আসি বলিতেন হাসি হাসি
বাপ বল কোন নিতাইরে।
বলিত সুভদ্রা ধনী আমার নিতাই মণি
সবাকার বাপ এ সংসারে॥
কেহ বলে জানি আমি নিতাই তোমার স্বামী
রমণী কি স্বামী নাম লয়।
কহ বাবা নিত্যানন্দ তাহাতে পরমানন্দ
নিতাই কি তব বাবা হয়॥
কহে সুভদ্রা বৈষ্ণবী আমি নিতাই বল্লভী

নিত্যানন্দ জীবন বল্লভ।
নিত্যানন্দ দাসী আমি নিত্যানন্দ মম স্বামী
যাহা হতে জগৎ উদ্ভব।।
নিতাই আমার বাপ মাতৃবাপ পিতৃবাপ
পুত্রের কন্যার বাপ হয়।
জগৎ জনার বাপ মোর বাপ তোর বাপ
তারে বাপ বলিতে কি ভয়।।
তোরা সব প্রতিবাসী করিস কি হাসাহাসি
নিত্যানন্দ দাসী হই আমি।
নিতাই জগৎগুরু প্রেমদাতা কল্পতরু
নিত্যানন্দ বাপ ভাই স্বামী।।
হেনভাবে সর্বক্ষণ প্রেমাবিষ্ট তনু মন
নিত্য কৃত প্রাতঃস্নান আদি।
অরুণ উদয়কালে স্নান ক'রে কুতূহলে
নিত্য লেপে তুলসীর বেদী।।
একদা সকাল বেলা লইয়া গোময় গোলা
ঝাঁটা শলা দক্ষিণ করেতে।
লেপিছে বাহির বাড়ী বাম করে গোলাহাঁড়ি
হরি হরি বলেন মুখেতে।।
এ হেন সময়কালে জয় হরি বল বলে
গোঁসাই গোলোক উপনীত।
দেখিলে সকল লোকে পাগল বলে তাহাকে
ভক্ত ওঢ়াকাঁদি ভাবাশ্রিত।।
মলিন বসনধারী অঙ্গে কাঁথা বলে হরি
প্রণমিল সুভদ্রার পায়।
গোময়ের গোলা পদে গোঁসাই মনের সাধে
পদরজ চাটিল জিহ্বায়।।
কহিছে সুভদ্রা ধনী আমি বড় ঠাকুরানী
তুই বড় ভক্তি জানিস।
করিস কি ভারি ভুরি মানিনে ও সাধুগিরি
কি বুঝিয়া আমাকে মানিস।।
ওঢ়াকাঁদি হরিচাঁদ যিনি বৃন্দাবন চাঁদ
গৌর নিতাই চাঁদ যেন।
তার দায় দিয়া ফের ভা'বো হ'য়ে ভাব ধর
মেয়েদের পদ চাট কেন।।
কাঁথাখানি দিয়া গায় হেঁটে বেড়ালে কি হয়
ভাব যে ঠাকুর হইলাম।
খাও মেয়েদের এঠে মেয়েদের পদ চেটে
অষ্ট অঙ্গে করহ প্রণাম।।
আয় দেখি মোর ঠাই দেখি কেমন গোঁসাই
কতদূর ভাবেতে বিভোলা।
পদ চাটি কাঁদা খালি এনেছি গোময় গুলি
খা দেখি এ গোময়ের গোলা।।
এ হেন বাক্য শুনিয়ে গোঁসাই মৃদু হাসিয়ে
দুই কর পাতিল অঞ্জলি।
গোঁসাই না কহে বাণী অমনি সুভদ্রা ধনী
হাঁড়ি ধরে গোলা দেয় ঢালি।।
গোঁসাইর নাহি দুঃখ অমনি দিল চুমুক
সে অঞ্জলি খাইল তখন।
পুনশ্চ অঞ্জলি দিলে সে অঞ্জলিও খাইলে
একবিন্দু হ'ল না পতন।।
পুনশ্চ কহে বৈষ্ণবী কিরে বাছা আরো খাবি
অমনি গোঁসাই পাতে হাত।
দিলেন হাঁড়ি ঢালিয়ে তৃতীয় অঞ্জলি খেয়ে
গোঁসাই করিল প্রণিপাত।।
সুভদ্রা কহিছে ম'তো দেখি তোর ভক্তি কত
হস্ত ধৌত না করিও ধন।
গোঁসাই কহে কি করি বুড়ি কহে শিরোপরি
হস্তদ্বয় করহ মার্জন।।
সুভদ্রা কহিল যাহা গোস্বামী করিল তাহা
উত্তরাভিমুখে চলি যায়।
সদা মুখে হরিনাম আসিল পদুমা গ্রাম
ফেলারাম বিশ্বাস আলয়।।
এদিকে সুভদ্রা গিয়ে হস্তপদ পাখলিয়ে
করেতে লইল জপ মালা।
মালা জপিতে জপিতে কম্প উঠি আকস্মাতে

গৃহমাঝে প্রবেশ করিলা॥
উঠিল পেটে বেদনা তাহা না হয় সান্তনা
সুভদ্রা কহিছে হায় হায়।
উদর বেদনা জ্বালা সেই গোময়ের গোলা
ভেদ আর বমি সদা হয়॥
নিতাই চৈতন্য বলে ভাসে দু'নয়ন জলে
কিছুতেই না হয় প্রতিকার।
যত বলে শ্রীচৈতন্য বেদনা বাড়ে দ্বৈগুণ্য
ভেদ বমি হয় বার বার॥
মৃত্যুঞ্জয় এসে ঘরে তাহা নিরীক্ষণ করে
বলে কিবা হইল মায়ের।
গোময়ের গোলা যত ভেদবমি অবিরত
বুঝিতে না পারি কর্ম ফের॥
মৃত্যুঞ্জয়ের বনিতা বলে কিবা কহিব তা
দুষ্কার্য করেছে ঠাকুরানী।
যেমন করেছে কার্য তাহা নাহি মনে গ্রাহ্য
কর্মফল ফলেছে অমনি॥
গোস্বামী গোলোক এসে মা ব'লে প্রণামি শেষে
ঠাকুরানীর খায় পদধূলা।
ঠাকুরানী ক্রোধ ক'রে মোদের গোঁসাইজীরে
খাওয়াইছে গোময়ের গোলা॥
সেই গোলা উদ্বমন হইতেছে সর্বক্ষণ
ভেদ হইতেছে সেই গোলা।
গলিত ঘর্ম শরীর হ'তেছে ঠাকুরানীর
উদর বেদনা অঙ্গজ্বালা॥
মৃত্যুঞ্জয় শুনে তাই গিয়া জননীর ঠাই
বলে মাতা কহ সমাচার।
শুনিয়া সুভদ্রা ধনী কাতরে কহিছে বাণী
বলে বাবা কি বলিব আর॥
এসেছিল সে গোলোক মাধুর্যভাবের লোক
জলন্ত পাবক প্রায় আজ।
আগে ক'রে দণ্ডবৎ শেষে দিল পায়ে হাত
আমি বলি কি করিস কাজ॥
লইতে পায়ের ধূলা খাইল গোময় গোলা
ভাব ধরে হরি হরি বোলা।
দেখি তোর কত ভক্তি ধূলাতে কতই আর্তি
খা দেখি এ গোময়ের গোলা॥
দিলাম গোময় গুলি খাইল তিনটি অঞ্জলি
জ্বলে মম অস্থি চর্ম মেদ।
হস্তপদ চক্ষু জ্বালা সেই গোময়ের গোলা
হইতেছে বমি আর ভেদ॥
ওরে বাপ মৃত্যুঞ্জয় পাগল গেল কোথায়
সে না এলে আমি মরি প্রাণে।
করেছি যেমন কাজ আমার মুণ্ডেতে বাজ
মরি বাঁচি দেখা তারে এনে॥
নির্মল প্রেমের সাধু আমি তারে শুধু শুধু
করিয়াছি নিন্দন ও ভর্ৎসন।
সাধু নিন্দা মহাপাপ ভুঞ্জিতেছি সেই পাপ
করি তার চরণ বন্দন॥
কথাশুনি মৃত্যুঞ্জয় দ্রুত অন্বেষণে যায়
কোথা সেই গোলোক গোঁসাই।
পদুমায় দেখা পেয়ে পদে দণ্ডবৎ হ'য়ে
জানাইল গোঁসাইর ঠাই॥
গোস্বামী গোলোক গিয়ে নিকটে উদয় হ'য়ে
সুভদ্রাকে দেখা দিয়া কয়।
শুনগো মা ঠাকুরানী আমি কিছু নাহি জানি
সব হরিচাঁদের ইচ্ছায়॥
বৈষ্ণবী কহিছে বাপ আমার হ'য়েছে পাপ
সকলই ত' প্রভুর ইচ্ছায়।
ভাগবতে বাক্য শুনি আছে মহাপ্রভু বাণী
মহাপাপ বৈষ্ণব নিন্দায়॥
বৈষ্ণব নিন্দুক জন মিথ্যা এ সাধন ভজন
হরি তারে নাহি ফিরে চায়।
জনমে জনমে তার নাহি পাপের উদ্ধার
বল মম কি হবে উপায়॥
দেরে বাপ পদতরী আমার হৃদয়পরি

তরীর বৈষ্ণব অপরাধে।
ক্ষম মম অপরাধ তুলে গোস্বামীর পদ
বৈষ্ণবী ধরিল নিজ হৃদে।।
সব জ্বালা দূরে গেল বৈষ্ণবী ভাল হইল
হরি ব'লে চক্ষে বহে নীর।
কহিছেন কাঁদি কাঁদি ধন্য ধন্য ওঢ়াকাঁদি
শুদ্ধ হ'ল আমার শরীর।।
হরিচাঁদ ভক্ত যারা পতিত পাবন তারা
বিষ্ণু অবতার বিষ্ণু অংশ।
বীর রসে ধীরোত্তম সবে বিষ্ণু পরাক্রম
বিষ্ণু তেজ সব বিষ্ণু বংশ।।
যেমন শ্রীগৌরচন্দ্র আর প্রভু নিত্যানন্দ
ভক্তবৃন্দ সেই অবতার।
হৃদয় শোধন করি বলাইল হরি হরি
এহেন দয়াল নাহি আর।।
সেই প্রেম পেয়েছিল তাহা জীবে পাসরিল
ভুলিল প্রেমের মধুরত্ব।
ত্যজিয়া অমৃত ফল জীব গেল রসাতল
বিষ ফলে হইল প্রমত্ত।।
খণ্ডাইতে কর্ম বন্ধ সেই প্রভু হরিশ্চন্দ্র
এবে হ'ল যশোমন্ত সুত।
হরিচাঁদ নাম ধরি ওঢ়াকাঁদি অবতরী
নাম প্রচারিল প্রেম যুত।।
তার যত ভক্তগণ তারা ভুবন পাবন
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে।
আমি'ত অবিশ্বাসিনী শ্রীহরি ভক্ত দ্বেষিণী
শোধিল আমার কলেবরে।।
গোলোক সুভদ্রাখ্যান সুধার সমুদ্রবান
পান কর প্রাণ বাঞ্ছাতরী।
কহিছে তারকচন্দ্র মহানন্দের আনন্দ
সাধু সব পিয় কর্ণভরি।।

মধ্যখণ্ড

তৃতীয় তরঙ্গ

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রী বৈষ্ণব দাস জয় গৌরী দাস।।
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোকচন্দ্র জয় শ্রী লোচন।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময়।।
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।।

গোস্বামী দশরথোপাখ্যান

পয়ার

দশরথ নামে সাধু পদ্মবিলাবাসী।
তত্ত্বজ্ঞানী হরিনামে মত্ত অহর্নিশি।।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রীয় পুরুষ রতন।
করে একাদশী ব্রত তুলসী সেবন।।
তিন সন্ধ্যা মালা জপ তুলসী ধারণ।
হরিনাম ছাপা অঙ্গে অতি সুশোভন।।
নিত্য নিত্য প্রাতঃকৃত স্নানাদি তর্পণ।
গুরু পূজা কৃষ্ণ পূজা নৈবিদ্য অর্পণ।।
পক্ষে পক্ষে একাদশী শ্রীহরি বাসর।
স্তব পাঠ নাম পাঠ নাহি অবসর।।
চৈতন্য চরিতামৃত পঠে ভাগবত।
সাধুসেবা মহোৎসব করে অবিরত।।
দিবাহারী এক সন্ধ্যা নাহি দ্বিভোজন।
আতপ তণ্ডুল অন্ন লাবড়া ব্যঞ্জন।।
তৈল মৎসত্যাগী ভক্ষে দিনে একবার।
রাত্রে কিছু ফলাহার কভু অনাহার।।
হেন মতে সদা করে বিশুদ্ধ ভজন।

হরিনাম সংকীর্তন সতত মগন॥
দৈবে ব্যধিযুক্ত হ'ল কার্তিক মাসেতে।
জ্বর হ'য়ে ভুগিলেন কতদিন হ'তে॥
পালাজ্বর হ'ল তার দুইমাস পর।
একদিন হয় জ্বর এক দিনান্তর॥
মাঘমাস এই ভাবে গেল গোস্বামীর।
জ্বরের জ্বালায় আর নাহি পান স্থির॥
ফাল্গুন মাসেতে জ্বর বাড়িল অধিক।
চৈত্র মাস শেষে জ্বর হইল ত্রাহিক॥
আরক পাঁচন বটি কত খাইতেছে।
ক্রমশঃ জ্বরের বৃদ্ধি দুর্বল হ'তেছে॥
ভাল বৈদ্য চিকিৎসক কতই আসিল।
বাছিয়া বাছিয়া কত ঔষধ খাইল॥
তবু রোগ শান্তি নাই হইল কাতর।
শক্তি নাই যষ্ঠিমাত্র চলিতে দোষর॥
প্রচলিত হইয়াছে হরিবলা মত।
কতলোকে ওড়াকাঁদি করে যাতায়াত॥
ইহা শুনি দশরথ তবু নাহি যায়।
কি জানি কি ওড়াকাঁদি না হয় প্রত্যয়॥
যারা যায় তারা কয় হরি আবির্ভূত।
শ্রীকান্ত হয়েছে এবে যশোমন্ত সুত॥
গেলে মাত্র রোগ সারে করিলে প্রণতি।
কিংবা প্রভু আজ্ঞা দিলে হয় রোগ মুক্তি॥
মুখের কথায় মাত্র রোগের আরোগ্য।
বৈরাগ্য কেহবা পায় যদি থাকে ভাগ্য॥
শুনে দশরথ কয় বিশ্বাস না হয়।
কোন হরি ওড়াকাঁদি হইল উদয়॥
না দেখিলে চক্ষু কর্ণ বিবাদ না ঘুচে।
অবশ্য যাইব দেখিবার ইচ্ছা আছে॥
কি ভাব সে ওড়াকাঁদি ভক্ত কিংবা হরি।
হেরিব মহাপুরুষে যদি যেতে পারি॥
কল্য প্রাতেঃ দরশন করিব ঠাকুর।
অদ্য গিয়া নিশিতে থাকিব লক্ষ্মীপুর॥
বুদ্ধিমন্ত বুদ্ধিমন্ত ইহা আমি জানি।
হরিভক্ত জ্ঞানী চূড়ামণি চূড়ামণি॥
শুনিয়াছি তারা যায় ঠাকুরের বাড়ী।
তারা যদি বলে তবে মানিবারে পারি॥
আদি অন্ত বৃত্তান্ত শুনিব সেই স্থানে।
কেমন ঠাকুর তিনি তারা ইহা জানে॥
এতবলি যান চলি লক্ষ্মীপুর গ্রামে।
রহিলেন গিয়া বুদ্ধিমন্তের আশ্রমে॥
ঠাকুরের কথা তথা সকল শুনিল।
শুনিয়া অন্তরে বড় ভক্তি জনমিল॥
প্রাতেঃ উঠি চলিলেন ওড়াকাঁদি ধাম।
যষ্ঠিহাতে কষ্টেতে গমন অবিশ্রাম॥
ধীরে ধীরে চলিলেন বলবীর্যহীন।
চলে যায় মনে ভয় পালা সেইদিন॥
জ্বর আসিবার ভয়ে হরি হরি বলে।
হরিচাঁদ ব'লে ডাকে ভাসে অশ্রুজলে॥
হরি হরি বলি উতরিল ওড়াকাঁদি।
বস্ত্র গলে চক্ষু জলে দাঁড়াইল কাঁদি॥
ঠাকুর বলেন বাছা কি নাম তোমার।
দশরথ বলে আমি বড় দুরাচার॥
নাম মোর দশরথ পদ্মবিলা বাস।
প্রভু বলে তুমিত' দশরথ বিশ্বাস॥
তুইত' বিশ্বাস আমি বড় অবিশ্বাস।
তন্ত্রে মন্ত্রে শৌচাচারে না হয় বিশ্বাস॥
কেন বা আসিলি বাছা আমার নিকটে।
তুই শুদ্ধচারী মোর শৌচ নাই মোটে॥
তিনবেলা সন্ধ্যা কর আর স্নানাহ্নিক।
স্নান পূজা সন্ধ্যাহ্নিক মোর নাই ঠিক॥
কুকুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেলে খাই।
বেদবিধি শৌচাচার নাহি মানি তাই॥
মোর ঠাই এলি বাছা কিসের কারণ।
কহ শুনি মনোকথা বুঝি তোর মন॥
প্রকাশিয়া বল শুনি ওরে দশরথ।

শুদ্ধাচারী সাধু তোর কিবা মনোরথ।।
কি জানি কি ওঢ়াকাঁদি না হয় প্রত্যয়।
কোথাকার হরি এল ওঢ়াকাঁদি গায়।।
নদীয়াতে গৌররূপে গোলোক-বল্লভ।
ওঢ়াকাঁদি জন্ম তার কিসে অসম্ভব।।
মীন হৈনু, কূর্ম হৈনু, বরাহ নৃসিংহ।
তা হ'তে কি হীন হৈনু ল'য়ে নরদেহ।।
মাতাকে কড়ার দিনু নদীয়া ভুবনে।
করিব মা শেষ লীলা ঐশান্য কোণে।।
এই সেই লীলা এই সেই অবতার।
ইহার উপরে পূর্ণ লীলা নাহি আর।।
মন ঠিক কর বাছা চিন্তা নাই আর।
পালিয়েছে পালা আর না হইবে জ্বর।।
শ্রীগুরু চরণচিন্তে ভব ব্যাধি নাশে।
ওঢ়াকাঁদি এলে তার জ্বর থাকে কিসে।।
দশরথ বলে প্রভু বুঝিনু এখন।
নিজ দাস জানি প্রভু ছলা কি কারণ।।
যুগে যুগে ভক্ত মন বুঝিয়া বেড়াও।
জেনে মন বুঝে মন ছলনা করাও।।
কর্ণকে ছলিতে প্রভু বৃদ্ধ বিপ্র বেশে।
পুত্র কেটে দিতে কও পারণা দিবসে।।
খাইবে মনুষ্য মাংস বলিল সেকালে।
ব্রাহ্মণে মানুষ খায় বুঝিতে নারিলে।।
দান ধর্মে রত কর্ণ নির্মল সুজন।
বুঝে না মনুষ্য মাংস খায় কি ব্রাহ্মণ।।
বুঝিতে কর্ণের মন কিবা বাকী ছিল।
স্বর্ণ দগ্ধ পুনঃ পুনঃ ঔজ্জ্বল্য বাড়িল।।
সূর্যবংশে রঘুরায় বুঝি তার মন।
হ'য়েছিলে দ্বিজ ব্যাঘ্র তোমরা দু'জন।।
তুমি হ'লে দ্বিজ, ব্যাঘ্র হ'ল পঞ্চানন।
দ্বিজসুতে খেতে ব্যাঘ্র করে আক্রমণ।।
দ্বিজ শিশু রূপে গেল রঘুরাজ আগে।
বলেছিল রক্ষা কর মোরে খায় বাঘে।।
রঘু বলে ওরে বাঘ বলিরে তোমাকে।
ছাড় ছাড় খেওনারে ব্রাহ্মণ বালকে।।
ব্যাঘ্র বলে যদি আমি রাজ মাংস পাই।
তাহ'লে দ্বিজের সুতে ছেড়ে দিয়ে যাই।।
রাজা বলে আমার অঙ্গের মাংস খাও।
শরণাগত বালকে ছেড়ে দিয়ে যাও।।
তাহা শুনি স্বীকার করিল ব্যাঘ্রবর।
রাজা দেন গাত্রমাংস ব্যাঘ্রে খাইবার।।
খাইল সকল মাংস অস্থিমাত্র সার।
হেনকালে পরিচয় দিল দিগম্বর।।
চেয়ে দেখ আমি ব্যাঘ্র নহে, পঞ্চানন।
মন বুঝিবারে দ্বিজশিশু নারায়ণ।।
বর দিয়া রঘুরাজে গেলে দুইজন।
অন্তর্যামী হ'য়ে কি বুঝিতে হয় মন।।
শ্রীরাম রাঘব নাম নাশিতে রাবণ।
রঘুনাথ হ'তে তার মঙ্গলাচরণ।।
বিশেষতঃ ভক্তগণে জানাইতে ভক্তি।
জগতের শিক্ষাহেতু এই সব যুক্তি।।
এই আমি মনে মনে ভাবি অনুক্ষণ।
গোপীদের মন বুঝা কোন প্রয়োজন।।
যে দিন করিলে হরি বসন হরণ।
জানা মন কি জানিয়ে হরিলে বসন।।

শ্লোক

লজ্জা ঘৃণা তথা ভয় চ্যুতি জুগুস্পা পঞ্চম।
শোকং সুখং তথা জানি অষ্টপাশ প্রকীর্ত্তিত।।

পয়ার

লজ্জা ঘৃণা ভয় ভ্রষ্টা গ্লানি দুঃখ সুখ।
সপ্ত গেছে লজ্জাপাশে পরীক্ষা কৌতুক।।
পতি ত্যজে বনে এসে করে প্রেম সজ্জা।
পরীক্ষিলে গোপীদের আছে কিনা লজ্জা।।
কৃষ্ণ সুখে সুখিনী শ্রীকৃষ্ণ প্রতি আর্তি।

শয়নে স্বপনে জাগরণে কৃষ্ণ স্ফূর্তি॥
যারা যাচে দাসী পদ আপন গরজে।
রাধা বাস হরি' হরি নিলে কি বুঝে॥
বোঝা মন বুঝিবারে কিবা প্রয়োজন।
সেও বুঝি জগতের শিক্ষার কারণ॥
প্রভু বলে শেষ লীলা বড় চমৎকার।
লীলাকারী যেই তার নিজে বোঝা ভার॥
শুনি দশরথ পড়ে পদে লোটাইয়ে।
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে চরণ ধরিয়ে॥
সারে বা না সারে রোগ তাতে নাহি দায়।
দয়া করি হরি মোরে রাখ রাঙ্গা পায়॥
প্রভু কহে এত তোর সাধন ভজন।
শুদ্ধাচারী বৈরাগীর ব্যাধি কি কারণ॥
প্রভু কহে দশরথ তোমারে জানাই।
শৌচাচার ক'রে তোর হ'ল শুচিবাই॥
স্নান না করিয়া কিছু খাওনা কখন।
স্নান না করিয়ে অদ্য করগে ভোজন॥
কল্য ভাত রাঁধিয়া রেখেছে জল দিয়া।
কাঁচা ঝাল দিয়া সেই ভাত খাও গিয়া॥
শুনি অন্তঃপুরে যায় লক্ষ্মীর নিকটে।
মা! মা! বলিয়া সাধু ডাকে করপুটে॥
সাধুর মুখের ঐকান্তিক ডাক শুনি।
দশরথে দেখা দিল জগৎ জননী॥
দশরথ বলে মা দেহি প্রসাদী ভাত।
খেতে আজ্ঞা দিয়াছেন প্রভু জগন্নাথ॥
সাধু ভক্তগণ সব যায় উড়িষ্যায়।
সে আনন্দ বাজারে প্রসাদ মেগে খায়॥
কল্য রাঁধিয়াছ ভাত তাতে দিলে জল।
সেই মাতা লক্ষ্মী তুমি এই সে উৎকল॥
আনন্দ বাজার এই মেগেছি প্রসাদ।
পদ্ম হস্তে দেহ খেয়ে পুরাইব সাধ॥
তব হস্ত রাঁধা অন্ন জগন্নাথ ভোগ।
দেহ অন্ন খাইয়া সারিব ভব রোগ॥
বাহির্দ্দেশে থাকিয়া বলেছে জগন্নাথ।
দশরথে দেহ কাঁচা লঙ্কা পান্তাভাত॥
জগন্মাতা দিল অন্ন আর কাঁচা লঙ্কা।
দশরথ বলে মম গেল মৃত্যু শঙ্কা॥
কি ছাড় ত্র্যাহিক জ্বর ভব রোগ গেল।
অন্নপাত্র ধরি সাধু মস্তকে রাখিল॥
বহুদিন অরুচি না পারে কিছু খেতে।
অদ্য এত রুচি নাহি পারে ধৈর্য হ'তে॥
বড়ই বেড়েছে রুচি বড়ই সুস্বাদ।
সাধু কহে আর বার দেহ মা প্রসাদ॥
ভিড়দিয়া ডাক ছেড়ে কহে দশরথ।
কাঁহা লাবড়া ব্যঞ্জন কাঁহা জগন্নাথ॥
মহাপ্রভু বলে দশরথ এবে আয়।
পাইবি লাবড়া অন্ন মধ্যাহ্ন সময়॥
কিনা কি এ ওঢ়াকাঁদি না পা'লি ভাবিয়ে।
আয় দেখি ক্ষণকাল বসি তোরে লয়ে॥
উপজিল প্রেমভক্তি সেরে গেল জ্বর।
কবি চূড়ামণি কহে হরিনাম সার॥

অথ দশরথ সঙ্গে ঠাকুরের ভাবালাপ

পয়ার

ঠাকুর বসিল গিয়া চটকা তলায়।
দশরথ গিয়া শীঘ্র প্রণমিল পায়॥
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে পরেছ কৌপীন।
কৌপীনের মহিমা না জেনে এতদিন॥
তিন বেলা স্নান করি কে হয় বৈরাগী।
স্নান করে পানকৌড়ি সেও কি বৈরাগী॥
বিবেক বৈরাগ্য তাকি বাহ্য শৌচে হয়।
বনে বনে থাকিলে কি কৃষ্ণ পাওয়া যায়॥
স্নান বল কারে শুধু উপরেতে ধোয়া।
আত্মা শুদ্ধ না হ'লে কি যায় তারে পাওয়া॥
দশরথ বলে এতদিন কি ক'রেছি।
ইতি তত্ত্ব না জানিয়া ডুবিয়ে ম'রেছি॥

অঙ্গ ধৌত বস্ত্র ধৌত ছাপা জপমালা।
বহিরঙ্গ বাহ্যক্রিয়া সব ধূলা খেলা॥
যত দিন নাহি ঘুচে চিত্ত অন্ধকার।
ততদিন শৌচাচার ডুবাডুবি সার॥
ব্যাধিযুক্ত দোষে রসনাতে রুচি নাই।
জল ঢালাঢালি হ'য়েছিল শুচিবাই॥
যত করিয়াছি প্রভু সব শুচিবাই।
তব কৃপাদোক বিনে চিত্তধৌত নাই॥
শ্যাম জলধর বলে চাতক যে হয়।
জলে ডুবে সে কি কভু শুদ্ধ হ'তে চায়॥
স্নান করিয়াছি অন্ন খেতে পারি নাই।
বিনা স্নানে ব্যাধি গেল চতুর্গুণ খাই॥
প্রভু বলে তবে বাপ আর কিবা চাই।
আজ হ'তে আর তোর স্নান পূজা নাই॥
প্রয়োজন নাই তোর ডুবাইতে জলে।
ডঙ্কা মেরে বেড়া গিয়ে হরি হরি বলে॥
হরিনাম ধ্বনি দিয়া মাতা গিয়া দেশ।
শোন বাছা দেই তোরে এক উপদেশ॥
মালাবতী নামে লক্ষ্মীকান্তের ভগিনী।
তারে বিয়া কর গিয়া সে তোর গৃহিণী॥
লক্ষ্মীকান্ত নিকটে বলিলে বিয়া হ'বে।
আমিও বলিয়া দিব ভগিনী সে দিবে॥
তৈলকুপী আখড়ায় চলে যেও তুমি।
তথা আছে লোকনাথ নামেতে গোস্বামী॥
যে ধর্ম জানায় তুমি করিবে সে ধর্ম।
সেই সে পরম ধর্ম তিন প্রভু মর্ম॥
মালাবতী সঙ্গে ধর্ম করিও যাজন।
যারে বলে ব্রজ সাধ্য গোপীর ভজন॥
হেন মতে হইতেছে কথোপকথন।
হইল অধিক লোক প্রভুর সদন॥
যার যে মনন কথা কহিয়া বলিয়া।
স্বীয় স্বীয় স্থানে সব গেলেন চলিয়া॥
মধ্যাহ্ন সময় হ'ল কথোপকথনে।
প্রভু বলে দশরথ যাবি কোনখানে॥
খেতে স্বাদ আছে তোর লাবড়া ব্যাঞ্জন।
চল বাছা খাই গিয়ে হ'য়েছে রন্ধন॥
সেবায় বসিল গিয়া প্রভু হরিচাঁদ।
দশরথ পাতে হাত লইতে প্রসাদ॥
দিলেন প্রসাদ দশরথ খায় সুখে।
হস্ত মুছে মস্তকে কপালে চক্ষে মুখে॥
রেঁধেছিল লাবড়া ঠাকুর ডেকে কয়।
দশরথে দেহ লক্ষ্মী যত খেতে চায়॥
মহাপ্রভু বলে খাও উদর পুরিয়া।
পাইয়াছে মুখে রুচি লহরে খাইয়া॥
জগৎ জননী লক্ষ্মী দিলেন পায়স।
সানন্দে ভোজন করে অন্তরে সন্তোষ॥
স্বহস্তে মা শান্তিদেবী দেন দশরথে।
উদর পুরিয়া সাধু খায় ভালমতে॥
সেবা অন্তে ক্ষণকাল রহিল বসিয়া।
দিলেন ঠাকুর তারে বিদায় করিয়া॥
যাত্রা করে দশরথ যষ্ঠি ল'য়ে হাতে।
প্রভু বলে যষ্ঠি আর হ'বে না ধরিতে॥
ধরিয়া ত্রিশূল শিঙ্গা রক্ষা কর শীল।
যৈছে বোর ধান্য হয় যৈছে হয় তিল॥
কোন মন্ত্র লাগিবে না শুধু হরিনাম।
বাসা কর গিয়া বাছা পাতলার গ্রাম॥
তাহাতে ধান্য তিল পাইবা বৎসর।
সংসার খরচ কার্য চলিবেক তোর॥
প্রভুকে প্রণামী সাধু চলিল হাঁটিয়া।
পুষ্করিণী জলে যষ্ঠি দিলেন ফেলিয়া॥
নিজ বাটী আসিয়া কহিল ভ্রাতাগণে।
বিবাহ হইল শেষে মালাবতী সনে॥
ঠাকুর কহিল লক্ষ্মীকান্ত টীকাদারে।
লক্ষ্মীকান্ত ভগ্নী দিল আজ্ঞা অনুসারে॥
দশরথ বিবরণ মধুমাখা কথা।
কবি কহে হরি বল দিন গেল বৃথা॥

অথ দশরথের বাটী নায়েবের অত্যাচার

পয়ার

কিছুদিন পরে সাধু তৈলকুপি যায়।
গোস্বামীর নিকটেতে ধর্ম শিক্ষা লয়।।
মালাবতী সঙ্গে তাহা করিল যাজন।
অকামনা প্রেমভক্তি ব্রজের ভজন।।
মালাবতী দশরথ মিলে দুইজনে।
মাঝে মাঝে আসে যায় ঠাকুরের স্থানে।।
কোন কোন সময় আসেন একা একি।
ঠাকুরের সঙ্গে এসে করে দেখাদেখি।।
কভু দশরথ ঠাকুরকে ল’য়ে যান।
তিন চারি দিন তথা থাকেন ভগবান।।
কৃষ্ণ গোষ্ঠ নাম পদ সংকীর্তন হয়।
নদীয়াতে যেন শ্রীবাসের আঙ্গিনায়।।
মাতিল অনেক লোক প্রেমে উতরোল।
ঘাটে পথে যেতে খেতে শুতে হরিবোল।।
গ্রামের পাষণ্ডী যারা বাধ্য নাহি তায়।
কাছারিতে নায়েবের কাছে গিয়া কয়।।
কি মত এ গ্রামে আনিয়াছে দশরথ।
গ্রাম্য লোক নষ্ট হ’বে থাকিলে এ মত।।
মেয়ে পুরুষেতে বসি একপাতে খায়।
মেয়েদের এঁটে খায় পদধূলা লয়।।
পুরুষ ঢলিয়া পড়ে মেয়েদের গায়।
মেয়েরা ঢলিয়া পড়ে পুরুষের গায়।।
দিবানিশি হরিনামে পেয়েছে কি মধু।
রাত্রি ঘুম পড়া নাই এ কেমন সাধু।।
ওড়াকাঁদি হ’তে হরি ঠাকুরকে আনে।
সে ঠাকুর যেন কোন মোহিনী মন্ত্র জানে।।
বুঝিয়াছি ইহারা নিশ্চয় জানে যাদু।
হরি ব’লে যায় চ’লে সতী কুলবধূ।।
এ গ্রামেতে লেগেছে বাবু বড় হুলস্থূল।
গ্রাম্য নমঃশূদ্রদের গেল জাতি কুল।।
কশ্যপ মুনির বংশ গোত্রজ কাশ্যপ।
দশরথ হ’তে সেই মান্য হয় লোপ।।
ইহার বিচার কর আনিয়া কাছারি।
এই কাণ্ড আপনাকে দেখাইতে পারি।।
ঠাকুর আছেন দশরথের ভবনে।
সকল প্রত্যয় হবে দেখিলে নয়নে।।
রাত্রিকালে হুড়াহুড়ি শুনা যায় শব্দ।
ছয় সাত দিন মোরা হ’য়ে আছি স্তব্ধ।।
নায়েব বলিছে এবে যাওগে সকলে।
আমাকে লইয়া যেও কীর্তনের কালে।।
সূর্যদেব ডুবে গেল সন্ধ্যাকাল এল।
নাম গান কীর্তনেতে সকলে মাতিল।।
পুরুষ যতেক বসা পিড়ির উপরে।
মহাপ্রভু বসেছেন গৃহের ভিতরে।।
দরজার নিকটে খোল করতাল বাজে।
ঠাকুর আছেন বসি কীর্তনের মাঝে।।
রামাগণ অনেক ব’সেছে গৃহভরা।
মাঝে মাঝে হুলুধ্বনি দিতেছে তাহারা।।
কেহ বা প্রভুর অঙ্গে দিতেছে বাতাস।
ঠাকুরের ঠাই বসি পরম উল্লাস।।
নাম গানে যবে প্রেমবন্যা বয়ে যায়।
রামাগণে বামাস্বরে হুলুধ্বনি দেয়।।
গৃহে বসিয়াছে রামাগণ সারি সারি।
প্রভুপার্শ্বে বসিয়াছে মালাবতী নারী।।
কোন নারী ঠাকুরের চরণে লোটায়।
কোন নারী পদ ধরি গড়াগড়ি যায়।।
কোন নারী কেঁদেছে হা হরি জগন্নাথ।
শ্রীপদ ধোয়ায় কেহ ধরি অশ্রুপাত।।
হেনকালে গ্রামীরা নায়েবে ল’য়ে যায়।
বাড়ীর উপরে নিয়া তাহাকে বসায়।।
দুইভাগ করিয়া পীড়ার লোক সবে।
চৌকি পাতি সমাদরে বসায় নায়েবে।।
যে স্থান হইতে ঠাকুরকে দেখা যায়।
এমন স্থানেতে নিয়া নায়েবে বসায়।।

রামাগণ বাহ্যজ্ঞান হারা সবে ঘরে।
নায়েবে বসিয়া সেই ভাব দৃষ্টি করে॥
অজ্ঞান হইয়া কেহ প্রেমে গদগদ।
হা নাথ বলিয়া কেহ শিরে ধরে পদ॥
চতুর্দিকে নারী মালা মালাবতী বামে।
মৃদুস্বরে হরি বলে মত্ত হ'য়ে প্রেমে॥
মালাবতী ভেসেছেন নয়নের জলে।
স্কন্ধে হাত দিয়া হরি কেঁদোনা মা বলে॥
বদনে তাম্বুল চাবা চর্বণ যা ছিল।
কাশীসহ সেই চাবা ঠাকুর ফেলিল॥
মালাবতী হস্তপাতি ধরিল চর্বণ।
মস্তকে পরশ করি করিল ভক্ষণ॥
ভক্ত পদ রজ ভক্ত পদ ধৌত জল।
ভক্ত ভুক্ত শেষে এই তিন মহাবল॥
জগন্নাথ প্রসাদ কুক্কুর মুখ ভ্রষ্ট।
লভিতে বিরিঞ্চি বিষ্ণু শিবের অভীষ্ট॥
স্বয়ং ভগবান মুখ চর্বিত চর্বণ।
মালাবতী সতী তাহা করিল ভক্ষণ॥
শীলা যথা শত কুম্ভ জলে সিক্ত নয়।
প্রেমে দ্রবীভূত নয় পাষণ্ড হৃদয়॥
বিশেষ গ্রামী লোকের ছিল অনুরোধ।
তাহা দেখি নায়েবের উপজিল ক্রোধ॥
ডেকে বলে দশরথ ওরে বনগরু।
মজাইবি দেশ শুদ্ধ ক'রে নিলি শুরু॥
ওরে বেটা ভণ্ড তুই আয় দেখি শুনি।
কি বুঝিয়া ছেড়ে দিলি ঘরের রমণী॥
এত মেয়েলোক কেন দেখি তোর ঘরে।
ঠাকুরে লইয়া কেন এত প্রেম করে॥
ভাল ভাল অই যদি ঠাকুর হইবে।
মেয়েদের সঙ্গে কেন এ রঙ্গ করিবে॥
দশরথ বলে বাবু মোর দোষ কিসে।
যার যার নারী সেই সেই ল'য়ে আসে॥
জেনে শুনে বল বাবু কেবা করে দোষ।
প্রভুকে আনিনু আমি হইয়া সন্তোষ॥
ঠাকুর আছেন মত্ত হরিনাম গানে।
পাষাণ গলিত হয় এ নামের গুণে॥
মেয়েরা এসেছে সব নাম আকর্ষণে।
অগ্নি দেখে পতঙ্গিনী থাকিবে কেমনে॥
নায়েব কহিছে কেন হুলুধ্বনি দেয়।
দশরথ বলে হ'য়ে আনন্দ হৃদয়॥
নায়েব কহিছে কেন পদধরি পড়ে।
দশরথ বলে শুধু গাঢ় ভক্তি করে॥
নায়েব কহিছে তোর নারী কোন প্রমে।
ঠাকুরের কাছে বৈসে মেতে কোন নামে॥
দশরথ কহে ইহা কভু নহে মন্দ।
এ আমার বহু ভাগ্য পরম আনন্দ॥
নায়েব কহিছে ওরে ভণ্ড তপস্বী।
যাহা শুনিয়াছি তাহা দেখিলাম আসি॥
এ হেন কুকর্ম কেবা দেখেছে কোথায়।
ঠাকুরের ত্যজ্য চাবা তোর নারী খায়॥
নারী লোক সঙ্গে করে হরিনাম গান।
শীঘ্র ভণ্ড তপস্বীরে বাহিরেতে আন॥
কোন প্রেম করে নারী লোক সমিভ্যরে।
নিয়া আয় আমি তাই জিজ্ঞাসি ঠাকুরে॥
দশরথ বলে বাবু স্থির কর মন।
আমি সব বলিতেছি ক্রোধ কি কারণ॥
সাধু মুখামৃত খাবে শাস্ত্রে ইহা আছে।
গৌরাঙ্গ লীলায় ইহার প্রমাণ রয়েছে॥
বৈষ্ণব বন্দনা মধ্যে মধুর আখ্যান।
গৌরাঙ্গের নিস্টীবন নারী লোকে খান॥
বন্দিব বৈষ্ণবী শ্রীমাধবী ঠাকুরানী।
প্রভু যারে আলবাটী বলেন আপনি॥
গৌরাঙ্গ যখন নিস্টীবন ফেলাইত।
বদন ব্যাদান করি মাধবী খাইত॥
থু থু করি যখন ফেলিত নিস্টীবন।
মুখে মুখে মাধবী তা করিত গ্রহণ॥

কাকী যে আধার আনি বাছারে খাওয়ায়।
তেমনি মাধবী দেবী খাইত সদায়॥
বিশেষতঃ ভগবান মুখ নিস্টীবন।
মম নারী খেলে তার সফল জীবন॥
নায়েব কহিছে বেটা ভাঙ্গিব ভণ্ডতা।
করেছিস এতদিন আজ যাবি কোথা॥
আন অই ঠাকুরকে কাছারী লইব।
আ'জ অই ঠাকুরের মর্ম্ম কি শুনিব॥
দশরথ বলে আমি প্রাণে যদি মরি।
সেও ভাল প্রভু কেন যাবেন কাছারী॥
করি মানা ঘরে নাহি যেও কোন জন।
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন॥
মালাবতী ঘর থেকে শুনিলেন তাই।
ডেকে বলে এখানে আসিলে রক্ষা নাই॥
দশরথ মস্তকেতে ছিল এক টিকি।
নায়েব ধরিয়া তাই দিল এক ঝাঁকি॥
চর্ম্মের পাদুকা ছিল নায়েবের পায়।
গোঁড়া বাঁধা লোহাতে কঠিন অতিশয়॥
সেই জুতা খুলে মারে ক্রোধে পরিপূর্ণ।
দশরথ বলে নাহি ভাবি তার জন্য॥
দশরথ মৃত্তিকায় শুইয়া পড়িল।
নায়েবের পদধরি পিঠ পেতে দিল॥
দশজুতা মারিব তোরে রে দশরথ।
যাহাতে না যা'স আর ঠাকুরের সাথ॥
এতবলি পৃষ্ঠে মারে দশজুতা বাড়ী।
জরিমানা ডেকে দশরথে দিল ছাড়ি॥
জরিমানা করিলাম তোরে দশটাকা।
শীঘ্র ফেলা টাকা নৈলে আরো মা'র খাবি।
টাকা যদি নাহি দিস কাছারী যাইবি॥
প্রভু বলে মালাবতী শীঘ্র ঘরে যাও।
দশ টাকা চাহে ওরে কুড়ি টাকা দেও॥
তাহা শুনি মালাবতী কুড়ি টাকা এনে।
নায়েব নিকটে টাকা দিলেন তখনে॥
ঘর হ'তে ঠাকুর কহেন নায়েবেরে।
আর দশ টাকা আমি দিলাম তোমারে॥
কত নিবে কত খাবে প্রজা বেঁচে রৈলে।
ধনে বংশে মজাইলে যে মা'র মারিলে॥
বারে বারে ইচ্ছা কর মোরে মারিবারে।
এই মা'র আমা ছাড়া মারিয়াছ কারে॥
জরিমানা দিলাম যে দশ টাকা বেশি।
এখন নায়েব বাবু হ'য়েছ কি খুশী॥
এমন মধুর নামে পাষণ্ডী হইও না।
এজন্য দিলাম আমি বেশি জরিমানা॥
এখন আমরা গান করিতে কি পারি।
পরকাল যা'তে রহে বলে হরি হরি॥
নায়েব কহিছে এবে আর কার ভয়।
দিবা নিশি হরি হরি বলহ সদায়॥
অমনি বলিয়া সবে প্রভু হরিচাঁদ।
উচ্চৈঃস্বরে সবে করে নাম গান পদ॥
নামে প্রেমে দিশেহারা মাতিয়া উঠিল।
বিষাদে হরিষ হ'য়ে সুখেতে ভাসিল॥
কারু মনে দুঃখ দশরথরে মেরেছে।
তাহা মনে করি হরি বলে কাঁদিতেছে॥
নায়েবের প্রতি কেহ ক্রোধ করি পড়ে।
সে ভাবেও হরি বলে দন্ত কড়মড়ে॥
কোন মেয়ে বলে হরি আর ভয় নাই।
আনন্দে বলিল হরি আর কিবা চাই॥
কি করিবে কোন বেটা বলে কোন মেয়ে।
নায়েব দিয়েছে আজ্ঞা জরিমানা নিয়ে॥
কোন মেয়ে বলে সব মঙ্গল কারণ।
কি দিয়ে কি করে হরি বুঝে কোন জন॥
একাকী বিশ্বাস মহাশয় মা'র খেল।
নির্ব্বিঘ্ন হইল দেশ ভয় দূরে গেল॥
হরিনাম লইতে নির্ব্বিঘ্ন যদি হয়।
বিশ জুতা বাড়ী খেলে তাতে কিবা ভয়॥
কোন মেয়ে বলে কেন মোরে মারিল না।

চল্লিশ জুতাতে মোর কিছুই হ'ত না।।
কেহ বলে আমারে মারিলে ভাল হ'ত।
কেন মারিল না মোরে পঞ্চাশৎ জুত।।
শ্রীহরি নামের গুণ বাড়ে যে প্রহারে।
তাহাতে কি ব্যাথা হ'ত আমার অন্তরে।।
ধন্য দশরথ ধন্য নায়েব প্রহার।
হরিনাম বিঘ্ন নাশ করে খেয়ে মা'র।।
হরিচাঁদ হরিচাঁদ হরিচাঁদ বল।
কি করিতে পারে আর পাষণ্ডীর দল।।
পাষণ্ডীর গণ সব এল ত্বরা করি।
দাস হ'য়ে হরি বলে দন্তে তৃণ ধরি।।
তাহা দেখি সবে বলে জয় হরি জয়।
জয় মহাপ্রভু হরিচাঁদ জয় জয়।।
কেহ বলে প্রেমানন্দে হরি হরি বল।
এইভাবে মহাভাবে সবে মেতে গেল।।
লম্ফ ঝম্ফ ভূমিকম্প পুলকিত অঙ্গ।
কেহ বা বেহুঁশ আর নহে প্রেম ভঙ্গ।।
বিপক্ষেরা বলে গিয়ে নায়েবের ঠাই।
বলে বাবু দেখ গিয়া আর রক্ষা নাই।।
নায়েব কহিছে খুব কীর্তন হউক।
প্রেমে মেতে যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক।।
তোদের কথায় আমি মিছা করি রোষ।
ঘরে দ্বীপ বহুলোক কিবা করে দোষ।।
পতিব্রতা সতী নারী পতি আছে সাথে।
দোষ যদি করে তাহা করে গোপনেতে।।
এখন তাদের প্রতি নাহিক জুলুম।
নাম গান করিবারে দিয়াছি হুকুম।।
মারিয়াছি দশরথে ভাগ্যে কিবা হয়।
এ ঠাকুর সামান্য ঠাকুর যেন নয়।।
আজানুলম্বিত ভুজ আকর্ণ- নয়ন।
মানুষেতে নাহি মিলে এমন লক্ষণ।।
দশটাকা জরিমানা বিশ টাকা দিছে।
কি জানি ঠাকুর যেন মোরে কি ক'রেছে।।
স্বপ্নে দেখিয়াছি অই ঠাকুর আসিয়া।
হস্তের আঙ্গুলি মোর নিল খসাইয়া।।
আরো দেখিলাম যেন আসিয়াছে পত্র।
গৃহদাহ হইয়াছে ঘর নাহি মাত্র।।
ইতি উতি কত যে কি দেখিনু স্বপনে।
নৃত্য করে বাম অঙ্গ শান্তি নাই মনে।।
ফিরে গেল পাষণ্ডীরা অতি মৌন হয়ে।
এ দিকেতে সংকীর্তন উঠিল মাতিয়ে।।
যামিনী হইল ভোর নাম সংকীর্তনে।
সবে প্রেমে মত্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই মনে।।
সংকীর্তন হইতেছে কার নাহি হুঁশ।
ভেদাভেদ জ্ঞান নাই নারী কি পুরুষ।।
বৃংহত বৃংহতি রবে হস্তী হস্তী যুঝে।
হেন রব হইতেছে কীর্তনের মাঝে।।
কীর্তনের রব যেন মত্ত সিংহ রব।
শৃগালের মত ভীত পাষণ্ডীরা সব।।
হেনজ্ঞান হইতেছে সময় সময়।
প্রবল ঝঞ্ঝাটে যেন গ্রাম উড়ে যায়।।
ভেক প্রায় ভীরু হ'য়ে হ'য়ে র'য়েছে পাষণ্ড।
এইরূপে বেলা হ'ল পাঁচ ছয় দণ্ড।।
নিশি ভোর পূর্বাকাশে শূন্যে স্থিতি রবি।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত গীত গায় কবি।।

মহিলা কাছারী এবং বিচার ও হুকুম
পয়ার

মালাদেবী হুঁশ হ'য়ে সংকীর্তন ভীতে।
বিনয় চরণে ধরি কহে দশরথে।।
নিশি ভোর পূর্বাকাশে উদয় তপন।
ক'রে দেন প্রভুর সেবার আয়োজন।।
আপনার প্রতি কল্য দেখে অত্যাচার।
গত নিশি সকলে রয়েছে অনাহার।।
দশরথ দশাভঙ্গ ভকতের সঙ্গ।
স্থির হ'ল প্রেমনিধি থামিল তরঙ্গ।।

প্রভু কহে মালাবতী পাক কর গিয়া।
কাছারী করিব অদ্য আহার করিয়া॥
মাতাগণ যাও সবে নিজ নিজ ঘরে।
সকালে বিকালে এসে দেখে যেও মোরে॥
মালাদেবী স্নান করি করিল রন্ধন।
আমন্য তণ্ডুল অন্ন ষোড়শ ব্যঞ্জন॥
ডা'ল ডাল্লা শাক শুক্তা ভাজা বড়া বড়ি।
চালিতা অম্বল আমসির চড়চড়ি॥
মহাপ্রভু সেবা করে হ'য়ে হৃষ্টমতি।
দশরথ গান করে ভোজন আরতি॥
ভোজনান্তে মহাপ্রভু শয়ন করিছে।
মেয়েরা আসিয়া কেহ বাতাস দিতেছে॥
পার্শ্ব লগ্ন শয্যার উপরে পৃষ্ঠদেশ।
ক্ষণকাল হইয়াছে নিদ্রার আবেশ॥
এক মেয়ে বলে দিদি পাখা কর ত্যাগ।
ঠাকুরের পৃষ্ঠদেশে দেখ একি দাগ॥
থাগ্ থাগ্ দাগ হেন কভু দেখি নাই।
জমিয়া রয়েছে রক্ত চেয়ে দেখ ভাই॥
নিদ্রা ভঙ্গে গাত্রোত্থান করিল গোঁসাই।
মেয়ে গণে জিজ্ঞাসিল ঠাকুরের ঠাই॥
একি দাগ দেখি প্রভু তব পৃষ্ঠোপরে।
ঠাকুর কহিছে কল্য মেরেছে আমারে॥
দশরথ পৃষ্ঠে জুতা মারিল নায়েব।
আমার পৃষ্ঠেতে রাখিয়াছে গুরুদেব॥
নারীগণে তাহা শুনে কাঁদিয়া উঠিল।
চক্ষুজলে সকলের বসন তিতিল॥
যে অঙ্গ নির্জনে বসি গড়িয়াছে বিধি।
সে অঙ্গে জুতার বাড়ি চেয়ে দেখ দিদি॥
আহারে দারুণ বিধি এই ছিল মনে।
চাঁদেতে কলঙ্ক দিলি বিচার করলিনে॥
তাহা দেখি দশরথ পড়ে ভূমিতলে।
সর্বাঙ্গ তিতিল তার নয়নের জলে॥
জটিলাকে বেত্রাঘাত করে তার গুরু।
সেই দাগ পৃষ্ঠে ধরে বাঞ্ছা কল্পতরু॥
সে মতে আমাকে রক্ষা কৈল ভগবান।
হায় হায় কেন নাহি গেল মোর প্রাণ॥
এই জন্য আমি কোন বেদনা না পাই।
নায়েবে মেরেছে মোরে মনে ভাবি তাই॥
মালা দেবী লুটে পড়ে ঠাকুরের পায়।
ইহার বিচার প্রভু হইবে কোথায়॥
প্রভু বলে তবে তোরা আয় সব নারী।
মিলাইব হাইকোর্ট মহিলা কাছারী॥
ভাল ভাল বস্ত্র দিল চারিদিকে ঘিরে।
চৌকি সিংহাসন করি পাতি দিল ঘরে॥
বেড়ায় সংলগ্ন করি দিলেন পাতিয়া।
তিনটি বালিশ দিল তার পর নিয়া॥
ছাপ এক চাদর পাতিয়া দিল পরে।
নানা পুষ্পমাল্য মালা দিল থরে থরে॥
তারপর বসাইয়া দিল এক মেয়ে।
কুসুম মুকুট তার মস্তকেতে দিয়ে॥
পদ্মপুষ্প মালা গাঁথি গলে দিল তার।
ঝুলাইয়া দিল মালা বক্ষের উপর॥
উকিল মোক্তার হ'ল মেয়েরা সবায়।
হুজুর সেলাম বলি সম্মুখে দাঁড়ায়॥
যেই নারী মহারাণী সেজে বসেছিল।
রাজ-শ্রী রাজ-মুকুট শোভা তার হ'ল॥
মহাপ্রভু হ'য়ে বাদী করি যোড় হস্ত।
জবানবন্দী করিল নালিশী দরখাস্ত॥
দশরথে মেরেছে নায়েব মহাশয়।
সেই প্রহারের দাগ মম পৃষ্ঠে রয়॥
সত্য মিথ্যা স্বচক্ষে দেখুন একবার।
সুবিচার করুণ হে ধর্ম অবতার॥
যে মেয়ে হইল রাণী সেই মেয়ে কয়।
প্রমাণ করহ শীঘ্র বিলম্ব না সয়॥
প্রভু বলে আমি হইয়াছি ফরিয়াদি।
ধর্মতঃ শপথ সত্য মম জবানবন্দী॥

আমার রাজ্যেতে মিথ্যা নাহি কহে কেহ।
আমার প্রমাণ ধর্ম বিচার করহ॥
মেয়েরা বলেছে এই ধর্মের কাছারী।
আমরা দেখিয়াছি গায় মারে দশ বাড়ী॥
রাণী কহে নায়েব সে বড় অত্যাচারী।
মোকর্দ্দমা জয় তব দিলাম এ ডিক্রি॥
এই শাস্তি হ'বে তার বংশের নির্মূল।
কুষ্ঠব্যাধি খসিবেক হস্তের আঙ্গুল॥
গৃহদাহ হইবে নায়েবী কার্য যা'বে।
কল্য কাছারীতে বসি সংবাদ পাইবে॥
এ সব সংবাদ পেয়ে করিবে রোদন।
পরশু করিবে বেটা গৃহেতে গমন॥
সবে বলে হয় শ্রীহরিচাঁদের জয়।
নাম গানে মাতিল কাছারী ভঙ্গ হয়॥
পরদিন বাটী হ'তে পৌছিল পত্র।
গৃহদাহ হইয়াছে ঘর নাহি মাত্র॥
দৈবাৎ মরেছে তার সুযোগ্য নন্দন।
শিরে করাঘাত করি করিছে রোদন॥
লোক সহ পত্র এল রাজ বাটী হ'তে।
বরখাস্ত হ'লে তুমি নায়েবী হইতে॥
কুষ্ঠ ব্যাধি হ'ল গায় চাকা চাকা দাগ।
বাড়ী চলে গেল করে নায়েবতী ত্যাগ॥
হইল গলিত কুষ্ঠ খসিল আঙ্গুল।
স্বধনে সবংশে দুষ্ট হইল নির্মূল॥
সাধু হিংস্র নায়েবের হ'ল সর্বনাশ।
গ্রামবাসী পাষণ্ডের লাগিল তারাস॥
সেই ভাবে সকলে রহিল মনোল্লাসে।
নাম গানে নিশি ভোর হ'ল ভাবাবেশে॥
কহিছে তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।
সাধুদ্বেষী যেই তার মুণ্ডে হেন বাজ॥

মহাপ্রভুর জোনাসুর কুঠী যাত্রা

দীর্ঘ ত্রিপদী

হাকিম হুকুম যাহা প্রতক্ষ্যে ফলিল তাহা
নায়েব চলিয়া গেল বাড়ী।
গৃহদাহ বার্তা এল কার্যেতে জবাব হ'ল
ভয় প্রাণ কাঁপে থরহরি॥
বিপক্ষ গ্রামীরা যত রাগে হ'ল জ্ঞান হ'ত
বলে এত জুতা মারি পিঠি।
এত দিল জরিমানা তবু কীর্তন ছাড়ে না
লাফালাফি ক'রে ভাঙ্গে মাটি॥
যত সব জাতিনাশা নাহিক অন্য ব্যবসা
কিসে চলে খায় ব'সে ব'সে।
কেহ অন্ন বস্ত্রহীন বালক যুবা প্রবীণ
কি কৌশলে সবে এসে মিশে॥
নায়েব দিল লাঞ্ছনা বিশ টাকা জরিমানা
কার্য গেল চলে গেল বাটী।
যত সব দুষ্ট খল জুটিয়া পাষণ্ড দল
শেষে যায় জোনাসুর কুঠি॥
নজর দিয়া সবাই ডিক সাহেবের ঠাই
করে এক কেতা দরখাস্ত।
সাহেবের কাছে গিয়ে একে একে দাঁড়াইয়ে
বাচনিক বলিল সমস্ত॥
পাষণ্ডী মুখ নিঃসৃত যত আ'সে কহে তত
ভাল মন্দ নাহি যে বিচার।
যতসব ভাল ক্রিয়ে সেই সকল ত্যজিয়ে
কহে যত কুৎসিত আচার॥
সাহেব শ্রবণ করে বলে তাদের গোচরে
যেই নারী কীর্তনেতে নাচে।
কীর্তনের প্রেমাবেশে যেই নারী মিশে এসে
তাহাদের কেহ কি জেনেছে॥
কহে পাষণ্ডীগণ তাহাদের আত্মজন
অই কার্য বড় ভালবাসে।
সাহেব কহিছে হারে তাহারা যে কার্য করে
মোর মনে মন্দ নাহি আসে॥
সাহেব কহিছে বল না কহিস মিথ্যা ছল

কুকার্য কি করে কোন জনে।
নাচে গায় নিরবধি তার মধ্যে কাঁদে যদি
কুপ্রবৃত্তি জন্মিবে কেমনে॥
সাহেব কহিছে আমি দেখিব কেমন আদমি
যাহ হাম পেয়াদা পাঠাই।
পাষণ্ডীরা গৃহে গেল সাহেব লোক পাঠা'ল
উপনীত দশরথ ঠাই॥
পদ্মবিলা গ্রামে বাস শ্রীরামতনু বিশ্বাস
বুদ্ধিমান অতি বিচক্ষণ।
কাছারী কুঠি মোকামে রাজদ্বারে কিংবা গ্রামে
পরগণে মানে সর্বজন॥
নায়েব যেদিন মারে রামতনু অগোচরে
গোপনেতে করে যত খল।
শেষে সকল শুনিল ক্রোধে পরিপূর্ণ হ'ল
বলে এর দিব প্রতিফল॥
মানিব না উপরোধ দিব এর প্রতিশোধ
ভিটা বাড়ী করিব উচ্ছন্ন।
ঠাকুর বারণ করে বাছাধন বলি তোরে
তুমি কিছু কর না এ জন্য॥
তাহাতে বারণ হ'ল কুঠির পেয়াদা এল
রামতনু জানিবারে পায়।
দশরথ নিকটেতে কহে গিয়ে যোড়হাতে
এতে গুরু নাহি কিছু ভয়॥
রামতনু বাল্যকালে সাধু দশরথ স্থলে
পাঠশালে লেখাপড়া শিখে।
রামতনু সেইজন্য দশরথে করে মান্য
চিরদিন গুরু বলে ডাকে॥
তিনি ক'ন পেয়াদারে কেন আ'লি মরিবারে
বল গিয়া সাহেবের কাছে।
মূলমর্ম নাহি জেনে পেয়াদা পাঠা'লে কেনে
অত্যাচারে নায়েব ম'রেছে॥
রামতনু কুঠি গিয়ে নিরপেক্ষ ভাব ল'য়ে
সত্য জানাইল সাহেবেরে।
সাহেব কহে বিশ্বাস আর নাহি অবিশ্বাস
ঠাকুরে কি দোষ কার্য করে॥
বল শুনি রামতনু আমার জীবন তনু
ঠাকুরে কেন দেখিতে চায়।
শীঘ্র গিয়া কহ তুমি ঠাকুর দেখিব আমি
আসুন আমার কামরায়॥
সাহেবে কড়ার দিয়ে রামতনু গৃহে গিয়ে
গুরুদেব নিকটেতে কয়।
দশরথ পদ ধরে জানাইল ঠাকুরেরে
সাহেবেরে দেখা দিতে হয়॥
মহাপ্রভু শুনি তাই বলে যাব তার ঠাই
করিবারে রাজ দরশন।
যে দেখিতে চায় মোরে আমিও দেখিব তারে
মন চাহে তার সম্মিলন॥
ঠাকুর করিল দিন বল গিয়া আমি দীন
কুঠি যাব তিন দীন পরে।
রামতনু এইকালে বলে দশরথ স্থলে
এবে দণ্ড দিব পাষণ্ডীরে॥
সে কথা ঠাকুর শুনে কহে দশরথ স্থানে
মানা কর তোমার শিষ্যরে।
পাষণ্ডীর কিবা ভয় যারা মম কিছু নয়
তারা মম কি করিতে পারে॥
ঠাকুর কুঠিতে যাবে দিন ধার্য করি তবে
যে স্থানে যে ভক্তগণ ছিল।
প্রধান প্রধান ভক্ত নামগানে অনুরক্ত
আসিতে সবারে আজ্ঞা দিল॥
ঠাকুর সে দিন মত লইয়া ভকত কত
দশরথ ভবনে আসিল।
প্রেমিক প্রবীণ যত নাম বা লইব কত
এসে সবে একত্রিত হ'ল॥
রাউৎখামার বাসী অনেক মিশিল আসি
রামচাঁদ হীরামন বালা।
আইল বদনচন্দ্র কুবের আদি গোবিন্দ

নারিকেল বাড়ীর পাগলা॥
লক্ষ্মীপুর বাসী ভক্ত চূড়ামণি বুদ্ধিমন্ত
আসিলেন তারা দু'টি ভাই।
এল নাটুয়া পাগল ব্রজ নাটুয়া পাগল
হরিবোল বিনে বোল নাই॥
বিশ্বনাথ দরবেশ আসিল পাগলবেশ
নেচে নেচে ধায় আগে আগে।
যতেক ভকতগণ হরিনামেতে মগন
সিংহের প্রতাপে ধায় বেগে॥
গেল দশরথ ঘর সবে হ'ল একতর
ভয়ে ভীত হ'ল দশরথ।
ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গো দেখিয়ে হ'ল আতংক
লোক হ'ল দুই তিন শত॥
দশরথ পদ ধরে বলে প্রভুর গোচরে
এত ভক্ত কৈল আগমন।
দৈবে লোক বহুজন করাতে স্নান ভোজন
মম সাধ্য না হবে কখন॥
ঠাকুর কহিছে বাছা কেন তুমি ভাব মিছা
এল যত সাধু মহাজন।
যে করে হরির চিন্তে হরি করে তার চিন্তে
খেতে দিবে যাঁহার সৃজন॥
তুমি কি করিবে ভেবে যার কার্য সে করিবে
স্নান করাইয়া সবে আন।
যাইতে হইবে কুঠি মাথায় লইব মাটি
কেশ মুক্ত বেশই প্রধান॥
বিশ্বনাথ দরবেশে বলে স্নান কর এসে
কেশ ধৌত কর ল'য়ে মাটি।
তুই ফকির মানুষ হ'য়ে দেওনা পুরুষ
চুল ছেড়ে যেতে হ'বে কুঠি॥
মহাপ্রভু স্নান ছলে যান পুষ্করিণী জলে
এ দিকেতে যত নারীগণ।
কলসী লইয়া কাঁখে কেহ জল আনে সুখে
কেহ করে মস্তক মার্জন॥
কেহ বা গাত্র মার্জন কেহ পদ প্রক্ষালন
শ্রীঅঙ্গ মোছায় কোন নারী।
যেখানে যে কার্য করে সবে হরিষ অন্তরে
দলে দলে বলে হরি হরি॥
এদিকে মেয়েরা যত সবে হ'য়ে হরষিত
এসেছেন বিশ্বাসের বাটী।
কোন কোন নারীগণে আশ্চর্য মেনেছে মনে
শুনেছে ঠাকুর যাবে কুঠি॥
শুনেছে বাটী হইতে দশরথের বাটীতে
আসিয়াছে মতুয়া সকল।
কেহ এনেছে চাউল কেহ এনেছে ডাউল
কেহ আনে দধি দুগ্ধ ঘোল॥
কুষ্মাণ্ড কদলী আদি তরকারী নানা বিধি
থোড় মোচা শাক শিম মূল।
আলু কচুক আলাবু কেহ কেহ আনে লেবু
কেহ আনে পদ্মবীজ মূল॥
ব্যঞ্জন লাবড়া পাক সরিষা বাটা শুক্ত শাক
মেয়েরা রন্ধন করে ঘরে।
দৈবে এক মেয়ে এল সেই ঘরে প্রবেশিল
কোন মেয়ে নাহি চিনে তারে॥
তণ্ডুল ঠিক দু'মন পাক হইল যখন
এমন সময় দয়াময়।
গিয়া সেই রসই ঘরে নিষেধিল মেয়েদেরে
পাক ক্ষান্ত কর এ সময়॥
এই অন্নে হ'য়ে যা'বে বসাইয়া দেহ সবে
ক্ষুধার সময় বয়ে যায়।
ঠাকুর বাহিরে এসে বলিলেন হেসে হেসে
খেতে বৈস সাধুরা সবায়॥
যত সব ভক্তগণ ক্ষান্ত করি সংকীর্তন
মহাপ্রভু নামে ভীড় দিল।
করিতে অন্ন ভোজন করি পদ্ম পত্রাসন
তারপরে সকলি বসিল॥
ঠাকুরের প্রিয় দাস দেওড়া গ্রামেতে বাস

নামেতে প্রহ্লাদচন্দ্র ঘোষ।
ল'য়ে ছয় হাঁড়ি দধি গিয়াছিল ওড়াকাঁদি
উপনীত হইয়া সন্তোষ॥
কহিছেন হরিচাঁদ কি ক'রেছ রে! প্রহ্লাদ
ক্ষীর কি মাখন আন নাই।
সাধু সেবা হ'বে হেথা শুনিয়াছ এই কথা
তোর দধি বড় ভাল খাই॥
ঘোষ কহে হ'য়ে নত মেয়েরা এনেছে ঘৃত
সেই ঘৃত এবে হবে ব্যয়।
এই সেবা হোক শেষ ক্ষীর মাখন পায়স
আমি দিব বৈকালী সেবায়॥
ছয় হাঁড়ি দধি ছিল দুই হাঁড়ি মথি নিল
মাখন তুলিল সে সময়।
কতকাংশ জ্বাল দিয়া সদ্য ঘৃত বানাইয়া
উঠাইয়ে রাখিল শিকায়॥
মেয়েদের দেয় দুগ্ধ জ্বালাইয়া করি স্নিগ্ধ
ক্ষীর বানাইল কতকাংশে।
দিয়া মালাবতী স্থলে বলে লহ, মা! বৈকালে
দিও ঠাকুরের সেবা রসে॥
হইল পরিবেশন যত সব সাধুগণ
প্রভু প্রতি হরিধ্বনি দিয়া।
উত্তম ভোজন করি সবে বলে হরি হরি
আচমন করিল উঠিয়া॥
যে যে দ্রব্য এনেছিল সিকি মাত্র ব্যয় হ'ল
আর সব রহিল পড়িয়া।
প্রভু ক'ন মালাদেবী তুমি পরমা বৈষ্ণবী
এই সব দ্রব্য রাখ নিয়া॥
যতনে না কর ত্রুটি আমরা যাইব কুঠি
সাধু ভক্তগণ এই সব।
সব ল'য়ে সমিভ্যরে রাত্রি এসে তব ঘরে
পুনশ্চ করিব মহোৎসব॥
সাধ্বীগণ একতরে সবে বসি এই ঘরে
চিন্তা কর মঙ্গল আমার।
ঠাকুরের কুঠি যাত্রা শেষ লীলা শুভবার্তা
কহে দীন রায় সরকার॥

কুঠিতে নাম সংকীর্তন

পয়ার

ভক্তবৃন্দ সঙ্গে ল'য়ে দয়াল ঠাকুর।
চলিলেন সাহেবের কুঠি জোনাসুর॥
মৃদ্ধৌত-মার্জিত কেশ বেঁধে রেখেছিল।
অর্ধ পথে গিয়া সবে চুল ছেড়ে দিল॥
উড়িছে চিকুর যেন ঠিক ব্যোমকেশ।
চলিল কবরী ছাড়ি বিশে দরবেশ॥
আগে যায় বিশ্বনাথ নাচিয়া নাচিয়া।
তার পিছে নেচে যায় গোবিন্দ মতুয়া॥
মাঝে মাঝে গোবিন্দ মতুয়া দেয় লম্ফ।
জ্ঞান হয় তাহাতে হ'তেছে ভূমিকম্প॥
পাগলের দল যায় তার আগে আগে।
হীরামন যায় ঠাকুরের অগ্রভাগে॥
ঠাকুরের পিছে পিছে যায় দশরথ।
পিছেতে মতুয়া জুড়ে ঘাট মাঠ পথ॥
দশরথ গান করে নিজকৃত পদ।
সবে গায় তাহা প্রেমে হয়ে গদগদ॥
মহাপ্রভু পিছে যত ভক্তগণ ধায়।
ঠাকুরের সম্মুখেতে কেহ নাহি যায়॥
আগ্নেয় মেঘেতে যেন উল্কার পতন।
সবাকার কণ্ঠস্বর হ'তেছে তেমন॥
আগে পাছে ঠাকুরের বহুলোক ধায়।
জড়াজড়ি ধরাধরি ধরাতে লোটায়॥
রক্তজবা সম চক্ষু কাল মণি ঘেরা।
তার মধ্যে জ্যোতি যেন আকাশের তারা॥
ঠাকুরের আগে আগে হীরামন ধায়।
ঠিক যেন বীরভদ্র যায় দক্ষালয়॥
ঠাকুরের পিছে চারিখানা খোল বাজে।
অষ্টজোড়া করতাল বাজে তার মাঝে॥

পশ্চিম দিকেতে প্রভু করেছে গমন।
মুখপদ্ম ঝলসিছে সূর্যের কিরণ॥
রক্তবর্ণ চক্ষু কালফণী মণি ঘেরা।
ভুরুধনু মণি র'ক্ষে দিতেছে পাহারা॥
ভালে কোটা শশীছটা হ'য়েছে সংযোগ।
তাহাতে ঘটেছে যেন পুষ্পবন্ত যোগ॥
দূর হতে সাহেব ক'রেছে দরশন।
রামতনু অগ্রে গেল সাহেব সদন॥
সাহেব জিজ্ঞাসা করে রামতনু ঠাই।
ঘোর শব্দ ভীম মূর্তি কি দেখিতে পাই॥
বাজে খোল করতাল হুংকারের রোল।
এতলোক কোথা হতে আসিল সকল॥
রামতনু বিশ্বাস কহিছে সাহেবেরে।
ইচ্ছা করিলেন যে ঠাকুর দেখিবারে॥
সেই প্রভু এসেছেন ল'য়ে ভক্তগণ।
মহাসংকীর্তন যেন ভীষণ গর্জন॥
সাহেব কহিছে তনু এত ভক্ত যার।
সামান্য মানুষ নহে বুঝিলাম সার॥
রাজা রামরত্ন রায় আমি কর্মচারী।
এত লোক একত্রিত করিতে না পারি॥
যদি একত্রিত হয় রাজদণ্ড ভয়।
হেতু বিনা এত লোক ভীর কেন হয়॥
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে দেখি চা'র পাঁচ শত।
হেলে দুলে নাচে গায় যেন মদ মত্ত॥
লোকে অসম্ভব এই অলৌকিক কার্য।
ক্ষণ জন্মা লোক ইনি করিলাম ধার্য॥
সাহেবের মাতা ছিল খট্টায় শয়ন।
ডিক কহে মাদার করহ দরশন॥
দেখ মা ঠাকুর এল কামরা বাহিরে।
মতুয়রা উপস্থিত কুঠির উপরে॥
বিশ্বনাথ দরবেশ প্রেমে মত্ত হ'য়ে।
ধরণী পতিত হয় নাচিয়ে নাচিয়ে॥
দাঁড়াইয়া কামরার দরজা সম্মুখে।
সাহেবেরা মাতা পুত্রে ম'তোদিগে দেখে॥
সাহেবের মাতা যবে করিয়া দরশন।
এমন সময় ক্ষান্ত করিল কীর্তন॥
একে একে সাহেব করিয়া দরশন।
বলে তনু কহত' ঠাকুর কোন জন॥
সাহেবের মাতা কহে শুন বাছা ডিক।
ঠাকুরে দেখিয়া কি করিতে নার ঠিক॥
আজানুলম্বিত ভুজ চৌরাশ কপাল।
উর্দ্ধরেখা করে চক্ষু কর্ণায়ত লাল॥
চুল ছেড়ে দাঁড়িয়েছে ঠাকুর ঐ জন।
স্বভাবত রূপ যেন ভুবন মোহন॥
ভালমত ঠাকুরকে দেখ হ'য়ে স্থির।
দেখেছ কাঙ্গালী মাকে এই তার পীর॥
মনুষ্যের শরীরে কি এত হয় জ্যোতি।
পবিত্র চরিত্র যেন ঈশ্বর মূরতি॥
আমাদের অধিকারে হেন লোক আছে।
এ ঠাকুর দেখিলে মনের দুঃখ ঘুচে॥
সাহেব কহিছে তনু ঠাকুরকে আন।
নিকটে আসুন উনি দূরে র'ন কেন॥
মাদার চিনেছে ভাব ভঙ্গীতে নিশ্চিতে।
আমিও ঠাকুর চিনে লই ভালমতে॥
ঠাকুর বুঝিয়া সাহেবের অভিপ্রায়।
আগু হ'য়ে সাহেবের নিকটে দাঁড়ায়॥
সাহেবের মাতা দেখে হ'য়ে অনিমিখ।
সাহাবেরে বলে তোম দেখ দেখ ডিক॥
হিন্দু বলে শ্রীহরি যবনে বলে আল্লা।
দরবেশ ফকিরে যারে বলে হেলেল্লা॥
বৌদ্ধ যারে বুদ্ধ কহে খ্রিষ্টে বলে যিশু।
এই তিন নবরূপে উদ্ধারিতে বসু॥
সাহেব আনিয়া দিল চেয়ার পাতিয়া।
ঠাকুরকে বলিলেন বৈঠহ আসিয়া॥
ঠাকুর কহেন একি কহ অসম্ভব।
চেয়ারে কি বৈসে কভু ঠাকুর বৈষ্ণব॥

সাহেব কহে ঠাকুর যে ইচ্ছা তোমার।
যথা ইচ্ছা তথা বৈঠ হাম পরিহার।।
গান ক্ষান্ত দেহ কেন গাও গাও গাও।
নাচিয়া গাহিয়া সবে মেরা পাছ আও।।
কামরার বাহিরেতে সকলে বসিয়া।
পদ ধরি কেহ কেহ উঠিছে নাচিয়া।।
নাচিয়া নাচিয়া করে হরি সংকীর্তন।
কেহ কেহ শিব নেত্র ধরায় পতন।।
নাচে গায় দশরথ দিতেছে চিৎকার।
সিঙ্গাস্বরে বারে বারে করে হুহুঙ্কার।।
লোমকূপ কুণ্ডুলোম কন্টক আকার।
মস্তকে চৈতন্য শিখা উর্দ্ধ হয় তার।।
ক্ষণে ক্ষণে ধরাতলে পড়ে দশা হ'য়ে।
গোবিন্দ মতুয়া উঠে ফিকিয়ে ফিকিয়ে।।
শয়নে স্বপনে কিংবা মলমূত্র ত্যাগে।
উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম যার মুখে জাগে।।
সে বদন হরি হরি হরি বলে মুখে।
বিকারের রোগী যেন উঠে কালহিক্কে।।
কাঁদে আর নাচে মাথা স্কন্ধে ঘুরাইয়া।
ফিরিয়া ঘুরিয়া নাচে বিমুখ হইয়া।।
উলটিয়ে মাথা নিয়ে পায়ের নিকটে।
সেইভাবে হরি বলি পালটীয়ে উঠে।।
নাচিতে নাচিতে যায় কামরা ভিতর।
শতধারে চক্ষে বারি সাহেবের মার।।
কুবের বৈরাগী নাচে মুখ ফুলাইয়া।
অলাবুর পাত্র দেয় পেটে ঠেকাইয়া।।
গোপীযন্ত্র পরে অগ্নি মারিয়া থাপড়।
নাচিতে নাচিতে যায় কামরা ভিতর।।
গোঁসাই গোলোক যেন বাণ বেড়পাক।
ফিরে ঘুরে নাচে যেন কুম্ভাকার চাক।।
দরবেশ বিশ্বনাথ চুল ছেড়ে দিয়ে।
উগ্রচণ্ডা নাচে যেন হাতে খাণ্ডা ল'য়ে।।
নাচিতে নাচিতে যায় পুলকে পূর্ণিত।
অনিমেষ রক্ত চক্ষু করয় ঘূর্ণিত।।
নেচে নেচে যায় সাহেবের মার ঠাঁই।
ফিরে ঘুরে নাচে যেন দিল্লীর সুবাই।।
নেচে নেচে লেংটি খ'সে হইল উলঙ্গ।
মেম আছে কাছে তাতে নাহি ভুরুভঙ্গ।।
অশ্রুপূর্ণ নেত্র সাহেবের মা দেখিয়া।
সাহেবের স্কন্ধ পরে বাহুখানি দিয়া।।
বাম হস্তে সাহেবের গলায় গ্রন্থিক।
ডান হাতে তুলে বলে চেয়ে দেখ ডিক।।
ইহারা নাচিছে সবে হ'য়ে জ্ঞান শূন্য।
বাহ্যজ্ঞান নাহি এরা রহিত চৈতন্য।।
একে রাজবংশ তুমি তাতে জমিদার।
রাজা প্রজা এই ভয় থাকেত' প্রজার।।
আরো আমি বামালোক আছি সম্মুখেতে।
উলঙ্গ হইতে নারে বিকার থাকিতে।।
নির্বিকার দেহ ঈশ্বরেতে প্রাণ দান।
লজ্জা ঘৃণা মরা বাঁচা একই সমান।।
বেলা অপরাহ্ণ হ'ল যেতে কহ দেশে।
এইসব সাধুদিগে পাষণ্ডীরা দোষে।।
অধীনস্থ মধ্যাগাতি তুমি হও রাজা।
পাষণ্ডী প্রজাকে এনে তুমি দেও সাজা।।
অগ্রভাগে ডেকে এনে করহ বারণ।
আর যেন সাধু হিংসা না করে কখন।।
সাহেবের মাতা বলে ওরে ডিক আয়।
সেলাম করহ সবে ঠাকুরের পায়।।
সেলাম করিল যদি সাহেবের মাতা।
পরিবারসহ ডিক নোয়াইল মাথা।।
ঠাকুরের সম্মুখেতে সাহেব দাঁড়ায়।
সেলাম করিয়া সবে করিল বিদায়।।
সাহেবের মাতা কহে শুনহ ঠাকুর।
সুখে যেন থাকে ডিক কুঠি জোনাসুর।।
কুঠি হ'তে ম'তো সব হইল বিদায়।
চতুর্গুণ স্ফূর্তি হ'ল হরি গুণ গায়।।

নাচে গায় সব সাধু হীরামন হাসে।
সবে সম সম ভাব একই উল্লাসে॥
হীরামনে দেখি ডিক সাহেবের মায়।
বলে ডিক এই লোক সামান্য ত' নয়॥
ঠাকুরে দেখিয়ে মম জীবন প্রফুল্ল।
ইহাকেও দেখা যায় ঠাকুরের তুল্য॥
যারে দেখে সেই যেন ভাবের পাগল।
নাচে গায় ঢ'লে পড়ে প্রেমেতে বিভোল॥
এক বস্ত্র পরিধান নহে ধৌত কাঁচা।
অর্দ্ধবাস গলে বেড়া নাহি দেয় কোচা॥
পিছু হ'তে বোধ হয় বাঙ্গালী প্রকৃতি।
সম্মুখে দেখায় যেন পুরুষ আকৃতি॥
ক্ষণে নারী ক্ষণে নর বলে বোধ হয়।
গভীর চরিত্র যেন চেনা নাহি যায়॥
দয়াল শ্রীহরি সাহেবেরে দিল চিনা।
হরিগুণ গাও সদা তারক রসনা॥
শেষ লীলা লীলার প্রধান সর্বসার।
হরি হরি বল কহে কবি সরকার॥

মহাপ্রভুর কুঠি হইতে প্রত্যাবর্তন
দীর্ঘ ত্রিপদী

নাচিতে নাচিতে চলে মতুয়ার গণ মিলে
বাহু তুলে বলে হরিবল।
কেহ আগে কেহ পিছে গেল সে নিয়ম ঘুচে
চলিল যেন চৌদ্দ মাদল॥
কেহ করে গাল বাদ্য কেহ করে কক্ষ বাদ্য
কেহ কেহ বক্ষ চাপড়ায়।
বাহুতে মারিয়া থাবা কেহ বলে কই বাবা
কেহ এক চরণে লাফায়॥
কেহ বলে জয় জয় জয় হরিচাঁদ জয়
কেহ বলে জয় হীরামন।
বিশে দরবেশ জয় গোলোক চাঁদের জয়
কেহ বলে জয় ভক্তগণ॥
জয় দশরথ জয় জয় রামতনু জয়
জয় ত্রিভুবন জন।
ডিক সাহেবের জয় জয় তার মাতৃ জয়
পালাইল দুরন্ত শমন॥
কেহ বলে বল ওকি শমন পা'লাবে সেকি
পালাবে কই শমন আসুক।
এই কীর্তনের মাঝে কাঙ্গাল বেহাল সেজে
যম এসে সঙ্গেতে নাচুক॥
সুমধুর উচ্চৈঃস্বরে দৈববাণী শূন্যোপরে
বলে আমি এসেছি শমন।
আছি কীর্তন উৎসবে তোমরা মহৎ সবে
আমারে তাড়াও কি কারণ॥
এই মত ভাবাবেশে দশরথ বাড়ী এসে
হরি বলে নাচে আর গায়।
সবে সমভাব ধরে কে কারে বারণ করে
অর্ধ বিভাবরী গত হয়॥
মাধ্যাহ্নিক দ্রব্য যত উদ্ধৃত আছিল কত
তাহা সব হ'য়েছে রন্ধন।
ঠাকুরের আজ্ঞা পেয়ে সংকীর্তন ক্ষান্ত দিয়ে
বসিলেন করিতে ভোজন॥
সদ্য ঘৃত মাখনাদি ভোজ শেষে ক্ষীর দধি
দিলেন প্রহ্লাদ চন্দ্র ঘোষ।
সূপদ্রব্য আর যত দিতেছেন দশরথ
সবে খায় হইয়া সন্তোষ॥
সবার ভোজন হ'লে প্রভু হরিচাঁদ বলে
ঠাই নাই শয়ন দিবার।
যেটুকু আছে শবরী বল সবে হরি হরি
প্রভাতে যাইও নিজ ঘর॥
শীঘ্র আচমন করি সবে বলে হরি হরি
প্রেমাবেশে রজনী পোহায়।
মহাভাবাবেশ রঙ্গে ভক্তগণ ল'য়ে সঙ্গে
মহাপ্রভু যান নিজালয়॥
হরিচাঁদ সুধা লীলা পদ্মমধু পদ্মবিলা

যত কিছু শুনিয়াছ তার।
যে কিছু শুনি শ্রবণে ধ্যানে জ্ঞানে দৈবে জেনে
রচিল বাসনা রসনার।।

মধ্যখণ্ড

চতুর্থ তরঙ্গ

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রী বৈষ্ণব দাস জয় গৌরী দাস।।
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোকচন্দ্র জয় শ্রী লোচন।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময়।।
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।।

শ্রীমদ গোলোক কীর্তনিয়া উপাখ্যান

পয়ার

মল্লকাঁদি বাসী কীর্তনিয়া রঘুনাথ।
তস্য জ্যেষ্ঠ পুত্র নাম শ্রীগোলোকনাথ।।
রামভক্ত করিতেন রামায়ণ গান।
গন্ধর্বের মধ্যে যেন গালব প্রধান।।
নারদ করিল শিক্ষা গালব নিকটে।
রাগ রাগিণীতে তেন্নি শ্রীগোলোক বটে।।
একদিন ডুমুরিয়া গ্রামেতে আসিল।
সিকদার বাটীতে অতিথি হ'য়েছিল।।
সূর্যনারায়ণ সিকদার ডুমুরিয়া।
গোলোকে রাখিল অতি যতন করিয়া।।
নিশি ভোর শুকতারা প্রভাতী গগনে।
ব্রহ্মমুহূর্তের কালে জেগে দুইজনে।।
করিছেন হরিনাম দুই মহাশয়।
গোলোক কহিছে বড় ভাল এ সময়।।
বৈশাখী দ্বাদশী দিন ভায়রো বসন্ত।
শুনাও বসন্ত গান বাসনা একান্ত।।
সূর্য গায় বসন্ত অন্তরা গায় যবে।
গোলোক রাগিণী ধরে মধুর সু-রবে।।
কোথা হ'তে আসিল কোকিল এক ঝাক।
ঘরের চালের পরে পড়িল বেবাক।।
কীর্তনিয়া মহাশয় তান ধরে যবে।
সঙ্গে সঙ্গে তান দেয় পিককুল সবে।।
স্বরের সঙ্গেতে সেই বিহঙ্গম সব।
জ্ঞান হয় করে যেন হরেকৃষ্ণ রব।।
কিছুক্ষণ পরে সেই কোকিলের গণ।
কতক ঘরের মাঝে পশিল তখন।।
কতক পিঁড়ির পরে কতক ধরায়।
স্বরে স্বর মিশাইয়া অশ্রুধারা বয়।।
গান ক্ষান্ত ভানুদিত কিরণ ছড়াল।
কুহু রবে পিক সব উড়িয়া চলিল।।
এমন গায়ক ছিল ভক্ত শিরোমণি।
মাতাইল রামায়ণ সঙ্গীতে ধরণী।।
রামায়ণ গান যদি হ'ত কোনখানে।
বাল বৃদ্ধা যুবামত্ত হইত সে গানে।।
রাম রাম বলি যবে ধরিতেন তান।
স্মৃতি শূন্য হ'ত কারু না থাকিত জ্ঞান।।
এইভাবে গান করে জগত মাতাল।
এবে শুন যে ভাবেতে হরিবোলা হল।।
বাত ব্যাধি হ'য়ে ক্রমে অঙ্গ পড়ে গেল।
ধরাশয্যা গত ক্রমে অচল হইল।।
সবে বলে হরিঠাকুরের কাছে চল।
তাহার কৃপাতে কত রোগ মুক্ত হৈল।।
এদেশে আসেন তিনি রাউৎখামার।
এ গ্রামেও এসে থাকে মৃত্যুঞ্জয় ঘর।।
সেই ঠাকুরকে ভক্তি কর মহাশয়।
মরা জিয়াইতে পারে যদি দয়া হয়।।

গোলোক বলেছে আমি ঠাকুর না মানি।
ওর মত ঠাকুর কত মোট বৈতে আনি॥
সবে বলে নিকটেতে আছেন ঠাকুর।
রাউৎখামার গ্রাম নহে বেশই দূর॥
চল তোমা ধরে ল'য়ে যাই সেই বাড়ী।
গোলোক বলেরে দিলি ভবনদী পাড়ি॥
একেবারে এসেছেন গৌরাঙ্গ নিতাই।
আজ বুঝি উদ্ধারিবে জগাই মাধাই॥
রঘু কীর্তুনের বেটা গোলোক কীর্তুনে।
ওর মত ঠাকুর ত' আমরা মানিনে॥
কোথাকার বেটা এসে ঠাকুর কোলায়।
ওর মত ঠাকুরে আমার জুতা বয়॥
ওর মত লোক মোর নার দাঁড় বায়।
ওর মত লোক মোর পা ধুয়ে বেড়ায়॥
যত সব মূর্খ ভেড়ে ঠাকুর পেয়েছে।
ঠাকুরালি খাটে না এ গোলোকের কাছে॥
ও ঠাকুর যে মানুষ আমি সে মানুষ।
আমি বুঝি নারী অই ঠাকুর পুরুষ॥
যা থাকে কপালে হ'বে হয় হেবক ক্লেশ।
কোথা হ'তে স্বয়ং এল কলি অবশেষ॥
আত্ম পরিজন আর প্রতিবাসী লোকে।
সবে মিলে ব'লে ক'য়ে বুঝায়ে গোলোকে॥
এ সময় গৌরব তোমার ভাল নয়।
অহংকার ছাড় এই অন্তিম সময়॥
অসুরত্ব বীরত্ব এখানে পরিহরি।
আত্মশুদ্ধ করিয়া বলহ হরি হরি॥
ঠাকুরের নাম হরি দেয় হরিনাম।
ইহকালে পরকালে পুরে মনোস্কাম॥
নহে দেব দেবী নহে কোন রূপ বার।
দেখিলে প্রত্যয় হ'বে স্বয়ং অবতার॥
হীরামন ম'রেছিল বাঁচাইল প্রাণে।
গোলোক বদন বাঁচিয়াছে প্রভু-গুণে॥
শ্রীহরিচাঁদের গুণে বলিহারি যাই।
ছিল ক্ষুদ্র নমঃশূদ্র হ'য়েছে গোঁসাই॥
যাইতে হইবে শুদ্ধ ভকতি করিয়া।
মন যদি নাহি লয় আসিও ফিরিয়া॥
গোলোক কহিছে যদি ভকতি করিব।
অভক্তি অন্যায় কথা কেনবা কহিব॥
ভক্তিমন্ত হ'লে মুক্তি থাকে তার সাথ।
গোলোকে তরা'লে বলি গোলোকের নাথ॥
দুর্বাক্য আমি যে কত বলেছি তাহারে।
অন্তর্যামী হ'লে তাহা জেনেছে অন্তরে॥
সে কেন করিবে দয়া এ হেন পাপীরে।
মার খেয়ে দয়া করে তাহা হ'লে পারে॥
গোলোক কহিছে তবে ল'য়ে চল মোরে।
দেখি তোর সে ঠাকুর কি করিতে পারে॥
কর্মক্ষেত্রে ভবজীব ভোগে কর্ম ফের।
সারিতে না পারে যদি শেষে পা'বে টের॥
যদি বলিবারে পারে হৃদয়ের কথা।
তবে তার শ্রীচরণে নমিব এ মাথা॥
চারি পাঁচ জন ধরে নিল নৌকা পরে।
শয়ন অবস্থা ধরে নিল খালা পারে॥
হাতে হাতে ধরাধরি শূন্যে শূন্যে রাখে।
ঠাকুরের কাছে গিয়া ফেলিল গোলোকে॥
ঠাকুর আছেন বসে উত্তরের ঘরে।
গোলোকে রাখিল নিয়া পিঁড়ির উপরে॥
প্রভু বলে ও কারে করিলি আনয়ন।
এ নাকি শ্মশান ভূমি করিবি দাহন॥
মরা এনে কেন ফেলাইলি মোর কাছে।
মরা মাদারের গাছ গাজীর নামে বাঁচে॥
নিয়া যা তোদের মরা দূরে নিয়ে রাখ।
গাজী নামে সির্নি মেনে এক মনে থাক॥
সঙ্গে যারা এসেছিল করে পরিহার।
তারা কহে হাজী গাজী তুমি সর্বসার॥
তুমি ওঝা তুমি বৈদ্য তুমি ধন্বন্তরী।
তুমি কৃষ্ণ তুমি বিষ্ণু তুমি হর হরি॥

ঠাকুর বলেন আমি কিসের মানুষ।
বিদ্যাবুদ্ধিহীন আমি অতি কাপুরুষ।।
রঘু কীর্তুনের বেটা গোলোক কীর্তুনে।
আমি কি মানুষ বাপু উহার ওজনে।।
মোর মত লোক ওর পা'র জুতা বয়।
মোর মত লোক ওর পা ধুয়ে বেড়ায়।।
মোর মত লোক ওর নার দাঁড় বায়।
মোর মত লোক ওর মোট বয়ে খায়।।
কলি কালে নাহি কোন স্বয়ং অবতার।
নদীয়া বারের পর বার নাহি আর।।
কোথা হ'তে আসিয়াছি ঠাকুর কিসের।
ব্যাধি যদি নাহি সারে শেষে পা'ব টের।।
শুনিয়া বিস্মিত হৈল গোলোকের মন।
উঠিতে না পারে বলে দেহ শ্রীচরণ।।
অপরাধ করিয়াছি বলে জানা'ব কি।
আমি দৈত্য মদে মত্ত পাষণ্ডী দেমাকী।।
ব্রহ্মাণ্ডেতে নাহি আর মো'সম পাতকী।
সুখে মত্ত হইয়া হয়েছি চির দুঃখী।।
যারা মোরে আনিয়াছে তোমার নিকট।
তাহাদের সঙ্গে আমি করিয়াছি হট।।
সবে বলে তুমি নাকি স্বয়ং অবতার।
ত্যক্ত হ'য়ে তাদের করেছি কটুত্তর।।
আমি ত' পাষণ্ডী নাহি ভকতি আমার।
তুমি'ত করুণানিধি আমি দুরাচার।।
পতিত পাবন নাম ধর দয়াময়।
এমন পতিত আর পাইবা কথায়।।
কোন যুগে পেয়েছ কি এমন পতিত।
মহাউদ্ধরণ নাম ধর কর হিত।।
অজামিলে উদ্ধারিলে সে হয় ব্রাহ্মণ।
পূর্বে তার ছিল কত সাধন ভজন।।
মাতৃসেবা পিতৃসেবা করিত সদায়।
বৈষ্ণব আচার ছিল সরল হৃদয়।।
মায়া নারী দিয়া তারে মোহে পুরন্দর।
সেই মায়া নারী সঙ্গে করে পাপাচার।।
নারায়ণ নাম ল'য়ে হইল উদ্ধার।
তাহাতে দয়াল নাম না হ'ল প্রচার।।
কলিকালে দয়াল অবতারে দুটি ভাই।
উদ্ধার করিলে প্রভু জগাই মাধাই।।
ব্রহ্ম বংশে অবতংশ জন্মালে দোহারে।
নাম ব্রহ্ম প্রচারিতে দস্যুবৃত্তি করে।।
না করে বৈষ্ণব নিন্দা পরস্ত্রী হরণ।
এ সকল পাপ না করিলে কদাচন।।
জোর জার করে খেত মারিয়া কাড়িয়া।
তাহা দোঁহে উদ্ধারিলে নাম ব্রহ্ম দিয়া।।
তোমাদের দয়াগুণ করিলে প্রচার।
তোমার হইতে হ'ল তাহারা উদ্ধার।।
উদ্ধারিলে হীরানটী প্রচারিলে ভক্তি।
দারুব্রহ্ম অবতারে, তারে কৈলে মুক্তি।।
ভক্তিহীন জ্ঞানহীন আমি পাপাচারী।
পশু হ'তে পশু গণ্য মিছা দেহ ধরি।।
ঠাকুর বলেন বাছা নহেত কপট।
আমার মত ঠাকুরে বহে তোর মোট।।
জগতের মোট বহি ঘুচাই সংকট।
দেরে মোট উঠাইয়া বহি তোর মোট।।
গোলোক বলিছে মোট দিব দয়াময়।
হেন শক্তি দেহ যদি তবে দেওয়া যায়।।
মোট যদি নিতে চাইলে বলিলে শ্রীমুখে।
তবে মোট নিতে হ'বে এই দায় ঠেকে।।
তুমিত' করুণাময় এবে গেল বোঝা।
নিজশক্তি প্রকাশিয়া তুলে লও বোঝা।।
ঠাকুর বলেন ভাল ঠেকাইলি দায়।
নিলাম এ বোঝা তোর গা তুলিয়া বয়।।
গোলোকের দেহে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল।
গেল রোগ সে গোলোক উঠিয়া বসিল।।
স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু বহিতে লাগিল।
ঠাকুরের পদ ধরি স্তব আরম্ভিল।।

ভূভার হরণ জন্য তব অবতার।
এবার হরহে! হরি গোলোকের ভার।।
পাষণ্ড দলন কৈলে গৌর অবতারে।
পাপ শিরোচ্ছেদ কৈলে দয়া অস্ত্র ধেরে।।
চক্রধারী দয়া সুদর্শন চক্র ধরি।
ভূভার হরণ কর গোলোক উদ্ধারী।।
প্রতিজ্ঞা করেছ তুমি ভূভার হরিবা।
সাধু পরিত্রাণ আর দুষ্কৃতি নাশিবা।।

শ্লোক

পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশয় চ দুষ্কৃতম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

পয়ার

এ তোমার স্বীয় কার্য না করিলে নয়।
যার যে স্বভাব তাহা খণ্ডন না যায়।।
মনে ভাবি হেন কর্ম না করিব আর।
স্বভাবে করায় কর্ম দোষ কি আমার।।
তব দয়া লীলাগুণ নামগুণ কত।
কে বর্ণিতে পারে তাহা অক্ষম অনন্ত।।
যা কিছু বর্ণনা করি বলিবারে চাই।
বর্ণনায় দোষ তার তুলনাই নাই।।
যদ্যপি ভর্ৎসনা করি তবু তুমি সাঁই।
জিহ্বা মন বাক্য তুমি গোলোক গোঁসাই।।
বিধি বিষ্ণু শিব তোমা চিনিতে না পারে।
বর্ণে হারে বর্ণেশ্বরী বাগীশ্বরী হারে।।
অনন্ত তোমার লীলা বুঝে শক্তি কার।
বিধি হর হারে আর মানব কি ছার।।
ভাগবতে শ্রীমুখেতে করেছ স্বীকার।
আমার যে লীলা তা আমার বোঝা ভার।।
ভাল হ'ল ব্যাধি হ'ল মঙ্গল লাগিয়া।
পাইনু পরম পদ সেই হেতু দিয়া।।
এই মত স্তুতি বাক্য বলিতে বলিতে।
বেলা অপরাহ্ন হ'ল বিশুদ্ধ ভাবেতে।।
প্রভু বলে যা গোলোক যা এখন ঘরে।
ভক্তিগুণে বন্দী রহিলাম তোর তরে।।
গোলোক বলিছে আর নাহি দিব ছাড়ি'।
ভক্তি নাই দয়া করে চল মম বাড়ী।।
ঠাকুর বলেন বাছা তুমি যাও ঘরে।
তুমি যাও এবে আমি যা'ব তার পরে।।
ঠাকুরে প্রণাম করি গোলোকে উঠিল।
হরিধ্বনি দিয়ে গৃহে হাঁটিয়া চলিল।।
সভাতে যতেক লোক ছিলেন বসিয়া।
সবে করে হরিধ্বনি আশ্চর্য মানিয়া।।
ঘরে ঘরে হুলুধ্বনি করে রামাগণে।
গোলোক উদ্ধার হ'ল কয়ে সর্বজনে।।
হরিচাঁদ ল'য়ে যত ভক্তগণ সাথে।
মাঝে মাঝে যান সে গোলোকের বাড়ীতে।।
মহানন্দ চিদানন্দ সৌরকর রাশি।
দিবানিশি সমভাতি গার্হস্থ সন্ন্যাসী।।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত পদ্ম প্রস্ফুটিত।
ভক্তবৃন্দ পদ্মমধু পিয়ে সর্বজীবে।
রসনা রসনা হরি হরি বল সবে।।

বিধবা রমণীর ব্যাধিরূপ পৈশাচিক দৃষ্টিমোচন

পয়ার

একদা প্রভুকে দেখি যাইয়া শ্রীধাম।
অপরাহ্ন সময়ে বিদায় হইলাম।।
আমি আর মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস দু'জন।
তিলছড়া গ্রামেতে করিনু আগমন।।
উতরিনু শ্রীনবীন বিশ্বাসের বাড়ী।
তিনি রাখিলেন বড় সমাদর করি।।
আমাদের সংবাদ পাইয়া এক নারী।
নবীনের বাটীতে আসিল ত্বরা করি।।
সমস্ত রজনী হরিনাম সংকীর্তন।
সেই নারী বিষাদিতা মলিন বদন।।

নাহি আর অন্য কথা করেছে রোদন।
গোস্বামীর পদে মাথা কুটিছে কখন।।
একবার দুই হাতে দু’টি পদ ধরে।
কতক্ষণ রাখিলেন বক্ষের উপরে।।
চারিদণ্ড রজনী আছয় হেনকালে।
হরিনাম সংকীর্তন সবে ক্ষান্ত দিলে।।
সকলকে শয্যা দিয়া শুইল গোঁসাই।
একা সেই দুঃখিনীর চক্ষে নিদ্রা নাই।।
হেন অবকাশে সেই নারী কাঁদে খেদে।
ধরিলেন মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামীর পদে।।
অনাথা বিধবা আমি দুঃখিনী যুবতী।
ধরি পায় সদুপায় কর মহামতি।।
জলোদরী বেয়ারাম হ’য়েছে আমার।
দুঃখিনীরে কর এই রোগ প্রতিকার।।
মৃত্যুঞ্জয় বলে আমি উপায় না দেখি।
কর্ম্মফল ফলিয়াছে আমি করিব কি।।
প্রভাতে উঠিয়া মোরা যাই নিজালয়।
সে নারী কাঁদিয়া ধরে গোস্বামীর পায়।।
তারক কহিছে আর সহেনা পরাণে।
তুচ্ছ ব্যাধি জন্য এত নিষ্ঠুরতা কেনে।।
যাহা ইচ্ছা দয়া করে তাহা দেন বলে।
শেষকালে যা থাকে তা’ হবে ওর ভালে।।
মৃত্যুঞ্জয় বলে ওঢ়াকাঁদি যাত্রা কর।
প্রণামী প্রণামী দিয়া পাদপদ্ম ধর।।
পাঁচসিকে লয়ে তুই যাস ওঢ়াকাঁদি।
মহাপ্রভু পদে পড়ে কর কাঁদাকাঁদি।।
সেই নারী তাহা শুনি গিয়া নিজধাম।
নিশি জাগরণে জপে হরিচাঁদ নাম।।
কেমনে পাইব আমি প্রভুর চরণ।
বিনা সাধনায় নাহি পা’ব দরশন।।
হরিচাঁদ উদ্দেশ্যে থাকিয়া করি আশা।
বহু নিশি জাগরণে করিল তপস্যা।।
প্রাতেঃ উঠি একদিন মনে কৈল যুক্তি।
এ বিপদে হরিপদ বিনে নাহি মুক্তি।।
আমা হ’তে নাহি হ’বে সাধন ভজন।
ভরসা প্রভুর নাম পতিত পাবন।।
ওঢ়াকাঁদি গেল নারী কাঁদিতে কাঁদিতে।
দেখে একা বসে প্রভু পুকুর পাড়িতে।।
পাঁচসিকা জরিমানা রেখে পদপরে।
প্রণাম করিয়া নারী হরিপদে পড়ে।।
প্রভু দেখে পেটে ব্যাধি নহে কদাচন।
পৈশাচিক দৃষ্টি যেন উদরী লক্ষণ।।
দণ্ডবৎ করি যবে শ্রীপদে পড়িল।
দয়া করি পাদপদ্ম মস্তকেতে দিল।।
গলে বস্ত্র করজোড়ে উঠিয়া দাঁড়াল।
হরি হরি ব’লে নারী কাঁদিতে লাগিল।।
বাহ্যেতে দেখায় পদ দিল মেয়েটিরে।
শ্রীপদ পরশ করে পিশাচের শিরে।।
পাদস্পর্শে সে পিশাচ মুক্তি হ’য়ে গেল।
ব্যাধিমুক্ত রমণী সে পূর্ব্ববৎ হ’ল।।
প্রভু বলে কেন আ’লি আমার সাক্ষাতে।
মৃত্যুঞ্জয়ের কথামত আইলি মরিতে।।
আসিলি করিলি ভাল মম বাক্য ধর।
এ পাপে শ্রীক্ষেত্রধামে যাহ একবার।।
মুক্ত হ’লি কি না হ’লি বল শুনি বাছা।
মোরে এনে দেহ এক ময়ূরের বাচ্চা।।
পেটে হাত দিয়া তবে সেই নারী কয়।
ওহে প্রভু আমার ঘুচিয়ে গেছে দায়।।
ঠাকুর বলে মণি পাঁচসিকে দিয়ে।
এতবড় বিপদ কি যা’বি মুক্ত হ’য়ে।।
তোর পেটে ব্যাধি ছিল পাঁচমাস বটে।
তারে পাঠিয়েছি আমি ময়ূরের পেটে।।
পাণ্ডাদের সঙ্গে বাছা ক্ষেত্রে চলে যা।
মোরে এনে দিন এক ময়ূরের ছা।।

সে নারী শ্রীক্ষেত্রে গেল জগন্নাথে আর্তি।
রথের উপরে দেখে হরিচাঁদ মূর্তি।।

নারী বলে কেন আমি আসি এতদূর।
ওড়াকাঁদি আছ যদি দয়াল ঠাকুর।।
এই সেই সেই এই ভিন্নভেদ নাই।
এবে আমি ময়ূরের বাচ্চা কোথা পাই।।
রথে থেকে প্রভু বলে বাচ্চা পাইয়াছি।
দেশে যা দেশে যা আমি ওড়াকাঁদি আছি।।
এ বাণী শুনিল যেন দৈববাণী প্রায়।
দেশে এসে গেল শেষে ওড়াকাঁদি গায়।।
প্রভুর চরণে নারী নোয়াইল মাথা।
কেঁদে কেঁদে কহে সেই ক্ষেত্রের বারতা।।
প্রভু বলে ওড়াকাঁদি আমি হরিদাস।
জগবন্ধু বলে তোর হ'ত কি বিশ্বাস।।
তেঁই তোরে পাঠাইনু শ্রীক্ষেত্র উৎকলে।
বাড়ী যাগো মন যেন থাকে আমা বলে।।
ওড়াকাঁদি অবতীর্ণ কাঙ্গালের বন্ধু।
কবি কহে ভবসিন্ধু তার কৃপাসিন্ধু।।

বুধই বৈরাগীর গৃহদাহ বিবরণ

পয়ার

লক্ষ্মীপুর গ্রামে বুদ্ধিমন্ত চূড়ামণি।
ভাই ভাই ঐক্য হেন নাহি দেখি শুনি।।
একদিন দুই ভাই ওড়াকাঁদি গিয়া।
বাটী আসিলেন মহাপ্রভুকে লইয়া।।
ক্ষণে গান করে দোঁহে দিয়া করতালি।
ক্ষণে নাচে দুই ভাই হরি হরি বলি।।
প্রভুকে আনিয়া ঘরে পুলকিত কায়।
মেয়েরা আনন্দে মগ্ন ঠাকুর সেবায়।।
হেনকালে দীক্ষাগুরু আইল বাটীতে।
দু'টি ভাই আরো পুলকিত হইল তাতে।।
নামেতে গোবিন্দচন্দ্র পাল মহাশয়।
অধিকারী কায়স্থ সে পাল উপাধ্যায়।।
রামভদ্র পাল সিদ্ধ পুরুষ রতন।
সেই বংশধর ইনি সাধু মহাজন।।
রামভদ্র পাল যদি বৃক্ষতলে যেত।
ডাক দিলে পক্কফল মাটিতে পড়িত।।
তাল তাল তোরে ডাকে রামভদ্র পাল।
বলিতে বলিতে অগ্নি পড়িত সে তাল।।
অকালে অপক্ক ফল বৃক্ষেতে থাকিত।
ডাক দি'লে পক্ক হয়ে মাটিতে পড়িত।।
আম জাম বদরী বা খর্জূর কাঁঠাল।
অন্যে বলে ডাকে তোরে রামভদ্র পাল।।
বলা মাত্র ফল সব পড়িত তলায়।
অপক্ক থাকিলে পক্ক হ'ত সে সময়।।
এমন মহৎ লোক রামভদ্র পাল।
তাঁর বংশধর শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পাল।।
শুষ্ক কাষ্ঠ ধর্ম তার স্নানাদি দু'বেলা।
তিলক ধারণ জপে তুলসীর মালা।।
এহেন গোস্বামী যবে আসিল বাটীতে।
দুই ভাই আনন্দিত হইল মনেতে।।
আসিয়া গোবিন্দ কহে বাছারে বুধই।
বসিতে আসন বাছা করিয়াছ কই।।
চূড়ামণি বুধই কহিছে দু'টি ভাই।
মহাপ্রভু নিকটেতে করিয়াছি ঠাই।।
আমাদের ঠাকুর আছেন যেই ঘরে।
দুই প্রভু সেখানে বসুন একতরে।।
গুরুদেব গোবিন্দ যাইয়া সেই ঘরে।
বলে বুধ এখানে বসা'বি আমারে।।
মেয়েছেলে কত লোক বসিয়াছে ঘরে।
আমি না বসিব এই ঠাকুর গোচরে।।
চূড়ামণি বলে যত আছ বাজে লোক।
বাহিরিতে যাও বৃদ্ধা যুবা কি বালক।।
কেহ না থাকিও আর উত্তরের ঘরে।
মাত্র দুই প্রভু থাকিবেন একত্তরে।।
শুনিয়া সকল লোক আইল নামিয়া।
ঠাকুরের শয্যাপরে গুরু বৈসে গিয়া।।
মহাপ্রভু বুদ্ধিমন্তে ডাক দিয়া বলে।

কাহাকে আনিলি মোর অঙ্গ যায় জ্বলে।।
পাল বলে গাত্র জ্বলে কিসের কারণ।
বুধাইরে কহে পাখা করহ ব্যজন।।
সাধু গুরু দেখিলে মহৎ সুখে দোলে।
আমি গুরু মোরে দেখে অঙ্গ যায় জ্বলে।।
নেরে বাছা ঠাকুরকে নিবি কোনখানে।
বুদ্ধিমন্ত বলে উঠে আসুন আপনে।।
দক্ষিণ ঘরেতে দিল গুরুদেব স্থান।
সেই ঘরে গুরু তবে করিল প্রস্থান।।
গ্রামবাসী যতলোক পুরুষ বা মেয়ে।
প্রভু দরশনে সবে চলিলেন ধেয়ে।।
কেহ হরি বলে কহে করে সেবা কার্য।
পুলকিত অঙ্গ সব জ্ঞান নাহি বাহ্য।।
দক্ষিণের ঘরে গুরু একা মাত্র রয়।
যেই আসে সেই বলে ঠাকুর কোথায়।।
কেহ গিয়ে উঁকি মারে দক্ষিণের ঘরে।
ঠাকুরে না দেখে দুঃখে সবে আ'সে ফিরে।।
বুদ্ধিমন্ত গুরুদেবে ভক্তি আদি করে।
পাক করিবারে দিল দক্ষিণের ঘরে।।
পাক জন্য যত কিছু দ্রব্য এনে দিল।
জল ছিটাইয়া সব দ্রব্য ঘরে নিল।।
পুনঃ পুনঃ ধৌত করি পাক পাত্র আদি।
শুষ্ককাষ্ঠে দিল জল ছিটাইতে বিধি।।
এক মেয়ে সেই কাষ্ঠে জল ছিটাইল।
পরে গুরু শুষ্ককাষ্ঠ পরশ করিল।।
পুনর্বার জল দিল গুরুদেব তায়।
পাক আরম্ভিল কাষ্ঠে অগ্নি না জ্বলয়।।
গুরু বলে নিত্য নিত্য আমি পাক করি।
শুষ্ক কাষ্ঠ উপরে সিঞ্চণ করি বারী।।
এমত কাষ্ঠত আমি পাই নাই কভু।
ঘৃতাদি ঢেলেছি কাষ্ঠ নাহি জ্বলে তবু।।
ধুমায় লোহিত চক্ষু পাক করিবারে।
এত কষ্ট পাই তোরা দেখিলি না মোরে।।
চূড়ামণি রাগ করে মেয়েদের প্রতি।
গুরুদেবে তোরা কেন না করিস ভক্তি।।
মেয়েরা বলেছে কাষ্ঠ শুকনা আছিল।
নিজে গুরু জল দিয়া কাষ্ঠ ভিজাইল।।
বুদ্ধিমন্ত চূড়ামণি প্রভুকে জানা'লে।
পাক করে গুরুদেব অগ্নি নাহি জ্বলে।।
প্রভু বলে তোর গুরু কায়স্থের ছেলে।
নমঃশুদ্র ভেবে মোরে অবজ্ঞা করিলে।।
ঘৃণা মহাপাপ স্পর্শে পালের হৃদয়।
সেই পাপে অগ্নিতাপ হীনতেজ হয়।।
ব্রহ্মতেজ বিষ্ণুতেজ অগ্নিতেজ জ্বলে।
সব তেজ নষ্ট হয় আমাকে নিন্দিলে।।
গুরুকে না চিনে বেটা করে গুরুগিরি।
অহংকারী গুরুকার্যে নহে অধিকারী।।
হেন অহংকারী লোক যথা আইসে যায়।
অগ্নিদগ্ধ নৈলে সেই স্থান শুদ্ধ নয়।।
পাকান্তে করুক সেবা তাতে ক্ষতি নাই।
অর্থলোভে গুরুগিরি এমন গোঁসাই।।
এই বাক্য মহাপ্রভু যখনে বলিল।
অবিলম্বে পাক কার্য সমাধা হইল।।
সেবায় বসিল বহু কষ্টে পাক করে।
দ্বার রুদ্ধ করি সেবা করিলেন পরে।।
সবে বলে দ্বার রুদ্ধ কর কি কারণ।
গুরু বলে না করিও ভোগ দরশন।।
দৈবে যদি কুক্কুরে আসিয়া সেবা দেখে।
কুক্কুর উচ্ছিষ্ট তাহা সেবা করিবে কে।।
বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ নৈবিদ্য তাহা নয়।
প্রসাদ না হ'লে অন্ন বৈষ্ণবে কি খায়।।
সেবা করি গুরু বৈসে আসনের পর।
হেথা প্রভুসেবা কার্যে মেয়েরা তৎপর।।
অন্ন লয়ে মেয়ে সব দিলেন প্রভুরে।
ভোজন করেন প্রভু উত্তরের ঘরে।।
একটি কুক্কুর দৈবে আসিল তথায়।

প্রভুর ভোজন পানে একদৃষ্টে চায়।।
জিহ্বা লক্ লক্ করি কাঁপিতে লাগিল।
গৃহ হ'তে প্রভু সেই কুক্কুরে দেখিল।।
পাত্র ল'য়ে প্রভু তবে আসিল বাহিরে।
কুক্কুরকে অন্ন দিয়া প্রভু সেবা করে।।
পালগুরু তাহা দেখি করে হায় হায়।
কিসের ঠাকুর এই কুক্কুরে খাওয়ায়।।
হারে চূড়া হারে বুধ কাণ্ডজ্ঞান নাই।
এই ঠাকুরকে ল'য়ে তোদের বড়াই।।
ওই বেটা যশোমন্ত বৈরাগীর ছেলে।
ঠাকুর জন্মিবে কেন নমঃশুদ্র কুলে।।
অতিশয় ভালোলোক ছিল যশোমন্ত।
তার ঘরে হেন ছেলে বিধির কি কাণ্ড।।
হরিভক্তি বিলাসাদি গ্রন্থ নাহি জানে।
কুক্কুর দৃষ্ট নৈবিদ্য খায় সে কারণে।।
না করে আহ্নিক স্নান নাহি জপমালা।
কুক্কুর লইয়া খায় বেশ করে লীলা।।
মেয়ে মর্দে একসাথে মিশিয়া সকল।
তাল নাই মান নাই বলে হরিবোল।।
আমি গুরু আমার নিকটে না বসিয়া।
প্রেমে মত্ত যত মূর্খ কাহাকে লইয়া।।
বুধই কহিছে হারে পোদা গুরু পাল।
ডাকিলে পড়ে না আর বেল কলা তাল।।
তুমি হও শুদ্র জাতি কায়স্থের কুলে।
গুরুযোগ্য নও গুরু অধিকারী ছেলে।।
গুরু দেখি ভক্তি নাই হয় শিষ্য মনে।
শূদ্রের অবজ্ঞা হয় দেখিয়া ব্রাহ্মণে।।
হাঁড়ি মুচি জোলা দেখি ভক্তির উদয়।
গুরু কি শিষ্যের দোষ বুঝিলেই হয়।।
গ্রন্থে কহে অবৈষ্ণব গুরু কর্তে নাই।
আমাদের ভাগ্যদোষে ঘটিয়াছে তাই।।
'বিষ্ণুর্জনাতি বৈষ্ণব' বলে জ্ঞানীজনে।
নিন্দা কর সাক্ষাতে পাইয়া জনার্দনে।।

রাজসূয় যজ্ঞে কি করিল যদুবীর।
মুচিরাম দাস পূজা কৈল যুধিষ্ঠির।।
যজ্ঞে এল মুনি ঋষি ব্রাহ্মণ প্রধান।
সবার উপরে মুচিরামের সম্মান।।
শ্রীরঘুনাথের খুড়া বুড়া কালীদাস।
ঝড়ু ভুঁইমালীর উচ্ছিষ্ট কৈল গ্রাস।।
কুবের জোলার ছেলে তাত বুনে বৈসে।
কৃষ্ণের গলায় মালা পরায় মানসে।।
নকিম তাহার ছেলে দেখিবারে পায়।
আরোপে দিতেছে মালা কৃষ্ণের গলায়।।
চূড়ায় ঠেকিয়া মালা ভূমে পড়ি গেল।
নকিম ডাকিয়া তার পিতাকে বলিল।।
বুনো তাঁত ওহে তাত তবে পা'বে সুখ।
উঁচু কর হাতখানা আরো একটুক।।
পিতার আরোপ পুত্র আরোপেতে জানে।
অন্তরে কৃষ্ণ আরোপ হাতে তাঁত বুনে।।
তাহার তোড়ানি যেবা ভক্তি করি খায়।
হৃদিপদ্মে কালাচাঁদে সেই দেখা পায়।।
কোন কালে পাল বেটা দেখেছিস তারে।
গালাগালি দিস বেটা মরিবার তরে।।
গৃহ হ'তে এক টাকা এনে তাড়াতাড়ি।
প্রণামী বলেছে তুমি শীঘ্র যাও বাড়ী।।
বিদায় করিতে তারে হইল উৎকণ্ঠা।
নাহি গেল বিকালে বাজায় শঙ্খ ঘন্টা।।
দেবলা গোপাল শ্রীবিগ্রহ সেবা করে।
প্রভু বলে পাল গুরু সেবা করে কারে।।
যে গোপালে পূজা করে ওকি তারে চিনে।
গোপাল উহার পূজা ল'বে কি কারণে।।
ঝাঁজ ঘন্টা শঙ্খ বাজায়েছে সন্ধ্যাকালে।
তাহা শুনে আমার সর্বাঙ্গ যায় জ্বলে।।
প্রাতেঃ উঠে মহাপ্রভু ওঢ়াকাঁদি যায়।
বুধই বৈরাগী তার পিছে পিছে ধায়।।
পথে হাতে আর কহে অঙ্গ জ্বলে যায়।

তাহা শুনি পাল গুরু ফিরে ফিরে চায়।।
ওড়াকাঁদি গিয়া প্রভু হইল উপনীত।
ফিরে এল বুদ্ধিমন্ত হ'য়ে দুঃখ চিত।।
গুরুকে প্রণাম করি বিদায় করিল।
দক্ষিণার টাকা ল'য়ে গুরু গৃহে গেল।।
অগ্রহায়ণ মাসেতে এই কার্য হ'ল।
দৈবযোগে একদিন বিপদ ঘটিল।।
মাঘমাসে বেলা দেড় প্রহর সময়।
অগ্নি লেগে বাড়ী তার দগ্ধ হ'য়ে যায়।।
দশ বিঘা জমির যে ধান্যগোলা সহ।
ঘর দ্বার শয্যা সব হ'য়ে গেল দাহ।।
হুঁ হুঁ শব্দে অগ্নি যদি উঠিলেন জ্বলি।
তার মধ্যে বুদ্ধিমন্ত ঘৃত দিল ঢালি।।
করজোড়ে গলে বস্ত্র বলেছে বচন।
শ্রীমুখের নিমন্ত্রণ করুণ ভোজন।।
তারপর ওড়াকাঁদি গেল দুই ভাই।
শ্রীধামে বলিল গিয়া মহাপ্রভু ঠাই।।
বলে ওহে মহাপ্রভু হইয়াছে ভাল।
বাড়ী পুড়ে গেছে এবে লক্ষ্মীপুর চল।।
লক্ষ্মীকান্ত চল যাই লক্ষ্মীপুর গ্রাম।
পরম আনন্দে সবে ল'ব হরিনাম।।
পোড়া বাড়ী শীতল করিতে কেহ নাই।
সে জন্য তোমাকে নিতে আসি দু'টি ভাই।।
চল চল মহাপ্রভু ল'য়ে দলবল।
কৃপাবারি সিঞ্চণে করুণ সুশীতল।।
শুনি মহাপ্রভু আর বিলম্ব না কৈল।
লক্ষ্মীপুর গ্রামে হরি উপনীত হৈল।।
ঠাকুরকে ল'য়ে বাড়ী যায় দু'টি ভাই।
বলে হরি বলরে সুখের সীমা নাই।।
প্রভু সেবা শুশ্রূষাদি করে ভালোমতে।
পাঁচসিকা প্রণামী দিলেন শ্রীপদেতে।।
একজোড়া নববস্ত্র আনিয়া তখন।
আদরে চাদর ধুতি করিল অর্পণ।।
প্রেমানন্দে ভাসে নাই সুখের অবধি।
প্রভুকে রাখিয়া এল ক্ষেত্র ওড়াকাঁদি।।
বিংশ জন ভক্ত ছিল মহাপ্রভু সঙ্গে।
আসিতে যাইতে নাম করে নানা রঙ্গে।।
শ্রীহরির কৃপাদৃষ্টি যাহার উপর।
সংসারের চিন্তা আর থাকে না তাহার।।
আদেশ করিল প্রভু ভক্তগণ প্রতি।
সকলে করহ দয়া বুধইকে সম্প্রতি।।
বুধইর বাড়ী পূর্বে যত ঘর ছিল।
ঠাকুর কৃপায় তার দ্বিগুণ বাড়িল।।
পোড়া ধান্যে অবশেষে যাহা কিছু ছিল।
তাহাতে সংসার ব্যয় স্বচ্ছন্দে চলিল।।
তারক পারকহেতু দয়িত পাগল।
কবি কহে হরিবল যাবে ভবগোল।।
মহানন্দ চিদানন্দ গ্রন্থ বিরচিত।
ভূলোক আলোক শ্রীগোলোক পুলকিত।।

বুদ্ধিমন্ত বৈরাগীর চরিত্র কথন

পয়ার

পাগলের বরেতে সাহসে করি ভর।
আর এক প্রস্তাব লিখিব অতঃপর।।
বুদ্ধিমন্ত বৈরাগীর চরিত্র পবিত্র।
রচনা করিতে মম শক্তি নাই তত্র।।
জয়নগর বন্দরে গিয়াছে বুধই।
হাই ছাড়ে সদা বাবা হরিচাঁদ কই।।
জোনাসুর কুঠির উপর দিয়া পথ।
সে পথে যাইতে দেখে বেগুনের ক্ষেত।।
একেত' কার্ত্তিক মাস কুঠির উপরে।
নীল, গাজা খড়ি পোড়াইত যথাকারে।।
বহুদিন প'চে প'চে মাটি হ'ল সার।
নূতন বেগুন গাছ তাহার উপর।।
ধ'রেছে বেগুন মাত্র তোলা নাহি আর।
নূতন বেগুন সব দেখিতে সুন্দর।।

বুনোজাতি তারা ক্ষেত করিয়াছে ভালো।
নব নব বেগুনে করেছে ক্ষেত আলো॥
দেখি দুই তিন বন্দে বেগুন উত্তম।
তার মধ্যে এক বন্দে অতি মনোরম॥
বুনোজাতি নাম তার বুধই সর্দার।
তাহার বেগুন ক্ষেত বড়ই সুন্দর॥
বুদ্ধিমন্ত তাহা দেখি না পারে রহিতে।
যেন কত দায়, নারে সুস্থির হইতে॥
হইল তাহার মনে এভাব উদয়।
এ বেগুন লাগাইব প্রভুর সেবায়॥
বাটী গিয়া বড়শী দিয়া কৈ মাছ ধরি।
সেই মাছ আর এই বেগুন তরকারী॥
লক্ষ্মীমাতা করে যদি ব্যঞ্জণ রন্ধন।
জগন্নাথ খেলে মম সফল জীবন॥
কেমনে বেগুন নিব অস্থির ভাবিয়া।
হেনকালে এক নারী উপস্থিত গিয়া॥
বুধই তাহাকে বলে শুন ওগো মাতা।
কাহার বেগুন এই জান সেই কথা॥
নারী বলে জানি আমি বার্তাকুর বার্তা।
বুধই বুনোর ক্ষেত আছে তার মাতা॥
ওই দেখা যায় সেই বুধইর বাড়ী।
বুধই বাড়ীতে নাই বাড়ী আছে বুড়ি॥
বার্তা শুনি বুদ্ধিমন্ত চলে গেল তথা।
যথায় বসিয়া আছে বুধইর মাতা॥
বুড়ির চরণে গিয়া করিল প্রণাম।
বলে মাতা মোর হয় বুদ্ধিমন্ত নাম॥
তব ছেলে বুদ্ধিমন্ত আমিও বুধই।
আমি তব ছেলে মোর মিতা গেছে কই॥
মিতা বুঝি বাড়ী নাই খেতে কিবা আছে।
শীঘ্র মোরে খেতে দাও ক্ষুধা হইয়াছে॥
বুড়ি বলে মোরা বুনো শোন ওরে বাবা।
ভাজা পোড়া ঘরে নাই খেতে দিব কিবা॥
চিড়া না বানাই মোরা মুড়ি না বানাই।
বানাইতে নাহি জানি ভাত মাত্র খাই॥
বুধই বলেছে মাতা বড় ক্ষুধা পাই।
মা বলেছি তব ভাত খেলে দোষ নাই॥
বুড়ি ভাবে মা বলে চরণে দিল হাত।
ভক্তি করে সেবা দিল খেতে চায় ভাত॥
বড়ই মমতা হ'ল বুড়ির অন্তরে।
জল দেওয়া পান্তাভাত দিল বুধইরে॥
বাবা জগবন্ধু বলি ছাড়িলেন হাই।
বলে বাবা ভাবনার ফল যেন পাই॥
বুড়ি দিল পান্তাভাত সম্মুখে আনিয়ে।
ক্ষেতে ছিল কাঁচালঙ্কা আনিল দৌড়িয়ে॥
খাইয়া বলে গো মাতা বড় ভাল খাই।
মরিচ আনিতে মা বেগুন দেখতে পাই॥
মিতা নাই বাড়ী মা কি বলিব তোমায়।
গুটি কত বেগুন লইতে ইচ্ছা হয়॥
ভাত খেয়ে দণ্ডবৎ করে তার পায়।
বুড়ির পায়ের ধূলা মাখে সর্ব গায়॥
বুড়ি বলে বাঞ্ছিত বেগুন নিতে চেলে।
বুধই কহিছে মাতা ভাল হয় দিলে॥
আগে আগে বুড়ি যায় বেগুনের ক্ষেতে।
সুন্দর সুন্দর গুলি লাগিল তুলিতে॥
বৈরাগী ফেলিয়া দিল গায়ের চাদর।
বেগুন তুলিয়া বুড়ি রাখে তার পর॥
বেগুন তুলিল প্রায় ছয় সাত সের।
বুদ্ধি কহে আর কার্য নাহি বেগুনের॥
অমনি প্রণাম করি বুড়ির পদেতে।
বেগুন চাদরে বেঁধে নিল মস্তকেতে॥
বুদ্ধি কহে আশীর্বাদ কর মা আমায়।
এ বেগুনে জগবন্ধুর সেবা যেন হয়॥
পথে আসি দাঁড়াইয়া রহিলেন বুড়ি।
বেগুন লইয়া বুদ্ধি যায় দৌড়াদৌড়ি॥
ত্বরা করি উত্তরিল বাটীতে আসিয়া।
কবজী মারিতে গেল বড়শী লইয়া॥

নৌকা বেয়ে বিলমধ্যে গিয়া তাড়াতাড়ি।
প্রধান কবজী মৎস্য মারে তিন কুড়ি॥
মৎস্য আর বেগুন লইয়া প্রাতঃকালে।
বাবা জগবন্ধু বলি ওঢ়াকাঁদি চলে॥
পথে যেতে ডাকে কোথা বাবা জগবন্ধু।
উথলিল তাহার হৃদয়ে প্রেম সিন্ধু॥
এইভাবে পথে ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে।
উপনীত হইল ওঢ়াকাঁদির বাড়ীতে॥
প্রণমিয়া জিজ্ঞাসিল লক্ষ্মীমার ঠাই।
বলিলেন শান্তি দেবী প্রভু বাড়ী নাই॥
বুদ্ধি কহে জগবন্ধু কোথায় আমার।
মাতা বলে গিয়াছেন রাউৎখামার॥
আজ্ঞা দিল লক্ষ্মীমাতা যাহ তুমি তবে।
এনেছ বেগুন মৎস্য উহা কেবা খাবে॥
অন্তর্যামিনী কমলা জেনে মনোভাব।
বলে বুদ্ধ তোর শুদ্ধ ভক্তের স্বভাব॥
তুই মোর প্রাণাধিক তুই মোর প্রাণ।
তোর মুখে প্রভু করে অন্নজল পান॥
এনেছ যে বেগুন বুনোর ভাত খেয়ে।
বুড়ির পায়ের ধূলা অঙ্গেতে মাখিয়ে॥
কত কষ্টে এনেছ বিলের কই ধরি।
মানসে মানসা তোর ভোজ ল'বে হরি॥
এমন ভক্তির মাছ ভক্তির বেগুন।
ঠাকুর না খেলে হবে বেগুনে বেগুন॥
ব্যস্ত হ'য়ে বুদ্ধি কহে শুনগো জননী।
রাখ তব অর্ধ অংশ হরি অর্ধাঙ্গিনী॥
সেই মাছ তরকারী অর্ধ অর্ধ রেখে।
রাউৎখামার চলে মনের পুলকে॥
ঠাকুর ছিলেন রামসুন্দরের বাড়ী।
দণ্ডবৎ কৈল গিয়া শ্রীচরণে পড়ি॥
মন জেনে অন্তর্যামী বলিল তখন।
কোথা হ'তে এলি বাছা এত ব্যস্ত কেন॥
বুদ্ধি কহে বালাবাড়ী চল দয়াময়।
তাহা হ'লে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হয়॥
এনেছি মাছ তরকারী মনে আছে তাক।
অক্রুর বালার ভার্যা করিবেন পাক॥
আপনি করুন সেবা ভক্তবৃন্দ ল'য়ে।
কমলাঁখি তাহা দেখি যাই সুখি হ'য়ে॥
বুধইর নৌকাপরে উঠে দয়াময়।
বালাদের বাড়ী গিয়া হ'লেন উদয়॥
অক্রুরের স্ত্রীর কাছে বুদ্ধিমন্ত গিয়া।
বিনয় করিয়া বলে চরণ ধরিয়া॥
যে ভাবে আনিল তাহা বলিল তখন।
বলে মাতা ভাল ক'রে করগে রন্ধন॥
অক্রুর বালার ভার্যা শুনে চমকিতা।
আমি কি করিব পাক ভয় হই ভীতা॥
ভয় ভীতা শ্রদ্ধান্বিতা ভক্তির সহিতে।
পাক করি ঠাকুরে বলিল যোড়হাতে॥
সেবায় বসিল প্রভু ভক্তগণ ল'য়ে।
প্রেমানন্দে বুদ্ধিমন্ত বেড়ায় নাচিয়ে॥
স্ত্রীর সঙ্গে অক্রুর করে পরিবেশন।
ভক্ত সঙ্গে মহাপ্রভু করেন ভোজন॥
ভোজনান্তে মহাপ্রভু করে আচমন।
সভাকরি বসিলেন ল'য়ে ভক্তগণ॥
গিরি কীর্তনিয়া আর মথুর দু'জনে।
গোবিন্দ মতুয়া আদি বালারা সগণে॥
শ্রীরামসুন্দর আর গুরুচাঁদ ঢালী।
ঠাকুর নিকটে সুখে বসিল সকলি॥
পাকের প্রশংসা আর মৎস্য বেগুন।
ভোজনান্তে সবে প্রকাশিছে তার গুণ॥
সুন্দর বেগুন আর মৎস্যের আস্বাদন।
হয় নাই হবে নাক এমন সুস্বাদন॥
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে বুদ্ধিমন্ত ঠাই।
এ বেগুন কোথায় পাইলে বল তাই॥
বুদ্ধিমন্ত আদ্যোপান্ত কহে বিবরণ।
শুনে রোমাঞ্চিত সব ভক্তের গণ॥

কেহ কেহ কাঁদে প্রেমে গদ গদ হ'য়ে।
কেহ কাঁদে ঠাকুরের চরণে পড়িয়ে॥
কেহ কেহ কাঁদে প্রেমে গড়াগড়ি দিয়ে।
প্রেমের বন্যায় সবে চলিল ভাসিয়ে॥
কেহ কেহ বুদ্ধিমন্তে ধরে দেয় কোল।
প্রেমাস্ফুট শব্দে কেহ বলে হরিবোল॥
অই প্রেমে উঠে গেল কীর্তনের ধ্বনি।
প্রেমের তরঙ্গে ভাসে ভক্ত শিরোমণি॥
নাহি লোক নিন্দা ভয় অলৌকিক কাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ॥

মাচকাঁদি গ্রামে প্রভুর গমন

পয়ার

মাচকাঁদি গ্রামে শ্রীশঙ্কর বালা নাম।
পঞ্চ পুত্র তাঁহার সকলে গুণধাম॥
লক্ষ্মীদেবী গর্ভজাত তারা পঞ্চ ভাই।
যেমনি পাণ্ডব পঞ্চ ঠিক যেন তাই॥
জ্যেষ্ঠ শ্রীউদয় চাঁদ ভার্যা গুণমণি।
মধ্যম শ্রীজয়চাঁদ আনন্দা রমণী॥
নোয়া হরানন্দ বালা নারী রসবতী।
সেজে রামকুমার কামনা নামে সতী॥
কনিষ্ঠ শ্রীব্রজনাথ বালা শিষ্টাচারী।
তাহার গৃহিণী দেবী বসন্ত কুমারী॥
তিলছড়া বংশী গা'ন তাহার দুহিতা।
সাধ্বী সতী পতিব্রতা রূপ গুণান্বিতা॥
পঞ্চভাই প্রেমে মত্ত ঠাকুরের ভাবে।
ঠাকুরের নিকটেতে আসে যায় সবে॥
হরিনামে মাতোয়ারা নাহি অবসর।
হাতে কাম মুখে নাম করে নিরন্তর॥
সন্ধ্যা হ'লে গৃহকার্য করি সমাপন।
সবে মিলে বসে করে নাম সংকীর্তন॥
ঠাকুরের আজ্ঞাবহ থাকে সর্বক্ষণ।
পঞ্চভাই এভাবে করে কাল যাপন॥

একদিন হরিচাঁদ আনিব বলিয়া।
জয়চাঁদ কহে ঠাকুরের কাছে গিয়া॥
ব্রজনাথ ওঢ়াকাঁদি আসিল যখন।
ঠাকুর আছেন মম আছে নিমন্ত্রণ॥
কল্য নিমন্ত্রণ করে গেছে জয়চাঁদ।
অদ্য মোরে নিতে আসিয়াছে ব্রজনাথ॥
ব্রজনাথ সঙ্গে আমি মাচকাঁদি যা'ব।
কে যাইবি আয় তথা হবে মহোৎসব॥
বলিতে বলিতে হরি বলিতে বলিতে।
চারি শত লোক সঙ্গে হৈল অকস্মাতে॥
ভক্ত হ'ল চারিশত হরি বলে মুখে।
নাচিয়া গাইয়া যায় পরম কৌতুকে॥
হরিনাম ধ্বনি ধেয়ে উঠিল গগনে।
সবে মিলে হরি বল বলেছে বদনে॥
প্রহরেক করে সবে নর্তন কীর্তন।
ঠাকুর বলিল স্নান কর সর্বজন॥
স্নান করি ভক্তসব আসিয়া বসিল।
জল খা'ব বলে সবে কহিতে লাগিল॥
এক কাঠা ধান্য জাত চিঁড়ে আছে ঘরে।
লোক দেখি চিন্তান্বিত পড়িল ফাপরে॥
একা প্রভু আসিবেন বালাদের মন।
ভকত আসিবে সঙ্গে ঊর্ধ্ব বিশ জন॥
তাহাতে হইল ভক্ত এই চারিশত।
জল সেবা করিবারে সবার সম্মত॥
জ্যেষ্ঠ শ্রীউদয় বালা মেজে জয়চাঁদ।
শ্রীরামকুমার হরানন্দ ব্রজনাথ॥
কাঁদিয়া পড়িল এসে ঠাকুরের পায়।
কি হ'বে কি হ'বে প্রভু নাহিক উপায়॥
এক কাঠা ধান্য চিঁড়া দধি দুইখান।
মাত্র পাঁচসের চিনি গেল জাতি মান॥
মহাপ্রভু বলে তোর চিঁড়া দধি আন।
দেখিব কেমনে আজ যায় জাতি মান॥
চিঁড়া দধি চিনি আন আমি দেখি সব।

ইহা দিয়া করিব চিঁড়ার মহোৎসব।।
ঠাকুরের সম্মুখেতে চিঁড়া এনে দিল।
দধি চিনি চিঁড়া প্রভু সকল দেখিল।।
প্রভু বলে চিঁড়া লও সভার মধ্যেতে।
একমুষ্ঠি করি গিয়া দেও সব পাতে।।
প্রভু আজ্ঞামতে চিঁড়া দিল সব পাতে।
অর্ধ চিঁড়া ফুরাইল সব পাতে দিতে।।
চিনি পাঁচ সের সব পাতে পাতে দিলা।
সব পাতে দধি দিল এক এক মালা।।
সব পাতে সব দিল আজ্ঞা অনুসারে।
জ্ঞান হয় ত্রিভুবনে ফুরাইতে নারে।।
সব ভক্ত সেবা করে অতি কুতূহলে।
প্রেমানন্দে ভিড় দিয়া হরি হরি বলে।।
চিঁড়া দধি যখনেতে লইল মাখিয়া।
দশগুণ বৃদ্ধি হ'য়ে উঠিল ফুলিয়া।।
যার পাতে দিতে যায় সেই করে মানা।
চিনি দধি চিঁড়া খেয়ে ফুরা'তে পারে না।।
অলৌকিক ক্রিয়াতে বিস্মিত সর্বজনে।
খায় আর হরি হরি বলেছে বদনে।।
অশ্রুজলে সকলের বক্ষঃ ভেসে যায়।
উর্দ্ধ বাহু করি কেহ হরিধ্বনি দেয়।।
কেহ বলে হেনমতে কভু নাহি খাই।
কেহ বলে হেন ভোজ কভু হয় নাই।।
চিঁড়া মাত্র ষোল সের তার অর্ধ আছে।
দ্বৈগুণ্য ভোজন দেহ অবশ হ'য়েছে।।
এমন সুস্বাদ আর কভু খাই নাই।
মধুর হইতে সুমধুর স্বাদ পাই।।
কেহ বলে ওরে ভাই শুনি তাই শাস্ত্রে।
একহাঁড়ি দধি ছিল জটিলের হস্তে।।
সেই দধি কোটি কোটি ব্রাহ্মণেরা খায়।
দেবের দুর্লভ দধি স্বাদু অতিশয়।।
ব্রাহ্মণেরা খায় দধি সুধার সমান।
এত দধি দুইখান সে'ত একখান।।
কোটি ব্রাহ্মণেরা খায় যাহার দয়ায়।
সেই প্রভু মাচকাঁদি হ'লেন উদয়।।
চিঁড়াতে অক্ষয় দৃষ্টি সে প্রভু করিল।
এই সে কারণে চিঁড়া অক্ষয় হইল।।
কেহ বলে ওরে ভাই শুনেছি ভারতে।
যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের কালেতে।।
রাজা দুর্যোধন ধন ভাণ্ডারেতে ছিল।
শক্রতা করিয়া ধন বিলাইয়া দিল।।
তথাপি সে ধনাগার পরিপূর্ণ ধনে।
ধন ফুরাইতে নারে যার দয়াগুণে।।
সেই দয়াময় হরি বসিয়া সাক্ষাতে।
চিঁড়া দধি অফুরাণ তাঁহার গুণেতে।।
কেহ বলে ওরে ভাই আর কিবা চাও।
যার এ আশ্চর্য লীলা তার গুণ গাও।।
শ্রীউদয় বালা চারি ভাই সঙ্গে করি।
লোটায়ে পড়িল ঠাকুরের পদ ধরি।।
কেঁদে বলে ওহে প্রভু ব্রহ্ম সনাতন।
পঞ্চপাণ্ডবকে রক্ষা করিলে যেমন।।
ষাইট সহস্র শিষ্য ল'য়ে মুনিবর।
সন্ধ্যাহ্নিক করিতে গেলেন সরোবর।।
পঞ্চভাই কৃষ্ণ ঠাই জানাইল দৈন্য।
কৃষ্ণা ঠাই কৃষ্ণ গিয়া খাইল শাকান্ন।।
তৃপ্তস্মী বলিয়া জল খাইল নারায়ণ।
তব তৃপ্তে জগতৃপ্ত ত্রিলোকের জন।।
অদ্য তাত করলে তাত ওহে ভগবান।
রক্ষা কৈলে ওহে প্রভু বালাদের মান।।
প্রভু বলে সেই আমি ভাব যদি তাই।
সেই আমি যদি তোরা সেই পঞ্চ ভাই।।
এই পঞ্চ ভাই তোরা দ্বাপর লীলায়।
শেষে ভবানন্দ পুত্র আমি নদীয়ায়।।
যুগে যুগে ভক্ত তোরা হইলি আমার।
এবে তোরা পঞ্চ পুত্র শঙ্কর বালার।।
আর কথা দিয়া কিবা আছে প্রয়োজন।

অন্ন পাক করহ তণ্ডুল এক মণ॥
শাক তরকারী দিয়া করহ ব্যঞ্জন।
তাহাতে স্বচ্ছন্দে হইবে পরিবেশন॥
আশ্চর্য মানিয়া সব প্রভু ভক্তগণ।
আনন্দে করেছে সবে নাম সংকীর্তন॥
এক মণ তণ্ডুলের অন্ন পাক হ'ল।
চারি শত ভক্ত তাহা ভোজন করিল॥
এ হেন প্রভুর লীলা অতি চমৎকার।
হরি বল কহে দীন রায় সরকার॥

সতী স্বামী সহ মৃতা বা দম্পতির স্বর্গারোহণ
পয়ার

প্রভু ভক্ত ব্রজনাথ অতি শিষ্টাচারী।
তার নারী নাম তার বসন্ত কুমারী॥
সাধ্বী সতী পতিব্রতা পরমা সুন্দরী।
প্রভু পদে ভক্তি মতি বলে হরি হরি॥
তিলছড়া গ্রামবাসী শ্রীবংশীবদন।
বসন্ত তাহার কন্যা হরিপদে মন॥
দিবসেতে গৃহকার্য করেন যখনে।
হাতে কাম মুখে নাম করে রাত্রি দিনে॥
যামিনীতে পতিসাথে থাকে এক ঘরে।
পতি পদ বক্ষে ধরি হরি নাম করে॥
ব্রজনাথ হরিনাম করে নিরন্তর।
ঠিক যেন এক প্রাণ এক কলেবর॥
ব্রজনাথ ব্রজভাবে মত্ত নিরন্তর।
কালক্রমে তাহার শরীরে হ'ল জ্বর॥
দেখিয়া বসন্তদেবী চিন্তাকুল ছিল।
একদিন পরে তার চিন্তাজ্বর হ'ল॥
শুনি বংশীবদন গাইন মহাশয়।
দেখিতে জামাতা কন্যা মাচকাঁদি যায়॥
সপ্তদিন জ্বরে পড়ে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হ'ল।
ব্রজনাথ সকলকে কহিতে লাগিল॥
ভ্রাতাগণে বলে আমি চরণের দাস।
আমাকে বিদায় দেহ যাই প্রভু পাশ॥
এত বলি হরি হরি বলিতে লাগিল।
ঘনশ্বাস দেখি সবে বাহিরে আনিল॥
শয়নে নয়ন মুদে হরিপদ ধ্যায়।
হরি হরি বলিয়া জীবাত্মা বাহিরায়॥
ভাই সবে বলে কেহ করনা রোদন।
ভায়ের স্বস্থানে ভাই করেছে গমন॥
জামাতার মৃত্যু দেখি শ্রীবংশীবদন।
কন্যার নিকটে যান করিয়া রোদন॥
কহিছে বসন্তদেবী পিতার গোচরে।
হ'য়েছে পিপাসা বড় জল দেহ মোরে॥
তাহা শুনি বংশী কহে নন্দিনীর ঠাই।
কেমনে খাইবে জল ম'রেছে জামাই॥
কহেন বসন্তদেবী কি কহিলে পিতা।
দাসী ফেলে কোথা যান তোমার জামাতা॥
বিলম্ব না কর পিতা ধ'রে লহ মোরে।
জীবন শীতল করি পতি মুখ হেরে॥
এ জীবন জল পান করিব কি সুখে।
আজ যদি প্রাণনাথ ত্যজিল দাসীকে॥
এত বলি সতী কন্যা উঠিয়া বসিল।
পতির নিকটে যেতে উদ্যতা হইল॥
হেটে যেতে চায় সতী উঠিতে না পারে।
দেখে ত্রস্ত হ'য়ে ব্যস্ত বংশী গিয়া ধরে॥
পিতাকে ধরিয়া সতী পতি ঠাই এসে।
অমনি শয়ন কৈল পতি বাম পার্শ্বে॥
দিলেন দক্ষিণ হস্ত পতির স্কন্ধেতে।
পতি অঙ্গ জড়িয়া ধরিল বাম হাতে॥
উচ্চৈঃস্বরে হরি নাম করি উচ্চারণ।
হরি স্মরি' শরীর ত্যজিল ততক্ষণ॥
এ হেন মরণ দেখি ধন্য ধন্য মানি।
শোক দুঃখ নাহি কারু করে হরিধ্বনি॥
হরি হরি করি ধরি লইল শ্মশানে।
দাহকার্য সমাধিল হরি গুণ গানে॥

এক সঙ্গে দু'জনার করিল সৎকার।।
কবি কহে রবি গেল হরি কর সার।।

মধ্যখণ্ড
পঞ্চম তরঙ্গ
বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রী বৈষ্ণব দাস জয় গৌরী দাস।।
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোকচন্দ্র জয় শ্রী লোচন।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময়।।
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।।

ভক্ত স্বরূপ রায়ের বাটীতে প্রভুর গমন
পয়ার

পাইকডাঙ্গা নিবাসী শ্রীস্বরূপ রায়।
বড়ই সম্পত্তিশালী মান্য অতিশয়।।
দেল দোল দুর্গোৎসব ব্রত পূজা আদি।
বার মাসে বার ক্রিয়া করে নিরবধি।।
রাজসিকভাবে সব করিতেন রায়।
নিযুক্ত ছিলেন সদা অতিথি সেবায়।।
বহু দিন পরে তার হ'ল বেয়ারাম।।
ঔষধ সেবন করি না হ'ল আরাম।।
ঠাকুরের লীলাগুণ শুনে লোক ঠাই।
রায় বলে ঠাকুরের কাছে আমি যাই।।
হরিচাঁদ বলিয়া চলিল কাঁদি কাঁদি।
উপনীত হইল শ্রীধাম ওঢ়াকাঁদি।।
প্রভুর সম্মুখে গিয়া রহে দাঁড়াইয়া।
মহাপ্রভু বলে তুমি এলে কি লাগিয়া।।
তুমি হও বড় লোক রাজতুল্য ব্যক্তি।
তোমাকে বসিতে দিতে নাহি মম শক্তি।।
রায় কহে বড় লোক আমি কিসে হই।
দয়া হ'লে শ্রীচরণে দাস হ'য়ে রই।।
বসিতে চাহে না রায় বলেছে কাঁদিয়া।
ঠাকুরের পদ ধরি পড়ে লোটাইয়া।।
প্রভু বলে গৌরব এখন গেছে ঘুচে।
শ্রেষ্ঠত্ব ঘুচা'তে তোরে রোগে ধরিয়াছে।।
যাও যাও ওরে বাছা রোগ তোর নাই।
এইরূপ মন খাটি সর্বক্ষণ চাই।।
ঠাকুরে প্রণাম করি চলিল বাটীতে।
দেহ মন সমর্পিল হরির পদেতে।।
ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত সেই হ'তে হয়।
খেতে শুতে নিরবধি হরিগুণ গায়।।
সেই হ'তে ঘুচে গেল কর্ম রাজসিক।
ভক্তির উদয় হ'ল বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক।।
পূজাদি বৈদিক ক্রিয়া সব ছেড়ে দেয়।
সব সমর্পণ করে ঠাকুরের পায়।।
কতদিনে মনে করে কবে হেন হ'ব।
প্রভুকে বাটীতে এনে সব সমর্পিব।।
একদিন গিয়া ঠাকুরের কাছে কয়।
চল প্রভু একদিন দাসের আলয়।।
ঠাকুর বলেন আমি যাইবারে পারি।
তব গৃহে আছেন বিধবা এক নারী।।
সেই ধনী আছে জানি তব এক অন্নে।
যাইবারে নারি আমি সেই নারীর জন্যে।।
রূপবতী সেই নারী জানি ভালমতে।
শ্বেত রোগ আছে সেই নারীর অঙ্গেতে।।
তব গৃহে আছে বটে তুমি দেখ নাই।
বস্ত্রদ্বারা গুপ্ত করে ঢেকে রাখে তাই।।
সে নারীকে যদি তুই মা বলে ডাকিস।
তা'হলে আমাকে বাছা লইতে পারিস।।
আমি গেলে মা বলিয়া ডাকিতে হইবে।

ডাকামাত্র তার শ্বেত রোগ সেরে যাবে।।
হইয়াছ হরিভক্ত হ'লে রিপুজয়।
এইটুকু বাকী আছে তা' হলেই হয়।।
ঠাকুরের পদে রায় পড়িল কাঁদিয়া।
এ হেন করুণা-সিন্ধু পেলেম আসিয়া।।
কোন দিন যাবেন তা' দেন ঠিক করি।
সেই দিন যেতে হবে এ দাসের বাড়ী।।
ঠাকুর দিলেন তার দিন ধার্য করি।
আজ্ঞামাত্র আয়োজন করিল তাহারি।।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে যত ভক্তগণ।
সব ঠাই একে বারে হ'ল নিমন্ত্রণ।।
ঠাকুর করিল যাত্রা পাইকডাঙ্গায়।
যাত্রাকালে সঙ্গে ভক্ত দেড় শত হয়।।
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ গোস্বামী গোলোক।
আগে যায় হীরামন হইয়া পুলক।।
উপনীত হয় গিয়া গ্রাম ফুকুরায়।
অধিকারী উপাধি ঈশ্বর দেখে তায়।।
ঠাকুরের পিতৃগুরু ঈশ্বর অধিকারী।
পথ আগুলিল গিয়া করযোড় করি।।
ছেঁড়া কাঁথা দিয়া গলে দন্তে তৃণ ল'য়ে।
মুখে নাহি স্ফুরে বাক্য রহে দণ্ডাইয়ে।।
চক্ষের জলেতে বক্ষ ভাসিয়া চলিল।
দেখিয়া প্রভুর মনে দয়া উপজিল।।
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে ভক্তগণ ঠাই।
বলত ঠাকুর বাড়ী যাই কি না যাই।।
হইয়া গুরু ঠাকুর এ হেন দীনতা।
চক্ষে জল দন্তে তৃণ গলে ছেঁড়া কাঁথা।।
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ বলে যোড় হাতে।
যাওয়া উচিৎ হয় ঠাকুর বাড়ীতে।।
ঠাকুর চলিল সব ভক্তগণ ল'য়ে।
নাম সংকীর্তন করে আনন্দে মাতিয়ে।।
ঠাকুর বসিল গিয়া ঠাকুরের বাড়ী।
অধিকারী গোস্বামী প্রণামে ভূমে পড়ি।।
গোস্বামী গোলোক বলে জয় হরি বোল।
জয় হরি বলরে গৌর হরি বোল।।
সব ভক্তগণ বলে জয় জয় জয়।
অধিকারী লোটাইল ঠাকুরের পায়।।
প্রভু হরিচাঁদ বলে শুন হে গোঁসাই।
তুমি গুরু আমি শিষ্য ভিন্ন ভেদ নাই।।
ভব কর্ণধার হ'য়ে জগৎ তরা'লে।
নিজে যে তরিবা ইহা কবে ভেবেছিলে।।
কাঁদিয়া কহেন তবে গুরু অধিকারী।
তুমি গুরু আমি শিষ্য তায় যদি তরি।।
মহাপ্রভু বলে কোথা হেন কল্পতরু।
গুরু হ'য়ে শিষ্যকে বলিতে পারে গুরু।।
ভক্তগণ বলে এই ঈশ্বর অধিকারী।
গৌরাঙ্গ লীলায় ছিল শ্রীঈশ্বরপুরী।।
সে ঈশ্বর পুরি ইনি ঈশ্বরাবতার।
ঈশ্বর ঈশ্বর নাম হয় দোঁহাকার।।
অধিকারী ঈশ্বর, ঠাকুরে কেঁদে কহে।
অন্ন ভোজ নিতে হবে এ দীনের গৃহে।।
ঠাকুর কহেন বহু ভক্তগণ সাথে।
একা আমি অন্ন ভোজ লইব কি মতে।।
তাহা শুনি কাঁদে অধিকারী মহাশয়।
কান্না দেখে বলে হরিচাঁদ দয়াময়।।
ভোজন করা'তে ইচ্ছা পাইয়াছি টের।
মাকে বল রাঁধিতে তণ্ডুল দশ সের।।
কাঁচা কলা কুষ্মাণ্ডের করহ ব্যঞ্জন।
এক সের ডাল বল করিতে রন্ধন।।
গৃহে আছে ঘৃত ভাণ্ড আনহ বাহিরে।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করি দেহ সবাকারে।।
পাক হ'ল ভক্ত সব করিল ভোজন।
মহাপ্রভু ভোজ লন আনন্দিত মন।।
গণনাতে একশত ষাটি জন লোক।
ভোজন দেখিয়া নাচে গোঁসাই গোলোক।।
পরিপূর্ণ ভোজনে সকলে হৈল তৃপ্ত।

নৃত্য করে অধিকারী ভোজন সমাপ্ত॥
অধিকারী প্রতি প্রীতি মহাপ্রভু কন।
গোলোকে ল'য়ে আপনি করুন ভোজন॥
ঈশ্বর কৃতার্থ হ'ল প্রভুর সেবায়।
পরে স্বরূপের বাড়ী চলিল ত্বরায়॥
সব ভক্তগণ উঠে হরিধ্বনি দিয়ে।
হীরামন চলিলেন অগ্রবর্তী হ'য়ে॥
অধিকারী গোস্বামীর গলে কাঁথা ছিল।
সেই কাঁথা হীরামন মাথায় লইল॥
প্রভু হরিচাঁদ কহে হীরামন জয়।
জান না কি জন্যে কাঁথা ল'য়েছে মাথায়॥
উহার মনের ভাব দুই প্রভু পিছে।
আমি ভৃত্য দাসরূপ অগ্রে পাঠিয়াছে॥
মহাপ্রভু কহে অগ্রে যাক হীরামন।
অধিকারী কর তার পশ্চাতে গমন॥
আমি যাব তব পিছে আনন্দ হৃদয়।
তার পিছে যাবে দশরথ মৃত্যুঞ্জয়॥
আর সব ভক্ত যাবে তাহার পশ্চাতে।
গোলোক যাউক তার যথা ইচ্ছা মতে॥
তুমি মম অগ্রে থেকে গান ধরে দেও।
নেচে গেয়ে স্বরূপের বাড়ী চলে যাও॥
অধিকারী গোস্বামী ধরিল সংকীর্তন।
পশ্চাতে দোহারী করে যত ভক্তগণ॥
অধিকারী কণ্ঠধ্বনি সিংহের গর্জন।
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ তাদৃশ দু'জন॥
আর সব ভক্তগণ পিছে পিছে যায়।
ভীম নাদ কণ্ঠধ্বনি মত্ত হস্তী প্রায়॥
সব জিনি দেয় ধ্বনি গোলোক গোঁসাই।
জ্বলন্ত পাবক যেন অগ্রে পিছে ধাই॥
জয় হরি বল রে গৌর হরি বল।
সব ভক্ত মধ্যে গোলোকের এই বোল॥
সব ভক্তগণ গায় সুমধুর ধুয়া।
হেলিয়া দুলিয়া নাচে গোবিন্দ মতুয়া॥
বিমুখ হইয়া পিছে মাথা নোয়াইয়া।
কক্ষ বাদ্য বুড়বুড়ি দু'বাহু তুলিয়া॥
তাহা শুনি মঙ্গল সে বুড়বুড়ি দেন।
বুড়বুড়ি করিতে বদনে উঠে ফেণ॥
সব ভক্ত করে লম্ফ উল্লম্ফ প্রলম্ফ।
ঠিক যেন তাহাতে হ'তেছে ভূমিকম্প॥
কীর্তন হুঙ্কার উঠে গগন ভেদিয়া।
বৃক্ষ ছেড়ে পক্ষী সব চলিল উড়িয়া॥
শূন্যে উড়ে যায় পক্ষী ভকতের সঙ্গ।
জ্ঞান হয় দেবতারা হ'য়েছে বিহঙ্গ॥
গ্রাম্য পশু বন্য পশু যে ছিল যেখানে।
কীর্তন শুনিয়া ধারা বহে দু'নয়নে॥
ফুকরা হইতে যান বোয়ালিয়া হাট।
দোকানিরা দেখে শুনে কীর্তনের নাট॥
কার হয় অশ্রুপাত করজোড়ে রয়।
কেহ পাখা ধরিয়া বাতাস দেয় গায়॥
বুনোপাড়া গাড়িটানা মহিষ যে ছিল।
সকল মহিষ এসে একত্র হইল॥
কীর্তনের ধ্বনি শুনি উর্দ্ধ মুখ হয়ে।
উর্দ্ধকর্ণ করি যায় পথ আগুলিয়ে॥
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ মহিষেরগণ।
বন্দীগুলা রজ্জু ছিঁড়ে আইল তখন॥
মহিষ কতকগুলি দৌড়িয়া চলিল।
আর কতগুলি তারা চাহিয়া রহিল॥
রক্ষকেরা নাহি পারে মহিষ ঠেকাতে।
বহু পরে ঠেকাইল অনেক কষ্টেতে॥
গো-চর নিকটবর্তী যত গরু ছিল।
উর্দ্ধ মুখ কর্ণ পুচ্ছ ধাইয়া চলিল॥
কোনটা গোছড় ছিঁড়ে চক্ষে পড়ে জল।
বৃষভ বলদ চলে ফেলাইয়া হাল॥
বৎস গাভী একত্র হইয়া দেয় লম্ফ।
তাতে যেন হয় বাসুকীর ফণা কম্প॥
হুলস্থূল লাগিয়াছে জীবাদি জন্তুর।

সংকীর্তন সঙ্গে চলে যতেক কুকুর।।
কুক্কুরে কুক্কুরে দেখা বিষম বিপদ।
একত্র হইয়া চলে নাহি হিংসা বাদ।।
এই রূপে উতরিল পাইকডাঙ্গায়।
স্বরূপের বাটী প্রভু হ'লেন উদয়।।
চারি পাঁচ শত লোক একত্র হইল।
হরিনাম সংকীর্তনে সকলে মাতিল।।
বহুক্ষণ পরে সেই কীর্তন ভাঙ্গিল।
স্নানান্তে ভকতগণ ভোজন করিল।।
চিঁড়া দধি মহোৎসব অগ্রেতে হইল।
অন্নপাক অন্তে সবে ভোজনে বসিল।।
খাও খাও দেও দেও নেও নেও রব।
কেহ খায় কেহ দেয় মহা মহোৎসব।।
হেনকালে উপনীত দ্বিজ একজন।
আমাদা নিবাসী নাম শ্রীহরি ভজন।।
মাতুল আলয় ছিল পাইকডাঙ্গায়।
ঠাকুরে প্রণাম করি ভূমিতে লোটায়।।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহে আমি নরাধম।
জন্মিয়াছি ব্রহ্মকুলে অধমস্যাধম।।
আমাকে করহ প্রভু কৃপার ভাজন।
বহুদিন ব্যাধি মম জ্বর পুরাতন।।
রোগে মুক্ত কর প্রভু নাহিক উপায়।
তব ভক্ত হ'য়ে আমি থাকিব ধরায়।।
হীরামনে ডেকে বলে গোলোক ঈশ্বর।
ব্রাহ্মণকে ধ'রে সেরে দেহ জীর্ণজ্বর।।
শুনি হীরামন গিয়া ব্রাহ্মণকে ধরে।
টানিয়া আনিল তারে বাড়ীর বাহিরে।।
বাটীর ঈশানকোণে পথে ছিল বালী।
পাতা দিয়া বাড়ি মারে আথালী পাতালী।।
উচ্ছিষ্ট কদলী পত্র ছিল তথা পড়ি।
চারি পাঁচ পাতা ধরি মারিলেন বাড়ি।।
বালী মধ্যে ব্রাহ্মণেরে ফেলে লোটাইয়ে।
বালী ধরি দেয় গায় মাজিয়ে ঘষিয়ে।।
প্রভু হরিচাঁদ আজ্ঞা সেরে যাবে জ্বর।
ব্যাধিমুক্ত উঠিয়া বসিল দ্বিজবর।।
ছেড়ে দিল ব্রাহ্মণেরে উঠিয়া দাঁড়ায়।
করজোড়ে দাঁড়াইল অশ্রুধারা বয়।।
ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল।
যাও বলি হীরামন তারে আজ্ঞা দিল।।
লোটাইয়া পড়ে গিয়া প্রভুর চরণে।
মহাপ্রভু বলে তোর কি ভাব এখনে।।
ব্রাহ্মণ বলেন মোর আর ব্যাধি নাই।
আজ্ঞা কর নিরন্তর তব গুণ গাই।।
মহাপ্রভু বলে তোর যা ইচ্ছা করিস।
মম ভক্ত প্রতি সদা ভকতি রাখিস।।
থাকিলে ব্রহ্ম গায়ত্রী ব্রাহ্মণ শরীরে।
তবে কি ব্রাহ্মণ অঙ্গে ব্যাধি হ'তে পারে।।
সে সকল মন্ত্র দিয়া আর কি করিবা।
মানুষ বলিয়া আর্তি সতত রাখিবা।।
আজ তোর হ'ল বাছা ব্যাধি সব নাশ।
যাজনিক দ্বিজ বলে না হয় বিশ্বাস।।
মানুষ বলিয়া আর্তি সদা যেন রয়।
যজমান হিংসা যেন তো হ'তে না হয়।।
ব্রাহ্মণ কহিছে আমি এই ভিক্ষা চাই।
তব পদে থাকে মন কর প্রভু তাই।।
তাহা শুনি ব্রাহ্মণেরে করিল বিদায়।
বিদায় লইয়া দ্বিজ যায় নিজালয়।।
ব্রাহ্মণ আরোগ্য হ'ল শরীর পুলক।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত রচিল তারক।।

বিধবা রমণীর শ্বেত কুষ্ঠ মুক্তি
পয়ার

মহাপ্রভু স্বরূপেরে বলে বাছাধন।
আমি এবে করি বৎস স্বস্থানে গমন।।
তোর বাটী আসিলাম বাঞ্ছাপূর্ণ হ'ল।
শ্বেত রোগা রমণী দেখিতে বাকী র'ল।।

তোর ঘরে অন্নভুক্ত রহে বহুদিন।
দেখিব সে নবীনা কি হ’য়েছে প্রবীণ।।
স্বরূপ বলিল প্রভু আসিলেন যবে।
সেই নারী প্রণমিল শ্রীপদ পল্লবে।।
প্রভু বলে আমি তাহা লক্ষ্য করি নাই।
ডেকে আন তাহাকে এখন দেখে যাই।।
আজ্ঞামতে স্বরূপ আনিল ততক্ষণে।
লোটায়ে পড়িল নারী প্রভুর চরণে।।
প্রভু বলে রে স্বরূপ! পূর্ব বাক্য রাখ।
সবার সম্মুখে একে মা বলিয়া ডাক।।
রায় কহে যবে দয়া হ’ল মম ভাগ্যে।
শ্রীধামে বসিয়া দাসে যবে দিলে আজ্ঞে।।
সেই হ’তে ঘুচিয়াছে শমনের শঙ্কা।
কাম জয়ী হইয়াছি মেরে জয় ডঙ্কা।।
এখন নাহিক ভয় মা বলিয়া ডাকিতে।
সেই হ’তে এই ভাব আমার মনেতে।।
মা ব’লে ডাকিতে যবে দিলেন হুকুম।
সে হ’তে এ’ দেহে নাই কামের জুলুম।।
সেই হ’তে আমাকে ছাড়িয়া গেছে কাম।
নির্ব্বিঘ্নে বসিয়া জপ করি হরিনাম।।
প্রভু বলে আমি তাহা জেনেছি অন্তরে।
দণ্ডবৎ কর সবে আমি যাই ঘরে।।
এ মেয়ের শ্বেত রোগ আমি জানি তাই।
এক সঙ্গে থাক বটে তুমি দেখ নাই।।
স্বচক্ষে দেখিলে রোগ প্রত্যয় জন্মিবে।
তোর ভক্তিজোরে রোগ এবে সেরে যাবে।।
স্বরূপ বলেন আমি কিছুই না জানি।
শ্রীমুখের বাক্য সত্য এইমাত্র মানি।।
প্রভু কহে আর কেহ জানিতে নারিল।
অনেকের মনে এই সন্দেহ রহিল।।
মনের বিকার নাই তোমা দু’জনার।
আমি তাহা ভালমতে জেনেছি এবার।।
বাহির করহ রোগ দেখুক সকলে।
মনের বিকার যাক হরি হরি বলে।।
স্বরূপ বলেছে সেই রমণীর ঠাই।
কোথা তব শ্বেত রোগ বের কর তাই।।
প্রভু বলে রোগ আছে হাঁটুর উপরে।
আর একটুকু আছে বক্ষের ভিতরে।।
স্বরূপ ফেলিল তার বক্ষের কাপড়।
সবে দেখে রোগ আছে বক্ষের উপর।।
স্বরূপ কহেন সেই নারীর গোচরে।
আছে নাকি শ্বেত রোগ হাঁটুর উপরে।।
হাঁটুর উপরে রোগ দেখাইল নারী।
স্বরূপ ক্রন্দন করে হরিপদ ধরি।
সারে বা না সারে রোগ তাতে ক্ষতি নাই।
শ্রীচরণে থাকে মতি এই ভিক্ষা চাই।।
ঠাকুর বলেন সেই নারীকে চাহিয়া।
মনের বিকার তব গেছে কি ঘুচিয়া।।
ঠাকুরের পদ ধরি কহে সেই নারী।
যা বলাও তাহা আমি বলিবারে পারি।।
ত্রাণ কর্তা আপনি ঘুচিল মম পাপ।
আমি স্বরূপের মা স্বরূপ মম বাপ।।
ডাকামাত্র সেই শ্বেত রোগ সেরে গেল।
সভাশুদ্ধ হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।।
ঠাকুরের পদে দোঁহে তখনে লোটায়।
রচিল তারক মৃত্যুঞ্জয়ের কৃপায়।।

গোস্বামী গোলোক ও অজগর বিবরণ

পয়ার

একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নির্জনে।
পাগল গোলোকজীরে বলিল যতনে।।
কত ঠাই কতদিনে কর দৌড়াদৌড়ি।
অদ্য যাও গজারিয়া লক্ষ্মণের বাড়ী।।
শুনিয়া গোলোকচাঁদ করিল গমন।
বেগেতে চলিল হয় হরষিত মন।।
জয় হরি বল রে গৌর হরি বল।

নামধ্বনি করি চলে তেজেতে অনল।।
ক্ষণে লম্ফে ক্ষণে দৌড়ে নামে করে দর্প।
বিল মধ্যে দেখে এক অজগর সর্প।।
বিল মধ্যে খাল এক আড়ে দুই নল।
নামিল পাগল তাতে উরু সম জল।।
সেই জল মধ্যে হ'তে উঠে অজগর।
ভেসে উঠে তাহার প্রকাণ্ড কলেবর।।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন আকাশের তারা।
নাসারন্ধ্রে কর মুষ্ঠি যায় যেন ধরা।।
চক্ষু মূল লাল নাসারন্ধ্রে টানে জল।
হইতেছে শব্দ বুড় বুড় কল কল।।
শ্বাস পরিত্যাগে স্বাহা স্বাহা শব্দ করে।
নর্দমার জল যেন বেগে পড়ে সরে।।
সর্ব অঙ্গ অজগর কালকূট বর্ণ।
মস্তক উপর মণি হরিপদ চিহ্ন।।
গোস্বামীর অঙ্গে যেই কান্থাখানি ছিল।
শ্বাস পরিত্যাক্ত জলে কান্থা ভিজে গেল।।
বদন ব্যাদান করি পড়িল অমনি।
দন্ত দুই পাঁতি যেন মুক্তার গাঁথনি।।
তাহা দেখি পাগলের লাগে চমৎকার।
বুঝিতে না পারে মর্ম কি হ'ল ব্যাপার।।
খাল পাড় হয়ে কূলে রহে দাঁড়াইয়া।
অজগর পানে প্রভু রহিল চাহিয়া।।
এ কখন সর্প নহে ভাবে মনে মনে।
ধাইয়া চলিল সর্প পাগলের স্থানে।।
হাঁ করিয়া পাগলকে চলিল গ্রাসিতে।
পাগল দৌড়িয়া যায় তাহার ত্রাসেতে।।
ক্ষণেক দৌড়িয়া শেষে দেখেন ফিরিয়া।
আসিতেছে অজগর মুখ বিস্তারিয়া।।
গোস্বামী ভেবেছে মনে ভয় করি কার।
মরণ জীবন সম হরিনাম সার।।
লইয়া বাবার নাম মারিতেছি ডঙ্কা।
চৌদ্দ ভুবনের মধ্যে কারে করি শঙ্কা।।
এসেছে আমাকে খেতে উহাকে ধরিব।
ধরিয়া লইয়া মহাপ্রভুকে দেখাব।।
হনুমান গিয়াছিল গন্ধমাদনেতে।
পর্বত মাথায় রাখে সূর্য শ্রবণেতে।।
ভরত বাটুলাঘাতে মুখে উঠে রক্ত।
রামনাম লইয়া বাঁচিল রাম ভক্ত।।
প্রথমতঃ কুম্ভিরিণী করিল উদ্ধার।
কালনেমী রাক্ষসের জীবন সংহার।।
কাহারে না করে ভয় রাম নাম জোরে।
নির্ভয় শরীরে হনু রামকার্য করে।।
কিছার মিছার প্রাণে কেন বেঁচে রই।
ভাবিতেছি মানব জনম হ'ল কই।।
বুঝি এই হেতু পাঠালেন কল্পতরু।
সর্প দর্প দেখে কেন হই এত ভীরু।।
বদন ব্যাদান করি যায় অজগর।
দর্প করিলেন প্রভু সর্প ধরিবার।।
জয় হরি বল রে গৌর হরি বলে।
লম্ফ দিয়া প'ড়ে অজগরে ধ'রে তুলে।।
অতি দর্পে কহে সর্পে তোরে ধ'রে নিব।
ওরে ফণী তোর মণি প্রভু পদে দিব।।
ফণীবর পেয়ে ডর তখনি দাঁড়ায়।
সুন্দর কুমার হ'য়ে দৌড়াইয়া যায়।।
ধেয়ে যায় ফণী, হ'য়ে সুন্দর বালক।
পিছে পিছে ধেয়ে যায় গোস্বামী গোলোক।।
কৃষকেরা হাল ধরা করিছে দর্শন।
যোগালে রাখালে তারা একাদশ জন।।
বালক সেখানে গিয়া বলে সবাকারে।
রক্ষা কর তোমরা এ বেটা মোরে মারে।।
তাহা শুনি কৃষকেরা রুষিয়া উঠিল।
দাঁড়াও এখানে দেখি কোন বেটা এল।।
আমাদের কাছে তুমি আসিয়াছ হেথা।
তোমাকে মারিবে হেন কাহার যোগ্যতা।।
তাহা শুনি গোস্বামী আইলেন বাহুড়ী।

উপনীত হ’ল গিয়া লক্ষ্মণের বাড়ী।।
আহারাদি করিলেন লক্ষ্মণের বাসে।
পাগলামী করে ক্ষণকাল বীর রসে।।
বীর রসে যান ভেসে গোলোক গোঁসাই।
ওঢ়াকাঁদি আসিলেন ঠাকুরের ঠাঁই।।
পুষ্করিণী তীরে হরি বসিলেন এসে।
কিছুদূর গোলোক নিভৃতে গিয়া বসে।।
প্রভু হরিচাঁদ জিজ্ঞাসিলেন গোলোকে।
লক্ষণ কেমন আছে কি এসেছ দেখে।।
খনার বচন আছে সাপ স্বপ্ন পোনা।
দেখিয়া যে না ফুকারে মুনি সেই জনা।।
অসম্ভব দেখিলে না কহে বিজ্ঞজনে।
মনের মনন কথা থাক মনে মনে।।
কি শুনিবা অধিক জানা’ব কিবা আর।
আজ কোন মহাভাগ হইল উদ্ধার।।
শুনিয়াছ ভারত পুরাণ রামায়ণ।
শাপ ভ্রষ্ট ভবে জন্মে কত মহাজন।।
কোন মহাপুরুষের শাপে কোন জন।
স্থানভ্রষ্ট হ’য়ে থাকে পর্বত কানন।।
যক্ষমুনি শাপে গন্ধকালী ভবে এসে।
কুম্ভিরিণী মুক্তি পেল হনুমান স্পর্শে।।
অদ্য কোন মহাভাগ হইল উদ্ধার।
বহিরাংগ লোক মাঝে না কর প্রচার।।
মহাপ্রভু কহিলেন গোলোকের স্থানে।
এ সময় যাহারা ছিলেন সন্নিধানে।।
গোস্বামীর পদ ধরি তাহারা জিজ্ঞাসে।
এড়াইতে না পারিয়া গোস্বামী প্রকাশে।।
ত্রেতাযুগে সূর্যবংশে রাজা অযোধ্যায়।
ব্রাহ্মণের পাদোদক ভক্তি করে খায়।।
একদিন ভগবান তারে ছলিবারে।
ব্রাহ্মণ বেশেতে যান ত্রিশঙ্কুর দ্বারে।।
কুষ্ঠাব্যাধিগ্রস্থ বিপ্র হ’লেন কানাই।
ভাগবতে দ্বাদশ প্রস্তাবে আছে তাই।।
ব্রাহ্মণের পাদোদক হাতে ধরি নিল।
তার মধ্যে ক্লেদ কীট দেখিতে পাইল।।
ঘৃণা করি না খাইল থুইল মাথায়।
সেই অপরাধে সর্প যোনী প্রাপ্ত হয়।।
সেই জন্য কৃষ্ণপদ পাইল মাথায়।
প্রভু কৃষ্ণ ব্রজে কালীনাগ কালীদয়।।
না চিনিয়া ভগবানে করিল দংশন।
মস্তকে চরণ দিল প্রভু জনার্দন।।
অদ্যাবধি মস্তকেতে প্রভু পদচিহ্ন।
যদ্যপি সে সর্প তবু ত্রিভুবন মান্য।।
কালীনাগ কৃষ্ণপদ করিয়া ধারণ।
বলে প্রভু তোমার যে রাতুল চরণ।।
ভাবিয়া না পায় পদ ব্রহ্মা পঞ্চানন।
পদ লাগি শিবা করে শ্মশানে ভ্রমণ।।
সেই পদে বিষদন্তে দংশিলাম আমি।
এ পাপেতে হ’তে হয় বিষ্ঠা কণ্ডু কৃমি।।
দিয়াছ অভয় পদ বাঞ্ছা নাহি আর।
কত সুখ পাইতাম হ’লে নরাকার।।
ওহে প্রভু নরবপু যদি পাইতাম।
মনো সাধ মিটাইয়া পদ সেবিতাম।।
কবে হ’বে হেন ভাগ্য তুমি সানুকুল।
শুনিয়াছি নরবপু ভজনের মূল।।
এই অপরাধ প্রভু আমার ঘুচাও।
দয়া করি ওহে হরি নরবপু দেও।।
তারে বর দিলে সেই নররূপ হরি।
এর পর শ্রেষ্ঠলীলা যে সময় করি।।
জাতিসর্প খল দংশী অদ্য তাতে পাপ।
পরজন্মে আবার হইতে হবে সাপ।।
গুপ্তভাবে থেক গিয়া বিলে পদ্মবনে।
পিতা যশোমন্ত গৃহে জন্মিবো যখনে।।
রুদ্র অংশে জনমিবে আমার সেবক।
পরম ভকত সেই নামেতে গোলোক।।
যেদিন হইবে দেখা তাহার সঙ্গেতে।

বিষ্ণুলোকে যা'বে সুখে চ'ড়ে পুষ্পরথে॥
বিষ্ণু পরিষদ হ'বে বলিলাম তাই।
পাইবা সালোক্য মুক্তি একলোক ঠাই॥
সেই কালীয়ার প্রাপ্তি হ'ল বিষ্ণুলোক।
কারু কাছে না কহিও বাপরে গোলোক॥
এই কথা যে সময় শুনিল গোলোক।
নিভৃতে বলিল প্রভু শুনিল তারক॥
দশরথ তাহা জানি লিখি পাঠাইল।
সে লেখা দেখিয়া তাহা তারক রচিল॥

ভক্তা নায়েরীর মহোৎসব

পয়ার

নায়েরী নামেতে নারী কলাতলা বাস।
পরমা বৈষ্ণবী দেবী হরিপদে আশ॥
বালিকা বিধবা দেবী শুদ্ধা তদ্‌বধি।
সাধুসেবা কৃষ্ণসেবা করে নিরবধি॥
ঠাকুরের ভক্তগণ যায় তার বাসে।
ঠাকুরের নাম শুনে প্রেমানন্দে ভাসে॥
সবে বলে ওঢ়াকাঁদি স্বয়ং ভগবান।
তাহা শুনি নায়েরীর কেঁদে উঠে প্রাণ॥
ঠাকুরে দেখিব বলে চিত্ত উচাটন।
উদ্দেশ্যে করিল দেবী আত্মসমর্পণ॥
দৈবাধীন ঠাকুরের ভক্তসঙ্গ পেয়ে।
ওঢ়াকাঁদি শুভ যাত্রা করে সেই মেয়ে॥
পথে যেতে মনে মনে করে আনাগোনা।
যেমন কপাল প্রভু দেখা ত দিবে না॥
নেত্রনীরে গাত্র ভাসে চলে কাঁদি কাঁদি।
উপনীতা হইল শ্রীধাম ওঢ়াকাঁদি॥
ঠাকুরের রূপ দেখে হয় জ্ঞানহারা।
কাঁপে গাত্র শিব নেত্র বহে অশ্রুধারা॥
দুই দণ্ড কাল প্রায় রহে দণ্ডাইয়ে।
প্রভুর শ্রীমূর্তি দেখে একদৃষ্টে চেয়ে॥
যুগল নয়নে তার বহে অশ্রুধার।
কণ্ঠরোধ বক্ষঃস্থল তিতিল তাহার॥
ঠাকুর বলেন তোর কেন হেন দশা।
স্থির হ'য়ে বল তোর মনে কিবা আশা॥
দণ্ডবৎ হ'য়ে কেন রৈলি দাঁড়াইয়ে।
মনে যাহা থাকে তাহা বল প্রকাশিয়ে॥
তাহা শুনি সেই নারী ধীরে ধীরে কহে।
জনমে জনমে যেন পদে মতি রহে॥
প্রভু বলে তোর মতি থাকিল আমায়।
জনমে জনমে তোর প্রতি দয়াময়॥
প্রভু ক'ন নায়েরি মা যাগো অন্তঃপুরে।
দেখ গিয়া ঠাকুরানী কি কি কার্য করে॥
বাক্য শুনি অন্তঃপুরে চলিল নায়েরী।
লক্ষ্মীমার পদ বন্দে স্তুতি নতি করি॥
গৃহকার্য করে সব মেয়ে ব্যবহারে।
শান্তিমাতা প্রফুল্লিতা নায়েরী আচারে॥
পরদিন বিদায় হইয়া বাড়ী যায়।
যাইতে পারে না ঠাকুরের পানে চায়॥
ফিরে ফিরে চায় তার বক্ষে বহে নীর।
থাকি থাকি ঝাঁকি মারে প্রফুল্ল শরীর॥
অষ্টসাত্ত্বিক বিকার জন্মিল আসিয়া।
সবে চমৎকৃত হৈল সে ভাব দেখিয়া॥
দুই তিন মাস এই ভাবে রহে ঘরে।
ওঢ়াকাঁদি আত্মস্বার্থ হরিনাম করে॥
দুই তিন মাসান্তর যায় ওঢ়াকাঁদি।
অন্তঃপুরে থাকে ছয় সাত দিনাবধি॥
এইভাবে যাতায়াত করে বহুদিন।
ঠাকুরের নিকটে কহিল একদিন॥
ওহে মহাপ্রভু মম আছে কিছু ধন।
আজ্ঞা হ'লে তব নামে করি বিতরণ॥
প্রভু বলে ভাল ভাল তাই করা চাই।
সাধুসেবা ভিন্ন ভবে ভাল কার্য নাই॥
যে সময় হইবেক যে অর্থ তোমার।
অমনি করিবে ব্যয় হুকুম আমার॥

এ সময় কত অর্থ আছয় তোমার।
কি রকম পারিবা করিতে ব্যয় তার।।
নায়েরী কহিছে কিছু নাহি জানি আমি।
যাহা ইচ্ছা তাহা কর সব হও তুমি।।
প্রভু বলে নায়েরী মতুয়া সব ডাক।
জনমের মত এক কীর্তি করি রাখ।।
চাউল লাগিবে তোর বিশ কুড়ি মণ।
এর উপযুক্ত দ্রব্য কর আয়োজন।।
তাহাই স্বীকার করি চলে গেল দেশে।
করিল উদ্যোগ তার মনের উল্লাসে।।
পুনর্বার ওঢ়াকাঁদি চলিল নায়েরী।
নিজে প্রভু দিল তার দিন অবধারী।।
প্রভু বলে তোর কিছু করিতে হ’বে না।
কর গিয়া আয়োজন যে তোর বাসনা।।
নায়েরী করিল সাধুসেবা আয়োজন।
এদিকে ঠাকুর দিতেছেন নিমন্ত্রণ।।
গোলোক পাগলে ডেকে বলে হরিচাঁদ।
মহোৎসব করিবারে নায়েরীর সাধ।।
যাহ বাছা নিমন্ত্রণ করহ সবারে।
পরস্পর বলাবলি যে দেখে যাহারে।।
বৈশাখের সাতাশে আটাশে উনত্রিশে।
তিনদিন মহোৎসব করিবা হরিষে।।
পূর্বদিন অধিবাস ভোজ মধ্য দিনে।
শেষ দিন প্রহরেক নাম সংকীর্তনে।।
মহোৎসবে বাজে কথা কহিতে দিবে না।
খা’বে আর হরিনাম গা’বে সর্বজনা।।
হরি ভিন্ন আর নাহি কর গণ্ডগোল।
শুধুমাত্র বলাইবা সুধা হরিবোল।।
সেইদিন হ’তে স্বামী গোলোক পুলকে।
মহোৎসব নিমন্ত্রণ আরম্ভিল লোকে।।
নায়েরীর বাড়িল যে আনন্দ অপার।
কবি বলে রবি গেল দিন নাই আর।।

মহোৎসব ও নিমন্ত্রণ

পয়ার

জয় হরি বল জয় গৌর হরি বল।
নামের হুঙ্কার ছাড়ি চলিল পাগল।।
আর দিন পাগল রাই চরণকে ল’য়ে।
উপনীত হইলেন বইবুনে গিয়ে।।
পাগল বলিল রাই তুমি বাড়ী যাও।
আমি আসিতেছি তাহা অগ্রে গিয়া কও।।
গঙ্গাচর্ণা আসিবার সময় কালেতে।
কলাতলা দেখা হ’ল নায়েরীর সাথে।।
নায়েরী রাইকে ধরি বাড়ী পর নিল।
মহোৎসবের বার্তা সব জানাইল।।
রাই কহে জানত না বৃত্তান্ত সকল।
তোমার এ নিমন্ত্রণ দিতেছে পাগল।।
এ সময় পাগল আসিল ফিরে ঘুরে।
নায়েরীর কথা রাই কহে পাগলেরে।।
পাগলের ঠাই রাই কহিতে লাগিল।
পাগল বলেন ইহা কেন জিজ্ঞাসিল।।
করিবেক মহোৎসব যদি থাকে ভাগ্যে।
বিশেষতঃ মহাপ্রভু দিয়াছেন আজ্ঞে।।
অমনি চলিল দোঁহে গঙ্গাচর্ণা হ’তে।
ওঢ়াকাঁদি মহোৎসব চৌধুরী বাটীতে।।
স্বয়ং মহাপ্রভু যান চৌধুরী আলয়।
নায়েরীর নিমন্ত্রণ পাগল জানায়।।
ঠাকুর বলেন সবে যাও কলাতলা।
মহোৎসব করিবেক একটি অবলা।।
আমি করিয়াছি আজ্ঞা কেহ না থাকিও।
নায়েরীর মহোৎসবে সকলে যাইও।।
অধিবাস দিন তথা গেলেন পাগল।
ক্রমে হরিবোলা চলে বলে হরি বোল।।
মহোৎসব দিনে সব হইল উদয়।
সঙ্গেতে অনেক লোক চলে মৃত্যুঞ্জয়।।
বদন গোস্বামী যায় লইয়া মতুয়া।

পার হ'তে এসে ঘাটে নাহি পায় খেয়া।।
পঞ্চাশৎ রশি হবে নদীর বিস্তার।
সেই নদী মধ্যে কেহ দিতেছে সাঁতার।।
হরি বলি কেহ যায় ঝাঁপিয়া ওপার।
কেহ লম্ফ দিয়া পড়ে নদীর ভিতর।।
নদীর মধ্যেতে আছে শিকারী কুম্ভীর।
তার যন্ত্রণায় লোক অনেকে অস্থির।।
ঘাটে বাশ গাড়ী তাতে বাতা লাগাইয়া।
খোঁয়াড় বাঁধিল তাতে প্রেক লোহা দিয়া।।
মতুয়ারা তাহা দেখি ভয় নাহি করে।
হরি বলে ঝম্ফ দিয়া জল মধ্যে পড়ে।।
কেহ বলে সনাতনে করেছিলে পার।
হয় পার কর নহে করহ আহার।।
শিকারী কুম্ভীর তথা মাঝে মাঝে ভাসে।
মতুয়ারা তাহা দেখি হরি বলে হাসে।।
এইমত মাতোয়ারা মনের আনন্দে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় ডাকে হরিচাঁদে।।
পাগল আসিল পারে ওপারে বদন।
একখানি নৌকা পেয়ে উঠিল তখন।।
এপার আসিয়া সব নামিবার কালে।
নৌকাখানি ডুবে যায় মধুমতী জলে।।
যার নৌকা সেই জন আসিয়া তথায়।
কাঁদিতে লাগিল ধরি পাগলের পায়।।
এমন সময় এক কুম্ভীর ভাসিল।
কুম্ভীরের সম্মুখেতে পাগল পড়িল।।
ঝাঁপ দিয়া ডুব মারি পাগল সেখানে।
ডাক দিয়া বলে তোর নৌকা এইখানে।।
ভয়ে কেহ নাহি যায় নদীর কিনারে।
নৌকার গলই জাগে জলের উপরে।।
গোঁসাই কহিছে তোর কিছু নাহি ডর।
গলই জেগেছে তুই আগু হ'য়ে ধর।।
ধরিয়া লইল নৌকা সেচিল তখন।
তাহাতে হইল পার যত ভক্তগণ।।
নায়েরীর বাটী সব হ'ল উপস্থিত।
দৈবে ঘোর মেঘ সজ্জা হৈল আচম্বিত।।
গোলোক পাগল দেখি কুপিল তখন।
মহোৎসব বাদী ইন্দ্র হ'ল কি কারণ।।
মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসে ডেকেছে ঘনে ঘন।
এস মোরা করিব ইন্দ্রেরসহ রণ।।
অন্বেষণ করে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের।
মৃত্যুঞ্জয় পাগলের ভাব পেল টের।।
মৃত্যুঞ্জয় বলে, রাগে স্বধর্মের হানি।
এস হে ঠাকুর খুড়া মোরা হার মানি।।
মৃত্যুঞ্জয় বাক্য শুনি গোলোক পাগল।
মনোগত রাগ যত হ'য়ে গেল জল।।
বলিতে বলিতে মেঘ অমনি বর্ষিল।
দুই চারি ফোঁটা অল্প অল্প বৃষ্টি হ'ল।।
হইল পূর্বের মত নির্মল আকাশ।
পাগলের মহিমা হইল সুপ্রকাশ।।
নির্বিঘ্নেতে মহোৎসব হইল অমনি।
দিবানিশি ক্ষান্ত নাই শুধু হরিধ্বনি।।
বাড়ীর উপরে করিয়াছে একস্থান।
সেখানে সকলে করে হরিনাম গান।।
কেহ বসে কেহ উঠে নাচিয়ে নাচিয়ে।
কেহ কেহ ভূমে পড়ে অচৈতন্য হ'য়ে।।
কেহ প্রেমে ধরাধরি করে পড়াপড়ি।
কেহ কেহ কেঁদে কেঁদে যায় গড়াগড়ি।।
তাহার উত্তর পার্শ্বে ভোজনের ঠাই।
যখন যা'র যা ইচ্ছা খেতেছে সবাই।।
লাবড়া অম্বল ডা'ল ভাজা দধি চিনি।
খেয়ে খেয়ে সকলে দিতেছে হরিধ্বনি।।
কেহ ভিড় দেয় বলে সাধু সাবধান।
ক্ষণে পিছাইয়া ক্ষণে হয় আগুয়ান।।
গৌর অবতারে প্রভুর কামনা রহিল।
তে কারণে ওঢ়াকাঁদি অবতীর্ণ হ'ল।।
বলিতে বলিতে বলে মধুরস বাণী।

কেহ তার পিছে পিছে দেয় হরিধ্বনি।।
পাতা রাখি ভূমে কেহ এঁটে হাতে মুখে।
দাঁড়াইয়া বাবা হরিচাঁদ বলে ডাকে।।
এই মত তিন দিন মহোৎসব হ'ল।
মতুয়ার গণ সব একত্রিত ছিল।।
লোক পরিমাণ অনুমান করি সবে।
দু'হাজার লোক সে মধ্যের দিন হ'বে।।
শেষ দিন লোক হবে চারি পাঁচ শত।
ভোজন করিল হরিভক্তগণ যত।।
নায়েরীর পূর্ণ হ'ল মনের বাসনা।
প্রেমে পুলকিত দেবী কাঁদিয়া বাচে না।।
হরিচাঁদ প্রীতে হরি বল সর্বজনে।
রসনা বাসনা নামরস আস্বাদনে।।

মধ্যখণ্ড

ষষ্ঠ তরঙ্গ

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রী বৈষ্ণব দাস জয় গৌরী দাস।।
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোকচন্দ্র জয় শ্রী লোচন।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময়।।
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।।

পাগলের গঙ্গাচর্ণা গমন

পয়ার

এই মহোৎসব পরে যত ভক্তগণ।
গঙ্গাচর্ণা এসে করে নাম সংকীর্তন।।
রামমোহনের ঘরে বসিয়া সকল।
কেবল বলেছে হরি বল হরি বল।।
তখন পাগল এসে কার্তিকের ঘরে।
জয় হরি গৌর হরি বলে উচ্চৈঃস্বরে।।
আসিল সকল ভক্ত সেই গৃহদ্বারে।
পাগল বলিল যে আসিবি এই ঘরে।।
একজন এক শ্লোক, করিবি বক্তৃতে।
না বলিলে শ্লোক, নাহি পারিবি আসিতে।।
বক্তৃতা করিলে শ্লোক যাহারা যা আসে।
স্বেদ পুলকাশ্রু কারু হয় প্রেমাবেশে।।
লেখা পড়া যে না জানে সেও শ্লোক কয়।
শ্লোক না বলিলে ধেয়ে মারিবারে যায়।।
কারু মারে লাথি কারু মারে মুষ্ট্যাঘাত।
শ্লোক বলিতে অমনি লাগে অকস্মাৎ।।
মহাভাবে প্রেমবন্যা শুনিয়া শোলক।
তার মধ্যে অম্বিকারে আনিল গোলোক।।
কার্তিক বৈরাগী স্বামী অম্বিকা গৃহিণী।
ব্রজগণ কার্তিক সে অম্বিকা গোপিনী।।
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ আসি তার স্থান।
সবে বলে করহ মায়ের স্তন পান।।
অক্রুর বিশ্বাস রামকুমার বিশ্বাস।
দুগ্ধপান করে সবে প্রেমেতে উল্লাস।।
পাগল ধরিয়া সেই অম্বিকার মুখে।
দুগ্ধ পান করে আর মা বলিয়া ডাকে।।
বলে মাগো এই বার হইবি গর্ভিণী।
ছেলে হবে তার নাম রাখিও অশ্বিনী।।
জয় হরি গৌর হরি বলি এই বোল।
সেখান হইতে যাত্রা করিল পাগল।।
পুনরায় সবে ল'য়ে গেল কলাতলা।
সেখান হইতে করে ওঢ়াকাঁদি মেলা।।
গোলোক পুলক আদেশিল স্বপ্নাদেশে।
রসনা র'সনা লুব্ধ ভাসে প্রেমরসে।।

জলে স্থলে নাম সংকীর্তন

পয়ার

মতুয়ার গণ সব করিল গমন।

পদব্রজে চলে যায় বহুতর জন।।
পাঁচ হাত মুখে এক নৌকা সাজাইয়ে।
উত্তর দেশীয় সবে যায় তরী বেয়ে।।
কীর্তন করিছে সবে বাজাইয়ে খোল।
তার মধ্যে কেহ উঠে বলে হরিবোল।।
যে নায় উঠিলে লোক ধরে বিশ ত্রিশ জন।
সেই নৌকায় লোক উঠে বিয়াল্লিশ জন।।
বার চৌদ্দ জন লোক হইয়াছে বেশী।
নাম সংকীর্তন করে হ'য়ে মিশামিশি।।
দুই নৌকা জুড়ি বাহে কেহ মারে লম্ফ।
তাহাতে নদীর জল হইতেছে কম্প।।
গোস্বামী গোলোক নাচে আনন্দ হৃদয়।
কভু আগা নায় কভু যান পাছা নায়।।
গায় গায় মিশামিশি লোক সব ভীড়।
তার মধ্যে গোস্বামী উন্মত্ত নহে স্থির।।
সকল মতুয়া নাচে করি জড়াজড়ি।
তার মধ্যে গোস্বামী করেছে দৌড়াদৌড়ি।।
হাতে হাতে ধরাধরি হইয়া সবায়।
তার নীচ দিয়া প্রভু যান আগা নায়।।
যখনে সকলে বসি নামপদ গায়।
লম্ফ দিয়া গোস্বামী পড়েন পাছা নায়।।
নদীমধ্যে যত লোক নৌকা পরে ছিল।
আশ্চর্য মানিয়া সবে নিকটে আসিল।।
সব নৌকা গিয়া গোস্বামীর নৌকা ধরে।
সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও হরিনাম করে।।
যত সব বাজে নৌকা হ'ল আগুয়ান।
সকলে বলে হরি হিন্দু মুসলমান।।
জলমগ্ন লোক যেন ভুলে খায় জল।
তেমনি সকলে বলে বল হরি বল।।
পদ ধরে গান করে ঈশ্বরাধিকারী।
উঠেছে তরঙ্গ নাচে মধুমতী নারী।।
অক্রুর বিশ্বাস আগা নৌকার চরাটে।
দাঁড়ায়ে কীর্তন করে হাতে ল'য়ে বৈঠে।।
হাতে বৈঠা লম্ফ দিয়া নেচে নেচে উঠে।
গোস্বামী লাফিয়া পড়ে তাহার নিকটে।।
পাগল শুইয়া পড়ি ডাকে হরিচাঁদে।
অক্রুর দাঁড়ায়ে তার দুই পদ মধ্যে।।
যেন দুই দাঁড় দুই পার্শ্বে নৌকা বায়।
হস্ত দিয়া সেই মত নৌকা টেনে যায়।।
চারি ছয় দাঁড়ে নৌকা যেই মত চলে।
সেই মত নৌকা চলে হস্ত টান বলে।।
গোস্বামীর নৌকা সঙ্গে যত নৌকা ধরা।
সব নৌকা সেইমত চলিল সুধারা।।
যত নৌকা ধরাধরি করিছে আসিয়ে।
বাহ্যজ্ঞান নাহি কারু প্রেমে মত্ত হ'য়ে।।
সময় সময় কারু বাহ্যস্মৃতি হয়।
চাহিলে পাগল পানে তাহা ভুলে যায়।।
হেনকালে জয়পুরবাসী চারিজন।
হৃদয় সীতানাথ ভোলানাথ রাইচরণ।।
ষোল হাত দৈর্ঘ্য নৌকা প্রস্থে নয় পোয়া।
হরিধ্বনি শুনি চারিজন দিল বাওয়া।।
বহু পরিশ্রমে নৌকা ধরিল আসিয়া।
ঠেকাইল নৌকা আগানা'র তল দিয়া।।
কেহ বলে সর বেটা মরিতে আসিলি।
নৌকার গলইর তলে নৌকা কেন দিলি।।
আসিলি নৌকার তলে ডুবিয়া মরিতে।
ভোলানাথ বলে আমরা এসেছি ডুবিতে।।
গোস্বামী বলেছে বাছা কে ডুবিতে চাও।
অক্রুর বিশ্বাস কহে জয়পুর নাও।।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন গোঁসাই গোলোক।
জয়পুর নাও যদি এইত তারক।।
না হ'লে এমন বোল কে পারে বলিতে।
তারকের গণ নৈলে চাহে কে ডুবিতে।।
নৌকা মধ্যে নামে মত্ত ছিল যত লোক।
সকলের মুখে শব্দ তারক তারক।।
মধ্যে ফাঁক করে দিল সকল তরণী।

তার মধ্যে জয়পুরে নৌকা নিল টানি ॥
তারকের নৌকা এই বলিয়া গোঁসাই।
লম্ফ দিয়া বলে তারকের নৌকা বাই ॥
পড়িয়া নৌকার মাঝে ভাসিয়া চলিল।
অক্রুর বিশ্বাস এসে লাফিয়া পড়িল ॥
রাইচাঁদ নিবারণ বদন গোঁসাই।
গোলোকের পুত্র গিরি মথুর দু'ভাই ॥
গোলোক ঠাকুর গিরি মথুরের পিতে।
ঈশ্বরাধিকারী সবে বসি একত্রেতে ॥
নাম করে প্রেমাবেশে বড় নৌকা থেকে।
সিংহনাদ প্রায় ধ্বনি উঠে ঝোঁকে ঝোঁকে ॥
বলিতে বলিতে হরি নৃত্য গীত রসে।
বর্ণির খালের মধ্যে সব নৌকা পশে ॥
যাহারা বিদেশী নৌকা সঙ্গে এসেছিল।
ছাড়িয়া কতক নৌকা বড় নদী গেল ॥
নিজ নিজ স্থানে যায় কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
কেহ কেহ সঙ্গে রৈল প্রেমে মত্ত হ'য়ে ॥
লোক ভিড় জয়পুরে নৌকার উপরে।
গায় গায় লোক ফাঁক নাহি ডালি জুড়ে ॥
ঊর্দ্ধ সংখ্যা ধরে নায় বিশ ত্রিশ জন।
নৌকার উপরে লোক ঊনত্রিশ জন ॥
তার মধ্যে গোস্বামী উল্লম্ফন করিছে।
নৌকা হ'তে কেহ কেহ কিনারে পড়েছে ॥
নায় নায় যোড়াযোড়ি ক্ষণে লাগে তটে।
কিনারার লোক গিয়া নৌকাপরে উঠে ॥
গোস্বামী গোলোক গিয়া পড়েন কিনারে।
ফিরে লম্ফ দিয়া পড়ে নৌকার উপরে ॥
নৌকায় যত মানুষ ছিলেন বসিয়া।
মাথার উপর দিয়া পড়েছে লাফিয়া ॥
কূল হ'তে পড়ে এসে বড় নৌকা মাঝ।
দুইবার দেখা গেল পাছে আছে ল্যাজ ॥
আঙ্গুল পাছায় লম্বা আট নয় হাত।
শরীর প্রমাণ লম্বা তের চৌদ্দ হাত ॥
গোলোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরাধিকারী।
ভক্তি ভয় আনন্দে সকলে বলে হরি ॥
তালুকের মহেশচন্দ্র শ্রীহরি পোদ্দার।
আড়ঙ্গ বৈরাগী মহানন্দ কোটিশ্বর ॥
এমত অনেক ভক্ত দেখে চমৎকার।
ধুমকেতু তারা তুল্য লেজের আকার ॥
এমত আশ্চর্য কার্য দেখে সব নরে।
জয় হরি গৌর হরি বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥
পড়িল গোস্বামী গিয়া কূলের উপর।
রাখালেরা হরি বলে শুনিতে সুন্দর ॥
মিশিল গোঁসাই সব রাখালের সঙ্গে।
জয় জয় হরিধ্বনি দিতেছেন রঙ্গে ॥
পাগলের লীলাখেলা বড় চমৎকার।
বিরচিল কবি চূড়ামণি সরকার ॥

রাখাল সঙ্গে গোস্বামীর তিলবনে নৃত্য
পয়ার

নাচে গায় রাখালেরা বলে হরিবোল।
নেচেছে গোস্বামী যেন উন্মত্ত পাগল ॥
এক এক বার প্রভু উঠেন নৌকায়।
তখন রাখাল হয় পাগলের প্রায় ॥
কহে কেহ বলে ভাই পাগল কোথায়।
কোথা গেল বলে কেহ খুঁজিয়া বেড়ায় ॥
যখনে সকলে হয় শোকাকুল মন।
তখন পাগল এসে দেন দরশন ॥
আসিয়া গোঁসাই কহে ওরে রাখালেরা।
বল বল হরি বল হে দেরে শালারা ॥
রাখালেরা বলে যাহা বল তাতে রাজি।
গো-রাখাল বলে ফেলে যেওনা বাবাজী ॥
রাখালের সঙ্গে সঙ্গে পাগল গোঁসাই।
হুঙ্কারিয়া নাচে আনন্দের সীমা নাই ॥
নাচিতে নাচিতে হরি হরি বলে কাঁদে।
গোস্বামী হুঙ্কার ছাড়ি ডাকে হরিচাঁদে ॥

কেঁদে কেঁদে তিল বনে লুকাল গোঁসাই।
অন্বেষণ করি ফিরে রাখাল সবাই ॥
কোথা গেল কোথা গেল রাখালের রব।
পেলেম বা কারে তারে হারাইনু সব ॥
সকল রাখাল মিলে খুঁজে বনে বন।
সবে মিলে তিল বন করে অন্বেষণ ॥
তিল তিল অন্বেষণ করিয়া না পায়।
তাহাতে তিলের চারা গাছ ভেঙ্গে যায় ॥
জমি স্বামী নন্দরায় নমঃশূদ্র তিনি।
রাখালে মারিতে যায় ধাইয়া অমনি ॥
তিল ভেঙ্গে নাশ কৈলি আমার এ জমি।
যমালয় তোদের পাঠা'ব অদ্য আমি ॥
রাখালেরা বলে মার রায় মহাশয়।
গোস্বামী না পেলে মোরা যাব যমালয় ॥
এ বাক্য গোস্বামী যবে শুনিবারে পায়।
জয় হরি বল বলে উঠিয়া দাঁড়ায় ॥
এই আমি এই আমি বলেন গোঁসাই।
রাখালেরা বলে তারে পেয়েছিরে ভাই ॥
ওরে ভাই তিল আলা মারিবি'ত মার।
মারা ধরা বলে কিছু ভয় নাই আর ॥
গোঁসাই বলেন ওরে কে মারিতে চায়।
দেখি কেবা মারে তারে ডেকে ল'য়ে আয় ॥
রাখালেরা বলে গিয়া রায়ের গোচরে।
মার যদি এস বাবা ডেকেছে তোমারে ॥
প্রভু কাছে যোড়করে কহে এক দাই।
আমার জমিতে এসে নাচো হে গোঁসাই ॥
রায় কহে যাও যাও যে ডাকে তোমারে।
আমার জমির তিল গেছে একেবারে ॥
আমার জমিতে আর যেওনা পাগল।
যাও যদি তিল ভেঙ্গে যাইবে সকল ॥
দাই বলে এই তিল ক্ষেত্র মোর হয়।
নাচো গাও হরি বল যত মনে লয় ॥
গোস্বামী বলেছে তোর তিল ভেঙ্গে যাবে।
দাই বলে তিল গেলে তিল দিতে হ'বে ॥
যায় যাক থাকে থাক সামান্য এ তিল।
দয়া করি প্রেমভক্তি দেহ এক তিল ॥
একতিল প্রেমভক্তি মোরে যদি দেহ।
পরিপূর্ণ হ'বে গোলা নাহিক সন্দেহ ॥
মোর গৃহে না ধরিবে ছড়িয়ে পড়িবে।
ধরায় না ধরিবে বিরাজা পার যাবে ॥
'ম্লেচ্ছ যবন যারা মোরে কভু নাহি মানে।
এই যুগে তারাও কাঁদিবে মোর নামে' ॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা পূর্বে যাহা যাহা ছিল।
শেষ 'লীলার প্রধান' সব সম্ভবিল ॥
গোঁসাই তাহার মুখে হস্ত দিয়ে কয়।
নাচিব তিলের মধ্যে জয় হরি জয় ॥
অমনি চলিল প্রভু রাখাল সঙ্গেতে।
দক্ষিণাভিমুখ হ'য়ে চলে সকলেতে ॥
একবার দৌড়ে যায় দক্ষিণের আলি।
উত্তরাভিমুখ পড়ে চলিল সকলি ॥
পুনরায় দৌড়ে যায় পশ্চিম আইলে।
আরবার পূর্ব আলি চলিল সকলে ॥
আসে যায় নাচে গায় যেন মল্লযুদ্ধ।
নেচে নেচে তিল ভাঙ্গে করে কক্ষবাদ্য ॥
তিল গাছ ভেঙ্গে চুরে নেচেছে রাখাল।
কিয়দংশ গাছে রৈল দুই এক ডাল ॥
ডালপাতা ভূমিসাৎ পাড়ায় পাড়ায়।
ভেঙ্গে চুরে তিল গাছ প'ল মৃত্তিকায় ॥
এইমত তিল নৃত্য গীতভঙ্গ করি।
পাগল বাহির হইল বলে হরি হরি ॥
মহাসংকীর্তন মহা পীযুষের রস।
রসনা রসনা পেয়ে রসনা বিরস ॥

গোস্বামীর ভোজের আয়োজন

পয়ার

নৌকা চলে খালদিয়া পাগল কিনারে।

শিলনার বালারা সে নৌকা টেনে ধরে॥
আজ সবে এইস্থানে করুণ বিশ্রাম।
কৃতার্থ করুণ সবে করি হরিনাম॥
তাহা শুনি সব নৌকা লাগিল কিনারে।
বালাদের বাটী নাম সংকীর্তন করে॥
বাহির বাটীতে নাম সংকীর্তন হয়।
মহাসংকীর্তন প্রেমবন্যা বয়ে যায়॥
কেহ কাঁদে কেহ হাসে গড়াগড়ি যায়।
হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি ময়॥
মাতিল তিতিল বক্ষ বহে অশ্রুজল।
গোস্বামী ডাকেন কোথা রাখালের দল॥
শুনিয়া রাখালগণে দেয় হরিধ্বনি।
পাগলের সম্মুখেতে করি যোড়পাণি॥
গোস্বামী কীর্তন মাঝে যখন বিরাজে।
রাখাল মিশিল এসে কীর্তনের মাঝে॥
হাতে লড়ি গোস্বামী দাঁড়াল বাঁকা হয়ে।
রাখালেরা নাচে সুখে আবাধ্বনি দিয়ে॥
বাল বৃদ্ধ যুবা পৌঢ় কিংবা নর নারী।
ধন্য যুগে একযোগে বলে হরি হরি॥
তার মধ্যে বসেছে ঈশ্বর অধিকারী।
মন্ত্রদাতা গুরু সদা করে গুরুগিরি॥
সংকীর্তন ক্ষান্ত করি সেবা আয়োজন।
সবে বলে কিছু পরে করিব ভোজন॥
গোস্বামী ঈশ্বরচন্দ্র আছেন সভায়।
তার সেবা না হ'লে কি সেবা করা যায়॥
বালারা দাঁড়াল এসে গোস্বামীর ঠাই।
করযোড়ে বলে পাক করুণ গোঁসাই॥
গোঁসাই চলিল পাক করিবার তরে।
পাগল গোঁসাই যান তার সমিভ্যরে॥
আবার মাতিল সবে নাম সংকীর্তনে।
দুই প্রভু চলিলেন রন্ধন কারণে॥
বাহির বাটীতে সবে গান করে যথা।
অধিকারী ঠাকুরের হুক্কা ছিল তথা॥
ঠাকুরের বিছানায় বালিশ হেলানে।
এদিকে মাতিল সবে নাম সংকীর্তনে॥
তার মধ্যে একজন উন্মত্তের ন্যায়।
নেচে গেয়ে বালিশের নিকটেতে যায়॥
ঢলিয়া পড়িল গিয়া বালিশের গায়।
পদ লাগি নচে খোল ভাঙ্গিল তথায়॥
মধ্য বাড়ী ছাড়িয়া বাহির বাড়ী নাম।
সেইখানে হুকা ভাঙ্গে কীর্তনের ধাম॥
পাক করে অন্তঃপুরে মধ্যে এক ঘরে।
গোলোক ঈশ্বর দুই প্রভু একতরে॥
অন্তর্যামী পাগল গর্জিয়া উঠিয়াছে।
কহেন গোঁসাই তব হুক্কা ভাঙ্গিয়াছে॥
সুতা গ্রন্থি দিয়া জোড়াইয়া সেই হুক।
সুতা পাকাইয়া বাঁধিতেছে ভাঙ্গা মুখ॥
পাগল আসিয়া করে তর্জন গর্জন।
ঠাকুরের হুঁকা ভাঙ্গিলিরে কোন জন॥
ঘরে বসি হুক্কা বাঁধে দ্বীপ আলোকেতে।
গোস্বামীর ক্রোধবাক্য শুনি ডরে চিতে॥
ভয়ে দ্বীপ নিভাইল বসে অন্ধকারে।
গোস্বামী বলেন বেটা আছে এই ঘরে॥
দ্বীপ নিভাইয়া বেটা বসে র'লি ঘরে।
ভেবেছিস আমি বুঝি দেখি নাই তোরে॥
কিরূপে বাঁধিলি হুক্কা দ্বীপ জ্বালা দেখি।
বাঁধন আটে না মোটে তার করিবি কি॥
দ্বীপ জ্বালাইয়া হুক্কা দেখা'ল তখনে।
পতিত হইল ভয়ে গোস্বামীর চরণে॥
অপরাধ করিয়াছি প্রভু ক্ষমা চাই।
হুঁকা কিনে দিব এনে আজ্ঞা কর তাই॥
পাগল কহেন মোরা চলে যাব প্রাতেঃ।
তুই যাবি কতক্ষণে হুঁকা কিনে দিতে॥
শীঘ্র করি আন আটালিয়া কালামাটি।
ভাঙ্গা হুঁকা জোড়া দিয়া করি পরিপাটি॥
সেই মাটি এনে দিল পাগলের ঠাই।

তৈল মাটি দিয়া হুঁকা যোড়া'ল গোঁসাই ॥
তামাক সাজিয়া নিল রসই ঘরেতে।
হুক্কা ধরি দিল নিয়া ঠাকুরের হাতে ॥
হস্ত ধৌত কর প্রভু শেষে কর পাক।
ধুমপান কর সেজে এনেছি তামাক ॥
অধিকারী হুঁকা ধরি খাইল তামাক।
এই নাকি ভাঙ্গা হুক্কা কই যোড়া ফাঁক ॥
ঠাকুর ধরিয়া হুঁকা দেখে আগাগোড়া।
জিজ্ঞাসা করিছে হুঁকা কোথা দিলে যোড়া ॥
পাগল বলেন হুঁকা প্রবাসে চলিবে।
বাড়ী গেলে যোড়া ছেড়ে খসিয়া পড়িবে ॥
অধিকারী পাক করি বসিলেন খেতে।
অর্ধ সেবা হইলে পাগল বসে সাথে ॥
খাইল ডাইল শাক লাবড়া ব্যঞ্জণ।
টক দধি দুগ্ধ বাকী করিতে ভোজন ॥
হেনকালে পাগল সে পাত্র ল'য়ে গেল।
অধিকারী কাছ হ'তে দূরেতে বসিল ॥
টক পাত্র দধি পাত্র চিনি দুগ্ধ ল'য়ে।
একত্র করিয়া সব নিলেন মাখিয়ে ॥
গোস্বামীকে কহে তুমি কর আচমন।
এ মহাপ্রসাদ আমি করি বিতরণ ॥
আমি তুমি একত্রে খাইব বনমাঝে।
ইহা খেতে আসিও না শিষ্যের সমাজে ॥
নহে বহির্বাটী গিয়া বৈস সেই খানে।
আর কিবা কার্য আছে এ বৃথা চর্বণে ॥
গোস্বামী বসিল গিয়া ভক্তের সমাজে।
পাগল প্রসাদ বাঁটে সংকীর্তন মাঝে ॥
দধি দুগ্ধ গোস্বামীর সেবা নাহি হ'ল।
পাগল সম্মুখ হইতে কাড়িয়া লইল ॥
অবিবেকী সাধারণ লোক যারা ছিল।
পাগলের ভাব তারা বুঝিতে নারিল ॥
অনেক লোকের মনে বিদ্বেষ জন্মিল।
এ লীলা তারকচন্দ্র ভাষায় রচিল ॥

পাগলের নামে বিদ্বেষ

পয়ার

সবে মিলে কানাকানি করে পরস্পরে।
এইসব কার্য কি পাগল ভাল করে ॥
ঠাকুরের সম্ভ্রম না রাখে এই বেটা।
বারজাতি মধ্যে কেন এঁটে ভাত বাঁটা ॥
কেন ঠাকুরের এক সাথে খেতে বসে।
দধি দুগ্ধ না খাইতে কেড়ে নিল শেষে ॥
পাগল হইল কেন এত অত্যাচারী।
মহাপ্রভু পিতৃগুরু ঈশ্বরাধিকারী ॥
সাথে খায় কেড়ে লয় সেবা না হইতে।
গৃহস্থের তিল ভাঙ্গে রাখালের সাথে ॥
তিল আলা গৃহস্থেরা কত মন্দ কয়।
উচিৎ বলিতে গেলে সাধু নিন্দা হয় ॥
এইমত পাগলামী কেন উনি করে।
এ কথা জানাও সবে ঠাকুর গোচরে ॥
মহোৎসব করি পরে সবে বাড়ী যায়।
প্রভুর নিকটে গিয়ে একে একে কয় ॥
শুনিয়া ঠাকুর কয় তারে পাই যদি।
দেখিস কি করি যদি আসে ওঢ়াকাঁদি ॥
থাক সবে গোলোক আসিবে যেই দিনে।
সেদিন সকলে তোরা আসিস এখানে ॥
কি জন্য করিল বেটা এত পাগলামী।
গোলোকের পাগলামী ভেঙ্গে দিব আমি ॥
একদিন গোলোক আসিল ওঢ়াকাঁদি।
সেই দিন সবে গিয়ে হইলেন বাদী ॥
জয় হরি বল রে গৌর হরি বল।
গম্ভীর হুঙ্কার করি উঠিল পাগল ॥
মতুয়ারা বসিয়াছে ঠাকুর নিকটে।
পাগলে দেখিয়া হরিচাঁদ ক্ষেপে উঠে ॥
বলরে গোলোক মহোৎসবে কি করিলি।
গুরুঠাকুরের কেন অপমান কৈলি ॥
রাখাল লইয়া কেন তিল ভেঙ্গে দিলি।

গৃহস্থেরা আসিয়া কেন দেয় গালাগালি।।
গোলোক কহিছে প্রভু কি কহিব আমি।
যাহা কর তাহা করি হয় পাগলামী।।
নাহি মোর জ্ঞান কাণ্ড তাতে হই দোষী।
ভাল মন্দ নাহি বুঝি প্রেম ল’য়ে খুশী।।
কে যেন কি ক’রে যায় কিবা হিতাহিত।
জানিয়া করুণ দণ্ড যে হয় উচিৎ।।
তিল ভাঙ্গি রাখালের সঙ্গে সঙ্গে থেকে।
হিন্দু দিল গালাগালি দাই নিল ডেকে।।
যার জমি সেই দাই বলিল নাচিতে।
তিল ভাঙ্গি দাই বেটা আনন্দিত তা’তে।।
এ যেন কাহার কার্য আমি নাহি বুঝি।
ভাগবত সিদ্ধ ক্রিয়া জগবন্ধু রাজী।।
পাগল বলিছে তোরা জয় হরি বোল।
কেবা কি করিতে পারে ক্ষেপিল পাগল।।
মহাপ্রভু বলে তোরা করিলি নালিশ।
যাহা কহে কর দেখি ইহার সালিশ।।
প্রসাদ বিলাইবার পারে কি না পারে।
যে প্রসাদ বিক্রি হয় আনন্দ বাজারে।।
কুকুরের মুখ হ’তে দ্বিজ কেড়ে খায়।
তাহা বিলাইয়া কি গোলোক দোষী হয়।।
আনন্দ বাজার নহে এ নহে উৎকল।
ইহা যেই মনে ভাবে সেই মূঢ় খল।।
এ হেন আনন্দ চিত্ত হ’য়েছে যাহার।
তার কাছে এই সেই আনন্দ বাজার।।
প্রসাদেতে অবিশ্বাস মনেতে ভাবিলি।
তবে তোরা হাত পেতে কেন তাহা নিলি।।
প্রসাদ লইয়া কই মন হৈল খাটি।
ছাই মাটি ল’য়ে কি করিলি চাটাচাটি।।
হিন্দু দেয় গালাগালি দাই ডেকে নিল।
জেনে আয় কার ক্ষেতে হ’ল কত তিল।।
তোরা যে নালিশ কৈলি না জেনে সন্ধান।
যা দেখি সে ঠাকুরের ভাঙ্গা হুক্কা আন।।
ঠাকুরের হুক্কা ভাঙ্গে কীর্তন খোলায়।
পাকঘরে গোলোক কেমনে টের পায়।।
সূতা দিয়ে গ্রন্থি দিল গিরে আটে নাই ।
মাটি দয়া গোলোক যোড়া’য়ে দিল তাই।।
বলিতে বলিতে প্রভু আরক্ত নয়ন।
বলিলেন বাহ্য রুষ্ট কর্কশ বচন।।
ভাঙ্গা হুঁকা মাটি দিয়া যে দিয়াছে যোড়া।
তারপরে দ্বেষ করা মোরে নিন্দা করা।।
রাগাত্মিকা রাগ ধর্ম ওঢ়াকাঁদি গণ।
এর পরে নাহি কোন সাধন ভজন।।
মর্ম না জানিয়া কেহ কারে না নিন্দিবে।
হইলে আত্ম-বিদ্রোহ ছাড়ে খারে যাবে।।
বাহ্য অঙ্গ ডোরক কপিন মালা আর।
সব হ’তে সবাকে করেছি অবসর।।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হইবেক যেই।
না থাকুক ক্রিয়া কর্ম হরি তুল্য সেই।।
কীর্তনেতে লম্ফ করে অসম্ভব কাজ।
ভীমকায় বিশেষ দেখিলে যার ল্যাজ।।
প্রসাদ বাটীতে কেন তারে ভাব মন্দ।
সাবধান কেহ কর নাহি আত্মদ্বন্দ্ব।।
অধিকারী পাক করে লাবড়া ব্যঞ্জণ।
ভোজনে গোলোক মোরে করে নিবেদন।।
আমি খাইলাম তাই গোলোক দেখিল।
সে হেতু কীর্তন মাঝে প্রসাদ বাঁটিল।।
না জানে পাষণ্ডীগণ এই কার্য কার।
ঈশ্বরীয় কর্ম এই ঘটনা তাহার।।
তোরা ইহা না জানিস আমি জানিয়াছি।
গোলোক করিল যাহা আমি করিয়াছি।।
শুনিয়া মতুয়াগণ কাঁদিয়া আকুল।
বলে প্রভু আমাদের বুঝিবার ভুল।।
প্রভু বলে হয়, হয় না জান আপনা।
নিজ চক্ষে নিজ মুখ নাহি দেখা চেনা।।
একবার যারে যে বিশ্বাস করে মনে।

তারে অবিশ্বাস আর করে বা কেমনে।।
তিল গাছ ভাঙ্গিয়াছে যাহার যাহার।
জান তথা হ'তে কিবা আসে সমাচার।।
আট দশ দিন পরে পুকুরের পাড়ে।
বসিলেন মহাপ্রভু ভূমি শয্যা ক'রে।।
এক এক জন করি আইল অনেকে।
নালিশ করিছে তারা এল একে একে।।
ঈশ্বরাধিকারী আর গোলোক কীর্তুনে।
তস্য পুত্র গিরিশ মথুর দুইজনে।।
তালুকের মহেশ আর নিবারণ বালা।
ক্রমে ক্রমে হৈলা হরিভকতের মেলা।।
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ আর শম্ভুনাথ।
মদন বদন বনমালী রঘুনাথ।।
ক্রমাগত হইল বহুত লোকজন।
নালিশ করিছে তারা আসিল তখন।।
ঠাকুর বসিয়া কহিছেন সব কথা।
হেনকালে পাগল গোলোক এল তথা।।
ঠাকুর কহিল যারা নালিশ করিলি।
তিল হ'ল কিনা হ'ল তার কি জানিলি।।
হেনকালে প্রণমিয়া বলে সেই দাই।
কোথায় আছেন মোর পাগল গোঁসাই।।
আমার জমিতে তিনি নাচিয়া গাইয়া।
তিল নষ্ট করেছিল রাখাল লইয়া।।
ভাঙ্গা ডাল মাটি মধ্যে পড়িয়া যা ছিল।
হ'য়ে বৃষ্টি ডাল পুষ্টি তিলে বেড়ে গেল।।
নন্দরায় গোস্বামীকে তাড়াইয়া দিল।
তবু তার জমিতে যথেষ্ট তিল হৈল।।
অন্য অন্য কৃষকের যত তিল জমি।
কারু মোটে হয় নাই কারু বহু কমি।।
তিল ভাঙ্গে আমি খুশী রায় করে দোষী।
তবু অন্য হ'তে তিল চতুর্গুণ বেশী।।
রায়ের দু'বিঘায় ফলেছে পাঁচ সলি।
আমার দু'বিঘা জমি রায়দের আলি।।
আমার সে ক্ষেত্রে তিল হ'ল নয় সলি।
আসিয়াছি গোস্বামীর কথা যাব বলি।।
আমি চির দাস প্রভু দয়া কর মোরে।
যবন বলিয়া ঘৃণা না কর আমারে।।
প্রভু হরিচাঁদ বলে ওহে ভক্তগণ।
কি কহে যবন সবে করহে শ্রবণ।।
গোলোক কি করে কেহ না পাইলে দিশে।
এখন গৃহেতে গিয়া ভাব ব'সে ব'সে।।
শুনি মতুয়ারগণ ভাসে অশ্রুজলে।
পাগল হুঙ্কার করি জয় হরি বলে।।
ভাষা ছন্দে কহে কবি তারক সরকার।
হরি হরি বল ভাই দিন নাহি আর।।
আদেশিল প্রভু দশরথ মৃত্যুঞ্জয়।
চতুর্বিংশ বর্ষ পরে পাগল উদয়।।
মহানন্দ প্রেমানন্দ বলে বার বার।
দিন গেল গেল না মনের অন্ধকার।।
হরিলীলামৃত অব্জ অর্ক মহানন্দ।
বিরচিল তারকের হৃদে মহানন্দ।।

পাগলের দৈব তামাক সেবন

পয়ার

একদা গোলোকচন্দ্র নিশীথে নিদ্রায়।
জাগরিত রাত্রি দুই যামের সময়।।
হরিচাঁদ রূপ চিন্তা করেছেন বসে।
ওঢ়াকাঁদি বাটী ঝাড়ু দিতেছে মানসে।।
এমন সময় হ'ল তামাক পিয়াস।
বাঞ্ছাকল্পতরু হরি জগতে প্রকাশ।।
হুঁকায় পুরিয়া জল তামাক সাজিয়া।
গোস্বামীকে মহানন্দ হুঁকা দিল নিয়া।।
তামাক সেবন করি হুঁকা দেওয়া ছলে।
ডাকিলেন মহানন্দ মহানন্দ বলে।।
নিদ্রাগত মহানন্দ নাহি শুনে ডাক।
মহানন্দে না দেখিয়া গোস্বামী অবাক।।

গা তুলে গোস্বামী যান মহানন্দ দ্বারে।
ডাকিলেন মহানন্দ আছ নাকি ঘরে।।
মহানন্দ বলে মোরে ডাক কি কারণ।
গোস্বামী বলেন কেন এত অচেতন।।
আমাকে তামাক খেতে হুঁকা ধরে দিলে।
আশা মাত্র এত ঘুম কেমনে ঘুমালে।।
মহানন্দ বলে আমি হুঁকা দেই নাই।
রাত্রির মধ্যেতে আমি বাহিরে না যাই।।
নাগরে জিজ্ঞাসা করে হুঁকা দিলে নাকি।
নাগর বলিল আমি কবে দিয়া থাকি।।
গোস্বামী গোলোক মনে মানিল আশ্চর্য।
রচিল তারক এত ঠাকুরের কার্য।।

গোস্বামী হরিচরণ অধিকারীর রথ যাত্রা

পয়ার

পলিতা গ্রামেতে অধিকারী উপাধ্যায়।
নাম শ্রীহরিচরণ সাধু অতিশয়।।
পাগল গোলোকচাঁদ মন্ত্র শিষ্য তার।
করিবেন রথযাত্রা শুনি সমাচার।।
গোস্বামী গোলোক চলিলেন গুরুপাট।
গিয়া দেখিলেন রথে মিলিয়াছে টাট।।
পাগলের ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র মহানন্দ।
তিনজনে চলিলেন হ'য়ে প্রেমানন্দ।।
রথের বাজারে বহুতর লোক ভিড়।
তিনজন ভ্রমিতেছে দিতেছেন ভিড়।।
টাট মধ্যে পেয়ে সাধু মাধবের সঙ্গ।
দোঁহে করে কোলাকুলি পুলকিত অঙ্গ।।
মাধবে লইয়া গেল গুরুর গোচরে।
ভূমে পড়ি অষ্ট অঙ্গে দণ্ডবৎ করে।।
পদধূলি নিল তুলি দণ্ডবৎ হ'য়ে।
ঠাকুর নিকটে ক্ষণে রহে দাঁড়াইয়ে।।
পাগল কহেন ওহে দয়াল ঠাকুর।
লোকারণ্য সমারোহ করেছো প্রচুর।।
অধিকারী ঠাকুর কহেন যুড়ি কর।
আমি নহে কর্মকর্তা জগৎ ঈশ্বর।।
জ্ঞান কাণ্ড কর্ম কাণ্ড ঐশ্বর্যে যোগ।
আমার কর্তৃত্ব এ সকল পাপ ভোগ।।
গোলোক কহিছে সব ঈশ্বরের খেলা।
ঠিক যেন মিলিয়াছে শ্রীক্ষেত্রের মেলা।।
লোকের সংঘট এতে যদি বৃষ্টি হয়।
আষাঢ় মাসের দিন কি হবে উপায়।।
অধিকারী মহাশয় কহেন পাগলে।
বৃষ্টি নাহি হইবে মাধব দিছেন বলে।।
রথতলে পড়ি অদ্য ত্যাজিবে জীবন।
তাহাতে আমার আরো ভয়াকুল মন।।
শুনিয়া পাগলচাঁদ উঠিল গর্জিয়া।
সত্য কি মাধব ইহা বলেছে আসিয়া।।
আপনার প্রিয়শিষ্য মাধব সদ্‌জ্ঞানী।
ভক্ত শিরোমণি সে বৈষ্ণব চূড়ামণি।।
রজতের খড়ম দিয়াছে তব পায়।
গুরুপাটে থাকে প্রায় সকল সময়।।
মাস মধ্যে চারি পাঁচ দিন থাকে বাটী।
গুরুকার্য সদা করে অতি পরিপাটী।।
যে কিছু সময় নিজ বাটী গিয়া রয়।
কৃষিকার্য করে মাত্র সেটুকু সময়।।
ছয় পাখী জমি একমাত্র চাষ দেয়।
বীজ বুনাইয়া আর কাছে নাহি যায়।।
আবাদাদি নিগড়ান কিছুই না করে।
মাত্র পৌষ মাসে ধান্য কেটে আনে ঘরে।।
পরিমাণ ধান্য যাহা নিজ বাটী ব্যয়।
উদ্বর্ত ধান্যাদি গুরু পাটেতে পাঠায়।।
হেনকালে সম্মুখেতে আইল মাধব।
বলিতে লাগিল কথা লোকে অসম্ভব।।
বলে মাধা অসম্ভব কথা বল্লি কেনে।
বৃষ্টি হইবে না তুই জানিলি কেমনে।।
অদ্য রাত্রে হবে বৃষ্টি সন্ধ্যার পরেতে।

চারি দণ্ড বৃষ্টি হ’বে পারিবি ঠেকাতে।।
রথের নীচায় পড়ে চাহিলি মরিতে।
গুরুপাটে আসিলি কি জাহিরী জানা’তে।।
তোর দেহে হেন শক্তি হইয়াছে কবে।
অসময় মৃত্যু তোরে কোন যমে নিবে।।
কমল চরণে দিলি রজত পাদুকা।
যে পদ কমলে সদা কমলা সেবিকা।।
এনে দে কমল ফুল যারে পদ্মবনে।
চন্দন মাখিয়া দিব যুগল চরণে।।
অমনি মাধব যাত্রা করে ফুল জন্যে।
গোলোক বলেছে মাধা যা’স কোনখানে।।
হারে মাধা নাহি মেধা শক্তি হৃদি পদ্মে।
বসে থাক মন পাঠা পদ্মবন মধ্যে।।
মাধব নয়ন মুদি বসিল তখন।
গোলোক মানসে পুঁজে শ্রীগুরু চরণ।।
মনে মনে মাধবেরে বনে পাঠাইল।
বন হ’তে পদ্ম পুষ্প মাধব আনিল।।
মনে মনে করিলেন চন্দন ঘর্ষণ।
চন্দনে মাখিয়া পদ্ম পুঁজে শ্রীচরণ।।
বিস্মিত মাধব কহে পাগলের পাশ।
কোথা হ’তে আসে দাদা চন্দনের বাস।।
গোলোক কহিছে ভাই দেখ মন দিয়া।
কে যেন দিতেছে ফুল চন্দনে মাখিয়া।।
আরোপে মাধব করে চরণ নেহার।
চন্দনে চর্চিত পদ্ম দেখে পদোপর।।
তাহা দেখি মাধব উঠিল শিহরিয়া।
গোলোকের পদ ধরি পড়িল কাঁদিয়া।।
মাধবের হস্ত ধরি গোলোক উঠায়।
বলে ভাই শুন কিছু বলি যে তোমায়।।
তোর সঙ্গে মোর হ’ল ভজনের আড়ি।
ধান্য আর দিসনারে ঠাকুরের বাড়ী।।
এত দিন গুরুপাটে কেন ধান্য দিলি।
তুই কি আমার মাকে বারানী পাইলি।।
যদি দিতে ইচ্ছা থাকে আনিস বানিয়ে।
জননীর ঠাই দিস তণ্ডুল আনিয়ে।।
পুনর্বার গুরুপাটে ধান যদি দিস।
ধান বানিবারে তোর নারীকে আনিস্।।
ফিরে যদি গুরুপাটে ধান যাবি দিয়ে।
আমার নিকটে মরিবিরে মা’র খেয়ে।।
শুনিয়া মাধব পাগলের পদ ধরি।
দাদা দাদা বলে কেঁদে যায় গড়াগড়ি।।
পাগল কহিছে মাধা আয় মোর সাথে।
রথের মেলায় যাই সন্ধ্যার অগ্রেতে।।
ডাক দিয়া ভ্রাতুস্পুত্র মহানন্দে বলে।
দোঁহে বৈস পুকুরের দক্ষিণের কূলে।।
দক্ষিণের পাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্ব নিয়া।
দু’জনে রাখিল সেইখানে বসাইয়া।।
একখানা ভাঙ্গা চাঁচ দিয়া দুজনায়।
রাখিলেন নিয়া এক গাছের তলায়।।
অল্পক্ষণ পরে বৃষ্টি হ’বে দণ্ড চারি।
তখনে এ চাঁচ দিও মস্তক উপরি।।
বৃষ্টি হ’বে উত্তরিয়া বাতাস হইলে।
বাত বৃষ্টি লাগিবেনা এখানে থাকিলে।।
বৃষ্টি হ’য়ে গেলে ভাল সুবিধা হইলে।
তখনে দু’জনে যেও বাড়ীপরে চলে।।
মাধবে লইয়া তবে গোলোক গোস্বামী।
বাড়ীর উপর গিয়া করে পাগলামী।।
নিজে নানা কার্য করে আরো লোক ধরে।
সকলে বলিয়া দেয় কার্য করিবারে।।
ব’লে দিলে কার্য করে কেহ আনে কাষ্ঠ।
জলপাতা আনে যারা ভক্ত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ।।
পাক করিবারে নাহি করে আয়োজন।
চুলা জালাইতে, সবে করিল বারণ।।
ঢাকিয়া রাখিল কাষ্ঠ সামগ্রী যতেক।
সব সাবধান করে করি এক এক।।
সভা করি বলিলেন কীর্তন করিতে।

উন্মত্ত পাগল যেন লাগিল নাচিতে।।
জয় হরি বল হরি গৌর হরি বল।
হুঙ্কার করিয়া নাচে কাঁপে ভূমণ্ডল।।
লম্ফ দিয়া পাঁচ সাত হাত উর্দ্ধ হয়।
হেন জ্ঞান হয় যেন শূন্যে উড়ে যায়।।
এক এক বার কহে কেহ হরিচাঁদ।
এক এক বার কহে সত্য গুরুচাঁদ।।
গুরু ঠাকুরকে বলে পাছে ভুলে যাও।
জগন্নাথ বলে ওঢ়াকাঁদি মুখ চাও।।
এক এক বার যায় অন্তঃপুর মাঝে।
এক এক বার আসে বাহিরের কাজে।।
গুরুমাতা পাগলের পাগলাই হেরি।
করযোড়ে দাঁড়াইয়া বলে হরি হরি।।
সন্ধ্যার পরেতে রাত্রি হ'ল দুই দণ্ড।
এমন সময় মেঘ হইল প্রচণ্ড।
আইল প্রবল বৃষ্টি হ'ল দণ্ড চারি।
পাগল বাদল মধ্যে বলে হরি হরি।।
একবার ঘরে যায় হরিবোল দিয়া।
একবার বৃষ্টি মধ্যে পড়ে লাফাইয়া।।
বৃষ্টি মধ্যে ঘুরে যেন কুমারের চাক।
জলধর রবে দেয় হরি ব'লে ডাক।।
জয় হরি বল রে গৌর হরি বল।
মেঘের গর্জন সঙ্গে গর্জিছে পাগল।।
যখন শ্রীঅঙ্গে লাগে বিদ্যুতের আভা।
সে সময় হইতেছে বিদ্যুতের শোভা।।
আকাশে বিদ্যুৎ শোভা জলদ গর্জন।
পাগলের হাব ভাব তেমন তেমন।।
বিদ্যুতের জ্যোতি শূন্যে নিক্ষরে যখন।
পাগলের অঙ্গ জ্যোতিঃ হ'তেছে তেমন।।
উভয় জ্যোতিতে মিশামিশি ঠেকাঠেকি।
ধাঁ ধাঁ দিয়া লোক চক্ষে লাগে চকমকি।।
পাগল বিক্রম দেখি সবে জ্ঞান শূন্য।
হরি হরি বলিতেছে নাহিক চৈতন্য।।
মেঘের গর্জন কিংবা পাগলের রব।
তাহা কিছু নির্দিষ্ট না হয় অনুভব।।
জয় হরি বল ধ্বনি শুনা যায় বটে।
নির্দিষ্ট না হয় শব্দ কোথা হ'তে উঠে।।
চৈতন্য পাইয়া কেহ করিতেছে জ্ঞান।
পাগলের ধ্বনি কেহ করে অনুমান।।
বাহির বাটীতে ছিল চাঁদোয়া টানান।
অধিকারী কহে চাঁদা শীঘ্র খুলে আন।।
ছিঁড়ে যাবে ভিজিবে থাকিলে ঐ খানে।
পাগল করেন মানা বিনয় বচনে।।
পাগল কহিছে যদি চাঁদোয়া খসাবে।
আপনার এত ভক্ত কোথায় বসিবে।।
শুনে মানা করে অধিকারী মহাশয়।
পাগল সকল লোকে কহিয়া বসায়।।
চাঁদোয়ার নীচে থাক কেহ না উঠিও।
বৃষ্টি অন্তে সব লোক উঠিয়া যাইও।।
সব লোক বসাইয়া বৃষ্টির সময়।
বারবাটী অন্তঃপুরে পাগল ভ্রময়।।
কিছু পরে ঝড় ক্ষান্ত বায়ু বন্ধ পিছে।
জলবিন্দু নাহি পড়ে চাঁদোয়ার নীচে।।
বৃষ্টি অন্তে আকাশে প্রকাশে সব তারা।
পাগল বলিল এবে উঠহে তোমরা।।
মহানন্দ মহানন্দ বলি ডাক দিল।
মহানন্দ ডাক শুনি নিকটে আসিল।।
মহানন্দ মাধবেরে কহিল পাগল।
তোমরা উভয়ে গিয়া দেখহে সকল।।
রসই করিবে যারা সবে দিল ডাক।
চুলা জ্বালাইয়া বলে শীঘ্র কর পাক।।
সবে দেখে পাগলের শুকনা বসন।
চাঁদোয়া অনাদ্র পূর্বে যেমন তেমন।।
খাল ঘাট, বাটী আর পুকুরের পথ।
রথখোলা শুকনা আছয় পূর্ব্ববৎ।।
মধ্যবাড়ী অন্তঃপুর সকল শুকনা।

জলা কাঁদা কিছু নাই দেখে সর্বজনা।।
দেখিয়া সকল লোকে মানিল বিস্ময়।
হরি হরি বলে সবে কার্যান্তরে যায়।।
পুকুরের দক্ষিণ পাড়ের দক্ষিণেতে।
বিঘত প্রমাণ জল ঘোর ঝটিকাতে।।
পাগল জিজ্ঞাসা করে মহানন্দ ঠাই।
কেমনে ছিলিরে বাপ! বল শুনি তাই।।
মহানন্দ বলে তা কি বলিতে হইবে।
যে ভাবে রাখিলে মোরা ছিলাম সেভাবে।।
সেই ভাঙ্গা চাঁচখানি দিয়া আচ্ছাদন।
সেখানে ছিলাম লোক দশ বারো জন।।
আমরা শুকনা আছি থেকে সেই স্থান।
তাহার নীচেতে জল বিঘত প্রমাণ।।
সেখানে অধিক বৃষ্টি ভাবে বোঝা যায়।
জলময় হইয়াছে শুকনা ডাঙ্গায়।।
দেখে শুনে সকলের লাগে চমৎকার।
কহিছে তারকচন্দ্র রচিয়া পয়ার।।
গুরুপাটে এইখেলা পাগল খেলিল।
হরিচাঁদ প্রীতে সবে হরি হরি বল।।

পাগলের গঙ্গাচর্ণা যাত্রা ও লীলাখেলা

পয়ার

গঙ্গাচর্ণা যাব বলি পাগল ছুটিল।
পথমাঝে পাগলামী করিতে লাগিল।।
কভু হাটে কভু দৌড়ে কভু দেয় বোল।
জয় হরি বল মন গৌর হরি বোল।।
সঙ্গেতে ছিলেন ভক্ত মতুয়ারগণ।
পাটগাতী খেয়া পার হ'য়েন যখন।।
কার্ত্তিক বাটীতে থেকে জানিবারে পায়।
হাটে যায় বলিয়া কার্ত্তিক দ্রুত যায়।।
গঙ্গাচর্ণা নিবাসী কার্ত্তিকচন্দ্র নাম।
মধ্যম গণেশচন্দ্র কনিষ্ঠ ছিদাম।।
রামচন্দ্র বৈরাগীর পুত্র তিন জন।
তিন সহোদর সবে হরি পরায়ণ।।
পাগলের প্রিয় ভক্ত প্রধান কার্ত্তিক।
ঠিক যেন হনুমান নামেতে নৈষ্ঠিক।।
গৃহকার্য সমাপন যখনেতে হয়।
নির্জনে বসিয়া হরিচাঁদ রূপ ধ্যায়।।
ওঢ়াকাঁদি মন দিয়া পাগল ভাবিয়া।
হৃদাসনে রাখে রূপ যগল করিয়া।।
পাগল যখন যাহা করেন যেখানে।
কার্ত্তিক অনেক কার্য অন্তরেতে জানে।।
আসিতেছে পাগল জানিয়া তাহা মনে।
হাটে যাব বলি সাধু চলিল তখনে।।
পাগলেরে আনিবারে চলিলেন একা।
পথিমধ্যে পাগলের সঙ্গে হৈল দেখা।।
পাগল ধরিল কার্তিকেরে জড়াইয়ে।
কার্ত্তিক পড়িল পদে দণ্ডবৎ হ'য়ে।।
পাগল আনন্দ চিত ধরিল কার্তিকে।
পুলকে পূর্ণিত হ'য়ে চুম্ব দিল মুখে।।
চুম্ব দিয়ে বলে হাটে করিয়াছ মেলা।
আমার জন্যেতে এন একটি কমলা।।
হাট কর গিয়া বাছা এস ত্বরা ক'রে।
আমাকে পাইবা রাইচরণের ঘরে।।
ভক্তগণ সঙ্গে ল'য়ে চলিল পাগল।
রাইচরণের বাড়ী উঠিল সকল।।
চাঁদ মণ্ডলের পুত্র নামেতে বদন।
তাহার ছেলের নাম শ্রীরাইচরণ।।
বড়ই নির্মল চিত সাধু সুচরিত।
হরিচাঁদ ভক্ত হরিনামে পুলকিত।।
গোলোক তাহার ঘরে লয়ে ভক্তগণ।
রাত্রি ভরি করিলেন নাম সংকীর্তন।।
নামে মত্ত নিশি গত তাহা নাহি জানে।
শেষ যামে ভোজনে বসিল সর্বজনে।।
ভোজনের শেষে ক্ষণে বিশ্রাম করিল।
সবে যাও নিজালয় পাগল বলিল।।

সকল বিদায় হ'ল বলে হরিবোল।
কার্তিকের গৃহে এসে বসিল পাগল।।
দিনভরি ফিরি ঘুরি কত বাড়ী গেল।
সন্ধ্যাকালে কার্তিকের গৃহেতে আসিল।।
কার্তিকের রমণীকে করি সম্বোধন।
বলে মাগো অদ্য শীঘ্র করহ রন্ধন।।
আমার বিশেষ কার্য আছে তোমা ল'য়ে।
মাতা পুত্রে হরি কথা কহিব বসিয়ে।।
শুনিয়া অম্বিকা দেবী রন্ধন করিল।
ক্ষণমধ্যে পাক অন্তে ভোজ সমাপিল।।
পাগল কার্তিকে কহে এ কার্য করহ।
পাকঘরে আমার বিছানা করি দেহ।।
আজ্ঞামাত্র কার্ত্তিক করিল তখনেতে।
সেই ঘরে তিনটি বসিল গোপনেতে।।
পাগল কার্ত্তিক আর কার্তিকের নারী।
হরিকথা আলাপনে বঞ্চিল শর্বরী।।
হাসে কাঁদে গলা ধরি বাহু ধরাধরি।
প্রেমে বাহ্য জ্ঞান হারা বলে হরি হরি।।
যামিনী এমনভাবে পোহাইয়া গেল।
ঝড় বৃষ্টি রাত্রি যোগে কিছু না জানিল।।
প্রভাতে বাহির হ'য়ে দেখিবারে পায়।
অন্যান্য বাড়ী ঘর ছিন্ন ভিন্ন প্রায়।।
হরিনামে কি মাহাত্ম্য বাহ্যজ্ঞান নাই।
রচিল তারকচন্দ্র হরি বল ভাই।।
পাগল সুযাত্রা করি যান ওড়াকাঁদি।
অপার সমুদ্র লীলা নাহিক অবধি।।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত সুধাধিক সুধা।
পদ্ম মকরন্দ পানে খণ্ডে ভবক্ষুধা।।

মধ্যখণ্ড

সপ্তম তরঙ্গ

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রী বৈষ্ণব দাস জয় গৌরী দাস।।
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোকচন্দ্র জয় শ্রী লোচন।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময়।।
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।।

পাগলের বানরপ্রধান মূর্তি ধারণ ও গঙ্গা দর্শন

পয়ার

পুনর্বার একদিন গঙ্গাচর্ণা যেতে।
চলিলেন পাগলাই করিতে করিতে।।
অক্রুর বিশ্বাস রামকুমার বিশ্বাস।
দুই জনে মিলে এল পাগলের পাশ।।
পাগল দেখিয়া বড় হৈল মন প্রীত।
উভয় উভয় পক্ষ প্রেমে পুলকিত।।
তিন জন একসঙ্গে যাইবে বলিয়া।
একত্রে হইল পার পাতগাতী গিয়া।।
পাগল নামিতে তীরে দেয় এক লম্ফ।
নদী জল উথলিল যেন ভূমিকম্প।।
কিনারে আসিতে বাকী দশ বার নল।
গভীর ভাগণ কূল স্রোত পাক জল।।
জল হ'তে চারি হাত উর্দ্ধেতে পাহাড়ি।
পাড়ির উপরে পড়ে বায়ু ভরে উড়ি।।
দেখিয়া সকল লোক মানিল বিস্ময়।
নাবিক কহিছে ইনি মনুষ্য'ত নয়।।
গোস্বামী দৌড়িয়া গেল গঙ্গাচর্ণা গ্রামে।
কার্তিকের গৃহেতে মাতিল হরিনামে।।
অক্রুর রামকুমার আইল পশ্চাতে।
শম্ভুনাথ ঘরে বসিলেন একত্রেতে।।
বলে ওহে শম্ভুনাথ পাগল কোথায়।
বার্তা শুনি শম্ভুনাথ অন্বেষণে যায়।।
এদিকে পাগল ভাবিছেন মনে মনে।

ভাল হ'ত কার্ত্তিক আনিলে সে দু'জনে।।
মন জানি ততক্ষণ কার্ত্তিক চলিল।
তাড়াতাড়ি করি দোঁহে ডাকিয়া আনিল।।
তাঁহারা আসিয়া রাইচরণের ঘরে।
প্রেমানন্দে মেতে দোঁহে হরিনাম করে।।
পাগল করিছে নাম তাহা শুনিতেছে।
পাগলের সঙ্গে কার্তিকের ভার্যা আছে।।
মৃদুস্বরে হরি বলে পাগলের সঙ্গে।
কার্ত্তিক ভাসিয়া যায় প্রেমের তরঙ্গে।।
না এল বিশ্বাসদ্বয় পাগল ছুটিল।
গিয়া রাইচরণের ঘরেতে উঠিল।।
দুই বিশ্বাসেরে আনি মদনের ঘরে।
পাগল বাহিরে গিয়া হরিনাম করে।।
নিমাইর দুই পুত্র চাঁদ ধতুরাম।
ধতুরামের পুত্রের ঠাকুরদাস নাম।।
তার পুত্র রামনিধি ভকত সুজন।
অতি শুদ্ধ মতি তার তিনটি নন্দন।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহন মধ্যম শ্রীমদন।
সব ছোট বনমালী বৈষ্ণব লক্ষণ।।
মদনের ঘরে বসি আর আর লোক।
গৃহের বাহিরে ঘোরে গোস্বামী গোলোক।।
মদনের ঘরে রাইচরণের ঘরে।
বায়ু বেগে দুই বাড়ী যায় আসে ঘুরে।।
ঘর ঘেরি বাড়ী ঘেরি দেয় ঘন পাক।
চক্রাকারে ঘুরে যেন কুম্ভকার চাক।।
তাহাতে লোকের ভিড় হইল অধিক।
মাঝে মাঝে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে কার্ত্তিক।।
কার্তিকের বাড়ী বাল্য বৃদ্ধ যুবা যত।
সব নাম সংকীর্তনে হ'য়েছে উন্মত্ত।।
রাইচরণের বাড়ী যতলোক ছিল।
দিশেহারা মাতোয়ারা কীর্তনে মাতিল।।
রজনী মহিমা বনমালী প্রামাণিক।
বৃন্দাবন নিবারণ প্রেমেতে প্রেমিক।।
রাইচরণের ঘরে মদনের ঘরে।
বহুলোক মেশামেশি ভাসে প্রেমনীরে।।
সবে মিলে পাগলের বিক্রম দেখিয়া।
ভ্রান্তিতে গিয়াছে সবে সংজ্ঞা হারাইয়া।।
সিংহ নাদ সিংহবীর্য গর্জিছে পাগল।
জয় হরি বল রে গৌর হরি বল।।
মদনের ভগিনী মহিমা নাম ধরে।
তার কণ্ঠস্বর যেন অমৃত নিক্ষরে।।
পাগল উন্মত্ত হ'য়ে করে হরিনাম।
বেড়াপাক কীর্তন যেমন ক্ষেত্রধাম।।
দলে দলে মহাপ্রভু নাচিত যেমন।
তেমনি গোলোকচন্দ্র করিছে ভ্রমণ।।
এক এক বার যবে দিতেছেন লম্ফ।
তিন চারি বাড়ী কাঁপে যেন ভূমিকম্প।।
পাগলের প্রতি কার্তিকের বড় আর্তি।
দৈবেতে পাগলের দেখিল কপি মূর্তি।।
লম্ফ দিয়া দশ বার হাত উর্দ্ধ হয়।
লাঙ্গুল ঠেকিল গিয়া কার্তিকের গায়।।
শূন্য মার্গে রাম রাম রাম রাম বলে।
অতি ভীমকায়, লম্বা পুচ্ছ, পিছে ঝুলে।।
অক্রুর রামকুমার ডেকেছে কার্ত্তিক।
কি দেখিনু কি হইল নাহি পাই ঠিক।।
তোমরা জানহ শাস্ত্রগ্রন্থ রামায়ণ।
দেখ এসে পাগলের লক্ষণ কেমন।।
ঘরে থাক কেন সবে বাহিরে এসনা।
একা আমি দেখিলাম তোরা দেখিলি না।।
অক্রুর রামকুমার বাহিরে আসিল।
কপি মূর্তি দেখি তথা মূর্ছিত হইল।।
দেখে মোহপ্রাপ্ত হৈলি কহিছে পাগল।
ধ'রে তুলে বলে তোরা বল হরিবোল।।
শম্ভুনাথে বলে কি দেখিলি শম্ভুনাথ।
শম্ভু কহে লেজ দেখি দশ বার হাত।।
পাগল বলিছে কারু নাহি দিব ফাঁকি।

দেখাইব যাহা আছে দেখাবার বাকী।।
যা গ্রামের শ্যামা রামা সবে ডেকে আন।
সকলে দেখুক আমি বানর প্রধান।।
চূড়ামণি পুত্র রামমোহন সুমতি।
ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত মাতা তোলাবতী।।
পাগল কহিছে ডেকে সবে তোরা আয়।
হইয়াছে বেশী বেলা স্নানের সময়।।
চলিল সকল ভক্ত হরিধ্বনি দিয়ে।
পাগলের জয় জয় সকলে বলিয়ে।।
অগ্রে চলিলেন সব মতুয়ারগণ।
আর সব পিছে চলে করি সংকীর্তন।।
পাছের লোকের সঙ্গে চলিল গোঁসাই।
ক্ষণে দেখে সর্ব অগ্রে করে পাগলাই।।
হরিনাম ধ্বনি উঠে গগন মণ্ডলে।
পাগল বলিল সবে নাম গিয়া জলে।।
জলকেলি করিতে সকলে এলি জুটে।
সবে নাম ঘাটে আমি যাইব অঘাটে।।
পাগল পশ্চিম দিকে যায় ঘাট ছাড়ি।
শম্ভুনাথ সাথে সাথে যায় দৌড়াদৌড়ি।।
শম্ভুনাথ দৌড়ে যায় দেখিয়া কার্ত্তিক।
পিছে পিছে দৌড়ে যায় হহিয়া বিদিক।।
অক্রুর রামকুমার তাহা দেখি ধায়।
পাগল মারিল লম্ফ লেজ দেখা যায়।।
লম্ফ দিয়া পাগল জলের মধ্যে পড়ি।
জল ফেলাফেলি করে আছাড়ী পাছাড়ী।।
পূর্বঘাটে সকলে করিছে জলকেলি।
পশ্চিমে পাগল করে জল ফেলাফেলি।।
জল ছিটাছিটি যেন ঘন মেঘ বৃষ্টি।
পাগলের প্রতি কার নাহি চলে দৃষ্টি।।
হেনকালে মধ্যে জলে মকর উঠিল।
পাগল মকর ধরি মাথায় লইল।।
জলের মধ্যেতে দৃষ্টি করে চারিজনে।
পাগল জলের পরে বসি যোগাসনে।।
জল হ'তে উঠে জল বৃষ্টি যেন হয়।
কেবা বরিষণ করে কে জল উঠায়।।
মকর মস্তকে ছিল পড়িল জলেতে।
পাগল বসিল গিয়া মকর পৃষ্ঠেতে।।
দেখে পাগলের নাই পূর্বের আকৃতি।
মকরের পৃষ্ঠে বসে শ্বেত বর্ণা সতী।।
পাগল জল তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায়।
ভাসিতে ভাসিতে শেষে এল কিনারায়।।
মাত্র এক মকর ভাসিয়া রহে জলে।
বৃষ্টি ধারা অনুক্রমে মকর ডুবিলে।।
দেখিতে দেখিতে পুনঃ মকর ভাসিল।
গঙ্গা এসে মকরের পৃষ্ঠেতে বসিল।।
দেখিয়া পাগলচাঁদ ধাইয়া চলিল।
গঙ্গার চরণ ধরি মস্তকে করিল।।
গঙ্গাদেবী ধরিয়া পাগলে করে কোলে।
সিংহনাদে পাগল ডেকেছে মা মা বলে।।
পাগল বলেন করি পদে জলকেলি।
অপরাধ ক্ষম মাতা নিজ পুত্র বলি।।
গঙ্গা বলে তুমি হরিচাঁদ প্রিয় পাত্র।
আমি তব অঙ্গ স্পর্শে হইনু পবিত্র।।
পূর্বদিকে ঘাটে সব লোকে করে দৃষ্টি।
তারা বলে ওই ঘাটে হ'য়ে গেল বৃষ্টি।।
পাগল সাঁতার দিয়ে উঠিলেন কূলে।
অচেতন চারিজনে ধ'রে ধ'রে তুলে।।
ঘাটের উত্তরে গ্রাম দক্ষিণেতে গোগা।
পাগল করিল তথা গঙ্গাস্নান যোগা।।
তথা স্নানে পূর্ণ হয় সব মনস্কাম।
গঙ্গাতুল্য শুদ্ধ ঘাট 'বেলে ঘাট নাম'।।
পাগলের যোগে গোগে গঙ্গা বারমাস।
অদ্যাপি সে কাণ্ড লোক মুখেতে প্রকাশ।।
পাগলের জলকেলি দেখা গেল লেজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

ভক্ত গোলোক কীর্তনিয়ার ঠাকুরালী

পয়ার

ওঢ়াকাঁদি গোলোক কীর্ত্তনে আসে যায়।
ঐকান্তিক ভক্তি হরি ঠাকুরের পায়।।
একদা শ্রীহরি বসি পুষ্করিণী তীরে।
গোলোক বসিল গিয়া ঠাকুর গোচরে।।
ঠাকুর গোলোকে কহে কি কাজ করিলি।
গান করি চিরদিন লোকেরে শুনালি।।
এমন মধুর রাম নাম শুনাইয়ে।
বিলালী অমূল্য ধন অর্থ লোভী হ'য়ে।।
যে ধনের মূল্য নাই তাহাই বেচিলি।
অমূল্য ধনের মূল্য কিছুই না পাইলি।।
কাঁদিয়ে কীর্ত্তনে কহে ঠাকুরের ঠাই।
আজ্ঞা কর কি কার্য করিব শুনি তাই।।
ঠাকুর কহেন বাছা ধর্ম কর্ম সার।
সর্ব ধর্ম হ'তে শ্রেষ্ঠ পর উপকার।।
কীর্তনিয়া বলে হে তারকব্রহ্ম হরি।
আমি কি পরের ভাল করিবারে পারি।।
মহাপ্রভু বলে বাছা বলি যে তোমায়।
কেহ যদি ঠেকে কোন আদি ব্যাধি দায়।।
ওঢ়াকাঁদি আসিতে যে করয় মনন।
এ পর্যন্ত আসিতে দিও না বাছাধন।।
আমাকে ভাবিয়া যাহা তোর মনে আসে।
তাহাই বলিয়া দিস মনের হরিষে।।
তাহাতে লোকের হ'বে ব্যাধি প্রতিকার।
ইহাতে হইবে তোর পর উপকার।।
যে রোগের বৃদ্ধি যাতে তাই খেতে দিস।
হরিনামে মানসিক করিতে বলিস।।
রোগমুক্ত হ'লে সেই মানসার কড়ি।
আমাকে আনিয়ে দিস ওঢ়াকাঁদি বাড়ী।।
রোগাভক্তি কলিতে হ'য়েছে বড় ব্যক্ত।
রোগমুক্ত হ'বে সবে হ'বে হরিভক্ত।।
কহিয়া সারিও ব্যাধি ভাবিয়া আমারে।
অর্থ দণ্ডে পাপদণ্ড নামে পাপ হরে।।
নিজে না হইও লোভী অর্থের উপর।
তাহা হ'লে করা হ'বে পর উপকার।।
শুনিয়া গোলোক বড় হরষিত হ'য়ে।
সারাতে লাগিল ব্যাধি হরিনাম দিয়ে।।
অনেক লোকের ব্যাধি হইয়া মোচন।
হরিভক্ত হ'য়ে করে হরি সংকীর্তন।।
রাউৎখামার আর মল্লকাঁদি গ্রাম।
চারিদিকে সবলোকে করে হরিনাম।।
এইরূপ ভক্ত সব হইতে হইতে।
প্রকাশ হইল ধর্ম দক্ষিণ দেশেতে।।
বর্ণী বাশুড়িয়া দলোগুণী আটজুড়ি।
পাতগাতী কলাতলা গ্রাম বড়বাড়ী।।
গঙ্গাচর্ণা গ্রামমাঝে শম্ভুনাথ বাড়ী।
প্রহরাষ্ট থাকে তথা যেন বাসা বাড়ী।।
তাহাতে অনেক লোক হইল বিমনা।
অই বাড়ী ছেড়ে কেন গোঁসাই লড়ে না।।
চারিযুগে সৎকার্য আছে বিড়ম্বন।
অনেক ভাবেতে ফিরে অনেকের মন।।
ঠাকুর নিকটে সবে নানাভাবে কয়।
শম্ভুনাথ ওঢ়াকাঁদি হইল উদয়।।
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে গোলোক কি করে।
বিশ্বাস কি অবিশ্বাস তাহার উপরে।।
শম্ভু কহে বিশ্বাস করেছি আমি যারে।
আর নাহি অবিশ্বাস করিব তাহারে।।
ঠাকুর কহেন আর নাহি অবিশ্বাস।
কেটে গেছে বাছা তোর কর্মবন্ধ ফাঁস।।
ঠাকুর বলেন মোরে যে দিয়াছে মন।
মোর মনে দোষ কার্য করে না কখন।।
প্রভু তবে পাগল গোলোকচাঁদে কয়।
যা দেখি গোলোক তুই গঙ্গাচর্ণা গায়।।
নিজামকাঁদির ভক্ত গোবিন্দ নামেতে।
সদাকাল থাকে সেই গোলোকের সাথে।।

তাহার নিকট মহানন্দ জিজ্ঞাসিল।
ইতি উতি ভাবে কত অনেক কহিল।।
মহানন্দ কহে তাহা গোস্বামী পাগলে।
পাগল কহেন তবে মহানন্দ স্থলে।।
আমাকে যাইতে সেই গঙ্গাচর্ণা গ্রাম।
শ্রীমুখে বলেছে প্রভু থাকিয়া শ্রীধাম।।
সেই হ'তে যা'ব যা'ব ভাবিতেছি মনে।
না যাইয়া অপরাধী হৈনু প্রভু স্থানে।।
এই আমি চলিলাম ঠাকুর ভাবিয়া।
যা কর তা কর মম সঙ্গেতে থাকিয়া।।
গোস্বামী চলিল তবে দিয়া হরিবোল।
শম্ভুনাথ গৃহে গিয়া বসিল পাগল।।
গোস্বামীর শব্দ শুনি সে রাইচরণ।
প্রণমিয়া বলে চল আমার ভবন।।
শম্ভুনাথ ভার্যা ব'সে পাগলের ঠাই।
মা! মা! বলিয়া তারে ডেকেছে গোঁসাই।।
পাগল বলেন যাব তোমার আলয়।
মা যদি করেন আজ্ঞা তবে যাওয়া যায়।।
শুনিয়া রাইচরণ হইল উন্মনা।
গোসা করি ফিরে এল পাগলে ডাকে না।।
বিমর্ষ হইয়া রাই নিজ গৃহে গেল।
চেয়ে দেখে গৃহ মধ্যে বসেছে পাগল।।
রাইচরণের ভার্যা কদমী নামিনী।
অপরে দোসরা তার নাম কাদম্বিনী।।
পাগলের নিকটেতে বসিয়া রয়েছে।
পাদ ধৌত করে সেবা শুশ্রূষায় আছে।।
তাহা দেখি রাই সুখী হইল সন্তোষ।
ঘুচে গেল মনেতে যা হ'য়েছিল দোষ।।
রাইচরণকে ডেকে কহিছে গোঁসাই।
গোলোকেরে ডাকিয়া আনহ মম ঠাই।।
তাহা শুনি ভাবে রাই এ আর কেমন।
কীর্তনিয়া আসিবেক কিসের কারণ।।
যার দ্বারা মনের ঘুচিয়া যাবে কষ্ট।
তাহার দ্বারায় মন আরো হয় নষ্ট।।
মনে ভাবে ডাকিব সে যাহাতে না আসে।
সে ভাবে সংবাদ দিল গোলোকের পাশে।।
কীর্তনিয়া নাহি এল পাগল যথায়।
এল না বলিয়া রাই সংবাদ জানায়।।
গোস্বামী বলেন রাই বুঝিয়াছি মনে।
আসিতে দিলেনা তুমি সে আসিবে কেনে।।
রাই তাই শুনিয়া বিস্মিত হৈল মনে।
মনে যা ভেবেছি প্রভু জানিল কেমনে।।
পাগল বলেন রাই মনে কি ভাবিস।
এই সব উল্টা কল তুই কি বুঝিস।।
লক্ষ্মীকান্ত টিকাদার ছিল সমিভ্যরে।
ক্রোধেতে পাগল তারে দুই লাথি মারে।।
মার খেয়ে লক্ষ্মীকান্ত ভভাবে হ'য় ভোর।
বলে হারে দুষ্ট ভাল শাস্তি হৈল তোর।।
রাইচরণকে কহে পাগল তখন।
করহ কদলী তরু প্রাঙ্গণে রোপণ।।
কলাগাছ এনে ত্বরা ফেলিল সেখানে।
গর্ত করি রোপণ করিল সে উঠানে।।
পাগল কহিছে তুই মানুষ বিদিক।
এ কার্য করিতে রাই নাহি পাবি ঠিক।।
লক্ষ্মীকান্ত টিকাদার ছিল যে সঙ্গেতে।
তাকে বলে কলাগাছ রোপণ করিতে।।
লক্ষ্মীকান্ত করিতেছে মৃত্তিকা খনন।
রাই কহে পাগল ইহা করে কি কারণ।।
লক্ষ্মীকান্ত বলে করি পাগল যা বলে।
বোধ করি এখানে হইবে রাসলীলে।।
এ হেন সময় শম্ভুনাথের ভবনে।
অনেক লোকের আগমন সেইখানে।।
কীর্তনিয়া মহাশয় সঙ্গেতে তাহারা।
নাম সংকীর্তন করে হ'য়ে মাতোয়ারা।।
হুঙ্কার করিয়া হরি বলেছে পাগল।
জয় হরি বল রে গৌর হরি বল।।

শম্ভুর বাটীতে যত লোক সমারোহ।
জ্ঞানশূন্য অচৈতন্য সবে গেল মোহ।।
আরোপিল রম্ভাতরু উঠানের পাশে।
চতুর্দিক বেড়ি ঘুরে মনের হরিষে।।
লক্ষ্মীকান্ত বলে রাই করহ বিশ্বাস।
বিশ্বাস করহ যদি এই মহারাস।।
শম্ভুর বাটীতে সবে যাইয়া দেখহ।
কীর্তন করিতে সবে হইয়াছে মোহ।।
তথা দিয়ে দেখে সবে মোহ হইয়াছে।
রাই কাঁদি কহিলেন পাগলের কাছে।।
পাগল যাইয়া শম্ভুনাথের ভবনে।
হরি বলি সবাকার করা'ল চেতন।।
গঙ্গাচর্ণা মহারাস পাগলের কাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

পাগলের তাল বৃক্ষ ছেদন
পয়ার

কতদিন পর্যন্ত সে রাই ভাবে মনে।
পাগলের কার্য কিছু বুঝিতে পারিনে।।
অমানুষী কার্য সব না বুঝে দেবতা।
আমি কোন ছার এর মর্ম পা'ব কোথা।।
পাগল চাঁদের দেখি মহিমা অপার।
শ্রীমন্ত লোকের ভক্তি হইল সবার।।
রাইচরণের ভক্তি একান্ত অন্তরে।
মন হ'ল পাগলকে আনিবার তরে।।
রাইচরণের নাই আশার অবধি।
নারিকেল বাড়ী গিয়া গেল ওঢ়াকাঁদি।।
পাগল বসিয়া আছে ঠাকুরের বামে।
রাই গিয়া ঠাকুরের শ্রীপদে প্রণামে।।
ঠাকুরে জিজ্ঞাসা করে আ'লি কোথা হ'তে।
মনের মানসা তোর পাগলকে নিতে।।
রাই বলে আজ্ঞা প্রভো! অই মনোনীত।
বুঝিয়া করুণ কার্য যে হয় উচিৎ।।
ঠাকুর ইঙ্গিত কৈল গোলোকের পানে।
গোলোক ইঙ্গিত বুঝি উঠিল তখনে।।
অমনি চলিল রাইচরণ সঙ্গেতে।
ঠাকুর নিকটে রাই নারিল বসিতে।।
নারিকেল বাড়ী গিয়ে পাগলামী করে।
মারপিট করে জোরে যারে তারে ধরে।।
পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত চপেট আঘাত।
দশ বার জনে করে ভূমিতে নিপাত।।
পরে গেল করপাড়া যুধিষ্ঠির বাড়ী।
এক লাউ কাটিয়া পুরিল এক হাঁড়ি।।
জ্বাল দিয়া হাঁড়ির উপরে রেখে হাঁড়ি।
উঠানে আনিয়া ভাঙ্গে লাউ পোড়া হাঁড়ি।।
গোস্বামী তখন রাগে দর্প করে অতি।
রাইচরণের পৃষ্ঠে মারে দুই লাথি।।
দর্প করি বলে রাই শীঘ্র যারে বাটী।
বাড়ী আছে তালগাছ শীঘ্র ফেলা কাটি।।
তাহা শুনি রাই তবে বাটীতে আসিল।
রাত্রি এল তালগাছ কাতিতে নারিল।।
পাগল যথা তথায় পাগলামী করে।
পাটগাতী খেয়াঘাটে রাত্রি দ্বিপ্রহরে।।
পাটনীর ঘর খেয়া ঘাটের উপর।
বলে ওরে পাটনী আমাকে পার কর।।
পাটনী কহিছে রাগে তুই কার বেটা।
এত রাত্রে বল তোরে পার করে কেটা।।
জয় হরি বল রে গৌর হরি বল।
দর্প করি যখনেতে উঠিল পাগল।।
পাটনীর হৃদকম্প হৈল তাহা শুনে।
নিত্য পার করি মন্দ ব'লেছি না চিনে।।
রাবণ পাটনী নাম হয় যে আমার।
পার করি অন্তে যদি মোরে কর পার।।
প্রভু বলে যাহা দিবি পাবি সেই ধন।
হরি তরাইবে তোরে বলিনু বচন।।
এতবলি পাগল চলিল গঙ্গাচর্ণা।

রাইচরণের বাড়ী চলে উগ্র মনা।।
বলে রাই মোর বড় ভ্রম হইয়াছে।
আমাকে সুস্থির কর এসে মোর কাছে।।
রাই ডেকে বলে তার রমণীর স্থান।
পাগলকে সুস্থ করি তৈল জল আন।।
তাহা শুনি ক্রোধেতে পাগলচাঁদ কয়।
তেলে জলে সুস্থ হওয়া পাগল এ নয়।।
তালগাছ কাটিতে তোমাকে আমি কই।
তাহা যদি কেটে ফেল তবে সুস্থ হই।।
রাই কহে আসিতে যে রাত্রি হ'ল মোর।
অবশ্য কাটিব গাছ নিশি হ'লে ভোর।।
প্রভাত সময় তালগাছ কেটেছিল।
গাছের ডাগুয়া পাতা বাটীতে রাখিল।।
বাস্তু ঘর বেড়া সঙ্গে বেড়া হেলা দিয়া।
ডাগুয়া নীচায় পাতা উপরে রাখিয়া।।
পাগল তাহার পরদিন ফিরি ঘুরি।
গঙ্গাচর্ণা এল রাইচরণের বাড়ী।।
রাত্রিযোগে পাগল সে ডাগুয়া পাতায়।
আগুন লাগা'য়ে দিয়া নাচিয়া বেড়ায়।।
হু হু শব্দ করি অগ্নি জ্বলে অবিরাম।
রাই করে সোর শব্দ পুড়িয়া মলেম।।
গৃহ মধ্যে গিয়া বলে পাগল গোঁসাই।
শুয়ে থাক রাই তোর কোন চিন্তা নাই।।
বাহির হইয়া রাই দেখে অকস্মাৎ।
আগুন হ'য়েছে উর্দ্ধ আট দশ হাত।।
যে খানের আগুন নির্বাণ সেখানেতে।
ঘর বেড়া কিছু না পুড়িল আগুনেতে।।
পাগল কহিল রাইচরণের তরে।
যাও যদি ওঢ়াকাঁদি এস সমিভ্যরে।।
তাহা শুনি ভাসে রাই প্রেমের তরঙ্গে।
প্রভাতে চলিল রাই পাগলের সঙ্গে।।
পাগল আসিয়া বাসুড়িয়া গ্রামে রয়।
রাইচরণকে কহে যাও নিজালয়।।
কাছারী হইতে এক পেয়াদা আসিয়া।
রাইচরণকে নিল কাছারী ধরিয়া।।
নায়েব কহেন কেন গাছ কেটেছিস।
গ্রামীরা জুঠিয়া সবে করিছে নালিশ।।
আগুন জ্বালালি কেন ঘরের বেড়ায়।
তুই পুড়ে যা'স মোর গ্রাম পুড়ে যায়।।
রাই কহে আমি এর কিছুই না জানি।
ভাবের পাগল এক তার কথা শুনি।।
সেই কহে তালগাছ কাটিবার তরে।
গাছ কাটিয়াছি তার বাক্য অনুসারে।।
গাছের বাগুয়া পাতা ঘরের পিছনে।
রাখিয়া ছিলাম পোতা বেড়ার সংলগ্নে।।
রাত্রিযোগে ছিনু আমি ঘরেতে শুইয়া।
পাগল আসিয়া দেয় আগুন জ্বালিয়া।।
ডাগুয়া পুড়িয়া তার পাতা পুড়ে গেল।
আট দশ হাত অগ্নি উর্দ্ধেতে উঠিল।।
চালের উপর দিয়া অগ্নি বায়ুলায়।
আগুন দেখিয়া আমি করি হায় হায়।।
ভয় নাই কহে মোর পাগল গোঁসাই।
তাল পাতা পুড়ে গেল ঘর পুড়ে নাই।।
বাবু কহে পাগলের কার্যে দোষ নাই।
ঈশ্বরের তুল্য ব্যাক্তি পাগল গোঁসাই।।
তোমার নাহিক দোষ যাও নিজ ঘরে।
পাগলে কহিও যেন দয়া থাকে মোরে।।
কর্মকর্তা হরি পাগলের ঠাকুরালী।
এত দিনে শত্রু মুখে প'ল চুনকালি।।
পাগলে ভাবিয়া রাই উঠে কাঁদি কাঁদি।
চারিদিন পরে যাত্রা কৈল ওঢ়াকাঁদি।।
দেখিয়া ঠাকুর রাইচরণে জিজ্ঞাসে।
অদ্য বাছা ওঢ়াকাঁদি এসে কই মানসে।।
রাই কহে শ্রীচরণ দর্শন আশায়।
মহাপ্রভু বলে বৎস! তাহা বুঝি নয়।।
মোর প্রতি ভক্তি তোর আছে ত' নিশ্চয়।

এবে আলি গোলোকেরে দেখিতে আশায়।।
যেই ভক্ত সেই আমি গ্রন্থে লেখে স্পষ্ট।
গোলোকে সেবিলে আমি আরো বেশী তুষ্ট।।
বাড়ী ছিল তালগাছ কেটেছিস নাকি।
আগুনে পুড়িস নাই শুনে হইনু সুখী।।
যাহা হোক তাহা হোক আমার সৌভাগ্য।
হ'য়েছে তোমার বাড়ী রাজসূয় যজ্ঞ।।
যা করে গোলোক আমি করি সেই কাজ।
পয়ার প্রবন্ধে কহে কবি রসরাজ।।

গোস্বামীর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ

পয়ার

কিছুদিন ওঢ়াকাঁদি করিয়া বিশ্রাম।
পাগল চলিল পুনঃ গঙ্গাচর্ণা গ্রাম।।
যাওয়া মাত্র রাইচরণকে ডেকে কয়।
বইবুনে যাইব আমার সঙ্গে আয়।।
অমনি চলিল রাই পাগল সঙ্গেতে।
চলিলেন পাগলামী করিতে করিতে।।
জয় হরি বল রে গৌর হরি বল।
রাম জয় ধ্বনি করি চলিল পাগল।।
ধ্বনি শুনি লোক সব হইল চমকিত।
মাঠিভাঙ্গা হাটখোলা হৈল উপনীত।।
গোপাল বিশ্বাস উমাচরণ বিশ্বাস।।
পাগলকে দেখে মনে বাড়িল উল্লাস।।
উথলিল প্রেম বন্যা করিছে রোদন।
পাগলকে করিলেন অর্চনা বন্দন।।
জয় হরি গৌর হরি বলে বার বার।
সিংহের গর্জনসম দিতেছে হুঙ্কার।।
গোপাল বিশ্বাস উমাচরণ কহিছে।
এই বাজারেতে এক দারগা এসেছে।।
কোন এক মকর্দমা আসামী ধরিতে।
নরহত্যা আসামীর আস্কারা করিতে।।
কোন কোন লোকের করেছে অপমান।
চুপে চুপে এইখানে করুণ প্রস্থান।।
শুনিয়া পাগল আরো চেতিল দ্বিগুণ।
আমি ভয় করিব করেছি কারে খুন।।
জয় রাম গৌর হরি বলিয়া বলিয়া।
হুঙ্কার ছাড়িয়া ভ্রমে বাজার বেড়িয়া।।
লোকে বলে পাগল আসিল কোথা হ'তে।
দারোগা বলে পাগল হইল কি মতে।।
তাহা শুনি পাগল করিল হুঙ্কার।
লম্ফ দিয়া পড়ে দারোগার নৌকা পর।।
আর লম্ফ দিয়া পড়ে দারোগার ঠাই।
দারোগা বলেন পদে রেখহে গোঁসাই।।
বাজার বাহির হ'য়ে ধাইল পাগল।
ক্ষণে রাম রাম ক্ষণে গৌর হরি বোল।।
একটি বেদের মেয়ে আসিয়া সেখানে।
হরি বলে কাঁদে বারি ঝরে দু'নয়নে।।
পাগলের পদে পড়ে করিছে রোদন।
বলে বাবা দয়া করি দেহ শ্রীচরণ।।
আপনার জন্য কিছু দধি রাখিয়াছি।
দয়া করি খাও যদি তবে আমি বাঁচি।।
আমিত বেদের মেয়ে যবনের ঘরে।
কোন সাহসেতে দধি দিবহে তোমারে।।
পাগল কহিছে তুমি কি ব্যবসা কর।
সে মেয়ে কহিছে সব জানিবারে পার।।
মনোহারী মাল ল'য়ে পাড়াগাঁয় ভ্রমি।
এক দরে কিনি এক দরে বেচি আমি।।
কেহ যদি দায় ঠেকে করি উপকার।
সাধ্য অনুযায়ী যাহা যার দরকার।।
উপকার অর্থে অর্থ কারে যদি দেই।
দিতে যদি পারে তার সুদ নাহি নেই।।
তবে যদি সেই নিজে খুশী হ'য়ে দেয়।
চাহিয়া কাহার কাছে করিনা আদায়।।
শুনিয়া পাগল তার বদন চুম্বিল।
পরে দধি এনে দিল পাগল খাইল।।

সে স্থান হইতে যাত্রা করিল যখন।
পাগলের সঙ্গে চলিল উমাচরণ।।
উমাচরণের বাড়ী হইল উপনীত।
ঘাটে গিয়া দাঁড়াইয়া রহে এক ভিত।।
পুনঃ এসে বাড়ী পরে যত হাঁড়ি ছিল।
বাহিরের ভাঙ্গা হাঁড়ি পাগল আনিল।।
রাইচরণকে কহে কুড়াইয়া দেও।
অকর্মা কলসী হাঁড়ি আমায় যোগাও।।
চারি পাঁচ বাড়ী যত কলসী বা হাঁড়ি।
মজুত করিল উমাচরণের বাড়ী।।
পাগল চলিল ঘাটে হাঁড়ি কুম্ভ ল'য়ে।
রাই যোগাইয়া দেয় পিছু পিছু গিয়ে।।
তাহা দেখি হাঁড়ি উমাচরণ দিতেছে।
দু'জনে যোগায় গিয়া পাগলের কাছে।।
ভাঙ্গা হাঁড়ি যত নিছে পাগল নিকটে।
আছাড়িয়া ভাঙ্গিতে লাগিল সেই ঘাটে।।
বাহিরের সব হাঁড়ি ভাঙ্গা হ'য়ে গেল।
আন আন আন শব্দ করিতে লাগিল।।
তাহা শুনি উমাচরণের বৃদ্ধ মাতা।
বলে উমা বল আর হাঁড়ি পাবি কোথা।।
বাহিরের সব হাঁড়ি ফুরাইয়া গেল।
ঘরে যাহা ছিল সব আনিতে লাগিল।।
ঘরে ছিল নূতন নূতন যত হাঁড়ি।
পাগলের নিকটেতে ল'য়ে যায় বুড়ি।।
তাহা দেখি প্রভু ব'লে হ'ল ঘাট বাঁধা।
এঘাটেতে আর নাহি হবে সর কাঁদা।।
জোয়ার ভাটার দেশ ঘাটে হয় কাঁদা।
সেই জন্য হ'ল মাগো এই ঘাট বাঁধা।।
অদ্যাবধি সেই ঘাটে কাঁদা নাহি হয়।
পাগলের বরে ঘাট শানতুল্য রয়।।
পাগলের ঘাট বাঁধা অলৌকিক কাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

পাগলের প্রত্যাবর্তন

পয়ার

উত্তরাভিমুখ চলে পাগল গোঁসাই।
চলিলেন গঙ্গাচর্ণা সঙ্গে চলে রাই।।
পার হ'তে মধুমতী নৌকা নাহি পায়।
হাটুরিয়া এক নৌকা দেখিবারে পায়।।
পাঁচ জন এক নায়ে হাটে যাইবারে।
দোকান পসার তুলে নৌকার উপরে।।
নৌকার নিকটে গিয়া বলিল গোঁসাই।
এই নৌকা পরে তুমি উঠ গিয়া রাই।।
রাই গিয়া উঠিল সে নৌকার উপরে।
হাটুরিয়া একজনে বলে ক্রোধভরে।।
আমরা চলেছি হাটে হারে বেটা বোকা।
নৌকার উপরে কেন উঠিলি খামকা।।
আর একজন এক বোঝা ল'য়ে এল।
একাকী সে বোঝা সে নামা'তে নারিল।।
পাগল বলেছে রাই তুই ত' বর্বর।
দাদার মাথার বোঝা শীঘ্র করি ধর।।
রাই এসে সেই বোঝা শীঘ্র নামাইল।
সাহা বলে তোমরা কোথায় যাবে বল।।
রাই বলে যা'ব মোরা মধুমতী পারে।
সাহা বলে উঠ দোঁহে দিব পার করে।।
সেই নৌকা পরে গিয়া উঠিল পাগল।
মুখে বলে জয় হরি গৌর হরি বল।।
পাগল বলেছে রাই হওগে কান্ডারী।
তুমি গিয়া হাল ধর আমি দাঁড় ধরি।।
সাহাজীরা বলে কেন তোমরা বাহিবে।
আমরা করিব পার বসে থাক এবে।।
পাগল তাহা না শুনি হাল গিয়া ধরে।
রাই গিয়া দাঁড় ধরে আগা নৌকা পরে।।
পাগল ধরিয়া হাল ঘুরাইছে নাও।
বলে রাই হরি বলে জোর দিয়া বাও।।
সাহাজীরা কয়জন জোরে টানে বৈঠে।

পাগল বলেছে রাই দাঁড় ধর এটে।
অতি বেগে নৌকা চলে কান্ডারী পাগল।
কিনারের লোক দেখে বলে হরিবোল॥
জয় হরি বল মন গৌর হরি বোল।
রাম রাম মহাধ্বনি করিছে পাগল॥
এইমত পার হয় দশ বারো বার।
নদী মধ্যে নৌকা ঘুরাইছে চক্রাকার॥
সাহাজীরা বাক্য হত হ'য়েছে বিহ্বলা।
পাগল বলেছে হাটে যেতে নাই বেলা॥
এত বলি নৌকা নিল পশ্চিম কিনারে।
লম্ফ দিয়া পাগল পড়িল গিয়া তীরে॥
নৌকা বাহে সাহাজীরা হ'য়ে জ্ঞানহারা।
পাগল বলেন কোথা বেয়ে যাস তোরা॥
চৈতন্য পাইয়া সাহাজীরা করে মানা।
আমাদের ছেড়ে প্রভু যেওনা যেওনা॥
কূলে উঠে সাহাজীরা শ্রীচরণে পড়ে।
বলে প্রভু আর বার উঠ নৌকা পরে॥
হাটে না যাইব মোরা নৌকায় এসহ।
আজ নিশি আমাদের বাসায় বঞ্চহ॥
প্রভু কহে হাট কর পুনঃ যদি আসি।
তোমাদের বাসায় বঞ্চিব এক নিশি॥
সাহারা অনেক কষ্টে বাক্যে দিল সায়।
বলে প্রভু দয়া করে রেখ অই পায়॥
হাট শেষ বেলা শেষ এমন সময়।
দোকান পাতিল হাটে করিতে বিক্রয়॥
বহুতর খরিদ্দার জুটিল দোকানে।
কোন মাল কোন মূল্য কিছু নাহি শুনে॥
ওজন করিতে বসে ওজন করয়।
ক্রেতাগণ মনমত মূল্য দিয়া যায়॥
বিক্রয় করিতে মাল যত এনেছিল।
সকল বিক্রয় হ'ল কিছু না রহিল॥
অসম্ভব একই কাজ বিক্রি সব দ্রব্য।
অদ্যকার হাটে হৈল চতুর্গুণ লভ্য॥
তারা হ'ল হরি ভক্ত সাধুর সমাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ॥

সংসার রঙ্গভূমি

পয়ার

আর একদিন গিয়া কার্তিকের ঘরে।
কার্ত্তিক কার্ত্তিক বলে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
অম্বিকারে বলে মাগো মোরে খেতে দেও।
কার্ত্তিক কোথায় গেছে ডাকিয়া আনাও॥
অম্বিকা বলেছে আমি কিবা খেতে দিব।
খুদ সিদ্ধ করিয়াছি কিবা খাওয়াইব॥
পাগল বলেছে মাগো খুদ কৃষ্ণ খাদ্য।
এনে দে মা শীঘ্র আমি খা'ব খুদ সিদ্ধ॥
খুদ সিদ্ধ এনে দিল পাগলের ঠাই।
খেয়ে বলে মাগো আমি বড় মিষ্ট খাই॥
পাগলের সিংহধ্বনি কার্ত্তিক শুনিল।
কিঞ্চিৎ বিলম্বে পাগলের কাছে এল॥
বলেছে কার্ত্তিক তুই থাকিস কোথায়।
কার্ত্তিক বলেন আমি ছিলাম সভায়॥
অদ্য আমি গিয়াছিনু গ্রাম্য নিমন্ত্রণে।
স্বজাতির মধ্যে আমি ছিলাম ভোজনে॥
পাগল বলে স্বজাতি তুই ক'স কারে।
চক্ষে হস্ত বুলাইয়া বলে পুনঃ যারে॥
শীঘ্র করি দেখে আয় রে বর্বর বেটা।
দেখে আয় সভাতে মানুষ আছে কেটা॥
কার্ত্তিক যাইয়া দাঁড়াইয়া সভা পার্শ্বে।
দেখেছে সভায় যত চেগা বগা বসে॥
শিয়াল কুকুর আর শকুন বিড়াল।
ছাগ মেষ গো-মহিষ আছে পালে পাল॥
পাঁচ ছয় শত লোক ছিল যে সভায়।
তার মধ্যে শতেক মনুষ্য দেখা যায়॥
দেখিয়া কার্ত্তিক হ'ল বিস্মিত হৃদয়।
লুঠিয়া পড়িল এসে পাগলের পায়॥

এ ভব মায়া প্রপঞ্চ সার কিছু নাই।
কহিছে তারকচন্দ্র হরি বল ভাই।।

রুদ্র-উদ্ধার

পয়ার

চলিল গোলোকচন্দ্র উত্তরাভিমুখে।
বাসুড়িয়া গ্রামে যাব কহিল সবাকে।।
ভক্তগণ কতক চলিল সঙ্গে সঙ্গে।
হরি বলে হাসে কাঁদে নাচে গায় রঙ্গে।।
রাইচরণ মদনকৃষ্ণ কোটিশ্বর।
মহেশ শ্যামাচরণ শ্রীহরি পোদ্দার।।
সবে যায় হরিবোল বলিতে বলিতে।
উত্তরিল মধুমতী নদীর কূলেতে।।
বড়গুণীর পশ্চিমে ভৈরব নগর।
রুদ্র মণ্ডলের বাড়ী নদীর কিনার।।
বাড়ী হ'তে মধুমতী অতি দূরে নয়।
শত হস্ত পরিমিত যদি বেশী হয়।।
পরিষ্কার ঘাট তার বাড়ীর নিকট।
সবলোক তারে ব্যাখ্যা করে রুদ্রঘাট।।
মতুয়ারা হরি বলে যবে যায় হেঁটে।
মারিবার জন্য রুদ্র লাঠি ল'য়ে ছুটে।।
তাহা দেখি মতুয়ারা চুপ করে যায়।
কোনদিন তথা নাহি হরি নাম লয়।।
এইভাবে বহুদিন চুপে চুপে যায়।
অদ্য সেই ঘাটে গিয়া হইল উদয়।।
পাগল বলিছে সবে সেই ঘাটে গিয়া।
আজ সবে হরিবোল নাচিয়া নাচিয়া।।
যাহার শরীরে আছে যতটুকু শক্তি।
সেই শক্তি দিয়া নাম বল করে ভক্তি।।
তাহা শুনি যার যত ছিল নিজ বল।
সিংহের প্রতাপে সবে বলে হরি বল।।
তাহা শুনি রুদ্র এক ষষ্ঠি নিল হাতে।
যত হরিবোলাগণে আসিল মারিতে।।
মহাদস্যু মহাকায় মহা বলবান।
দেশের যতেক লোক ভয়ে কম্পমান।।
পাগল দেখিয়া রুদ্র আসিল মারিতে।
দৌড়িয়ে গেলেন সেই রুদ্রের সাক্ষাতে।।
ক্রোধভরে কহে তারে ওরে রুদ্র দাদা।
তোর ঘাটে হরিবলে এত বড় স্পর্ধা।।
হরি হরি হরি বলে ওরা মারে ডঙ্কা।
তুমি আমি দুই ভাই কারে করি শঙ্কা।।
হরি বলে ভণ্ডামী করিছে সব ভণ্ড।
আমি দিব উহাদের সমুচিত দণ্ড।।
রুদ্রের হাতের ষষ্ঠি লইল কাড়িয়ে।
আয় দাদা বলিয়ে চলিল বেগে ধেয়ে।।
তর্জন গর্জন করি গোস্বামী চলেছে।
পাগল চলিল আগে রুদ্র যায় পিছে।।
গোস্বামী বলিছে পাষণ্ডীর রক্ষা নাই।
কার ঘাটে হরি হরি বলিস সবাই।।
তর্জনে গর্জনে ধায় হরিবোলা দিকে।
মারিবারে বাড়ি হাকে রুদ্রের সম্মুখে।।
আগুলিয়া লম্ফ দিয়ে পিছে চলি যায়।
অধরোষ্ট কাঁপে রাগে কাঁপিতেছে কায়।।
বিমুখ হইয়া পড়ে হ'য়ে মাতোয়ারা।
রুদ্রকে ঘিরিয়া করে লাঠি পাইতারা।।
সঙ্গীরা ইঙ্গিতে হরি বলিতে বলিতে।
ধরিয়া রুদ্রের হস্ত লাগিল ঘুরিতে।
মধ্যে রুদ্র চতুর্দিকে নাচে ভক্তগণ।
নদী মধ্যে গোলা পড়ি হইল তেমন।।
তার মধ্যে হুহুঙ্কার ছাড়িল পাগল।
জয় হরি বল রে গৌর হরি বল।।
অচৈতন্য হ'য়ে রুদ্র হইল বিহ্বলা।
রুদ্রকে ঘেরিয়া হরি বলে হরিবোলা।।
সবে বলে হরি বল বল হরি বল।
রুদ্র সে চৈতন্য পেয়ে বলে হরি বল।।
হরিবলে রুদ্র গোস্বামীর পায় পড়ি।

কীর্তনের মধ্যে রুদ্র যায় গড়াগড়ি॥
রুদ্র বলে আমাকে বলিলে যদি দাদা।
এইভাবে তব মন থাকে যেন সদা॥
আমি তোর দাদা তুই মোর ভাই।
জনমে জনমে যেন হেন সঙ্গ পাই॥
ওঢ়াকাঁদি বাসী যত হরিভক্তগণ।
জানিলাম তারা সবে পতিত পাবন॥
যুগে যুগে যত পাপী করেছ উদ্ধার।
এমন পাষণ্ডী কোথা পেয়েছ কি আর॥
মহাপ্রভুগণ মহাপ্রভুর সমান।
আমি রহিলাম তার বিশেষ প্রমাণ॥
আমি যদি তব দাদা তুমি যদি ভাই।
তবে চল আমার বাড়ীর মধ্যে যাই॥
পাগলের হস্ত ধরি রুদ্র চলে যায়।
আগে রুদ্র পশ্চাতে পাগল দয়াময়॥
তাহা দেখি হরিবোলা মতুয়া সকলে।
রুদ্র মণ্ডলের প্রতি হরি হরি বলে॥
বাড়ীর উপরে নিয়া বলে যোড় করে।
সেবা কিছু কর ভাই বসে এই ঘরে॥
গোস্বামী যাইয়া দেখে রন্ধন শালায়।
পরিপূর্ণ এক হাঁড়ি অন্ন তথা রয়॥
গোস্বামী বলেন দাদা ল'য়ে চল ঘাটে।
মতুয়ার গণে আমি ইহা দিব বেটে॥
চলিলেন যথা আছে সঙ্গী ভক্তগণ।
হাঁড়ির মুখেতে দিল সরা আবরণ॥
সেই অন্ন হাঁড়ি ধরি জলে ডুবাইল।
জলমধ্যে বুড়বুড় করিতে লাগিল॥
যত মতুয়ারগণ বাড়ীতে লইয়া।
রুদ্র নাচে হরি বলি প্রেমেতে মাতিয়া॥
বাড়ীর মধ্যেতে রুদ্র লইয়া তখনে।
ভোজন করায় যত হরিভক্তগণে॥
তাহা দেখি আসিলেন রুদ্রের রমণী।
সব পাতে এনে দিল দধি আর চিনি॥
গলে বস্ত্র দিয়া তবে কহে দুইজন।
দয়া করি গৃহ মধ্যে চলহ এখন॥
ল'য়ে গেল পাগলেরে উত্তরের ঘরে।
নারীসহ হরিবোল বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
রুদ্র কেঁদে কহে শুন ভাইরে পাগল।
ঘর বাড়ী পুত্র নারী তোমার সকল॥
মতুয়ারা হরিবলে নাচিয়া নাচিয়া।
নারীসহ নাচে রুদ্র প্রেমেতে মাতিয়া॥
মতুয়ারা সবে যায় এ ঘরে ও ঘরে।
হরি হরি হরি বলে ঘর বাড়ী ঘিরে॥
গোস্বামী বলেন দাদা যাই বাশুড়িয়ে।
বিশ্বাসের বাড়ী যাব নদী পার হ'য়ে॥
রুদ্র বলে অদ্য আমি পার করে দিব।
আজ পার না করিলে কিসে পার হ'ব॥
রুদ্র বলে দেও ভাই এ সত্য কড়ার।
আসিতে যাইতে দেখা দিবে একবার॥
দশ বিশ জন এস কিংবা এস একা।
আসিতে যাইতে মোরে দিয়া যাবে দেখা॥
বৈঠা ল'য়ে রুদ্র এসে নিজ হাতে বেয়ে।
পার করে দিল সবে নৌকায় উঠা'য়ে॥
রুদ্রের উদ্ধার পার করিল গোঁসাই।
রচিল তারকচন্দ্র হরি বল ভাই॥

পাগলের ওলাউঠা তাড়ান

পয়ার

একবার নারিকেলবাড়ী সে গ্রামেতে।
উপনীত ওলাউঠা ব্যাধি সে স্থানেতে॥
মরিল অনেক লোক ভাব বিপরীত।
তাহাতে অনেক লোক হৈল চমকিত॥
ভয়ভীত হ'য়ে কেহ না পারে চলিতে।
রাত্রি দ্বার বন্ধ, নাহি চলে দিবসেতে॥
মহানন্দ নাগর চলিল ওঢ়াকাঁদি।
কহে সব ঠাকুরের শ্রীচরণ বন্দি॥

নাগর সরিষা নিল বসনেতে বাঁধি।
ওলাউঠা আসিয়াছে কহে কাঁদি কাঁদি।।
ঠাকুর কহেন তাতে তোদের কি ভয়।
যা হবার হউক তোদের নাহি দায়।।
তবু কহে নাগর উপায় কিবা করি।
প্রভু কহে ভয় নাই বল হরি হরি।।
গোস্বামী গোলোক তাহা শুনে দাঁড়াইয়া।
গোপনে নাগরে নিল ইঙ্গিত করিয়া।।
কহিছে তোমরা সবে কর দরবার।
আমি যাইতাম দেশে বাসনা আমার।।
মহাপ্রভু নিকটে নাগর কহিতেছে।
গোলোকে পাঠান যদি তবে ভয় ঘুচে।।
ঠাকুর বলেন কেন গোলোক যাইবে।
হরি বল হ’বে ভাল ভয় নাহি রবে।।
তবু আর বার গিয়া কহিছে নাগর।
জীবনের আশা নাই হয়েছি কাতর।।
ঠাকুর বলেন এত ভয় কি লাগিয়া।
আন দেখি দিব আমি সরিষা পড়িয়া।।
সরিষা পড়া লাগিয়া মনের বিশ্বাস।
ল’য়ে যা সরিষা পড়া ভয় হ’বে নাশ।।
আর বার নাগর করিছে দরবার।
দাদা গেলে ভয় মোরা করিব না আর।।
ঠাকুর বলিল তবে গোলোক নিকট।
যাও বাছা কারু সঙ্গে না করিও হট।।
শুনিয়া গোলোকচন্দ্র যায় দৌড়াদৌড়ি।
সত্বরে উত্তরে গিয়া নারিকেল বাড়ী।।
জয় হরি বল রে গৌর হরি বল।
হুহুঙ্কার করি গিয়া উঠিল পাগল।।
দম্ভ করি গোস্বামী দিলেন এক লম্ফ।
তাহাতে গ্রামেতে যেন হ’ল ভূমিকম্প।।
দুর্গাচরণের বাড়ী নবীনের ঘরে।
কবিরাজ এসেছিল পূজা পাতিবারে।।
পাগল হুঙ্কার করি কবিরাজে কয়।
এই পূজা দিলে যদি কলেরা না যায়।।
যত লোক মরে তার সব দাবী দিবি।
পূজা দিয়া কলেরা কি তাড়াতে পারিবি।।
দুর্গাচরণেরে বলে ছাড় গণ্ডগোল।
ওড়াকাঁদি মুখো হ’য়ে হরি হরি বোল।।
তথা হ’তে চলিলেন বাহুলের ঘরে।
তিন মেয়ে ব্যাধিযুক্ত কহে বাহুলেরে।।
মেয়ে যদি মরে আমি সে জবাব দিব।
হরিচাঁদ নামে আমি কলেরা ঘুচাব।।
মেয়ে থাক ঘরে তোরা মোর সঙ্গে চল।
একান্ত মনেতে তোরা হরি হরি বল।।
ওড়াকাঁদি প্রভু নামে মান জরিমানা।
কলেরায় মেয়ে তোর মরিতে দিব না।।
বাহুল আইল সঙ্গে চিন্তা নাহি আর।
হরি বলে পাগল ছাড়িয়ে হুহুঙ্কার।।
গ্রামের লোকের শঙ্কা ঘুচিল সকল।
দিবানিশি সমভাব নির্ভয় হইল।।
কবিরাজ যেই রাত্রি পূজা পেতেছিল।
ভয় পেয়ে সেই রাত্রি পালাইয়া গেল।।
পাগল বসিল আসি নাগরের ঘরে।
সেই ঘরে থেকে সবে হরি নাম করে।।
বাটীর ঈশান কোণে এক শব্দ পেয়ে।
সেই কোণে পাগল চলিল ক্রোধে ধেয়ে।।
নাগরে বলিল ডেকে থাক গিয়া ঘরে।
ওড়াকাঁদি মুখো হ’য়ে ডাকগে বাবারে।।
নাগর আসিয়া ঘরে নিদ্রা নাহি যায়।
হরিনাম ল’য়ে সেই রজনী পোহায়।।
সে পাগল সিংহের প্রতাপে হরি বলে।
আগে আগে ওলাউঠা দৌড়ে যায় চলে।।
হস্তীর বৃংহতি রব শুনায় যেমন।
কলেরা দৌড়ায় শব্দ হতেছে তেমন।।
চলিল সে ওলাউঠা পূর্বমুখ হ’য়ে।
নির্ভয় গোলোক তারে নিল ধাওয়ায়ে।।

গ্রাম মধ্যে রাত্রি ভরি ভ্রমিছে পাগল।
গ্রাম্য লোক তাহা শুনি বলে হরিবোল॥
কলেরা উঠিল গিয়া খোলের ভিটায়।
তারপর পাগল চলিল নিজালয়॥
পর রাত্রি খালিয়ার ভিটায় চলিল।
প্রভু হরিচাঁদ বলি পাগল ডাকিল॥
সে ভিটা ছাড়িয়া গেল ওড়ার ভিটায়।
তাহা দেখি পাগল চলিল নিজালয়॥
পাগল বলিল মহানন্দ নাগরকে।
নিজড়ায় কলেরা গিয়াছে দায় ঠেকে॥
সেখানে যদিচ থাকে সেও ভাল নয়।
নিজড়া গ্রামেতে যাব আজকে নিশায়॥
মহানন্দ নাগর করিছে তাতে মানা।
সে গ্রামে থাকিলে কোন ক্ষতি হইবে না॥
নিশীথে পাগল গেল নিজড়া গায়।
হরিধ্বনি দিয়া উঠে ওড়ার ভিটায়॥
কলেরা আসিয়া তথা হ'ল মূর্তিমন্ত।
প্রকাণ্ড শরীর তার বড়ই দুরন্ত॥
ভূতভিটা বলি তার আছে পরিচয়।
ভিটার উপর থাকি ডাক দিয়া কয়॥
তোর ভয়ে আমি আসিয়াছি এই গ্রামে।
তুই কেন হেথা আলি দ্বিতীয়ার যমে॥
আলি যদি তবে বেটা আয় এই ঠাই।
পড়িলি আমার হাতে তোর রক্ষা নাই॥
আয় দেখি হ'স তুই কোন কাজে কাজী।
আজকার সংগ্রাম হইবে বোঝাবুঝি॥
পাগল বলেন তুই ভয়ে পলাইলি।
আজ তুই এত বল কোথায় পাইলি॥
আমি হরিচাঁদ বলি ছাড়ি হুহুঙ্কার।
লম্ফ দিয়া পৈল গিয়া ভিটার উপর॥
কলেরা বলেছে বেটা শীঘ্র যারে উঠে।
চিরকাল অধিকার মোর এই ভিটে॥
প্রভু বলে এ ভিটা ছাড়িব কি কারণ।
মরি কিংবা মারি তোরে এই মোর পণ॥
আমি যদি মরি তবে অধিকার তোর।
তোরে যদি মারি তবে অধিকার মোর॥
ভিটা ঘিরি ওলাউঠা ঘুরিয়া বেড়ায়।
পূর্ব মুখ প্রভু বৈসে আনন্দ হৃদয়॥
সম্মুখে আসিল যদি ঘুরে তিন পাক।
পাগল কহিছে তোর ঘুচাইব জাঁক॥
থাক থাক ওরে দুষ্ট আর যাবি কোথা।
একটানে আমি তোর ছিঁড়ে নিব মাথা॥
পাগলের সম্মুখেতে ঝাউবন ছিল।
লম্ফ দিয়া পড়ি তিন গাছ উপাড়িল॥
সেই গাছ ধরি বেগে ধাইয়া চলিল।
ডঙ্কা দেখি শঙ্কা করি ওলাউঠা গেল॥
পাগল বলেন পালাইয়া যাস কোথা।
আমাকে কি বলে যাস বল সেই কথা॥
ওলাউঠা বলে আমি তোমার সাক্ষাতে।
যতদিন আমি আছি এই সংসারেতে॥
ততদিন আসিব না এই অধিকারে।
সত্যতা কড়ার আমি দিলাম তোমারে॥
এ অধ্যায় শুনিলে ঘুচিবে ব্যাধি ভয়।
ধন পুত্র যশ প্রাপ্ত আয়ু বৃদ্ধি হয়॥
হরিচাঁদ পদযুগ্ম যোগে যোগে ভাবি।
রচিল তারকচন্দ্র সরকার কবি॥

মহাপ্রভুর সঙ্গে পাগলের করণ যুদ্ধ
ত্রিপদী

গোস্বামী গোলোক মাতাইল লোক
হরিচাঁদ নাম দিয়া।
মত্ত হরিনামে সদা কাল ভ্রমে
ভকত ভবনে গিয়া॥
গিয়া সুর গ্রাম করে হরিনাম
আড়ঙ্গ বৈরাগী ঘরে।
পাগলে দেখিয়া মেয়েরা আসিয়া
আনন্দে রন্ধন করে॥

পাক হৈল সারা আসিয়া মেয়েরা
গলে বস্ত্র দিয়া কয়।
হ’য়েছে রন্ধন করুণ ভোজন
অন্ন জুড়াইয়া যায়।।
এমন সময় শুনিবারে পায়
যুধিষ্ঠির রঙ্গ বাসে।
সিঙ্গা সাতপাড় ঠাকুর তোমার
উদয় হ’লেন এসে।।
শুনিয়া পাগল বলে হরিবোল
উৎকণ্ঠিত হ’য়ে উঠে।
আড়ঙ্গেরে কয় যাইব তথায়
শীঘ্র লহ নৌকা বটে।।
নৌকা নাহি ঘাটে পাগল নিকটে
আড়ঙ্গ বৈরাগী কয়।
কহিছে পাগল ছাড় গণ্ডগোল
বিলম্ব নাহিক সয়।।
নাহি কিছু মানি নৌকা দেহ আনি
ঠাকুর দেখিতে যাই।
না দেখে ঠাকুরে মরিরে মরিরে
ত্বরায় তরণী চাই।।
যদি নাহি দেহ তবে নিঃসন্দেহ
আমি দিব জলে ঝাঁপ।
তাতে যদি মরি আমি পাব হরি
তোর হ’বে মহাপাপ।।
কি দিব তরণী তরী একখানি
জলেতে ডুবান আছে।
ভাঙ্গা বড় নাও তাতে যদি যাও
তবে দিতে পারি সেচে।।
দু’জনে হইলে একেলা বাহিলে
একজন ফেলে জল।
তবে যাওয়া যায় সেই ভাঙ্গা নায়
কর যদি এ কৌশল।।
মেয়েরা তখন করিতে ভোজন
পাগলকে কেঁদে কয়।
পাগল কহিছে ক্ষুধা কার আছে
তোর অন্ন কেবা খায়।।
মেয়েরা কাঁদিয়া অন্ন দিল নিয়া
খেল মাত্র দুই গ্রাস।
রায়চাঁদে কয় শীঘ্র আয় নায়
যদি দরশনে যা’স।।
পাগল কহিছে নাও দেও সেচে
যদি মোরে ভালোবাস।
বাহিয়া যাইতে একজন সাথে
দেহ নৈলে নিজে এস।।
নৌকা সেচে দিল বৈঠা খানা নিল
পাগল উঠিল নায়।
ঠাকুর দেখিতে নৌকা বেয়ে যেতে
রায়চাঁদ সাথে যায়।।
তরণী বাহিছে বেগে চালায়েছে
বিক্রমশালী বিশাল।
যাও যাও বলে যাও যাও বলে
পাগল সেচিছে জল।।
জোরে খোঁচ দেও জোরে বাও নাও
যদি দেহ জোর ছেড়ে।
জোর দিলে কম আমি তোর যম
মুণ্ড ফেলাইব ছিঁড়ে।।
মরি কিংবা বাঁচি আছি কিনা আছি
না জানিয়া মানি এত।
যা হও তা হও নৌকা বেয়ে যাও
এ নাও চালাও দ্রুত।।
যত বাহে নাও তত বলে বাও
বিলম্ব নাহিক সহে।
রায়চাঁদ বায় যত শক্তি গায়
কালঘর্ম দেহে বহে।।
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন শ্বাস
মরণ প্রশ্বাস প্রায়।

ডান হাতে জল ফেলেছে পাগল
বাম হাতে নাও বায়।।
ডালির উপরে বক্ষঃ রাখি জোরে
বামহাত জলে দিয়া।
জল টানি টানি চলিল অমনি
যায় তরণী বাহিয়া।।
অর্ধ পথে গিয়া পড়িল শুইয়া
বলে একা বেয়ে চল।
নৌকা চালাইবি এ মতে বাহিবি
নৌকায় না উঠে জল।।
রায়চাঁদ জোরে বাহে বেগভরে
নৌকায় না উঠে বারি।
উতরিল শিঙ্গা পাগলের ডিঙ্গা
অকূলে তরিল তরী।।
ঠাকুরকে দেখি নৌকা ঘাটে রাখি
দৌড় দিয়া চলে যায়।
প্রভু হরিচাঁদে হেরি মনোসাধে
অমনি পদে লোটায়।।
রহে দণ্ড চারি ঠাকুরে নেহারী
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে।
আমারে দেখিলে এলে কিনা এলে
যুধিষ্ঠির রঙ্গ ঘরে।।
কহিছে গোলোক হইয়া পুলক
ত্রিলোক পালক হরি।
যথা তথা রহ নাহিক সন্দেহ
উৎসাহে শ্রীপদ হেরি।।
আপনি সবার জীবন আধার
যান সবাকার ঠাই।
আসি পুলকেতে আপনা দেখিতে
এ বাড়ীতে আসি নাই।।
কহিল যখন ঠাকুর তখন
ক্রোধ রক্তজবা চক্ষু।
এত বড় হলি এ বাড়ী না এলি
কি কহিলি ওরে মূর্খা।।
ছিলেন বসিয়া ঠাকুর রুষিয়া
দুরন্ত রাগের সাথ।
ঠাকুর তখনে গোলোক বদনে
মারিল চপেটাঘাত।।
তখন গোলোক অন্তরে পুলক
বাহিরে পাবক ন্যায়।
এক লম্ফ দিয়া ঠাকুরে লঙ্ঘিয়া
ঘরের বাহিরে যায়।।
গোলোকে দৌড়িয়া ঘাটেতে আসিয়া
অবিলম্বে নাও ছাড়ি।
রায়চাঁদে ফেলে আসিয়া উঠিলে
কুবের বিশ্বাস বাড়ী।।
এ দিকে ঠাকুর ক্রোধিত প্রচুর
রায়চাঁদ ডেকে কয়।
কোথায় ঠাকুর পেলি এতদূর
হারে দুষ্ট দুরাশয়।।
শুনিবারে পাই আমি যথা যাই
ও বলে আসে না তথা।
বুঝে দেখ মনে আমারে কি মানে
কেন কহে হেন কথা।।
কবে রে ঠাকুর হ'লি এতদূর
পোতায় ছিল না ঘর।
যার মেয়েলোকে মাঠে বই রাখে
এত বৃদ্ধি কেন তার।।
প্রভু দেন গালি যাহা যাহা বলি
পাগলের বংশে নাই।
রঙ্গবাড়ী ঠেকে গালি দেন রুখে
সেই বংশে আছে তাই।।
চক্র নাহি সোজা চক্রী চক্র বোঝা
কি চক্রে কারে ঘুরায়।
কুবের ভবনে আসিয়া তখনে
পাগল নিরস্ত হয়।।

কুবেরের বাসে রায়চাঁদ এসে
উপনীত যখনেতে।
কুবের নারীকে বলেছেন ডেকে
রায়চাঁদে দেও খেতে।।
রায়চাঁদ কয় খাওয়ালে আমায়
সঙ্গে করে এনেছিলে।
বহু পরিশ্রমে আসি সিঙ্গা গ্রামে
খুব ভাল খাওয়ালে।।
শুনিয়া পাগল বলে হরিবোল
জয় হরি বলে উঠে।
রুষিল দুরন্ত যেমন জলন্ত
পাবকে উল্কা ছুটে।।
কুবেরের ঘরে আনিতে ঠাকুরে
যুধিষ্ঠির বাড়ী যথা।
ঠাকুর আসিতে ভক্তিযুক্ত চিতে
কুবের গিয়াছে তথা।।
পায়স পিষ্টক ব্যঞ্জনাদি টক
লাবড়া ডাউল শাক।
ঠাকুরে আনিতে ভক্তিযুক্ত চিতে
এদিকে হ'য়েছে পাক।।
কুবেরের নায় উঠে দয়াময়
আসিতেছে তার বাসে।
পাগল শুনিয়া ধাইয়া যাইয়া
ঘাটে দাঁড়াইল রোষে।।
ঠাকুরে চাহিয়া কহিছে ডাকিয়া
আয় দেখি আয় আয়।
ঠাকুর কেমন বুঝিব এখন
কে কেমন দয়াময়।।
ঠাকুর আমায় কে বলে কোথায়
ঠাকুর বানালে কেটা।
তুই না ঠাকুর বানালি ঠাকুর
আমি ঠাকুরের বেটা।।
মানিনে ঠাকুর অই যে ঠাকুর
শতেক ঠাকুর এলো।
ঠাকুর দেখিব আজ কি ছাড়িব
ঠাকুরে ডুবা'ব জলে।।
তুই যা'স যথা আমি নাহি তথা
এ কথা ভাবিস কেনে।
যাই কিনা যাই দেখাইব তাই
জানিতে পারিবি মনে।।
বক্ষঃ বিদরিয়া দিব দেখাইয়া
তেমন নির্বোধ নয়।
পর দেহ ধরি কার দেহ চিরি
অধিকার নাহি তায়।।
তার একজন পবন নন্দন
হৃদি বিদারী দেখায়।
করিল জহুরী তাতে লাজে মরি
পশু শিশু আমি নয়।।
থাকিয়া অন্তরে কি জেনে অন্তরে
মারিস অন্তর হ'য়ে।
কে তোর আপন বুঝিব এখন
আয় দেখি নাও বেয়ে।।
দিব জলাঞ্জলী সব ঠাকুরালী
যা থাকে আমার ভাগ্যে।
বুঝিব ক্ষমতা আজ সেই ক্রেতা
দেখুক ভকত বর্গে।।
এক এক বার ভীষণ চীৎকার
কহিছে সার রে সার।
অধরোষ্ঠ কম্পে এক এক লম্ফে
ভূমিকম্পে লম্ফে তার।।
ঠাকুর দেখিয়া ভয়ে ভীত হৈয়া
কহিছে কুবের ঠাই।
চেয়ে দেখ আড়ি আজ তোর বাড়ী
গিয়া মম কাজ নাই।।
অদ্য কিবা ঘটে কি আছে ললাটে
যাইব না ফিরে চল।

প্রভু পুনরায় রঙ্গ বাড়ী যায়
নাহি যেন বুদ্ধি বল॥
কুবের আসিল পাগলে বলিল
ঠাকুর এলনা হেথা।
আমি অভাজন করি কি এখন
উপায় কি যা'ব কোথা॥
কহিছে গোলোক কেন হেন শোক
পিতা কি ছাড়িবে সুতে।
এল এল এল না এল না এল
দয়া কি পারে ছাড়িতে॥
দ্রব্য আদি যত করেছে প্রস্তুত
রাখিয়াছে ভারে ভারে।
মাথায় লইয়া রঙ্গ বাড়ী নিয়া
খাওয়ে এস বাবারে॥
ভরি দুই হাঁড়ি রঙ্গদের বাড়ী
কুবের যখনে যায়।
গললগ্নী বাসে ভকতি উল্লাসে
গোলোক পুলকে ধায়॥
রঙ্গের ঘাটেতে যায় যখনেতে
ঠাকুর আসিল ঘাটে।
গোলোক পাগলে কুবের কহিলে
হরিচাঁদের নিকটে॥
শুনিয়া শ্রীহরি কহিল শ্রীহরি
যুধিষ্ঠির রঙ্গে কয়।
কুবের সঙ্গেতে আমি এখনেতে
চলিলাম নিজালয়॥
সেইত তরণী পাইয়া অমনি
শ্রীহরি উঠিল নায়।
কুবের সঙ্গেতে ব্যতিব্যস্ত চিতে
আসিলেন নিজালয়॥
এল যুধিষ্ঠির চক্ষে বহে নীর
গোলোক আসিল তথা।
ভকত লইয়া ঠাকুর বসিয়া
কহিছেন মিষ্ট কথা॥
হস্তে ধরি ধরি নিয়া অন্তঃপুরী
কুবের তখনে দিল।
কে দিয়াছে এত দ্রব্য অপ্রমিত
মাতা লক্ষ্মী জিজ্ঞাসিল॥
যত কহে বাণী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী
কুবেরকে লক্ষ্য করি।
কুবের কহিছে জননীর কাছে
চক্ষে ঝরে অশ্রুবারী॥
দেবী লক্ষ্মীমাতা শুনিয়া সে কথা
কহিছে রঙ্গের ঠাই।
তুমি কি করেছ মনে কি ভেবেছ
গোলোক তোমার ভাই॥
ঠাকুর যখনে গোলোক বদনে
করাঘাত করিলেন।
গোলোক কি দোষী প্রভু কন রুষী
গোলোকেরে মারিলেন॥
করিয়া শ্রবণ ঠাকুর তখন
যুধিষ্ঠির প্রতি কয়।
মোর এই ছল এই কথা বল
কি হইবে ব্যবস্থায়॥
গোলোক তাহাতে কুবের বাড়ীতে
রহে ঈশ্বর ভাবিয়া।
গোলোক সাহায্য কি করেছে কার্য
আবার নিকট গিয়া॥
কুবের বাড়ীতে গোলোক যাইতে
আমাকে করেছে মানা।
তোমার বাটীতে আমাকে রাখিতে
গোলোকের সে বাসনা॥
অপূর্ব অপূর্ব কুবেরের দ্রব্য
তোমার বাটীতে যায়।
আমি খা'ব তাই শুনিবারে পাই
গোলোক পাঠায়ে দেয়॥

গোলোক তোমার করে উপকার
তার কি করেছ তুমি।
ঠাকুর নিয়াছ মনে কি ভেবেছ
ঠাকুর হ'য়েছি আমি।।
মেরেছি গোলোকে তব বাড়ী থেকে
তুমি কেন কাঁদিলে না।
গোলোক কারণে আমার সদনে
মাথা কেন কুটিলে না।।
ঈশ্বরের কাজ জগতের মাঝ
জীবের শুধু পরীক্ষা।
লোকেরে দেখায়ে কন্যাকে মারিয়ে
বউমাকে দেন শিক্ষা।।
সামাল সামাল আপনা সামাল
কপালে কি কার আছে।
পর দুঃখে দুঃখী পরসুখে সুখী
এভাবে প্রেম রয়েছে।।
হ'য়েছে ঠাকুর গৌরব প্রচুর
ভেবেছ কি বুঝি বুঝি।
কাজে পাওয়া যায় সব পরিচয়
কে কেমন কাজে কাজী।।
বৈষ্ণবের পদে ক্ষুদ্র অপরাধে
মহা মহা মহাজন।
বলে হরি হরি সাধে কল্প ভরি
হরি না পাবে সে জন।।
যেই হরি ভজে ভকত সমাজে
যে পূজে ভকত পায়।
বুঝিয়া ভজন করে যেই জন
হরিপদ সেই পায়।।
সব পরিহরি বল হরি হরি
থাকত ভকত মাঝ।
কহে মনোসাধে হরিচাঁদ পদে
রায় কবি রসরাজ।।

শ্রীধাম ওঢ়াকাঁদি ঘাটলা বন্ধন

পয়ার

একদিন পৌষমাসে রজনী প্রভাতে।
মহাপ্রভু বসেছেন পুকুর পাড়েতে।।
উত্তর কূলেতে এক ঘাট বাঁধা আছে।
খাম্বা হেলি তক্তাগুলি খসিয়া পড়েছে।।
ঠাকুর ডাকেন ওরে গোলোক কোথায়।
ঘাট ভেঙ্গে গেছে বাছা বেঁধে দে ত্বরায়।।
আজ্ঞামাত্র গোলোক নামিল গিয়া জলে।
হেলেছিল খাম্বাগুলি উঠাইল ঠেলে।।
ভাল করি খাম্বা পুতি বাঁশ পাতি দিল।
দৃঢ় করি আরো দুটি খাম্বা লাগাইল।।
দুই ধারে দুই বাঁশ দিলেন আড়নী।
তাহার উপরে বাঁশ পাতি দিল আনি।।
দুই ধারে বাঁধে ঘাটে বিচিত্র বাখানী।
ঠিক যেন দুই থরে ইটের নিছনী।।
গোলোক নামিল যবে জলের ভিতরে।
মহাপ্রভু তখনে গেলেন অন্তঃপুরে।।
একেত দুরন্ত শীত সহন না যায়।
আরো উত্তরিয়া হাওয়া লাগিতেছে গায়।।
পাগলের অসহ্য সে শীতের যাতনা।
হেনকালে মনে মনে করছে ভাবনা।।
থর থর কম্প শীতে কাঁপে অধরোষ্ঠ।
গুরুকার্যে এত কষ্ট মম দূরাদৃষ্ট।।
বুড়া হাড়ে সহিতে না পারি এত কষ্ট।
ইহা হ'তে শতগুণে মৃত্যু মম শ্রেষ্ঠ।।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাঁধা হ'ল ঘাট।
হেনকালে গেল প্রভু পুকুরের তট।।
প্রভু বলে ঘাট বাঁধা হয়েছে সুন্দর।
শেলাগুলি তুলি ফেল কূলের উপর।।
অন্তঃপুরে থেকে ডেকে কন ঠাকুরানী।
পাকশালা হ'তে বলে জগৎ জননী।।
একেত গোলোক চাহিতেছে মরিবার।

গোলোকে কষ্টের কার্য নাহি দিও আর।।
ঠাকুর গোলোকে কহে শুনে মরি লাজে।
মরিতে চাহিস বেটা এইটুক কাজে।।
তুচ্ছ ঘাট বাঁধা তাতে মরিতে চাহিলি।
ত্রেতাযুগে সেতুবন্ধন কেমনে করিলি।।
হারিলি কামের ঠাই বলে ও হারিলি।
হারিলি শীতের ঠাই কুলে দিলি কালি।।
শ্রীমুখের এইবাক্য শুনিয়া গোলোক।
উত্তেজিত হয় যেন জলন্ত পাবক।।
নামিয়া পড়িল জলে হইয়া ক্রোধিত।
মহাবীর্যে রত কার্যে পালাইল শীত।।
জয় হরি বল রে গৌর হরি বল।
সিংহসম ধ্বনি করি উলটিছে জল।।
ঝাঁপ দিয়া পড়ে জলে করি হরিধ্বনি।
অর্ধ দণ্ডে ছাপ কৈল অর্ধ পুষ্করিণী।।
শৈবালাদি যত ছিল উত্তরের দিকে।
দুহাতে সাপুটে ধরি কূলে মারে ফিকে।।
শতজনে দিনভরি যাহা নাহি পারে।
অর্ধদণ্ডে একা তাহা করিল সত্বরে।।
অর্ধ পুষ্করিণী ছাপ যখন হইল।
উঠরে গোলোক বলি ঠাকুর ডাকিল।।
মহাপ্রভু বলে হ'ল পুকুর নির্মল।
গোলোকের গুণে জল যেন গঙ্গাজল।।
এইরূপে পুষ্করিণী পরিষ্কার করে।
গোলোক গোঁসাই গেল বাড়ীর ভিতরে।।
গোলোকে ডাকিয়া বলে দেবী শান্তিমাতা।
মরিতে চাহিলি এবে শীত গেল কোথা।।
গোলোক চরণে পড়ি বলেছে ভারতী।
জনমে জনমে যেন পদে থাকে মতি।।
হরিচাঁদ লীলাকথা সুধাধিক সুধা।
রচিল তারক পুষ্করিণী ঘাট বাঁধা।।

শ্রীমদেগালোক গোস্বামীর মানবলীলা সম্বরণ

পয়ার

পাগলের পেটে ছিল দুরন্ত বেদনা।
সময় সময় হ'ত একান্ত যাতনা।।
ফুফুরা নিবাসী শ্রী ঈশ্বর অধিকারী।
পাগলের যাওয়া আসা ছিল সেই বাড়ী।।
চৈত্রমাসে সে বাড়ীতে গোস্বামী আসিয়া।
অধিকারী মহাশয় সঙ্গেতে মিলিয়া।।
সেই দিন অধিকারী বাটীতে ছিলেন।
উভয় মিলিয়া নদীকূলে আসিলেন।।
মধুমতী নদীকূলে ঘাট একখান।
পাগল করিত এসে সেই ঘাটে স্নান।।
অধিকারী মহাশয় মাতিলেন মতে।
বড় আর্তি হ'ল তার পাগলের সাথে।।
হরিচাঁদ প্রভু মোর ঈশ্বরাবতাংশ।
ঈশ্বরাধিকারী প্রভু পিতৃগুরুবংশ।।
প্রভু হরিচাঁদ হ'ন বাঞ্ছাকল্পতরু।
অধিকারী মহাশয় প্রভু-পিতৃগুরু।।
মতুয়া হইয়া গেল বলি হরিবোল।
নিজ পরিবার সহ মাতিল সকল।।
পূর্বাপর বংশ তাঁর সকল মহৎ।
ওঢ়াকাঁদি মুখ হ'য়ে করে দণ্ডবৎ।।
তাহার রমণী পাগলেরে বড় মানে।
ভক্তিযুক্ত চিত্ত সদা প্রাণতুল্য জানে।।
ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র শ্রীরাইচরণ।
জ্যেষ্ঠা কন্যা দেবীরাণী শ্যামলা বরণ।।
পুত্র কন্যা পরিবার সবে পুলকিত।
হরি হরি বলিতে শরীর রোমাঞ্চিত।।
দিবানিশি প্রেমোন্মত্ত বলে হরিবোল।
পাগলের জন্যে যেন হইল পাগল।।
পাগলে দেখিলে গললগ্নী কৃতবাসে।
হরি বলে নাচে গায় পরম হরিষে।।
অধিকারী ঠাকুরানীর কোলেতে বসিয়া।

মাই খায় পাগল ডাকেন মা বলিয়া।।
একদিন ঠাকুরানী সঙ্গেতে পাগল।
নদীকূলে ঘাটে বসে বলে হরিবোল।।
পাগল বলেছে মাগো হেন মনে লয়।
এই ঘাটে বসে যেন হ'য়ে যাই লয়।।
আর দিন অধিকারী সঙ্গেতে আসিল।
নদীকূলে সেই ঘাটে পাগল বসিল।।
পাগল বলেছে হ'ব এই ঘাটে লয়।
মনে ভাবি গঙ্গাদেবী লয় কিনা লয়।।
বলা কহা করি অধিকারীর সঙ্গেতে।
বলে আর ইচ্ছা নাই এদেশে থাকিতে।।
সময় সময় মোর উঠে যে বেদনা।
অসহ্য হয়ে উঠে বেদনা যাতনা।।
বেদনায় এ শরীরে নাহি সহে টান।
মনে বলে এইবার ত্যজিব পরাণ।।
এ সব বারতা তথা বলা কহা করি।
পরদিন পাগল চলিল নিজ বাড়ী।।
বাড়ী গিয়া জনে জনে বলিল সবারে।
পশ্চিমে যাইব আমি ভেবেছি অন্তরে।।
নবগঙ্গা নদী আমি বড় ভালোবাসি।
এইবার যা'ব ফিরে আসি কিনা আসি।।
মধুমতী পূর্বাপর প্রতি ঘরে ঘরে।
ভালোবাসা যত ছিল বলিল সবারে।।
সাতই বৈশাখ দিন ফুফুরা আসিয়া।
অধিকারী ঠাকুরকে বাড়ী না দেখিয়া।।
রাই দেবযানী আর মাতা ঠাকুরানী।
সবাকারে পাগল বলিল মিষ্ট বাণী।।
মনে মনে করিয়াছিলাম এই ধার্য।
এই ঘাটে আমি করিতাম এক কার্য।।
তাহা না হইল অধিকারী বাড়ী নাই।
তোমাদের কষ্ট হবে পশ্চিমেতে যাই।।
সকলে লইয়া নিশি বঞ্চিলেন প্রেমে।
নিশি ভোর করিল মাতিয়া হরিনামে।।

তারাইল কবিগান করিল তারক।
সেই স্থানে উপনীত গোস্বামী গোলোক।।
মেলা মিলিয়াছে তারাইলের বাজারে।
সদলে তারক এল গান গাইবারে।।
একপালা হইয়াছে সাতই বৈশাখে।
আর একপালা হবে নয়ই তারিখে।।
গোলোক মাঝির বাড়ী বাসাঘর নিয়া।
প্রভাতে তারক আছে সেখানে বসিয়া।।
রামধন কীর্তনিয়া সূর্যনারায়ণ।
উত্তর পিঁড়ির পরে ব'সে দুইজন।।
তারক বসিয়া আছে উত্তরের ঘরে।
হরিনাম করিতেছে মৃদু মৃদু স্বরে।।
মন গেছে ওঢ়াকাঁদি উড়িয়া নগরী।
হরিচাঁদ পদভাবি বলে হরি হরি।।
গোলোক মাঝির বাড়ী গোস্বামী গোলোক।
একা আসিলেন সঙ্গে নাহি অন্য লোক।।
জয় হরি বল রে গৌর হরি বল।
হুহুঙ্কার করি এসে দাঁড়াল পাগল।।
প্রতিবেশী লোক সব শুনিতে পাইল।
পাগলে দেখিতে সবে দৌড়িয়া এল।।
বসেছেন রামধন সূর্যনারায়ণ।
পাগলে দেখিয়া তারা বলে দুইজন।।
পাগলে যেরূপ দেখি কৃশ কৃশ কায়।
বেশীদিন বাঁচে হেন বিশ্বাস না হয়।।
তারক সে কথা শুনি বলিল তখন।
বড় মর্ম্মভেদী কথা কহিলে দু'জন।।
কথা শুনি গোস্বামী পাগল উঠে ঘরে।
বসিলেন গিয়া তারকের শয্যাপরে।।
তিনঘর বাড়ীতে দক্ষিণপোতা খালি।
উত্তরের ঘর ছেড়ে দিয়াছে সকলি।।
ঘর শূন্য পোতা আছে বর্ষ চারি পাঁচ।
পোতাঘেরা বন ভাণ্ডি আসালীর গাছ।।
তাহার দক্ষিণে আম কাঁঠালের বৃক্ষ।

শাখা শাখা পল্লবে পল্লবে হ’য়ে ঐক্য।।
বৃক্ষের তলায় স্থান অতি পরিষ্কার।
পল্লবের স্নিগ্ধ ছায়া মৃত্তিকা উপর।।
কয়টি দোহার ছিল গাছের তলায়।
পাগলের ধ্বনি শুনি আসিল তথায়।।
দেখিয়া পাগল বড় হরষিত অন্তর।
ঘর হ’তে আসিলেন তাদের গোচর।।
জয় হরি বল রে গৌর হরি বল।
নামে মহাধ্বনি করি উঠিল পাগল।।
মেলা দেখা লোক যত পূর্বমুখ ধায়।
পাগলে দেখিতে সবে সেই বাড়ী যায়।।
গোলোক মাঝির দুই পুত্র আর নারী।
পাগলে ঘেরিয়া তারা বলে হরি হরি।।
পাগল মাঝিরে ধরি বলে মিত মিত।
বল বল হরিনাম শুনিতে অমৃত।।
মাঝি বলে জেলেরে কেন বা বল মিতা।
তুমি হর্তা কর্তা হও সকলের পিতা।।
আমি মম নারী মেয়ে ছেলে গরু ঘর।
তুমি এর কর্তা, এরা সকল তোমার।।
এই মম পুত্র কন্যা এই মম নারী।
দিয়াছি তোমারে সব সমর্পণ করি।।
এক কন্যা বালিকা এ দুটি দুগ্ধ পোষ্য।
তুমি সকলের গুরু এরা সব শিষ্য।।
মা নাই সংসার ভুক্ত আছেন শাশুড়ি।
সন্তানের স্নেহে থাকে গোলোকের বাড়ী।।
পাগলে ধরিয়া পাগলের পায় পড়ি।
ধূলায় লুণ্ঠিতা হ’য়ে যায় গড়াগড়ি।।
যারে পায় তারে ধরি করে গড়াগড়ি।
এই মত পাগলামী করে দণ্ড চারি।।
লম্ফ দিয়া পড়ে গিয়া ভিটার উপর।
লতাপাতা ছিঁড়ে স্থান করে পরিষ্কার।।
তাহা দেখি দলে যত দোহারেরা ছিল।
সকলে ভিটার গাছ উঠাতে লাগিল।।
পাগল কহিছে তোরা হরি বলে নাচ।
আমি একা উঠাইব এ কয়টি গাছ।।
মুহূর্তেকে পরিষ্কার করিলেন ভিটা।
মেয়েদের বলিলেন আন জলঝাঁটা।।
যাহাকে বলেন যাহা তারা করে তাই।
লেপন করিল ভিটা মেয়েরা সবাই।।
যারে পায় তারে ধ’রে আনিল সত্বরে।
লোক বসাইয়া দিল ভিটার উপরে।।
সকলে মিলিয়া বলে বল হরি বল।
তার মধ্যে ফিরে ঘুরে নেচেছে পাগল।।
ভ্রমিতেছে প্রেমে মেতে না হয় সান্ত্বনা।
এমন সময় পেটে উঠিল বেদনা।।
সবাই অস্থির চিত্ত দিবা অবশেষ।
রাত্রিকালে কহে মোর বেদনা বিশেষ।।
এ দিকে পড়িল ডাক কবির খোলায়।
পাগল বলেন গান করগে ত্বরায়।।
গান গায় সবে মিলে মেলার বাজারে।
এক এক জন থাকে পাগল গোচরে।।
গান ভঙ্গ পরে সবে যাইয়া বাসায়।
অবস্থা দেখিয়া সবে কাঁদিয়া ভাসায়।।
হেনকালে হুঙ্কারিয়া পাগল দাঁড়ায়।
গোবিন্দ মাঝির বাড়ী দৌড়াইয়া যায়।।
তিনখানা গামছা করিয়া একত্তর।
গামছা ধরিয়া রাখে পেটের উপরে।।
থালা এক পার্শ্বে রাখে পেটের বাহির।
বলে অঙ্গ বেদনায় হ’য়েছি অস্থির।।
তারকেরে কহে থালে জল ঢালিবারে।
দেখি তায় ব্যাথা মোর শীতল নি করে।।
তখন তারকচন্দ্র বলে হরিবোল।
থালার উপরে ঢালে চারি ঘটি জল।।
চারি ঘটি পরিমাণ দশসের জল।
থালার উপর শুষ্ক হইল সকল।।
বেদনায় যাতনায় অগ্নিতাপ উঠে।

সেই তাপে জল সব শুষ্ক হ'য়ে' পেটে।।
গোস্বামীর বক্ষঃস্থল সাপুটে ধরিল।
তারক সে গামছা উঠায়ে চিপাড়িল।।
জলবিন্দু না পড়িল গামছা হইতে।
মৃতপ্রায় পাগলেরে রাখিল শয্যাতে।।
বলিল গোবিন্দ মাঝি উপায় কি হবে।
গোস্বামী মরিলে বল মরা কে ফেলা'বে।।
তারক কহিছে ওরে হারাম জালিয়া।
মরিলে কি তোর বাড়ী যাবরে ফেলিয়া।।
তোর বাড়ী লীলা সাঙ্গ করা অসম্ভব।
ম'লে কি দেহ তোরে স্পর্শ করতে দিব।।
তোর এই বাড়ী ভরে কে করে প্রস্রাপ।
গোস্বামী কহেন তোর বাক্য হ'ল পাপ।।
এতবলি গোস্বামী উঠিল ক্রোধভরে।
দৌড়াইয়া গেল গোলোক মাঝির ঘরে।।
কহিছে গোলোক মাঝি আমার বাটীতে।
থাকুক গোস্বামী মোরা থাকিব সেবাতে।।
দিবা গেল রাত্রি গেল হইল প্রভাত।
গোস্বামী বলেন যাব তারকের সাথ।।
জয়পুর ঘাট আমি বড় ভালবাসি।
ইচ্ছা হয় নবগঙ্গা নদী মাঝে পশি।।
মনের যে কষ্ট মোর সব হবে দূর।
এখন অবশ্য আমি যাব জয়পুর।।
তারকের পানে চাহি কহিছে গোলোক।
তুমি যদি পুত্র মোর হইতে তারক।।
তুমি যদি হইতে আমার পুত্রধন।
অহলে অনেক কার্য হইত সাধন।।
আমি আর তোমারে যে বলিব না দাদা।
তারক বলিয়া আমি ডাকিব সর্বদা।।
গোস্বামী কহে তারক আর কিবা চাও।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক তুমি পুত্র হও।।
তারক তারক বলি ডাকে বার বার।
এর মধ্যে দাদা বলে ডাকে আর বার।।
উহু উহু করি তবে উঠিল গোঁসাই।
ডাকিব তারক বলে তাহা মনে নাই।।
ভাবি যে তারক বলে ডাকিব সর্বদা।
মনে ভাবি পুত্র ভাব মুখে আসে দাদা।।
ভুলক্রমে যাহা কহি তাতে নাহি লাজ।
আমার আসন্ন কালে কর পুত্র কাজ।।
হেনকালে সূর্যনারায়ণ কেঁদে কয়।
আসন্ন সময় যদি ভাব মহাশয়।।
পুত্র আছে নিবারণ নারিকেল বাড়ী।
এ সময় কি জন্য তাহারে এলে ছাড়ি।।
দশরথ মহানন্দ আছে বর্তমানে।
পিতা হ'তে অধিক তাহারা সবে মানে।।
সেই দেশে জ্ঞাতি বন্ধু আছয় প্রচুর।
তাহা ছাড়ি কি জন্য যাবেন জয়পুর।।
গোঁসাই বলেন মোর জ্ঞাতিবন্ধু নাই।
মনের মানুষ যেই তার সঙ্গে যাই।।
গৃহিণী থাকিলে হয় গৃহস্থ তাহারা।
কেবা কার পুত্র হয় কেবা কার দারা।।
পুত্র বটে নিবারণ ভালোবাসি মনে।
মোর পুত্র আমি তাহা বলিতে পারিনে।।
আছে মহানন্দ দশরথ দু'টি ভাই।
এ সময় যাই যদি তাহাদের ঠাই।।
মহানন্দ আছে সেই একা কি করিবে।
এত উপদ্রব একা কেমনে সহিবে।।
তাই মনে ভাবি সবে না বুঝিবে ইহা।
জয়পুর যাইতে সেহেতু মনে স্পৃহা।।
হরিচাঁদ তরাইবে এই ভব সিন্ধু।
হরি মাতা পিতা ভ্রাতা পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু।।
বাসনা দেখিতে বড় তারকের মুখ।
জয়পুর গেলে আমি পাই বড় সুখ।।
এত বলি খেপাচাঁদ উঠিল খেপিয়া।
কিসের বেদনা মোর গিয়াছে সারিয়া।।
বাটী হ'তে আসিলেন ঘাটে দৌড়াইয়া।

খোয়া নায় প্রাতেঃ এসে উঠিল লাফিয়া॥
লাফিয়া লাফিয়া যান সকল গুরায়।
বলে আমি পারে যাই কে কে যাবি আয়॥
পার হ’য়ে ক্ষণেক চলিল দ্রুতগতি।
ক্ষণেক হাঁটিয়া বলে নাহি গতিশক্তি॥
চলিতে লাগিল শেষে অতি ধীরে ধীরে।
বসিয়া পড়িল শেষে হোগলা ভিতরে॥
ঘুমাইয়া পড়িলেন বনের ভিতরে।
তারকের উরু পাতি দিলেন শিয়রে॥
ক্ষণ থাকি নিদ্রা অন্তে উঠিয়া দাঁড়ায়।
ইতিনা গ্রামের মধ্যে দৌড়াইয়া যায়॥
এক বৃক্ষতলে বসি কহিছে গোঁসাই।
উঠে যাইবার শক্তি আর মোর নাই॥
বেদনা উঠিল পেটে নাহি সরে বাক্।
ফুলিয়া উঠিল পেট মধ্যে এক চাক॥
তারক কহিছে তবে এস মোর কোলে।
জনম স্বার্থক করি দেশে যা’ব চলে॥
পাগলে করিয়া কোলে তারক চলিল।
গোঁসাই কহিছে মোর শ্বাস বন্ধ হল॥
তারপর তারক গোলোকে নিল স্কন্ধে।
বলে মোর মাথা ধরি থাকহ আনন্দে॥
স্কন্ধে করি কিছু পথ চলিল হাঁটিয়া।
গোঁসাই কহিছে যেন যাই শূন্য হৈয়া॥
তাহা শুনি পাগলেরে ভূমে নামাইল।
সঙ্গে যত বস্ত্র ছিল পেটে জড়াইল॥
কটির উপরে রাখিলেন উচ্চ করি।
গোস্বামীকে বসাইল তাহার উপরি॥
অতি সাবধানে তারপরে বসাইয়ে।
হেলিয়া গোঁসাইজীকে পৃষ্ঠেতে তুলিয়ে॥
হাঁটিয়া চলিল পৃষ্ঠপরে রাখি ছাতি।
চলিছেন হরি বলি অতি দ্রুতগতি॥
ইতিনা ছাড়িয়া যান করফার মাঠে।
সম্মুখে মল্লিকপুর গ্রামের নিকটে॥
হেনকালে পৃষ্ঠ হ’তে লম্ফ দিয়া পড়ি।
পুনঃলম্ফ দিল হরি বলে ডাক ছাড়ি॥
হরি হরি বলিয়া মারিল পুনঃলম্ফ।
পদভরে সেই স্থানে হৈল ভূমিকম্প॥
দৌড়াইয়া যায় যেন ঘূর্ণ বায়ু পাক।
দেখিয়া পথিক লোকে হইল অবাক॥
তারক দৌড়িয়া যায় উর্দ্ধমুখ হ’য়ে।
কোথায় গোস্বামী গেল না পায় খুঁজিয়ে॥
বড়ই বিমর্ষ হ’য়ে লাগিল হাঁটিতে।
অন্য এক ভদ্রলোক এসে নিকটেতে॥
সে বলিল এক ব্যক্তি অতি দৌড়াদৌড়ি।
বলিল যাইব আমি তারকের বাড়ী॥
আসিতেছে তারক কহিও তার স্থান।
লইয়া তিনটি আম্র যেন বাড়ী যান॥
অমনি বাজারে গিয়া তিন আম্র ল’য়ে।
বাড়ী গিয়ে দেখে আছে গোস্বামী বসিয়ে॥
অমনি দিলেন আম গোস্বামীর ঠাই।
পাইয়া অমৃত ফল খাইল গোঁসাই॥
পাড়া হ’তে নারীগণে ডাকিয়া আনিল।
আত্মবন্ধু বর্গ যত মেয়েলোক ছিল॥
তারক বসন গলে বিনয় করিয়া।
সবার নিকটে কহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
যখন তোমরা পাও কাজে অবকাশ।
আসিয়া সকলে থেকো গোস্বামীর পাস॥
পায় ধরি সবে এসে এখানেতে তিষ্ঠ।
আমার গোঁসাই যেন নাহি পায় কষ্ট॥
তারকের ভার্যা নাম চিন্তামণি সতী।
বিধবা পিস্তত ভ্রাতৃবধূ সরস্বতী॥
সাধনা নামিনী নব মণ্ডলের কন্যা।
হরিচাঁদ ভক্তি পাত্রী সেবিকা সুধন্যা॥
ধর্মনারায়ণের স্ত্রী ঈশানের মাতা।
সীতানাথ মাতা প্রাণ কৃষ্ণের বণিতা॥
দিনমণি তার নাম পাটনীর মেয়ে।

এইসব দিল পরিচারিকা করিয়ে৷৷
এই কথা বলিয়ে দিলেন জনে জনে৷
অন্য অন্য যত মেয়ে আসে সেই স্থানে৷৷
গোঁসাই যখন যাহা চাহিতে আশায়৷
মন জেনে যোগাইবা তোমারা সবায়৷৷
যদি বল মন মোরা জানিব কেমনে৷
নিপুণ করিয়া মন রাখিও চরণে৷৷
যদি মন নাহি জান যখন যা চায়৷
জ বলিতে জল এনে দিও সে সময়৷৷
হুঁকা চাহিবারে যদি করেন আশায়৷
হুঁ বলিতে হুঁকা এনে দিও সে সময়৷৷
তৈল চাহিবার যদি করেন মনন৷
ত বলিতে তৈল এনে করিও মর্দন৷৷
এই রূপে যখন যে দ্রব্য চাহিবেন৷
দিবা রাত্রি কাছে থাকি সকলে দিবেন৷৷
এইরূপে সবে থাক গোঁসাই সেবায়৷
রাত্রিকালে চারিজন সর্বক্ষণ রয়৷৷
চিন্তামণি সরস্বতী তারক সাধনা৷
দিবারাত্রি সর্বকাল রহে চারিজনা৷৷
কেহ আসে কেহ যায় কেহ উঠে বসে৷
কেহ নিদ্রাবশীভুতা চক্ষের নিমিষে৷৷
বারশ ছিয়াশী সাল ঊনত্রিশে বৈশাখ৷
সকলকে বলে তোরা হরি বলে ডাক৷৷
প্রভু বলে মোরে যদি ভালই বাসিস৷
আজ তোরা মোর কাছে কেহ না আসিস৷৷
বৈকাল বেলায় দেড় প্রহর থাকিতে৷
সকলকে তুষিলেন সুমিষ্ট বাক্যতে৷৷
আমার এ ঘর ছাড়ি অন্য স্থানে যাও৷
দূরে নহে নিকটে নিকটে সবে রও৷৷
তাহা শুনি চারিজন রহে স্থানান্তরে৷
তাহার নিকটে রহে গোস্বামী যে ঘরে৷৷
দক্ষিণের ঘর পরিষ্কার পরিপাটী৷
পশ্চিম দক্ষিণ দিকে বেড়া আঁটাআঁটি৷৷
নূতন নির্মাণ ঘর দেখিতে সুন্দর৷
গোঁসাই দেখিয়া বলে এ ঘর আমার৷৷
তোমার যে বড় ঘর ও ঘরে না যাব৷
এই ঘরে থেকে আমি ঠাকুর দেখিব৷৷
সেই ঘরে গোস্বামীর শয্যা করে দিয়া৷
উত্তরের বেড়া দিল চাটাই ঘেরিয়া৷৷
এগারই তারিখে জয়পুর আসিলা৷
সেই দিন রহিলেন আম্রবৃক্ষ তলা৷৷
বারই বৈশাখ দিনে সে ঘরে প্রবেশে৷
শুশ্রূষা করেন সবে মনের হরিষে৷৷
বেদনা যখন উঠে হয়েন অস্থির৷
দুঃখেতে সবার চক্ষে ঝরে অশ্রুনীর৷৷
পাগল বলিল সবে ঘর হ'তে যাও৷
যদি মোরে ভালোবাস মোর কথা লও৷৷
ঘরের বাহিরে গেল যত নরনারী৷
গুণ গুণ রবে সবে বলে হরি হরি৷৷
কেহ বা নিকটে যায় গোস্বামী দেখিতে৷
হস্ত তুলে মানা করে নিকটে যাইতে৷৷
উত্তরের বেড়ে বেড়া ঠেলিয়া চাটাই৷
হরি বলে ভূমি তলে পড়িল গোঁসাই৷৷
সীতানাথ তাহা দেখি ডাক দিয়া কয়৷
পাগল ঢলিয়া পল এস কে কোথায়৷৷
অমনি তারক গিয়া দৌড়িয়া ধরিল৷
জ্ঞানশূন্য অচৈতন্য কোলেতে করিল৷৷
সান্ত্বনা করিব বলে ধরিল যতনে৷
অতি ধীরে কোলে করি আনিল প্রাঙ্গণে৷৷
সীতানাথের জননী বলিল তখনে৷
অচেতন পাগল দেখনা তুমি কেনে৷৷
পাগলেরে হরি নাম করাও শ্রবণ৷
এ বার গোঁসাই বুঝি ত্যাজিল জীবন৷৷
যার যা উচিৎ তাহা করহ এখন৷
উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কর সর্বজন৷৷
হেনকালে গোস্বামী দিলেন অঙ্গঝাঁকি৷

হস্ত পদ লোম কেশ উঠিল চমকি।।
গোস্বামীর মুখ হ'তে উঠে এক জ্যোতি।
চিকমিক ঠিক যেন বিদ্যুতের ভাতি।।
তারকের মুখে বুকে লাগিল সে জ্যোতি।
আর শূন্যে উঠে মহানন্দ দেহে স্থিতি।।
গোপাল নামেতে একজন লোক আসি।
কাষ্ঠ করে হৃষ্ট মনে হ'ল রাশি রাশি।।
তাহা দেখে সাধনা সে বলিল অভীষ্ট।
কি কারণে তোমরা করেছ এত কাষ্ঠ।।
গোস্বামীর অগ্নিকাষ্ঠ করা বড় দায়।
এ কার্য করিতে মম মনে লাগে ভয়।।
বেদনায় গোস্বামীর জ্বলে গেছে দেহ।
একরূপ গোস্বামীর তাতে হ'ল দাহ।।
ল'য়েছে অগ্নির শেক ব্যথায় অস্থির।
তাতে আর এক দাহ হ'য়েছে শরীর।।
ঠাকুরের লীলাসাঙ্গ হ'ল যে অবধি।
সে দারুণ আগুনে পুড়েছে নিরবধি।।
পোড়া দেহ পুনঃ কেন করিবা দাহন।
নব গঙ্গা জলে দেহ, দেহ বিসর্জন।।
গঙ্গার কামনা পূর্ণ গোস্বামীর আশা।
গঙ্গার শীতল উভয়ের ভালোবাসা।।
মনে বলে এর যদি কর বিপর্যয়।
তোমার বিপদ হ'বে জানিও নিশ্চয়।।
কেহ বলে পরোয়ানা এসেছে থানায়।
জলে কদাচার কিছু করা নাহি যায়।।
জলেতে প্রস্রাব কেহ করিবারে নারে।
মলত্যাগ করিলে চালান দেয় ধরে।।
দুই তিন জনের হয়েছে জরিমানা।
নদীকূলে মরাদাহ করিবারে মানা।।
জরিমানা তুচ্ছ কথা বড়ই আটক।
সাক্ষী বিনা হয় তার ছ মাস ফাটক।।
তারা বলেন আমি পড়িয়া এসেছি।
খেয়াঘাটে বিজ্ঞাপন লেখা দেখিয়াছি।।
মরা জলে দিলে দুই মাস জেল লেখা।
জরিমানা ছাড়া পঞ্চায়েত নেয় টাকা।।
তাতে নাহি ভয় হয় হউক ফাটক।
এ কার্য হইলে মম জীবন স্বার্থক।।
খুন কি ডাকাতি পরদারী হিংসা চুরি।
তাতে জেল হলে কলঙ্কের ভয় করি।।
গোস্বামীকে জলে দিয়া যাইব ফাটকে।
স্বর্গ সুখ অনুভব করি সে আটকে।।
দিব যদি এতে দিতে হয় জরিমানা।
অক্লেশে করিব সহ্য পুলিশ যাতনা।।
বলিল সাধনা দেবী ইহা যদি কর।
প্রভাতে লাগিবে টাকা কি আছে যোগাড়।।
তারক কহিল যদি না থাকে যোগাড়।
ঘর বেচি দিব নয় খাটিব চাকর।।
নগদ চল্লিশ আছে আর কিবা ভাব।
যদি আরো কিছু লাগে নৌকা বেঁচে দিব।।
তাহা শুনি সাধনা কহিছে ভাল ভাল।
শীঘ্র তবে গোস্বামীকে ঘাটে লয়ে চল।।
তারক করিল কোলে পদ পড়ে ঝুলে।
সাধনা শ্রীপদ ধরি তুলে নিল কোলে।।
গোস্বামীকে ঘাটে এনে নৌকা পরে রেখে।
ঘৃত মেখে সলিতার অগ্নি দিল মুখে।।
বৈশাখী পূর্ণিমা ঊনত্রিশে শনিবার।।
গোস্বামীকে লয়ে গেল গঙ্গার ভিতর।।
হেনকালে পূর্ণচন্দ্র গগনে উদয়।
নিশিতে দেখায় যেন দীপ্তকার ময়।।
গোধূলি উত্তীর্ণ রাত্রি দন্দেক সময়।
দশ দণ্ড উপরেতে শশাঙ্ক উদয়।।
চন্দ্রিমায় নীলাকাশ চিত্র বিচিত্রিত।
শ্বেত লাল সবুজ হরিদ্রা নীল পীত।।
তার অধোভাগে হ'ল মেঘ গোলাকার।
নবগঙ্গা মধ্যে হ'ল ঘোর অন্ধকার।।
তার চতুর্দিকে জ্যোৎস্না আলোময়।

মধ্যে অন্ধকার কিছু লক্ষ্য নাহি হয়।।
তারকের কোলে গোস্বামীর পুত দেহ।
পাঁছনায় বৈঠা বায় গোপাল উৎসাহ।।
গোস্বামীর সিদ্ধ দেহ ছাড়িলেন জলে।
বুড় বুড় শব্দ তাতে তুফান উঠিলো।।
তার মধ্যে পাক হ'ল পাগলে লইয়া।
সেই পাকে গোস্বামীকে দিলেন ছাড়িয়া।।
জল হাতে লয়ে দোঁহে দিল করতালি।
হরি বলে মস্তক উপরে হাত তুলি।।
এড়েন্দার হাটুরিয়া নৌকা দুইখান।
লোক দুই নৌকায় নব্বই পরিমাণ।।
হরিধ্বনি শুনিয়া তাহারা বলে হরি।
জলে স্থলে সবে বলে হরি হরি হরি।।
মেঘ গেল চন্দ্রমণ্ডলে শোভা প্রকাশে।
দণ্ড অন্ধকার থাকি পূর্ব শোভা হাসে।।
এদিকে শ্মশানে আছে কাষ্ঠের পাঁজাল।
সাধনা কহিছে র'ল একটি জঞ্জাল।।
শ্মশানে থাকিলে কাষ্ঠ ভাল না দেখায়।
কাষ্ঠ জ্বালাইয়া শীঘ্র এস দুজনায়।।
তারক গোপাল দোঁহে নৌকা বেয়ে গেল।
কূল দিয়া গ্রন্থ আর সাধনা চলিল।।
কাষ্ঠেতে আগুন দিয়া বলে হরি হরি।
দু'জন পুরুষ আর দুইজন নারী।।
দুই কূলে দেখা যায় লোক সারি সারি।
জলে স্থলে সকলে বলেছে হরি হরি।।
হেন মতে চারিজন আসিলেন ঘরে।
মহোৎসব করিবেন কহে গোপালেরে।।
গোস্বামীর হুঁকা যষ্ঠি জয়পুর ছিল।
রজনী প্রভাতে ওঢ়াকাঁদি পাঠাইল।।
সদ্য সদ্য মহোৎসব করিতে বাসনা।
গোপালকে কহিলেন মনের কামনা।।
দুইটি পূজারী আর ট'লো ছয়জন।
ভেকধারী দ্বাবিংশতি বৈষ্ণব সুজন।।
জয়পুর কৃষ্ণপুর নারায়ণদিয়া।
কুন্দসীর নমঃশূদ্র স্বজাতি লইয়া।।
গোস্বামীর স্বর্গার্থে করেন মহোৎসব।
হরিবোল বলিয়া ভোজন হ'ল সব।।
যত লোক পরিমাণ আয়োজন ছিল।
অভ্যাগত লোক তার দ্বিগুণ হইল।।
দুইশত লোক পরিমাণ আয়োজন।
লোকের সমষ্টি হ'ল চারিশত জন।।
দুঃখী লোক অবশিষ্ট প্রসাদ পাইল।
শতাধিক লোকের প্রসাদ বিলি হ'ল।।
রন্ধন হইল যে তণ্ডুল দুই মণ।
পরিতোষ পরিচ্ছন্ন হইল ভোজন।।
দক্ষিণা লইয়া সবে বিদায় হইল।
আয়োজন জিনিসের অর্ধ ফুরাইল।।
লীলা সাঙ্গ গোস্বামীর ত্যজিয়া ভূলোক।
পুত্ররূপে মহোৎসব করিল তারক।।
এই কার্য পরিচর্যা অন্য যত কার্য।
গোপাল অধ্যক্ষ হয়ে করিল সাহায্য।।
পূর্বেতে গোপাল বড় পাষণ্ড ছিলেন।
এই সব কার্য অতি যত্নে করিলেন।।
গোস্বামীর ক্রিয়া অন্তে হইল প্রেমিক।
রসিকের ধর্ম লয়ে হইল রসিক।।
হরি বলে সাধুসঙ্গ করে নিরবধি।
শেষে তার সরকার হইল উপাধি।।
সাধুনাম খ্যাত হৈল বৈষ্ণব সমাজে।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

দেবী ঋষিমণিকে গোস্বামীর দর্শনদান

পয়ার

গোস্বামীর লীলাসাঙ্গ বৈশাখ উনত্রিশে।
মহোৎসব জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম দিবসে।।
পরেতে দোসরা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গল বাসরে।
দেখা দিল গিয়া দশরথের নারীরে।।

বাসুড়িয়া নিবাসী বিশ্বাস দশরথ।
বহুদিন হইতে নিয়াছে হরিমত।।
গোলোকের প্রিয়ভক্ত স্বপরিবারেতে।
পাগলামী সদা করিতেন সে বাড়ীতে।।
দশরথ বিশ্বাসের বাড়ীর দক্ষিণে।
পালানে বেগুন ক্ষেত্র নির্মিত যতনে।।
ঝমণি নামিনী দশরথের রমণী।
ক্ষেত্রে গিয়া বেগুন তুলিছে একাকিনী।।
গোস্বামীর রূপ চিন্তা হৃদয় মাঝার।
হেনকালে গোস্বামী ছাড়িল হুহুঙ্কার।।
গোস্বামীকে দেখে ধনী পূর্ণ ভাবোদয়।
পদরজ শিরে ধরি ধরণী লোটায়।।
মা! মা! বলিয়া প্রভু বলিল তাহারে।
যাত্রা করিয়াছি আমি গত শনিবারে।।
অদ্য আমি বিলম্ব না করিব এখন।
ওড়াকাঁদি যাইবারে হইয়াছে মন।।
ঠাকুরের লীলাসাঙ্গ হ'য়েছে যে দিনে।
সেই হ'তে ভ্রমি ঠাকুরের অন্বেষণে।।
যাত্রা করিয়াছি মাগো ভাবি সেই পদ।
দেখিব কোথায় আছে বাবা হরিচাঁদ।।
এদেশে বাবার ভক্ত আছে যত জন।
একপাক বাড়ী বাড়ী করিব ভ্রমণ।।
এত বলি যাত্রা করে দক্ষিণাভিমুখে।
ঝমণি দাঁড়ায়ে থাকে পাগলকে দেখে।।
সে মেয়ে ভাবিল মনে আজকে যাইবে।
এইরূপে আসে যায় আবার আসিবে।।
দুই দিন পরে পুনঃ সংবাদ আসিল।
জয়পুরে পাগলের লীলাসাঙ্গ হ'ল।।
শুনিয়া মূর্ছিতা হ'য়ে পড়িল ঝমণি।
পাগলের জন্য যেন হ'ল পাগলিনী।।
পরে গঙ্গাচর্ণা গ্রামে পাগল চলিল।
গঙ্গাধর বাড়ই তাহাকে দেখা দিল।।
গঙ্গাধরে বলে আন তামাক সাজিয়ে।
পরে কার্তিকের বাড়ী উঠিলেন গিয়ে।।
কার্ত্তিক তামাক খেয়ে হুঁকা থুয়ে যান।
পাগল আসিয়া সে হুঁকায় দিল টান।।
পরে রাইচরণের বাড়ীতে উঠিল।
হেনকালে গঙ্গাধর হুঁকা ল'য়ে এল।।
কার্তিকে জিজ্ঞাসা করে প্রভু গেল কই।
কার্তিকের স্ত্রী অম্বিকা বলে গেল অই।।
আপনি তামাক খেয়ে রাখিলেন হুঁকা।
ঘরে বসে তামাক খেলেন প্রভু একা।।
তারপর পাগল মণ্ডল বাড়ী গেছে।
দেখ গিয়া মণ্ডলের বাড়ীতেই আছে।।
হেনকালে সংবাদ আনিল একজন।
করেছেন জয়পুর লীলা সংবরণ।।
শুনিয়া কার্ত্তিক গঙ্গাধর রামমোহন।
পাগল পাগল বলে ধরাতে পতন।।
সে হইতে কার্ত্তিক সে তামাক সাজিয়ে।
নিত্য নিত্য রাখেন পাগলের লাগিয়ে।।
পাগলের জন্যে সবে করে হাহাকার।
কবি কহে নাহি পাবে খুঁজিলে সংসার।।

অন্তখণ্ড
প্রথম তরঙ্গ
বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রী বৈষ্ণব দাস জয় গৌরী দাস।।
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোকচন্দ্র জয় শ্রী লোচন।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময়।।
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।।

জয় জয় যশোমন্ত প্রভুর জনক।
জয় জয় রামকান্ত ভুবন পারক।।
জয় ভক্ত শিরোমণি গোবিন্দ মতুয়া।।
যার গানে হরিনামে বহি যায় ধুয়া।।
জয় বন্দ মহেশ ব্যাপারী গুণধাম।
যাহার মস্তকে নরহরি শালগ্রাম।।
জয় জয় বদন ঠাকুর গুণধাম।
উৎসবে ব্যসনে যার মুখে হরিনাম।।
শয়নে স্বপনে কিংবা মলমূত্র ত্যাগে।
যার মুখে হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে জাগে।।
জয় জয় ভক্ত প্রধান রামচাঁদ।
যিনি হন মহাপ্রভু নিত্য পরিষদ।।
জয় জয় ভজরাম চৌধুরী সুজন।
জয় স্বরূপ চৌধুরী মঙ্গল দুজন।।
কুবের বৈরাগী রামকুমার ভকত।
দন্তে তৃণ ধরি বন্দি হয়ে পদানত।।
জয় চূড়ামণি বুদ্ধিমন্ত দুটি ভাই।
হরিচাঁদে পেয়ে আনন্দের সীমা নাই।।
জগবন্ধু বলে ডাক ছাড়িত যখন।
সুমেরুর চূড়া যেন হইত পতন।।
অনন্ত প্রভুর লীলা অনন্ত ভকত।
বিধি অগোচর লীলা শুলীন্দ্র অজ্ঞাত।।
পূর্বেতে কড়ার ছিল মাতৃ সন্নিধানে।
করিবেন শেষ লীলা ঐশান্য কোণে।।
সেইহেতু ওড়াকাঁদি শেষ লীলা কাজ।
পয়ার প্রবন্ধে কহে কবি রসরাজ।।

অথ শ্রীমল্লোচন গোস্বামীর বিবরণ
লঘু-ত্রিপদী

গোস্বামী লোচন প্রেম মহাজন
বৈষ্ণব সুজন যিনি।
গ্রাম নড়াইলে জনম লভিলে
পূর্বে ছিল ভৃগুমুনি।।
নাম চূড়ামণি সাধু শিরোমণি
লোচনের হন পিতা।
তুলসী সেবন শ্রীকৃষ্ণ ভজন
কহিতেন হরিকথা।।
তাঁহার নন্দন হ'ল পঞ্চজন
করিতেন কৃষিকার্য।
তীর্থে তীর্থে বাস প্রায় বারমাস
গৃহকার্য ক'রে ত্যাজ্য।।
পাঁচটি নন্দন সকলে সুজন
শ্রীকৃষ্ণ ভজন করে।
পঞ্চ সহোদর ভজনে তৎপর
পিতা যান লোকান্তরে।।
পাঁচের প্রবীণ পরিল কৌপীন
না করিল পরিণয়।
হ'য়ে গৃহত্যাগী হইল বৈরাগী
ভিক্ষা মাগি সদা খায়।।
কিছুদিন পরে গ্রাম শিবপুরে
আখড়ায় বাস করে।
যত সব লোকে তার ক্রিয়া দেখে
ঠাকুর বলেন তারে।।
লোচন গোঁসাই দেখে শুনে তাই
ভাই গেল গৃহ ত্যাজি।
আমি কি সুখেতে থাকিব গৃহেতে
সংসার ভোজের বাজী।।
বাল্যকালাবধি করে নিরবধি
হাই ছাড়ে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বলে সদা আর বলে দাদা
কেন মোরে হ'লে বাম।।
ডাকি একদিনে ভাই তিন জনে
কহেন মধুর ভাষে।
আমিও বৈরাগী হই গৃহত্যাগী
সবে সুখে থাক বাসে।।
লোচন জননী নামেতে আহ্লানী

কথা শুনি মাতা কয়।
বাছারে লোচন শুনিয়া বচন
জীবন জ্বলিয়া যায়।।
জনক তোমার হ'ল লোকান্তর
সহোদর তব জ্যেষ্ঠ।
দুঃখিনী দেখিয়া গিয়াছে ছাড়িয়া
অন্তরে অনন্ত কষ্ট।।
কিছুদিন পর মাতা লোকান্তর
সাধু পেল অবসর।
পরিয়া কৌপীন হৈল উদাসীন
দীনহীন ক্ষুদ্রতর।।
মেগে খায় ভিক্ষা নাহি দীক্ষা শিক্ষা
নিজেই কৌপীনধারী।
হা গুরু বলিয়া ডাক ছেড়ে দিয়া
হইল দীন ভিখারী।।
কালোরূপ আলো বরণ শ্যামল
নীল কমল শরীর।
দ্বিবাহু লম্বিত অতি সুললিত
নাভিপদ্ম সুগভীর।।
শ্রীরামলোচন কহে কোন জন
নামে লোচন প্রকাশ।
কখন কখন কহে কোন জন
শ্রীরামলোচন দাস।।
হা গুরু গোঁসাই বলে ছাড়ে হাই
কখন কহিত দাদা।
মোর এ সময় থাকিবা কোথায়
হৃদয় থাকিও সদা।।
সাধুলোকে সব বলেন বৈষ্ণব
হইল বৈষ্ণবোপাধি।
কাটি কর্মভোগ ত্যাজি ন্যাসযোগ
মহারোগ নিল ব্যাধি।।
হস্ত পদাঙ্গুল হ'ল স্থুল স্থুল
ক্ষত হ'য়ে গেল খসি।
ছিল মাত্র রেখা কাষ্ঠের পাদুকা
পায় বাঁধে দিয়া রসি।।
বৃদ্ধ পদাঙ্গুল ছিল মাত্র মূল
হস্তের তর্জনী মূর্দ্ধ।
শ্রীকর যুগলে চতুর আঙ্গুলে
র'ল মাত্র অর্ধ অর্ধ।।
ক্লেদ শুকাইল ক্ষত সেরে গেল
রহে চিহ্ন অন্যাঙ্গুল।
নাসা চক্ষু লাল বদন অমল
দন্ত যেন কন্দ ফুল।।
মুখে নাহি ক্ষত কমল শোভিত
অধরে মধুর হাসি।
অধরোষ্ট প্রান্তে কুন্দসম দন্তে
হাসিতে খসিত শশী।।
শরীর মাঝেতে স্থানেতে স্থানেতে
ইচ্ছায় করিত ক্ষত।
এক ঘা সারিত আর ঘা করিত
রক্ত ক্লেদ বহির্গত।।
কখন নৌকায় গৃহস্থ আলয়
যান কখন কখন।
ক্ষুধার সময় হইত যথায়
তথা করিত ভোজন।।
ভিক্ষাপাত্র হাঁড়ি লয়ে বাড়ী বাড়ী
করিতেন সদা ভিক্ষা।
ক্ষুধার্ত হইলে খাইতে চাহিলে
কেহ না করে উপেক্ষা।।
হিন্দু কি যবনে ঘৃণা নাহি মনে
ভোজনে ছিল রীতি।
যে করে আদর খায় তার ঘর
বিচার নাহিক জাতি।।
লোহাগড়াবাসী পীতাম্বর ঋষি
খুশী হ'য়ে দিত খেতে।
অভিমান শূন্য খেত তার অন্ন

সে ধন্য হ'ল ভক্তিতে৷৷
ছিল এক ভক্তা নাম তার মুক্তা
জাতি বেবা'জের মেয়ে৷
ভকতি করিত চরণ ধরিত
খাইত সে বাড়ী গিয়ে৷৷
ঋষি পীতাম্বর ভোজনে তৎপর
ঘুচে গেল দৈন্য দশা৷
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে বেড়াত কাঁদিয়ে
ত্যজিয়ে জাতির পেশা৷৷
তর্জনী মধ্যয়ে হাত বাঁধাইয়ে
অর্ধ দ্বি অঙ্গুলী ধরে৷
অন্নেতে ব্যঞ্জন করিয়া মিশ্রণ
তুলিয়া দিত অধরে৷৷
মুকুতা বেদেনী দৈন্য ছিল ধনী
দোকানী সে মনোহারী৷
অদৈন্য সংসার হইল তাহার
গোস্বামীর সেবা করি৷৷
জয়পুর গ্রামে ওয়াছেল নামে
জাতিতে মুসলমান৷
গিয়া তার ঘরে ভোজনাদি করে
বাড়িল তাহার নাম৷৷
সে হ'ল ফকির লোকে বলে পীর
জিগীর মারিয়া ফেরে৷
লোচন বলিয়া ডাক ছেড়ে দিয়া
নাম দিয়া রোগ সারে৷৷
ত্যজে বেদাচার জাতি কুলাচার
বৈষ্ণব আচার ত্যাগী৷
তারকের আশা মানস পিপাসা
স্বামীর চরণ লাগি৷৷

স্বামীর অপরূপ রূপ ধারণ

লঘু-ত্রিপদী

কুবের বৈরাগী মহা অনুরাগী
তার বাড়ী একদিনে৷
ভিক্ষার লাগিয়া তার বাড়ী গিয়া
ভিক্ষা মাগিল যখনে৷৷
গোস্বামীর টের পাইয়া কুবের
ধরে গোস্বামীর পদ৷
অদ্য এ বাড়ীতে হবে সেবা নিতে
দিতে হইবে শ্রীপদ৷৷
দয়া উপজিল গোস্বামী বলিল
বলে শীঘ্র দেও খেতে৷
কুবের রমণী গৃহে নাই তিনি
গিয়াছেন বস্ত্র ধুতে৷৷
ত্বরান্বিত হ'য়ে কুবের আসিয়ে
বলে তাহার নারীকে৷
এস শীঘ্রগতি এসেছে অতিথি
সেবা করাব তাহাকে৷৷
কুবের রমণী কহিছেন বাণী
অতিথি এসেছেন কে৷
কুবের কহেন লোচন এলেন
সেবা করা'ব তাহাকে৷৷
কুবের রমণী রুষিয়া অমনি
কহিছে রাগের সাথ৷
তুণ্ড মহারুগে দূর করে দিগে
কে রাঁধিবে তার ভাত৷৷
কুবের রুষিয়া বাটীতে আসিয়া
নিজে যায় পাকঘরে৷
করে আয়োজন লোচন তখন
তাহা জানিল অন্তরে৷৷
গোস্বামী লোচন মধুর বচন
ডেকে কহে কুবেরেরে৷৷
যার যেই কাজ তার সেই সাজ
অন্যে কি সাজিতে পারে৷৷
বল গিয়ে মায় আমি তুণ্ড নয়
পাক করুণ আসিয়ে৷

ভাল হ'য়ে এলে ভাল পাক হ'লে
আমি খাব ভাল হ'য়ে।।
কুবের নারীকে কহিছেন সুখে
পাক কর শীঘ্র গিয়ে।
মোরে পাঠালেন স্বামী বলিলেন
খাইবেন ভাল হ'য়ে।।
কুবের রমণী কহিছেন বাণী
এই কথা নহে সাচা।
উহা না মানিব আমি না যাইব
ছাড়িয়া কাপড় কাঁচা।।
কহিছেন রাগী কি কহিলি মাগী
কুবের ক্রোধেতে পূর্ণ।
গোঁসাই লোচন কহিছে বচন
এ রাগ কিসের জন্য।।
বাছারে কুবের কপালের ফের
মাকে কেন মন্দ বল।
ক্রোধ নহে ভাল তুমি আমি ভাল
মাতাও কহিছে ভাল।।
চলহ এখন আমরা দু'জন
পাক আয়োজন করি।
মা আসিবে পরে পাক করিবারে
আমরা কি কাজে হারি।।
গোস্বামী আসিয়ে কুবেরকে ল'য়ে
রাখিয়ে নিজের ঘরে।
যাইয়া গোঁসাই সে নারীর ঠাই
কহিছেন মৃদু স্বরে।।
মা এস এখন করহ রন্ধন
ভোজন করিব আমি।
সুপুরুষ হ'য়ে খাইব বসিয়ে
দেখিতে পাইবা তুমি।।
তাহা শুনি সতী অতি শীঘ্র গতি
ভকতি করিল মনে।
অন্নাদি ব্যঞ্জন করিল রন্ধন
লোচন বসি ভোজনে।।
দেখিবারে পায় শ্যাম নীলকায়
তাহাতে উঠেছে জ্যোতি।
অধর শ্রীমন্ত শশী শোভাবন্ত
দন্ত মুকুতার পাঁতি।।
হস্ত পদাঙ্গুল অতুল রাতুল
জবা ফুল শোভাকরে।
কি অতুল পদ যেন কোকনদ
চন্দ্র পতিত নখরে।।
সে রূপ দেখিয়ে পড়ে লোটাইয়ে
দিব্য জ্ঞান পেয়ে কয়।
ডেকেছে কুবেরে তোমারে শিবিরে
শিবের ধন উদয়।।
কুবের দেখিয়া পড়িল ঢলিয়া
তাহার নারীর পায়।
চেতন পাইয়া কহিছে কাঁদিয়া
আমার মস্তকে আয়।।
তুই নারী ধন্যে এ রূপের জন্যে
করেছিলি এ ছলনা।
তোর স্পর্শ জন্য মোর দেহ ধন্য
সব শূন্য তোমা বিনা।।
কুবের গৃহিণী যেমন যক্ষিণী
তেমনি মানি তোমারে।
ভবানীর শোভা পদে দিয়ে জবা
দেখাইল কুবেরেরে।।
অদ্য তোর গুণে আমার ভবনে
দেখিতে পাইনু তাই।
এই বাঞ্ছা করি তোমা হেন নারী
জনমে জনমে পাই।।
দেখিতে দেখিতে ক্ষণেক পরেতে
সেই রূপ লুকাইল।
হরিষে বিরসে গললগ্নী বাসে
কুবের পদে পড়িল।।

ধরিয়া লোচন করি আলিঙ্গন
কহিলেন কুবেরেরে।
যা দেখ নয়নে তোমাদের গুণে
যার কাজ সেই করে।।
ধন্য সে কুবের ধন্যে এ ভবের
লোচনের পদ সেবি।
শ্রবণে মঙ্গল হরি হরি বল
রচিল তারক কবি।।

শ্রীমল্লোচন গোস্বামীর জয়পুর গমন

পয়ার

গোস্বামী বেড়ান সদা তরণী বাহিয়া।
কখন বা পদব্রজ বেড়ান ভ্রমিয়া।।
ভাদ্র মাসে এক দিন তরীখানি ল'য়ে।
একা চলেছেন সাধু সে তরী বাহিয়ে।।
ধীরে ধীরে চলেছেন তরীখানি ভগ্ন।
তুণ্ড হাতে ধরে ডাণ্ডি করে করি লগ্ন।।
নৌকা বেয়ে এসেছেন লোচন ঠাকুর।
ধীরে ধীরে উত্তরিল এসে জয়পুর।।
বরষায় জলমগ্ন বাড়ীর নিকটে।
বসিছে তারক সে বাড়ীর পূর্ব ঘাটে।।
হরিচাঁদ রূপ চিন্তা বসিয়াছে একা।
হেনকালে গোস্বামী আসিয়া দিল দেখা।।
তারকে জিজ্ঞাসা করে তারকের কথা।
বলহে এখানে তারকের বাড়ী কোথা।।
গোস্বামীকে দৃষ্টি করি তারক চিনিল।
পূর্বে একদিন ওঢ়াকাঁদি দেখা ছিল।।
ওঢ়াকাঁদি শ্রীধামে তারক গিয়াছিল।
সে দিন গোস্বামী ধামে উপস্থিত হ'ল।।
ও হরি! ও হরি! বলে গোস্বামীজী ডাকে।
মহাপ্রভু ডাক শুনে পরম পুলকে।।
তাহা শুনি তারক ভাবিল মনে মনে।
হেন সুধামাখা ডাক ডাকে কোন জনে।।
সামান্য মানুষ না হইবে এই জন।
ইচ্ছা হয় সেবা করি যুগল চরণ।।
বাহির বাটীতে বসি ভাবিতেছি তাই।
নিকটে আসিয়া তবে জিজ্ঞাসে গোঁসাই।।
এখানে বসিয়া বাপ! কি ভাবিছ মনে।
বল শুনি তোমার বসতি কোনখানে।।
বিনয় তারক কহে শুনহে ঠাকুর।
তারক আমার নাম বাড়ী জয়পুর।।
গোঁসাই বলেন তুমি না ভাবিও আর।
ভিক্ষায় যাইয়া থাকি মধুমতী পার।।
দেশে দেশে যখন মাগিয়া খাই ভিক্ষা।
মনন থাকিলে পরে হ'তে পারে দেখা।।
টুণ্ডা হাত পদ মোর বেড়াই হাঁটিয়া।
পদের নীচায় কাষ্ঠ পাদুকা বাঁধিয়া।।
দুই চারি পদ হাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
মহাপ্রভু সঙ্গে রঙ্গে কথা ক'ন গিয়া।।
ডেকে বলে ওহে হরি তুমিত গোঁসাই।
আসিলে তোমার বাড়ী বড় ভাল খাই।।
সেই জন্য আসি আমি সময় সময়।
তোমার বাটীতে বড় ভাল পাক হয়।।
লক্ষ্মীর হাতের পাক অন্নাদি ব্যঞ্জন।
কৃষ্ণের নৈবিদ্য আমি করি যে ভোজন।।
হরিচাঁদ প্রভু ক'ন থাক এ বেলায়।
কৃষ্ণের নৈবিদ্য যেন তোমা হ'তে হয়।।
থাকিল লোচন হ'ল ভোজন সময়।
চারিদণ্ড রাত্রিকালে বসিল সেবায়।।
ঠাকুরে বলেন হরি! তুমিও বসহ।
আমি এই বসিলাম মাতাকে বলহ।।
দুই ঘরে দুই প্রভু বসিল সেবায়।
উত্তরের ঘরে হরিচাঁদ দয়াময়।।
পূর্ব ঘরে পিড়িপরে বসিল লোচন।
লক্ষ্মীমাতা দেন অন্ন হ'য়েছে রন্ধন।।
ভোজন করেছে আর বলেছে লোচন।

বড়ই সুপক্ক স্বাদু সুক্তার ব্যঞ্জন।।
হেন ব্যঞ্জনাদি আমি কোথাও না পাই।
তোমার মন্দিরেতে উদর পুরে খাই।।
শান্তিমাতা ব্যঞ্জন দিলেন দুইবার।
তাহা শুনি ব্যঞ্জন দিলেন আরবার।।
আরবার বলে হরি খাইলাম ভাল।
কিবা সুব্যঞ্জন মম রসনা রসিল।।
নদীয়ায় শচীসুত ছিলেন ভিখারী।
তার বাড়ী পেটপুরে খাইবারে নারি।।
গৃহস্থ হ'য়েছ ভাল হইয়াছে ভাল।
মাতা ভাল পাক ভাল খাই আমি ভাল।।
তাহা শুনি মহাপ্রভু লক্ষ্মীমাকে কয়।
পুনঃ ব্যঞ্জনাদি দেহ গোস্বামী সেবায়।।
এইরূপে ব্যঞ্জন লইল পঞ্চবার।
প্রভু হরিচাঁদ বলে না লইও আর।।
তাহা শুনি লোচন ভোজন করে ক্ষান্ত।
হীননিদ্রা জেগে থেকে নিশি করে অন্ত।।
সে হইতে তারকের বাঞ্ছা ছিল মনে।
হেন গোস্বামীর সঙ্গ পা'ব কতদিনে।।
হেন প্রভু তারকের ঘাটেতে উদয়।
গলে বস্ত্র করজোড়ে তারক দাঁড়ায়।।
তারক কহিছে প্রভু আমি সে তারক।
আপনার দরশনে শরীর পুলক।।
ঘাটে নৌকা লাগাইল তারক তখনে।
আনন্দে গোস্বামী ল'য়ে চলিল ভবনে।।
সে হইতে গোঁসাই রহিল সপ্ত বর্ষ।
পূর্ণানন্দ সদা সবে নাহিক বিমর্ষ।।
সময় সময় যাইতেন অন্য স্থানে।
বেশী হ'লে থাকিতেন দুই তিন দিনে।।
তারকের হ'ত যবে একান্ত মনন।
মন বুঝে এসে দেখা দিতেন তখন।।
দশদিন এক পক্ষ কিংবা মাসান্তর।
একারম্ভে থাকিয়া যাইত পুনর্বার।।

কোলাগ্রামে যাইতেন সাধনার ঘরে।
দিন দশ দ্বাদশ থাকিত তথাকারে।।
তারকের হ'ত যদি দেখিবারে মন।
কোলাগ্রামে গিয়া করিতেন দরশন।।
সাধনার বাটী ভক্তি পাইত প্রচুর।
দশ বারো দিন পর যেত জয়পুর।।
কোলাগ্রামে বসতি নামেতে আরাধন।
আরাধন দশরথ ভাই দুই জন।।
ভোলানাথ খুল্লতাত দশরথ নামে।
বড়ই সুখের বাস ছিল কোলাগ্রামে।।
তার জ্যৈষ্ঠ তনয় নামেতে নবকৃষ্ণ।
মথুরানাথ নামেতে তাহার কনিষ্ঠ।।
আরাধন পুত্র ভোলানাথ নাম ধর।
দশরথ নন্দন যাদব কোটিশ্বর।।
দশরথ গৃহিণী সে ফেলী নামে ধনী।
গোস্বামীকে বড় ভক্তি করিতেন তিনি।।
তাহাকে লোচন ডাকিতেন মা বলিয়ে।
ডাক শুনিতেন মাতা অতি হর্ষ হ'য়ে।।
যাদবের মা বলিয়া ডাকিত কখন।
জ্যেঠি বলে কখনো করিল সম্বোধন।।
শ্রীনবকৃষ্ণের চারি পুত্র দুই কন্যা।
জ্যেষ্ঠা কন্যা সাধনা সাধনে বড় ধন্যা।।
সনাতন নামে ছিল ইহাদের জ্ঞাতি।
এক বাড়ী তিন ঘর করিত বসতি।।
তিন ঘর গৃহস্থ একটি বাড়ী পর।
নাহি ভিন্ন ভাব যেন ছিল একতর।।
গণনাতে লোক ত্রিশ ঊনত্রিশ জন।
ছোট বড় নামে প্রেমে মত্ত সর্বজন।।
তার মধ্যে সাধনা নামেতে ছিল যিনি।
সাধনে তৎপরা ছিল যোগেতে যোগিনী।।
অন্নত্যাগী ফলাহারী নিদ্রা না যাইত।
শীতকালে শয্যাতে না শয়ন করিত।।
কটিবেড়া বাসমাত্র গায় নাহি দিত।

ভূমে বাস যোগাসনে যোগেতে বসিত।।
কোলাগ্রামে গোস্বামী লোচন দেব আসি।
সাধনার নিকট থাকিত অহর্নিশি।।
অমায়িক মায়া বাৎসল্যের একশেষ।
গোস্বামী সঙ্গেতে বঞ্চে নাহি কোন ক্লেশ।।
কোন কোন দিন যাইতেন ভিক্ষা জন্য।
জ্ঞান হ'ত বাড়ী যেন হইয়াছে শূন্য।।
সবে চেয়ে রহিত গোঁসাই আশা পথে।
শান্ত হ'ত গোস্বামীজী আসিলে বাটীতে।।
গৃহকার্য করে থাকে গোস্বামী আশায়।
গোঁসাই আসিলে বড় হরষিত হয়।।
পুরুষেরা কার্যন্তরে যাইত যখনে।
গোস্বামীর কাছে যাব সদা ভাবে মনে।।
দিবা ভরি কার্য করি যবে সন্ধ্যা হ'ত।
গোস্বামীর নিকটে এসে সকলে বসিত।।
প্রেমাবিষ্ট অনুক্ষণ থাকিত সবায়।
বাহ্যহারা হ'য়ে কোন নিশি গত হয়।।
এইভাবে জয়পুর থাকেন গোঁসাই।
সময় সময় যেত সাধনার ঠাঁই।।
যেই ভক্ত সেই হরি ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছে আপনি শ্রীহরি।।
মহানন্দ চিদানন্দ রচিতে পুস্তক।
আদেশে প্রকাশে কবি বাসনা তারক।।

অবিশ্বাসী দ্বিজের ভ্রান্তি মোচন

পয়ার

মাঝে মাঝে যান প্রভু ভিক্ষা করিবারে।
ভিক্ষা করি আসিতেন বেলা দ্বিপ্রহরে।।
একজন দ্বিজ তার বাড়ী উলা গ্রাম।
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তিনি ষষ্ঠীচন্দ্র নাম।।
কোলাগ্রামে এসেছিল সাধনার বাটীতে।
দেখিলেন গোস্বামীকে ভকতি করিতে।।
তাহা দেখি ব্রাহ্মণের মনে হ'ল ঘৃণা।
একে যে ভকতি করে নির্বোধ সে জনা।।
অল্প বিদ্যা বুদ্ধিহীন নমঃশুদ্র জাতি।
কারে কি জানিয়া এরা করিছে ভকতি।।
সাধনার পিতাকে বলেন সে ব্রাহ্মণ।
ইহাকে ভকতি কর কিসের কারণ।।
মেয়ে তব সতী সাধ্বী যোগিনীর প্রায়।
কি লাগি দিয়াছ সপে ও টুণ্ডার পায়।।
তাহা শুনি নবকৃষ্ণ বলে ব্রাহ্মণেরে।
সাধুসেবা সবে মিলে করি হর্ষান্তরে।।
কৃষ্ণতুল্য ব্যক্তি ইনি গ্রন্থে লেখে এই।
সর্বরোগী ভোগী ত্যাগী কৃষ্ণতুল্য সেই।।
ব্রাহ্মণ কহিছে ভাল পেয়েছ গোঁসাই।
মহা পাপে মহা রোগ হস্ত পদ নাই।।
নবকৃষ্ণ ক্রোধভরে কহে ব্রাহ্মণেরে।
সাধু নিন্দা কর না এ বাড়ীর উপরে।।
ব্রাহ্মণ চলিল বড় বিমর্ষ মনেতে।
কি বুঝিয়া সাধু বলে না পারি বুঝিতে।।
ক্রোধ দেখি দ্বিজবর অবাক হইল।
সাত পাঁচ ভেবে শেষে বাড়ী চলে গেল।।
আর এক দিন প্রভু আসে উলা হ'তে।
আমাদায় গিয়ে ছিল ভিক্ষার জন্যেতে।।
উলার কুঠির পরে দ্বিজবর ছিল।
গোঁসাই এসেছে বেগে দেখিতে পাইল।।
দ্বিজ গোস্বামীকে দেখে ভাবিতেছে মনে।
টুণ্ডা বেটা এত বেগে চলিছে কেমনে।।
দেখিয়া চিনিল এই সেই টুণ্ডা বেটা।
অঙ্গেতে গলিত কুষ্ঠ সাধু বলে কেটা।।
দশরথ মণ্ডলের বাড়ী গিয়া রয়।
পরম ভকতি করে তাহারা সবায়।।
গোস্বামী লোচন আগে ব্রাহ্মণ পশ্চাতে।
চলিছেন মৌন হ'য়ে ভাবিতে ভাবিতে।।
লোচনের শরীর ছিল যে পরিমাণ।
দ্বিগুণ বলিষ্ঠ দেহ করিছে প্রয়াণ।।

ব্রাহ্মণ দেখিয়া তাহা গণে চমৎকার।
ধাবমান হইল লোচনে দেখিবার।।
নবীন মেঘের বর্ণ যাইতেছে দেখা।
উপরে উঠিছে যেন অনলের শিখা।।
হস্ত পদাঙ্গুলী দেখে অক্ষত সম্পূর্ণ।
নাহি কুষ্ঠরোগ সূর্য মেঘেতে আছন্ন।।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ বড় মানিল বিস্ময়।
ভাল করে দেখিবারে ধাবমান হয়।।
ধরিতে না পারে, নারে নিকটে যাইতে।
যত দূর দূরে আছে ততই দূরেতে।।
গোস্বামী হাঁটিছে স্বাভাবিক ব্যবহারে।
ব্রাহ্মণ দৌড়িয়া কাছে যাইতে না পারে।।
ব্রাহ্মণ যাইত দীঘলিয়া নিমন্ত্রণে।
জ্ঞান হারাইয়া যায় গোস্বামীর সনে।।
গোস্বামী উঠিল নবকৃষ্ণের প্রাঙ্গণে।
তামাক খাইব বলে ডাকিল সাধনে।।
পুরুষ বলিতে কেহ বাড়ীতে ছিল না।
যতনে তামাক সেজে দিলেন যতনে।।
ব্রাহ্মণ আসিয়া পরে হৈল উপস্থিত।
অমনি লোচন উঠে চলিল ত্বরিত।।
ভিক্ষা পাত্র রাখি সাধনার নিকটেতে।
ঘাটে গিয়া নামিলেন জলের মধ্যেতে।।
দ্বিজ ষষ্ঠী কহে ধন্য ধন্য তোরা সব।
নমঃশুদ্র কূলে জন্ম নমস্য বৈষ্ণব।।
মানুষ চিনিয়া সবে হয়েছ মানুষ।
ব্রহ্ম কূলে জন্ম ল’য়ে আমরা বিহুশ।।
কই সেই টুণ্ড প্রভু গেছেন কোথায়।
সাধনা কহিছে এইমাত্র ঘাটে যায়।।
ব্রাহ্মণ যাইতেছিল নদীর ঘাটেতে।
স্নান করি আসে ফিরি দেখা হয় পথে।।
একমাত্র কৌপীন কটিতে দড়ি গ্রন্থি।
সিক্ত অঙ্গে এসেছেন ক্লান্তভাব অতি।।
পূর্ব্ববৎ ক্ষত অঙ্গ অঙ্গুলি বিচ্ছিন্ন।
টুণ্ড হস্ত টুণ্ড পদ কত ক্ষত চিহ্ন।।
দাদা! দাদা! বলিয়া কাতরে ছাড়ে ডাক।
দেখিয়া শুনিয়া দ্বিজ হইল অবাক।।
কি দেখিনু কি হইনু কি করিনু ধার্য।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া বড় মানিল আশ্চর্য।।
হেনকালে ভোলানাথ আসিল বাটীতে।
লোচন চলিয়া গেল সাধনার সাথে।।
সাধনার পশ্চিমের গৃহেতে বসিল।
ব্রাহ্মণ আসিয়া কতক্ষণ চেয়ে র’ল।।
ফিরে গিয়া বলিলেন ভোলানাথ ঠাই।
দ্বিজ বলে কি বলি আমাতে আমি নাই।।
দুই চক্ষে বারি ধারা বক্ষঃ ভেসে যায়।
ভোলানাথ নিকটেতে কেঁদে কেঁদে কয়।।
শুন ওহে ভোলানাথ কি বলিব আর।
টুণ্ড বেটা বলেছিল অবজ্ঞা আমার।।
তার প্রতিফল পাইলাম হাতে হাতে।
আমি যাহা দেখিয়াছি না পারি কহিতে।।
ভোলানাথ বলে দ্বিজ কি বলিবা আর।
আমার গোঁসাই হয় ব্রাহ্মণ উপর।।
ওঢ়াকাঁদি বাবা মোর স্বয়ং অবতার।
ঘুরে ফিরে লীলা করে চেলা বেলা তার।।
অন্য অন্য যুগে যত অবতার হন।
এ যুগের ভক্ত তাহা হ’তে বলবান।।
টুণ্ড হ’য়ে থাকে প্রভু আমার বাটীতে।
বাবা হরিচাঁদ ভক্ত কে পারে চিনিতে।।
যদি কিছু দেখে থাক কাহারে না কও।
দেখিয়াছ ভাগ্যক্রমে চুপ করে রও।।
জাননা শুননা কিবা গাও বরাবরি।
সুধা গৌর নয়রে আমার গৌর হরি।।
অপরূপ রূপ কিবা মধুর মাধুরী।
কখনও পুরুষ হয় কখনও বা নারী।।
শুনিয়া ঠাকুর আর বাক্য না স্ফুরিল।
ব্রাহ্মণ অনেক ক্ষণ মৌন হ’য়ে র’ল।।

কবি ভাবি' কহে ভাই রবি ডুবে গেল।
লোচনের প্রতি সবে হরি হরি বল।।

গোস্বামীর ভিক্ষা বিবরণ

পয়ার

ভিক্ষা করি গোস্বামী বেড়ান সর্বক্ষণ।
প্রাতঃ হ'তে দ্বিপ্রহর ভিক্ষায় ভ্রমণ।।
ভিক্ষার তণ্ডুল রাখিতেন যার ঘরে।
বলিতেন তণ্ডুল বিক্রয় করিবারে।।
কতক তণ্ডুল রাখি তারকের ঘরে।
বলিতেন তারকে বিক্রয় করিবারে।।
একদিন জয়পুর তারকের বাটী।
গৃহমধ্যে বসিয়া আছেন মাত্র দুটী।।
হেনকালে একজন তণ্ডুল কিনিতে।
উপস্থিত হইলেন সন্ধ্যার অগ্রেতে।।
বলিল তণ্ডুল নাকি আছে তব ঘরে।
বিক্রয় করহ যদি দেহত আমারে।।
তারক বলিল আছে রেখেছে গোঁসাই।
কি দরে খরিদ কর বল শুনি তাই।।
খরিদ্দার বলে ডর সকলের জানা।
বাজারের দর এক সের এক আনা।।
তারক তণ্ডুল এনে তার ঠাই দিল।
পাঁচ আনা দাম দিয়া পাঁচ সের নিল।।
তারকের নিকটেতে গোঁসাই বসিয়া।
বলিছেন মিষ্টভাষে হাসিয়া হাসিয়া।।
তণ্ডুলের মূল্য কেন পাঁচ আনা লও।
দশ পাই রেখে আর ফিরাইয়া দাও।।
আনা আনা লও যদি তণ্ডুলের দাম।
মন্বন্তর বলি তব হইবে দুর্নাম।।
তণ্ডুলের এক সের হ'লে অর্ধ আনা।
কিনিতে বেচিতে কোন আটক থাকে না।।
কিনিতেও ভাল আর বেচিতেও তাই।
উভয়ের মনে কোন গোলমাল নাই।।
তারক বলিল প্রভু কেন কর মানা।
বাজার চলিত দর সের এক আনা।।
গোঁসাই কহিল মূল্য অর্ধ আনা নিব।
দাম জানিবারে কেন বাজারেতে যা'ব।।
সাধুর বাজার বেদ বেদান্তের পার।
সৃষ্টি ছাড়া বেদ ছাড়া সাধুর বাজার।।
গুরু তরুমূলে আনন্দ বাজারে থাকি।
ভবের লোভের হাটে আর কিরে ঢুকি।।
ভিক্ষার তণ্ডুল খাস ভাণ্ডারের ধন।
দরাদরি দিয়া কিবা আছে প্রয়োজন।।
এত শুনি তারক লইল দশ পাই।
দশ পাই ফিরাইয়া দিলেন গোঁসাই।।
সেই হ'তে ভিক্ষার তণ্ডুল যত হয়।
অর্ধ আনা মূল্যে সব করেন বিক্রয়।।
চারিটাকা জমা হ'ল তারকের ঠাই।
চারি টাকা নৌকা হ'তে আনিল গোঁসাই।।
তারকেরে বলে এই টাকা তুমি লহ।
তারক বলিল প্রভু কেন টাকা দেহ।।
গোঁসাই বলিল এই টাকা দিব কেনে।
তোমাকে দিতে পারিলে শান্তি হয় প্রাণে।।
তারক কহিছে প্রভু তব প্রাণে শান্তি।
এ বাক্য মানিতে বড় আমার অশান্তি।।
আমি কেন গ্রহণ করিব তব স্থান।
তব কৃপাবলে মম হইবে কল্যাণ।।
সামান্য অর্থের দ্বারা তুষিবে আমারে।
বালকে পুতুল দিয়া মোহে যে প্রকারে।।
অতুল রাতুল পদ দেহ মস্তকেতে।
অন্যকে তুষিও প্রভু সামান্য ধনেতে।।
শুনিয়া গোঁসাই তবে কহিছে গর্জিয়া।
তবে মোর টাকা দেহ শীঘ্র ফিরাইয়া।।
তারক আনিয়া টাকা রাখিল চরণে।
প্রভু বলে টাকা রাখ তব সন্নিধানে।।
তব বাড়ী থাকি আমি শীতে কষ্ট পাই।

একখানি কাঁথা হ'লে গায় দিব তাই।।
গৃহ হ'তে তারক আনিল এক কাঁথা।
গোস্বামীর পাদ পদ্মে রাখিলেন তথা।।
গোঁসাই বলেন ঘরে কাঁথা এস থুয়ে।
একখানি কাঁথা দেহ কিনিয়ে আনিয়ে।।
তারক বলিল কাঁথা কেহ নাহি বেচে।
গোঁসাই বলিল কায়স্থ বাটীতে আছে।।
বাটীর নিকটে তব পশ্চিম দিকেতে।
বিধবা দুইটি মেয়ে আছে সে বাড়ীতে।।
সিংহ বাটীতে গেলে কাঁথা পারিবা কিনিতে।
শুনিয়া তারক যান তাদের বাটীতে।।
জিজ্ঞাসিল কাঁথা নাকি করিবা বিক্রয়।
তাহারা বলিল খরিদ্দার পেলে হয়।।
অমনি রমণী কাঁথা করিল বাহির।
নিধার্য করিল মূল্য দুই টাকা স্থির।।
আনিয়া দিলেন টাকা গোস্বামীর স্থানে।
দুই টাকা মূল্য হ'ল বলিল তখনে।।
আইল সিংহের নারী মূল্য লইবারে।
তারক দিলেন মূল্য দুই টাকা তারে।।
গোস্বামী কহিছে কথা কাঁথাখান খুলে।
এ কাঁথার মূল্য তুমি কয় টাকা দিলে।।
সুন্দর সেলাই, নাহি এ কাঁথার তুল্য।
এ কাঁথার হইবেক চারিটাকা মূল্য।।
এ কাঁথার মূল্য হইবেক চারিটাকা।
দুই টাকা দিব কেন আমি নহে বোকা।।
স্বামীর নিকটে তবে কহে দুই নারী।
গললগ্নী কৃতবাস করজোড় করি।।
কি কারণে চারিটাকা মূল্য মোরা নিব।
লইব সাধুর টাকা পাপিনী হইব।।
তোমরা বিধবা নারী গোস্বামী কহয়।
কেহ কিছু সাহায্য করিলে ভাল হয়।।
কাঁথা মূল্য দুই টাকা কর অনুমান।
আর দুই টাকা আমি করিলাম দান।।
অবশ্য আমার বাক্য করহ গ্রহণ।
কদাপি আমার বাক্য না কর হেলন।।
সাধু বলে আমারে করহ যদি গণ্য।
বাক্য না রাখিলে হবে সাধুর অমান্য।।
চারিটাকা নিল তারা সন্তুষ্ট হইয়া।
গোস্বামী সন্তুষ্ট হ'ল চারিটাকা দিয়া।।
ভাদ্রমাসে একদিন বৈকাল বেলায়।
গোঁসাই আসিয়া ঘাটে হাঁটিয়া বেড়ায়।।
বরষার জল গেছে বাড়ীর নিকট।
জলকূল জড়াইয়া নির্মাইল ঘাট।।
কাষ্ঠবেচা নৌকা যায় লোহাগড়া হাটে।
ডাক দিয়া সেই নৌকা লাগাইল ঘাটে।।
তারক আসিল সেই কাষ্ঠ কিনিবারে।
কাষ্ঠ কিনিলেন নয় আনা ঠিক করে।।
কাষ্ঠ নামাইয়া দিল কাষ্ঠ বিক্রেতারা।
ফেদিগ্রামে বসতি মুসলমান তারা।।
নয় আনা মূল্য এনে তারক দিয়াছে।
কি কর কি কর ডেকে ঠাকুর কহিছে।।
তারক বলেছে এ কাষ্ঠের দাম দেই।
গোস্বামী বলেন তুমি কর নাকি এই।।
কত কষ্টে কাষ্ঠ বেচে হইয়া দুঃখিত।
বুঝে এর মূল্য দেওয়া তোমার উচিৎ।।
তারক কহিছে যে সময় হ'ল কেনা।
দাম ঠিক ইহার করেছি নয় আনা।।
সাধু কহে নয় আনা দিতে পারিবা না।
আর চারি আনা দিয়া দেহ তের আনা।।
মেয়ারা কহিছে মোরা বেশী কেন নিব।
নয় আনা বেচিয়াছি তাহা ল'য়ে যাব।।
লোচন কহিছে দাম নেও তের আনা।
তাহা না নিলে নিতে হবে সতর আনা।।
মেয়ারা কহিছে সাধু চরণে সেলাম।
ন' আনার বেশী মোরা না লইব দাম।।
তারক দিলেন এক টাকা এক আনা।

মেয়ারা কহিছে তাহা নিতে পারিব না।।
তের আনা দিয়া শেষে করে সাধাসাধি।
তারা কহে বেশী নিলে হ’ব অপরাধী।।
তোমরা বলহ পাপ মোরা কহি গোনা।
মুখের যবান গেলে কিছুই থাকে না।।
দুনিয়ায় খাঁটি যার মুখের যবান।
দুনিয়ার মধ্যে সেই খাঁটি মুসলমান।।
নয় আনা নিয়া তারা অতিরিক্ত মূল্য।
কূলে ফেলে দিয়া, নৌকা ভাসাইয়া দিল।।
লোচন তারকে কহে এইত ক্ষমতা।
মূল্য দিতে পারিলে না গেল মোর কথা।।
তারক টানিয়া ধরে নৌকা মেয়াদের।
তোমরা নিলেনা মূল্য মোর কর্ম্মফের।।
আমাদের গুরু তোমাদের মুরশিদ।
গুরু বাক্য শিরোধার্য সবার সুহৃদ।।
লয়ে যাও দোষ নাই নিজে ভেঙ্গে খাও।
অথবা ফকিরে দিয়া খয়রাৎ দেও।।
অতিরিক্ত মূল্য তারা দুই আনা নিল।
হাটে গিয়া খোদার নামেতে লুঠ দিল।।
গোস্বামীর নৌকা মেরামত করিবারে।
নৌকাখান উঠাইল নদীর কিনারে।।
তারক আনিয়া নৌকা দিল ধৌত করি।
পরিষ্কার করে তরী বলে হরি হরি।।
ধর্ম্মনারায়ণ পুত্র ঈশান নামেতে।
নৌকা ধৌত করে তারকের সাথে সাথে।।
পাড়িল গাছের ডাব ঢেঁকিতে কুটিল।
তারক ঈশান দোঁহে রস বানাইল।।
সেই রস করিবারে নৌকায় লেপন।
তারক গাবের হাঁড়ি আনিল যখন।।
লোচন কহিছে ওহে তারক থাকহ।
অন্যে দিয়া গাব দিব তুমি রহ রহ।।
গাওনি করিল নৌকা ডাকি ঈশানেরে।
গাব দিতে পাইলেন হৃদয়নাথেরে।।
গোঁসাই দয়াল বড় অভিমান শূন্য।
সে হৃদয়নাথের অবস্থা বড় দৈন্য।।
দুইদিন গাব দিল মেরামত করি।
তৃতীয় দিবসে জলে ভাসাইল তরী।।
তারপর ডাকাইল হৃদয়নাথেরে।
নৌকা মেরামত মূল্য দিব যে তোমারে।।
চারি টাকা দিল তারে নিল সে যতনে।
তারক বলেরে হৃদে এত নিলি কেনে।।
হৃদয় বলিল গোস্বামীর পদ ধরি।
এই টাকা দেহ কেন মনে শঙ্কা করি।।
দুইদিন খাটিয়াছি পাব অর্ধ টঙ্কা।
চারি টাকা নিতে প্রভু মনে করি শঙ্কা।।
গোস্বামী বলেন আমি ভিক্ষা করি খাই।
পুঁজিকরে খেতে দিব হেন কেহ নাই।।
দীন জনে দিব দান এই মোর মন।
নীরু ভীরু লোক মোর পুত্র পরিজন।।
আমি দেই দয়া করে নেও হ’য়ে রাজি।
এই টাকা দিয়া কর ব্যবসার পুঁজি।।
তারক নীরব হ’ল সে কথা শুনিয়া।
হৃদয় লইল টাকা সন্তুষ্ট হইয়া।।
ভিক্ষার তণ্ডুল বিক্রি করিতে করিতে।
ক্রমে চৌদ্দ টাকা হ’ল গোস্বামীর হাতে।।
তারকের নিকটে কহিছে বারে বারে।
এই টাকা দিয়া আমি তোষিব কাহারে।।
একদিন সেই চৌদ্দ টাকা ল’য়ে সাথে।
নৌকাবাহি গেল লক্ষ্মীপাশা বাজারেতে।।
রাধামণি নামে ছিল বৃদ্ধা এক বেশ্যা।
দিন পাত নাহি চলে না চলে ব্যবসা।।
গোস্বামী যাইয়া সেই গৃহেতে প্রবেশে।
হেসে হেসে কহে তারে মৃদু মৃদু ভাষে।।
একেবারে বৃদ্ধা নয় এমতি বয়স।
বৃদ্ধামধ্যে গণ্য হয় প্রৌঢ়ার যে শেষ।।
রাধামণি বাহিরেতে ছিল কার্যান্তরে।

বারে বারে ডাকে তারে শীঘ্র আয় ঘরে।।
রাধামণি যেই গেল গৃহের মাঝেতে।
সেই চৌদ্দ টাকা দিল রাধামণি হাতে।।
রাধামণি ভীত হ'য়ে বাহিরেতে গিয়ে।
নৃত্যমণি বেশ্যাস্থানে বলিল ডাকিয়ে।।
নৃত্যমণি সেই টাকা গোস্বামীকে দিল।
গোঁসাই বিরস মনে ফিরিয়া আসিল।।
লোচন আনিয়া টাকা দিল তারকেরে।
পরদিন নৃত্যমণি আসিয়া বাজারে।।
তারকেরে দেখে বলে গোপনেতে ডাকি।
কেমন গোঁসাই তব মোরে বল দেখি।
যারে তারে ভকতি করেন মহাশয়।
আমাদের তত বড় বিশ্বাস না হয়।।
রাধামণি বৃদ্ধা মাগী তার ঘরে এসে।
চৌদ্দ টাকা সাধে আর মৃদু মৃদু হাসে।।
বলে তোর এখনে ত নাহিক যৌবন।
তোর দশা মোর দশা সমান এখন।।
তুই বৃদ্ধা কি কারণ থাকিস বাজারে।
আমি রোগী ভিক্ষামাগি নগরে নগরে।।
অর্থহেতু অনর্থের কিবা প্রয়োজন।
তোর ভাল হবে তুই মোর কথা শোন।।
তারক শুনিয়া তাই নৃত্যকে বলিছে।
এ কথার মধ্যে কিবা দোষ কথা আছে।।
টাকা যদি সাধিবেন কাম ব্যবহারে।
কেন টাকা সাধিল না যুবতী নারীরে।।
রূপবতী বেশ্যা কত আছে ত বাজারে।
কেন বা না গেল সাধু তার এক ঘরে।।
রূপ নাই গুণ নাই প্রৌঢ়া শেষ বৃদ্ধা।
এটুকু বুঝিয়া দেখ কোনভাবে শ্রদ্ধা।।
তাহা শুনি নৃত্যমণি গলে বাস দিয়া।
বলে অপরাধ ক্ষম সাধুকে আনিয়া।।
তারক আসিয়া বাটী লোচন সম্মুখে।
জিজ্ঞাসিবে মনোভাব, কথা নাহি মুখে।।
অমনি লোচন হাসি কহিছে তারকে।
কিছু কি জিজ্ঞাসা নাকি করিবা আমাকে।।
কি কহিছে নৃত্যমণি অবলা সে নারী।
টাকা সাধিয়াছি রাধামণি দুঃখ হেরি।।
বৃদ্ধ হ'লে বেশ্যা হয় হরি পরায়ণা।
এ সময় বেশ্যাবৃত্তি তার ত' সাজে না।।
অর্থ জন্য বেশ্যা হয় হ'য়ে দায় ঠেকা।
দুষ্ট কার্য হ'বে ত্যজ্য তাতে দেই টাকা।।
বলিয়াছি দুষ্ট কার্য তেয়াগিয়া থাক।
ভিক্ষামাগি খাওয়াইব হরি বলে ডাক।।
উদর চিন্তায় কেন কুকাজের লোভী।
হরি বলে মেগে খাব হওগো বৈষ্ণবী।।
আমি দিব চৌদ্দ টাকা তুমি কিছু দেও।
পরমার্থ তত্ত্ব নিয়া ভিক্ষা মেগে খাও।।
তুমিত মোহান্ত ভাল থাক এই দেশে।
ওরা কেন ভাল হয় না তোমার বাতাসে।।
যশাই বৈরাগীর ছেলে হ'য়েছে ঠাকুর।
তার প্রেম বন্যা এসে লাগে জয়পুর।।
তুমি জয়পুর সাধনের বাড়ী কোলা।
প্রেমভক্তি দেয় হরি করি শেষ লীলা।।
কোলা আর জয়পুর প্রেম চলাচল।
এর মধ্যে কেন থাকে দুষ্ট আর খল।।
যাহা ভাল বুঝি তাহা করিয়াছি আমি।
ভাল মন্দ বিচার করিয়া লহ তুমি।।
তুমি বহু শাস্ত্র জান পড়িয়াছ কত।
মুখস্থ করেছ চৈতন্য চরিতামৃত।।
তাহাতে যাহা লিখিল তাত প'ড়ে থাক।
মঙ্গলাচরণ পদ বিচারিয়া দেখ।।
কৃষ্ণভক্ত বাধা যত শুভাশুভ কর্ম।
সেওত জীবের এক অজ্ঞানতঃ ধর্ম।।
লজ্জ ঘৃণা অষ্টপাশ সকল উঘারি।
শুভাশুভ যত কর্ম দিতে হবে ছাড়ি।।
কৃষ্ণভক্ত হবে ত বিচার সব ফেল।

পর উপকারী হ’য়ে হরি হরি বল।।
লোচনের লীলা খেলা অলৌকিক কাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

হীরামন ও লোচন গোস্বামীর বাদানুবাদ
পয়ার

রাউৎখামার গ্রামে গোস্বামী লোচন।
তথায় উদয় এসে হৈল হীরামন।।
গুরুচরণ বালার প্রাঙ্গণে বসিয়া।
বকিতেছে হীরামন ক্রোধিত হইয়া।।
হীরামনে সর্বজনে দণ্ডবৎ করে।
পদধূলি কেহ তুলি লইতেছে শিরে।।
ক্রোধযুক্ত তাহাতে হইয়া হীরামন।
বকাবকি যাহা মুখে বলিছে তখন।।
রমণীর গুহ্যাস্থন অপভ্রংশ ভাবে।
উচ্চারণ করিছেন ক্রোধের প্রভাবে।।
অনেকক্ষণ হীরামন বকিতে লাগিল।
ক্রোধভরে লোচন উঠিয়া দাঁড়াইল।।
লোচন কহিছে ডেকে হারে হীরামন।
হেন বাক তোরে শিখায়েছে কোন জন।।
হরি ঠাকুরকে দেখে হইলি পাগল।
সেই নাকি তোরে শিখায়েছে এই বোল।।
কি বোল বলিয়া করেছিস ডাকাডাকি।
তুই নাকি শ্রীহরির পড়া শুকপাখী।।
যে বোল শুনালি তুই, শোন তোরে কই।
দু-টা কথা কই তোরে আর কত সই।।
উলঙ্গ হইয়া জলে ঝাঁপিলে কি হয়।
তাহাতে কাহার কোথা সাধুত্ব বাড়ায়।।
জলচর পক্ষী জল চরিয়া বেড়ায়।
মরা শব জলে ভাসে সেও সাধু হয়।।
পাগল হ’য়েছে কেন চেননা মাতুল।
কি উদ্দ্যেশে খেপাইল মাতুলের কুল।।
বিবাহ করিলি যারে তারে মা বলিলি।
শ্বশুরকে আজা বলে প্রণাম করিলি।।
রমণীর মাতা শাশুড়িকে বলে আজি।
শালাকে বলিলি মামা মনেতে কি বুঝি।।
হরিচাঁদ নাম ল’য়ে পোড়াইলি মুখ।
মাতৃকুল খেলাইয়া পাইলি কি সুখ।।
জ্ঞান মিশ্র ভক্তিযোগে হ’য়েছে অজ্ঞান।
কেন উচ্চারণ কৈলি মাতৃ গুহ্য স্থান।।
মাতৃ রজ পিতৃবীর্যে জনম সবার।
তাহা কর তুচ্ছ জ্ঞান একি অবিচার।।
বিবাহিতা রমণীকে ডাক মা বলিয়া।
এতটুকু জ্ঞান আছে অজ্ঞান হইয়া।।
বিচারের কথা তোরে কহিলাম সার।
মানা করি মাতৃ কুল খেপাইওনা আর।।
তাহা শুনি হীরামন হইল কাতর।
ক্ষমা কর অপরাধ হইয়াছে মোর।।
কহিছেন হীরামন করিয়া ভকতি।
ভট্টাচার্য ঠাকুর করুণ অব্যাহতি।।
আজ হ’তে পাইলাম ব্যবস্থার পত্র।
প্রায়শ্চিত্ত করি মোরে করুণ পবিত্র।।
লোচনের ঠাই হীরামন পেল লাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

অন্তখণ্ড
দ্বিতীয় তরঙ্গ
বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রী বৈষ্ণব দাস জয় গৌরী দাস।।
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোকচন্দ্র জয় শ্রী লোচন।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময়।।
(জয় শ্রীসুধন্যচাঁদ সভ্যভামাত্মজ।

প্রেমানন্দে হরিগুরু শ্রীপতিচাঁদ ভজ।।)
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।।

শ্রীমদ্ধীরামন গোস্বামীর মৃত গরু ও মনুষ্য বাঁচাইবার কথা

পয়ার

পাতলা নিবাসী নাম বাল্যক বিশ্বাস।
সদা হরি পদে মতি সুদৃঢ় বিশ্বাস।।
বাহিরে ঐশ্বর্য ভাব অন্তরে বৈরাগ্য।
ওঢ়াকাঁদি আসে যায় ভজনে সুবিজ্ঞ।।
প্রভু হরিচাঁদের ভকত মহাজন।
হরিচাঁদ বলে ডাক ছাড়ে সর্বক্ষণ।।
শ্রীধাম ওঢ়াকাঁদির দায় তারা করে।
মতুয়ার সম্প্রদায় খ্যাত চরাচরে।।
মহাপ্রভু হরিচাঁদ ধাম ওঢ়াকাঁদি।
তাঁহার ভকত যত মতুয়া উপাধি।।
প্রভু শ্রীহরিচাঁদের মতুয়া বাল্যক।
মতুয়া বলিয়া তারে ঘোষে সর্বলোক।।
হরি বোলা ভকত কাহারে যদি পায়।
ভক্তি সহকারে পূজে আনন্দ হৃদয়।।
মতুয়া বাল্যক যিনি তাহার নিবাসে।
গোস্বামী শ্রীহীরামন মাঝে মাঝে আসে।।
একদিন হীরামন আসিল তথায়।
বাল্যক ছিল না বাড়ী কার্যান্তরে যায়।।
বাল্যকের মাতা হন কৌশল্যা নামিনী।
মতুয়া পাইলে ভক্তি করিতেন তিনি।।
কৌশল্যার পেটে ছিল বেদনা অঙ্কুর।
আর দিন এল শ্রীহীরামন ঠাকুর।।
গোস্বামীকে দিয়াছেন তামাক সাজিয়ে।
কৌশল্যা পড়িল পদে দণ্ডবৎ হ'য়ে।।
পদরজ নিতে দিল শ্রীচরণে হাত।
গোস্বামী তখন করে হুঁকার আঘাত।।
সে আঘাতে মূর্ছান্বিতা হয়ে প'ল বুড়ি।
পুনরায় মারিলেন দোহাতিয়া বাড়ি।।
অমনি কৌশল্যা ধনী জীবন ত্যজিল।
গোঁসাই গৃহেতে গিয়া বসিয়া রহিল।।
প্রাঙ্গণেতে কৌশল্যার মৃত শব ল'য়ে।
হুড়াহুড়ি লাগাইল গ্রামীরা আসিয়ে।।
সবে বলে এ পাগল মানুষ মারিল।
কোথা হ'তে এ পাগল পাতলায় এল।।
উলঙ্গ ভৈরব প্রায় না পরে বসন।
এরা এর ভক্তি করে কিসের কারণ।।
কেহ কেহ বলে ভাই ভালই করেছে।
যেমন মানুষ ওরা তেমন হ'য়েছে।।
কেহ বলে ও কথায় নাহি কোন ফল।
বাঁধিয়া থানায় ল'য়ে চল এ পাগল।।
কেহ বলে এ পাগল বাঁধা বড় দায়।
কবে কারে খুন করে কহা নাহি যায়।।
কেহ বলে এ পাগল থাকিতে হেথায়।
এজাহার কর গিয়া যাইয়া থানায়।।
বাল্যক আসুক বাড়ী নাহিক বাড়ীতে।
তার দ্বারা এজাহার করিব থানাতে।।
বলিতে বলিতে তথা বাল্যক আসিল।
সকল বৃত্তান্ত সবে বাল্যকে কহিল।।
বাল্যক শুনিয়া বলে গোঁসাই মারিল।
মা যদি মরিল তবে ভালই হইল।।
বড়ই প্রসন্ন মোর মায়ের কপাল।
গোস্বামী সাক্ষাতে মৃত্যু পাবে পরকাল।।
এজাহার দিতে যাব কিসের কারণ।
মাতা মোর গিয়াছেন বৈকুণ্ঠ ভবন।।
গ্রামীরা অবাক হ'ল সে কথা শুনিয়া।
যার যার নিজ কর্মে গেলেন চলিয়া।।
বাল্যকের গৃহমধ্যে গোঁসাই বসেছে।
বেলা অপরাহ্ণ মুহূর্তেক মাত্র আছে।।
রায়চাঁদ নামে কবিরাজ একজন।
গোস্বামী নিকটে গিয়া কহে সেই জন।।

গলায় বসন দিয়া বিনয় ভক্তিতে।
গোস্বামী চরণ ধরি লাগিল কাঁদিতে।।
কহ প্রভু তব পদে করি নিবেদন।
মৃত দেহ ল'য়ে মোরা করি কি এখন।।
আপনি করুণ আজ্ঞা সেই আজ্ঞামতে।
ল'য়ে শব যাই সব দাহন করিতে।।
বিষম বিপদ তাতে মনে ভয় গণি।
এতে কি বিপদ যার সহায় আপনি।।
প্রাতেঃ মরিয়াছে গাভী সেই এক দায়।
ডাকিতে ডাকিতে তার বৎস্য মৃতপ্রায়।।
গাভী মরা ফেলিয়াছি মা মরা পোড়া'ব।
দুধ বিনা কাঁদে বৎস্য কি দিয়া বাঁচাব।।
হীরামন বলে ডেকে শুন ওরে রাই।
অদ্য মাকে পোড়াইয়া কার্য কিছু নাই।।
শঙ্খধ্বনি কর গিয়া মাতৃ কর্ণমূলে।
রামাগণে হুলুধ্বনি করুক সকলে।।
আমি আছি প্রভু হরিচাঁদেরে ভাবিয়া।
গাভীটা কোথায় আছে দেখে আসি গিয়া।।
মরা গাভী ফেলাইয়া এসেছে গো-চরে।
গিয়ে গাভীটার মাথা উঁচু করে ধরে।।
মা কেন রহিলি শুয়ে আসিয়া ডাঙ্গায়।
দুধ না পাইয়া বুন কাঁদিয়া বেড়ায়।।
দুগ্ধপোষ্য ছোট ভগ্নী ঘাস নাহি ধরে।
তুই দুধ না দিলে মা বাঁচে কি প্রকারে।।
দিন ভরি ভগ্নী মোর করিছে রোদন।
তুই দুধ না দিলে মা হইবে মরণ।।
অবলা ভগিনী সদা হাম্বা হাম্বা করে।
চেয়ে দেখ দুধ বিনে গোঙ্গাইয়া মরে।।
গৃহস্থ মরিল তোর আমার প্রহারে।
তবু তার পুত্র মোরে দৃঢ় ভক্তি করে।।
কর্ম কর্তা হরিচাঁদ তার নামে ভ্রমি।
যাহা করে তাহা করি কর্মী নহে আমি।।
এমন গৃহস্থ ছেড়ে যাইবা কোথায়।
মা হয়ে মা কেন হেন কঠিন হৃদয়।।
আমারে করহ দয়া রক্ষ এ বিপদে।
প্রভু হরিচাঁদ সেবা দিব তোর দুধে।।
এতবলি পৃষ্ঠদেশে মারিল চাপড়।
হাম্বারব করি গাভী উঠে দিল দৌড়।।
যেখানেতে ছিল বৎস্য সেই খানে গিয়া।
বাছুরে পিয়ায় দুগ্ধ অঙ্গ ঝাড়া দিয়া।।
উহুড়িয়া উহুড়িয়া বৎস্য অঙ্গ চাটে।
হেনকালে হীরামন আইল নিকটে।।
বৎস্যকে ছাড়িয়া গাভী হীরামনে চাটে।
বৎস্য গিয়া হীরামন পদে মাথা কোটে।।
এ দিকেতে কৌশল্যার দুই কর্ণমূলে।
দুই শঙ্খধ্বনি করে দুইজন মিলে।।
নারীগণে হুলুধ্বনি দিতেছে আসিয়ে।
শত্রুলোকে কহে বাল্যকের মার বিয়ে।।
মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিছে সকলে।
বাল্যকের মা উঠিল হরি হরি বলে।।
বাল্যক বলিছে হরি দিয়া হুহুঙ্কার।
তাহা দেখি পাষণ্ডীর লাগে চমৎকার।।
পাষণ্ডীরা বলে ধর কোথায় গোঁসাই।
জনমের মত তার চরণে বিকাই।।
ধন্য ওঢ়াকাঁদি বাবা হরিচাঁদ।
না জানিয়া নিন্দি মোরা করি অপরাধ।।
ধন্য ধন্য হরিচাঁদ ভক্ত মতুয়ারগণ।
ধন্য ধন্য বাল্যক ভকত একজন।।
ধন্য ধন্য বাল্যকের মাতা সাধ্বী নারী।
জনম বৃথায় যায় বল হরি হরি।।
ধন্য ওঢ়াকাঁদি ধন্য অবতীর্ণ হরি।
না চিনিয়া মোরা কেন পাপে ডুবে মরি।।
হীরামনে দেখিতে লোকের ভিড় হ'ল।
অন্তর্যামী হীরামন অদৃশ্য হইল।।
কাঁদিয়া পাষণ্ডী সব ভূমে গড়াগড়ি।
হীরামনে অন্বেষণে করি দৌড়াদৌড়ি।।

সে হ'তে পাতলা গ্রাম নামে মেতে গেল।
দশরথ গোস্বামী করেন যাতায়াত।
ইষ্টসম ভক্তি সবে করে অবিরত।।
হরি হরি বলি সব মতুয়া হইল।
হীরামন প্রীতে সবে হরি হরি বল।।
প্রভু হীরামন কীর্তি অলৌকিক কাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

হীরামন গোস্বামীর বাহ্যলীলা
দীর্ঘ ত্রিপদী

মৃত্যুঞ্জয়ের রমণী ওঢ়াকাঁদি যান তিনি
লইয়া চলিল মৃত্যুঞ্জয়।
সঙ্গেতে তারকচন্দ্র আর শ্রীগোলোকচন্দ্র
সূর্যনারায়ণ সঙ্গে যায়।।
যোগানিয়া গ্রামে বাস নাম গোলোক বিশ্বাস
তিনি চলিলেন এই সাথে।
বেলা অপরাহ্ণ প্রায় কাশীমার পিত্রালয়
উপস্থিত নিশ্চিন্ত পুরেতে।।
কাশীরাম ধর্মপুত্র মল্লিক শ্রীচন্দ্রকান্ত
তিনি চলিলেন সে দিনেতে।
তারক শ্রীচন্দ্রকান্ত দোহার মন একান্ত
হীরামন পাগলে দেখিতে।।
ভজন মজুমদার আসিয়া তাহার ঘর
হীরামন দিল দরশন।
শীতকালে পৌষমাস গায় নাহি শীতবাস
মাত্র একটি লেংটি ধারণ।।
চন্দ্রকান্ত দক্ষিণেতে তারক বসি বামেতে
তার মধ্যে বসি হীরামন।
দণ্ডেক মাত্র বসিয়া ভূমেতে পড়ে লুটিয়া
বলে তোরা কররে শয়ন।।
কাশীমাতার ভগ্নী একখানি কাঁথা আনি
হীরামন গাত্রোপরে দিল।
তিনি কন গোস্বামীরে যাও প্রভু শয্যাপরে
তারকে কোলে করি শুইল।।
তারকের হ'ল ভয় হীরামন গায় গায়
লাগিবে আমার অঙ্গ তাপ।
আমার পাপের দেহ কামানলে সদা দাহ
ভাবে কোথা হরিচাঁদ বাপ।।
এতভাবি যোড়ি কর হস্ত রাখি শিরোপর
হরিপদ করিছে স্মরণ।
গোস্বামী কহিছে বাণী আমি সব পাপ জানি
উরুপরে দিলেন চরণ।।
পাপী তাপী উদ্ধারিতে হরি এলেন জগতে
যার আশা মোর হরিচাঁদে।
যেই যাবে ওঢ়াকাঁদি সেত নহে অপরাধী
তার পাপ মুছি বামপদে।।
যে মোর হরেকে ডাকে সে জন থাকুক সুখে
আমার মনের অভিলাষ।
তার পাপ ঘুচাইব শুভাশুভ আমি নিব
যেই যশোমন্তসুত দাস।।
শয্যা হ'তে উঠিলেন দক্ষিণ পদ দিলেন
তারকের বক্ষের উপর।
তারকে করিয়া স্থির গোঁসাই হ'ল বাহির
বলে তোর নাহি কোন ডর।।
গাত্র কান্থা শিরে ল'য়ে ঘরের বাহিরে গিয়ে
বসিলেন পূর্বমুখ হ'য়ে।
হরি পদ ধোয়াইয়া ক্ষণে উঠে ঝোঁক দিয়া
জলে যায় কান্থা তেয়াগিয়ে।।
প্রাতঃকালে নামি জলে পূর্বমুখ হ'য়ে চলে
ডেকে বলে যারে মৃত্যুঞ্জয়।
যাও হরি দরশনে বিলম্ব করহ কেনে
মোর হ'রে সুখে যেন রয়।।
মৃত্যুঞ্জয় চলে গেল ওঢ়াকাঁদি উতরিল
হরিচাঁদ দরশন করি।
প্রণমিয়া শ্রীপদেতে মহাপ্রভু আজ্ঞামতে
দেশে যাত্রা করিলেন ফিরি।।

ঈশ্বর মজুমদার আসিয়া তাহার ঘর
সে দিবস রহিল তথায়।
পরদিন প্রাতঃকালে এসে মল্লকাঁদি বিলে
হীরামনে দেখিবারে পায়।।
অগাধ জলের পরে হাঁটিয়া গমন করে
মৃত্যুঞ্জয় তরী বেয়ে যায়।
গোস্বামীর সন্নিকটে যবে তরী বেয়ে উঠে
সে সময় জলে সাঁতরায়।।
নৌকাপরে রেখে বটে গলে বাস করপুটে
মৃত্যুঞ্জয় কহিছে তখন।
বলে গোস্বামীর ঠাই মোর দেশে চল যাই
তরী পরে করি আরোহণ।।
হীরামন বলে দাদা নিজ তরী বাহি সদা
তরঙ্গিণী নীরে ডুবি ভাসি।
নিতে তোমাদের দেশে ইচ্ছা যদি মনে ভাসে
তবে তোমাদের নায় আসি।।
মৃত্যুঞ্জয় হস্ত ধরি উঠাইল যত্ন করি
দ্রুতগতি তরী বেয়ে যায়।
মধুমতী নদী এসে নদী মাঝখানে শেষে
হীরামন ঝাঁপ দিতে চায়।।
কেঁদে কয় মৃত্যুঞ্জয় নামিও না ধরি পায়
নামিলে পাইব বড় শোক।
প্রভু বলে কি বলিস তুইত আমারে নিস
আমারে ত নেয়না গোলোক।।
মৃত্যুঞ্জয় উচাটন গোলোক ধরিয়া চরণ
কাঁদিয়া কহিছে উচ্চৈঃস্বরে।
জানিয়া আমার মন গোঁসাই নামে এখন
কাজ কিবা এ জীবন ধরে।।
মনে যা ভেবেছি আমি গোঁসাইত অন্তর্যামী
অন্তরেতে জানিয়া সকল।
এই নদী দিয়া পাড়ি আগে যাব মম বাড়ী
বাড়ী নিব লেংটা পাগল।।
লেংটি এনে দিলে কেহ পরিতে বলিলে সেহ
ওত কারু কথা না মানিবে।
যদি লেংটি নাহি পরে গেলে বাড়ীর ভিতরে
মেয়ে লোকে দেখে লজ্জা পাবে।।
না বুঝিয়া পাই কষ্ট হারে মোর দুরদৃষ্ট
কর্ম জালে বন্দী হইলাম।
অষ্ট পাশ মুক্ত যিনি অন্তর্যামী শিরোমণি
হেন পদ পেয়ে হারালাম।।
গোঁসাই কহিছে দাদা হাঁদলে গাধার বাঁধা
খাঁদা আধা দেহ নামাইয়া।
দেহ পড়ি দেহ পড়ি মাসীবাড়ী মাসীবাড়ী
সূর্য মাসী আছে ডুমুরিয়া।।
লেংটি পরে অবশেষে সূর্য নারায়ণ বাসে
গোঁসাই যাইয়া বসিলেন।
মাসী কই মাসী কই আয় মাসী দেখে যাই
গোঁসাই ডাকিতে লাগিলেন।।
সূর্যনারায়ণ এসে দণ্ডবৎ হ'য়ে শেষে
করজোড়ে রহে দাঁড়াইয়া।
গোঁসাই কহেন মাসী তোরে বড় ভালবাসি
মাসীমারে দেহ ডাকাইয়া।।
পাতলার মাসী যিনি তাহারে কর রাঁধুনী
শীঘ্র তাড়াও গৌরের মেয়ে।
বাজারে হয়েছে টান পাতলা পাত দোকান
ক্রয়বান ফিরিয়া না যায়ে।
সূর্য হ'য়ে অতি স্রস্ত এনে এক নব বস্ত্র
গোস্বামীকে দিল পরাইয়া।
লেংটি পড়িয়া ছিল তারক তুলিয়া নিল
লইলেন মস্তকে বাঁধিয়া।।
গোস্বামী বলে ডাকিয়া সকলে লহ ভাগিয়া
লেংটি ধরে করে কাড়াকাড়ি।
সবে করে ধরাধরি একটু একটু করি
সকলে সে লেংটি নিল ফাঁড়ি।।
কেহ গলে ঝুলাইল কেহ মস্তকে বাঁধিল
প্লীহা কি যকৃত ছিল যার।

কারু ছিল কাশি জ্বরা ধারণ করিল যারা
দুই দিনে রোগারোগ্য তার॥
বসন ফেলায়ে দিয়ে গোঁসাই উলঙ্গ হ'য়ে
যে সময় যাত্রা করিলেন।
মেয়েলোক যত ছিল গোস্বামীর কাছে এল
প্রণামী শ্রীপদ সেবিলেন॥
গোঁসাই উলঙ্গ বেশে গোলোক বিশ্বাস এসে
এমন সময় উপনীত।
গোস্বামীর পদধরে মেয়েরা রোদন করে
দেখিয়া গোলোক চমকিত॥
গোলোক বিশ্বাস কাঁদে ধরিয়া গোস্বামী পদে
গোঁসাই কহিছে রে গোলোক।
যাইতাম তোর ঘরে তুই নিলি না আমারে
দেখিয়া নিন্দিবে যত লোক॥
তোর বাড়ী যত নারী তাহারা লজ্জিতা ভারি
নির্লজ্জ লোকের বাড়ী যাই।
মাসী বড় ভালবাসে আসিয়া মাসীর বাসে
মাসীমার হাতে ভাল খাই॥
সূর্যনারায়ণ পরে তামাক সাজিয়ে ধরে
হুঁকা নাহি নিলেন গোঁসাই।
কলিকা উঠায়ে নিয়ে তাহার অগ্নি ফেলিয়ে
তামাক রাখিল মাত্র তাই॥
তামাক হাতে রাখিয়া সূর্যনারায়ণে দিয়া
বলে মাসী যতনে রাখিস।
কি ঘটে কার কপালে উপকার হ'বে কালে
খাইলে সারিয়া যাবে বিষ॥
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত পান কর অবিরত
খাইলে খণ্ডিবে ভব ক্ষুধা।
দীন হীন এ তারক সুধা পেতে অপারক
হরি লীলা সুধাধিক সুধা॥

অভিন্নাত্ম দ্বিপুরুষের একসঙ্গে মৃত্যু ও দাহন
দীর্ঘ ত্রিপদী

গোঁসাই যাত্রা করিল পাদুমা গ্রামে আসিল
ফেলারাম বিশ্বাসের ঘরে।
শিরোমণি জ্যেষ্ঠ পুত্র আত্মা তার সুপবিত্র
ফেলারাম নাম তেই ধরে॥
গাছবাড়ীয়া নিবাস নামে চৈতন্য বিশ্বাস
তার পুত্র কুশাই নামেতে।
কুশ আর ফেলারাম দুই জনে গুণধাম
মত্ত হন প্রভুর প্রেমেতে॥
দুই জন একতরে হরিনাম করি ফেরে
এক সঙ্গে শয়ন ভোজন।
দুই জনে এক বুলি একসঙ্গে স্নান কেলী
গলাগলি করিয়া শয়ন॥
কোন গ্রামের ভিতর ব্যাধি হ'লে কলেরার
নিতে এলে দু'জনেই যেত।
সেই সেই গ্রামে গিয়ে দু'জনে একত্র হয়ে
হরিনামে কলেরা তাড়া'ত॥
হরিলুট দিতে হ'লে দু'জন সুজন মিলে
সেই বাড়ী যেত দুইজন।
নাম করে মধুস্বরে নাম গানে মোহ করে
দু'জনেই মোহ অচেতন॥
কুশাইর মৃত্যুকালে বদনেতে হরি বলে
সবে বলে হরিনাম লও।
আমি যাত্রা করিলাম অদ্য যাইব শ্রীধাম
ফেলারামে সংবাদ জানাও॥
কুশইর এক আত্ম এ সংবাদ দিল দ্রুত
পদুমায় ফেলারাম ঠাই।
শুনি কহে ফেলারাম যে সংবাদ শুনিলাম
দাদা গেল তবে আমি যাই॥
যাইব দাদার সাথে দাদা যান যেই পথে
আমি তবে সেই পথ লই।
জন্মিলে মরণ আছে কেবা কতদিন বাঁচে
কোন সুখে আমি বেঁচে রই॥
নাহি রোগ নাহি ব্যাধি বলেছেন কাঁদি কাঁদি

এই আমি ওঢ়াকাঁদি যাই।
দাদা ম’ল চিতা পরে সে সাথে দিও আমারে
একত্তরে যাব দুটি ভাই।।
বলে হরে কৃষ্ণ! রাম! প্রাণ ত্যজে ফেলারাম
প্রাণ যায় কুশাইর ঠাই।
দু’জনের সৎকার হ’ল এক চিতা পর
একত্র হইল দু’টি ভাই।।
এ দিকে সৎকার করে দেহে গলাগলি ধরে
ওঢ়াকাঁদি চলিল দু’জন।
যাইতে শ্রীধাম পথে দেখা হ’ল আত্ম সাথে
বাটী গিয়া শুনিল মরণ।।
ঠাকুর দর্শন করি দোঁহে বলে হরি হরি
নিত্য দেহ প্রেমেতে মগন।
ঠাকুরের আজ্ঞামতে চলিল পুষ্পক রথে
দোঁহে যান বৈকুণ্ঠ ভবন।।
শুনেছি সাধুর তরে যাহারা পিরিতি করে
একের মরণে দুই মরে।
তাহা যদি নাহি হয় পিরিতি কাহারে কয়
হেন প্রেম নাহি যেন করে।।
দুই জনে দুই স্থলে কোন দ্রব্য কেহ খেলে
দু’জনেই সুস্বাদ পাইত।
যে যাহা ভেবেছে মনে দেখা হ’লে দুই জনে
মনোকথা প্রকাশ করিত।।
পুরুষে পুরুষে আর্তি যেন পুরুষ প্রকৃতি
পিরিতে সুহৃদ সুললিত।
রসরাজ প্রেমোজ্বল রসে করে টলমল
উদার উন্মত্ত চিত রীত।।
দু’জনের প্রেম ভক্তি হ’ল হরিচাঁদ প্রাপ্তি
নিযুক্ত হইল সেবা কাজে।
দু’জনার প্রেমোৎসবে হরি হরি বল সবে
কহে দীন কবি রসরাজ।।

হীরামন গোস্বামীর পদুমা ও কালীনগর লীলা

পয়ার

শ্রীহীরামন গোস্বামী পদুমা গ্রামেতে।
আসিলেন ফেলারাম জীবিত থাকিতে।।
বিকালে এল গোঁসাই বিশ্বাসের বাসে।
গোঁসাই দেখিতে লোক বহুতর আসে।।
পার্শ্ববর্তী লোক সব পুরুষ বা নারী।
আসে যায় সবে কয় বলে হরি হরি।।
কহিলেন ফেলারাম বিশ্বাস কুশাই।
কৃতার্থ হইনু অদ্য মোরা দুটি ভাই।।
ফেলারাম কহিলেন কুশাইর স্থানে।
গোঁসাই এসেছে কিছু লুঠ দেও এনে।।
আগমনে সংকীর্তন আরম্ভিল সবে।
যাবার বেলায় এরা লুঠ নিয়া যাবে।।
আনাইল বাতাসা হরির লুঠ দিতে।
রাখিল কীর্তন মাঝে আনন্দ করিতে।।
লেপন করিয়া ঠাই আসন সাজিয়ে।
তুলসী, কুসুম, আসনের পর দিয়ে।।
উঠিল পরমানন্দ কীর্তনের রোল।
ঘুরিয়া ফিরিয়া সবে বলে হরিবোল।।
কীর্তনের মাঝে বসি হাসিছে গোঁসাই।
ঝুঁকে পদ লুঠে প’ল স্মৃতি জ্ঞান নাই।।
স্বরূপের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাঙ্গালী মণ্ডল।
গলে বস্ত্র করজোড়ে কহে স্তুতি বোল।।
আপনি যে উলঙ্গ উন্মত্ত নাম গানে।
হরি লুঠে পদ লাগে ভয় হয় মনে।।
কথা শুনি লুঠ পানে করে দৃষ্টিপাত।
পদটান দিতে বাধ্য হ’ল অকস্মাৎ।।
হীরামন বলে মোর হরি সর্বময়।
অনলে অনিলে জলে স্থলে শূন্যে রয়।।
বল শুনি তবে পদ রাখি কোনখানে।
তোরা পদ রাখ হরি নাই যে স্থানে।।
লুঠ হরি, পদ হরি, রাখিব কোথায়।
এত বলি দুটি পদ রাখিল মাথায়।।
ক্রমে মহাভাবে তনু মন শিহরিল।

চিত হ’য়ে কুষ্মাণ্ডের মত পড়ে গেল॥
কুম্ভকার চক্রাকার লাগিল ঘুরিতে।
এই পদ কোথা রাখি লাগিল বলিতে॥
পদ রাখিয়াছি আমি হরিলুঠ স্থানে।
লোকে মন্দ বলে কার্য মন্দ সে কারণে॥
হরি ছাড়া স্থান আমি পাইব কোথায়।
কোথায় রাখিব পদ না দেখি উপায়॥
সূক্ষ্ম জ্ঞান ভাব মোরে নাহি দিল হরে।
কি উপায় করি তোরা বলে দে আমারে॥
হরি ছাড়া স্থান তোরা দেখায়ে দে ভাই।
কোন স্থানে পদ রাখি ওঢ়াকাঁদি যাই॥
কাঙ্গালী হইয়া ভীত পড়িল কাঁদিয়ে।
ফেলারাম কুশাই কেন্দেছে দাঁড়াইয়ে॥
রায়চাঁদ রায় পুত্র কোদাই নামেতে।
পদ তলে প’ল ঢলে কাঁদিতে কাঁদিতে॥
সবে হরি হরি বলে করে কাঁদাকাঁদি।
হীরামন কহে ভক্ত হৃদি ওঢ়াকাঁদি॥
তুলসী কানন, পদ্ম বন সংকীর্তন।
সেই স্থানে হরি বিরাজিত সর্বক্ষণ॥
বিধির নির্মিত পদ বল কোথা রাখি।
আমি বোকা হরি ছাড়া স্থান নাহি দেখি॥
আমি বোকা আর বোকা ছিল বৃকোদর।
মল ত্যাগ না করিল দ্বাদশ বৎসর॥
নামাইয়ে পদ দুটি উঠে লম্ফ দিয়ে।
সংকীর্তন মাঝে লুঠ দিল লুটাইয়ে॥
প্রেমে মত্ত হ’য়ে হ’ল সেই নিশি ভোর।
মৃত্যুঞ্জয় সঙ্গে এল সে কালীনগর॥
তথা এসে বাল্য সেবা নিলেন গোঁসাই।
কহিছেন পুনঃ আমি পদুমায় যাই॥
প্রহরেক কালীনগরের বাড়ী বসে।
উলঙ্গ হইয়া জলে ঝাঁপ দিলে শেষে॥
কালীনগরের নদী পার হইলেন।
উত্তরাভিমুখে পদুমায় চলিলেন॥

তারক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দিলেন সাঁতার।
পিছে পিছে চলিলেন আনন্দ অপার॥
পিছে পিছে নেচে গেয়ে দুইজন চলে।
ঢেউ লাগে কালীনগরের নদীকূলে॥
পদুমায় চলিলেন ফেলারাম বাটী।
পশ্চাতে তারক মৃত্যুঞ্জয় এই দুটি॥
সাদরে আসনে হীরামনে বসাইলে।
শ্রীচরণ পাখলিল দু’নয়ন জলে॥
মুক্তকেশী হ’য়ে ফেলারামের রমণী।
কেশদ্বারা পাদপদ্ম মুছালেন তিনি॥
গোস্বামীকে তৈল মাখে আট দশ জনে।
স্নান করাইল পুকুরের জল এনে॥
বসাইল ঘরে এন সেবাদির কার্যে।
পায়স পিষ্টক আনে ফেলারাম ভার্যে॥
সম্মুখে আনিয়া থালা ভাজা বড়া ল’য়ে।
গোস্বামীর মুখে দিল স্বহস্তে তুলিয়ে॥
দশনে চিবা’য়ে মুখে রাখে হীরামন।
বিস্তার নাহিক করে দু’পাটি দশন॥
বড়া ধরি পুনঃ দিতেছিল বদনেতে।
অমনি চপটাঘাত করিল মুখেতে॥
ফেলারাম বলেছে সৌভাগ্য বড় মোর।
অমনি মারিল মুখে দ্বিতীয় চাপড়॥
ধাইয়া চলিল প্রভু পুকুরের পাড়ে।
মৃত্যুঞ্জয় চলিলেন গোস্বামীকে ধ’রে॥
হীরামন ধরে শেষে মৃত্যুঞ্জয় কেশে।
কপালেতে দুই মুষ্ট্যাঘাত মারে রোষে॥
চক্ষের নীচায় নাসিকার দুই পার্শ্বে।
দুই ভুষা মারি ইটা ধরিলেন শেষে॥
ঠেকাইতে হীরামনে হাত তুলিলেন।
মৃত্যুঞ্জয়ে ছাড়িয়া গোস্বামী চলিলেন॥
চণ্ডী মল্লিকের ঘরে করিল শয়ন।
গোঁসাই গোঁসাই বলি চলিল মদন॥
চৌকির খামায় লগ্ন গোস্বামীর পাও।

পদ ধরি বলে প্রভু মোর পদ দাও।।
গোস্বামীর পদে মাথা যখনে নোয়ায়।
অমনি মারিল লাথি তাহার মাথায়।।
বামপার্শ্বে খাম্বা ঠেকে যেন ছে’চা হ’ল।
গোস্বামীর লাথি হেতু জীবন রহিল।।
উঠিয়া চলিল প্রভু দক্ষিণাভিমুখে।
কালীনগরের দিকে চলিলেন রুখে।।
শ্রীগৌরচাঁদের পুত্র শ্রীউমাচরণ।
বোরা জমি পরিষ্কার করে সেই জন।।
আইল উপরে বহু কাঁদা তুলিয়াছে।
সে আইল'পর দিয়া গোঁসাই চলিছে।।
আসিয়া উমাচরণ করে দণ্ডবৎ।
অমনি গোঁসাই শিরে করে পদাঘাত।।
মস্তক পশিল গিয়া কাদার ভিতরে।
মৃত্যুঞ্জয় গৃহে প্রভু যান ক্রোধভরে।।
গোঁসাই বসিল গিয়া রন্ধনশালায়।
ঘরের নিকটে ভয়ে কেহ নাহি যায়।।
ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুঞ্জয় তারকে পাঠায়।
গৃহে বসি ঝোঁকে মাত্র দেখিবারে পায়।।
হেনমতে রাত্রি গেল গোস্বামী উঠিল।
উত্তরের গৃহে এসে সকলে বসিল।।
নিশিতে স্বপনে দেখেছেন মৃত্যুঞ্জয়।
তোমাকে রাখিতে নারি গোস্বামীকে কয়।।
তোমায় চরণে যেন থাকয় ভকতি।
তোমাকে রাখিতে নাই আমার শকতি।।
স্বপ্ন শুনি হীরামন নামাইল পদ।
চলিলেন পূর্বমুখে বলি হরিচাঁদ।।
নদীর কিনারে গ্রাম কলাবাড়ী আদি।
প্রেমাকুল কূলে বসি ঝোঁকে নিরবধি।।
উত্তার নয়ন হ’য়ে বসিয়া তথায়।
পুনঃ আসিলেন মৃত্যুঞ্জয়ের আলয়।।
গোঁসাই বলেন কল্য না হ’ল রন্ধন।
রন্ধন করুক বধূ করিব ভোজন।।
ছিলাম রসই ঘরে না হইল রাঁধা।
সুস্থির হ’য়েছি অদ্য খেতে দাও দাদা।।
তাহা শুনি কাশীশ্বরী করিল রন্ধন।
গোঁসাই সুস্থির হ’য়ে করিল ভোজন।।
পুনর্বার হীরামন যাত্রা করিলেন।
তারক আসিয়া পদে প্রণাম করেন।।
ভূমিষ্ঠ হইয়া পদে করে প্রণিপাত।
গোঁসাই করিল পৃষ্ঠদেশে পদাঘাত।।
শব্দ হ’ল বিপরীত লড়ে উঠে ঘর।
পদ পড়ে পুষ্পসম পৃষ্ঠের উপর।।
বিপরীত শব্দ শুনে এল মৃত্যুঞ্জয়।
ক্রোধিত হইয়া এসে হীরামনে কয়।।
তারকে মারিলে পেয়ে কিবা অপরাধ।
সবাকার পিতা হয় এক হরিচাঁদ।।
গললগ্নী কৃতবাসে কহিছে তারক।
আমার অন্তরে বড় হয়েছে পুলক।।
এক লাথি দিয়াছেন আর লাথি দিলে।
পাইতাম শ্রীপদ তাহাতে বাদী হ’লে।।
গোস্বামীর প্রতি কেন চাহ কোপদৃষ্টে।
পদ্ম পুষ্পসম বাজিয়াছে মম পৃষ্ঠে।।
জন্মের সার্থক আমি কৃপার ভাজন।
গোঁসাই দিলেন লাথি ধন্য এ জীবন।।
অন্যলোকে লাথি ভেবে হ’য়েছে আকুল।
লাথি নহে মম পৃষ্ঠে আশীর্বাদ ফুল।।
তাহা শুনি গোস্বামীজী হাঁটিয়া চলিল।
মৃত্যুঞ্জয় তাহা শুনি নীরব হইল।।
হীরামন লীলা খেলা মহিমা অপার।
এ লীলা রচিল কবি রায় সরকার।।

হীরামন গোস্বামী কর্তৃক মৃন্ময়ী দুর্গাদেবীর স্তন্যপান

পয়ার

বেথুড়ী গ্রাম নিবাসী গোবিন্দ বিশ্বাস।
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চৈতন্য বিশ্বাস।।

কৃষ্ণভক্ত শিরোমণি সাধু অতিশয়।
বৈষ্ণব সুবুদ্ধি, অতি নির্মল হৃদয়।।
করিতেন দুর্গোৎসব শরৎকালেতে।
আসিতেন হীরামন সে লীলা দেখিতে।।
বসিয়া দেখিত পূজা প্রণালী সকল।
তাহা দেখি নয়নে বহিত অশ্রুজল।।
ব্রাহ্মণেরা মণ্ডপের বাহির হইলে।
হীরামন উঠিতেন দুর্গা দুর্গা বলে।।
মা দুর্গা! মা দুর্গা! বলে ছাড়িতেন হাই।
হাসিয়া বলিত আমি মার কোলে যাই।।
এত বলি গোস্বামী মায়ের গলা ধরি।
বলে পুত্র কোলে কর ওগো মা শঙ্করী।।
এত বলি কোলে উঠিবারে আয়োজন।
হেনকালে এল তথা পূজক ব্রাহ্মণ।।
বলে ও পাগল ও কি করহ ওখানে।
যাইতে হয় না মার কোলেতে এখনে।।
এত শুনি প্রতিমার গলা ছেড়ে দিয়া।
চাহিয়া প্রতিমা পানে র'ল দাঁড়াইয়া।।
মৃদু মৃদু হাসে আর মৃদু ভাষে কয়।
মায়ের কোলেতে বলে যাওয়া নাহি যায়।।
মার সেবা অন্তে কিছু প্রসাদ লইব।
মায়েরক কোলেতে বসি স্তন্য দুগ্ধ পিব।।
তাহা না হইলে মোর আমি অভাজন।
মা কেন করে না দয়া না পিয়ায় স্তন।।
আমি যেন অভাজন মার দয়া কই।
কোন গুণে নাম ধরিয়াছে দয়াময়ী।।
এতেক বলিয়া পুনঃ যাইয়া সত্বরে।
বাম হস্ত দিয়া প্রতিমার গলা ধরে।।
ডান হস্ত প্রতিমার বক্ষঃপর দিয়া।
বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া স্তন দেখেন টিপিয়া।।
আমাদের এই মাতা সেই মাতা হ'লে।
দেখিয়া চিনিত মোরে করিতেন কোলে।।
প্রভু রাম পূজিলেন দুঃখের সময়।
মাল্যবাণ পর্বতে মা হ'লেন উদয়।।
অকালে দেবীর পূজা ব্রহ্মা পুরোহিত।
পূজা নিল দেবী বড় হ'য়ে হরষিত।।
সংকল্পিত অষ্টোত্তর শত নীল পদ্ম।
শতদল পদ্মে পূজিলেন পাদপদ্ম।।
সেই দিন পদ্ম আনে তোর কোন বাবা।
সেই দিন গত এবে কেমনে চিনিবা।।
চৌকি দিতে লঙ্কাতে মা হ'য়ে উগ্রচণ্ডা।
রাবণের বাড়ী ছিলে হাতে ল'য়ে খাণ্ডা।।
বরাবর জানি তুই পাষাণীর মেয়ে।
লঙ্কা ছেড়ে দিয়াছিলি মুষ্ট্যাঘাত খেয়ে।।
দৌবারিণী কাজ নাই চিনিবি কেমনে।
এখনেতে দুধ খেতে দিবিনে দিবিনে।।
পাতালে মহীর বাড়ী ছিলি ভদ্রাকালী।
সে যে ছিল ত্রেতাযুগ এ যে কাল কলি।।
সংকল্প করিয়া প্রভু পূজিল তোমায়।
ছলনা করিলে তবু দুঃখের সময়।।
পাষাণীর গর্ভে জন্ম ধর্ম বরাবরি।
দুঃখের সময় কৈলি এক পদ্ম চুরি।।
সে যুগে দেখেছি তোর কাজ কর্ম যত।
প্রভুকে করিলি দয়া কাঁদাইয়া কত।।
পাষাণীর মেয়ে বলে যত নিন্দা করি।
মোরে ধিক শতধিক অপরাধ ভারি।।
যত সব পাষাণ তোমার পিতৃ জ্ঞাতি।
তাহারা ভাসিল জলে দুঃখে হ'য়ে সাথী।।
যদি কহ ব্রহ্মবাক্য নলের উপরে।
তথাপি সহায় হ'য়ে তারা ভাষে নীরে।।
তোমার যে জ্যেষ্ঠ ভাই মৈনাক নামেতে।
সমুদ্রে ডুবিয়াছিল ইন্দ্রের ভয়েতে।।
হনুমান যায় করিবারে রাম কার্য।
ভাসিল পর্বত মামা করিতে সাহায্য।।
রামদাস বলে আমি সাহায্য না চাই।
রাম নাম বলে আমি এক লম্ফে যাই।।

কহিল পর্বত মামা পার বটে যেতে।
আমাকে কৃতার্থ কর পদ পরশেতে।।
ভাসিলাম রামকার্যে সাহায্যের আশে।
সে আশা বিফল মম হৈল জলে ভেসে।।
তাহা শুনি মারুতির দয়া উপজিল।
পদ বৃদ্ধাঙ্গুলি তার অঙ্গে ছোঁয়াইল।।
তাহার ভগিনী হ'য়ে প্রভুকে কাঁদালে।
শীল হ'ল দয়াশীল দয়াময়ী শীলে।।
সুশীলা দুঃশীলা মত নিষ্ঠুরতা দেখি।
ভিতরে খড়ের ব'ড়ে দুধ পিয়াবা কি।।
মোর সেই প্রভু ওড়াকাঁদি হরিচাঁদ।
দায় ঠেকা নাহি এবে পাবে না ও পদ।।
আমারও সে রূপ নাই, নাই সেই দিন।
প্রভুর সে রূপ নাই, দীন হ'তে দীন।।
দেখিলাম এই বাড়ী পূজার প্রণালী।
নীলপদ্ম বিনা পূজা খুশী হ'য়ে নিলি।।
সেই প্রভু হরিচাঁদ হৃৎপদ্মে রাখি।
দেব দেবী পূজার্চনা চক্ষে নাহি দেখি।।
আইনু পূজার দিন গোবিন্দের বাড়ী।
সম্মুখে পড়িলি তাই দেখিগো শঙ্করী।।
গোবিন্দ চৈতন্য পূজা করে গো তোমায়।
তোমা হ'তে ভক্তি কম করে না আমায়।।
গোবিন্দের রমণী চৈতন্যের রমণী।
সতী সাধ্বী পতিব্রতা এরা দ্বিভগিনী।।
ইহাদের ভক্তি আর মনের টানেতে।
পারিনা থাকিতে তাই আসি গো দেখিতে।।
এই দুই মায় খেতে দেয় ভালমতে।
দুধ খেতে চেলে মোরে তাও দেয় খেতে।।
তোমার পূজাটি মাগো পড়িল সাক্ষাতে।
দেখিলাম পূজার প্রণালী ভালমতে।।
তাহাতে ভেবেছি মাগো এসেছ এখানে।
না আসিলে গোবিন্দ চৈতন্য পূজে কেনে।।
না দিলে মা দুধ খেতে না করিলে কোলে।
কি করিব যাই আমি ওড়াকাঁদি চলে।।
দেখিতে দেখিতে প্রতিমার চক্ষে জল।
ঝর ঝর ঝরিছে অটল যেন টল।।
হীরামন বলে মার দয়া উপজিল।
অমনি যাইয়া মার স্তনে মুখ দিল।।
ঈষৎ চুম্বক মাত্র স্তনে মুখ দিয়া।
ওড়াকাঁদি শ্রীধামেতে চলিল ধাইয়া।।
বাবা হরিচাঁদ বলি সাতারিল জলে।
আশ্চর্য গণিয়া সবে হরি হরি বলে।।
রামাগণে বামাস্বরে হুলুধ্বনি দিল।
দুর্গা প্রীতে ভক্ত গণে হরি হরি বল।।
হীরামন সুচরিত মহিমা অপার।
পয়ার প্রবন্ধে কহে রায় সরকার।।

অন্তখণ্ড
তৃতীয় তরঙ্গ
বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রী বৈষ্ণব দাস জয় গৌরী দাস।।
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোকচন্দ্র জয় শ্রী লোচন।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময়।।
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।।
জয় উমাকান্ত প্রভু কনিষ্ঠ তনয়।
জয় শশীভূষণ সুধন্যচাঁদ জয়।।
(উপেন্দ্র সুরেন্দ্র শ্রীগুরুচাঁদ আত্মজ।
জয় ভগবতী শ্রীশ্রীপতিচাঁদ ভজ।।
জয় আদিত্য সতীশ প্রমথ মন্মথ।
জয় শ্রীশচিপতি মতুয়াগণ নাথ।।)
জয় জয় ওড়াকাঁদি শ্রীধাম সুন্দর।

যথা মহাপ্রভু হইলেন অবতার॥
হরি বংশে যত মাতা ঠাকুরানীগণ।
কায়মন বাক্যে বন্দি সবার চরণ॥
তারক যাহার দেহ মহানন্দ প্রাণ।
হরিবর করাঙ্কিত হরি লীলা গান॥

লালচাঁদ মালাকারের উপখ্যান

পয়ার

রাজপাট বাসী লালচাঁদ মালাকার।
হরিচাঁদ পদে নিষ্ঠা ভকতি তাহার॥
বৈশাখ মাসের শেষ হইয়াছে আম্র।
সুখ দৃশ্য ফলভরে শাখা সব নম্র॥
এক গাছে আম তার বড় মিষ্ট হয়।
'বার্ষিক' সে আম্র দেন প্রভুর সেবায়॥
প্রথম পাকিলে আম ঠাকুরকে এনে।
ঠাকুরের সেবা করে আনন্দিত মনে॥
কোনবার ওড়াকাঁদি দেন পাথাইয়া।
কোনবার দেন আম কিনিয়া আনিয়া॥
মাঝে মাঝে মহাপ্রভু যান সে বাটীতে।
এবার হ'য়েছে মন ঠাকুরকে নিতে॥
আসিয়া প্রভুর সঙ্গে কথা নাহি কয়।
জেনে মন নারায়ণ তার বাড়ী যায়॥
একদা সকালে প্রভু বসিয়া নির্জনে।
একমাত্র তারক বসিয়া প্রভুর স্থানে॥
হরিচাঁদ কহিলেন তারকের ঠাই।
চলরে তারক মোরা রাজপাট যাই॥
রাজপাট লালচাঁদ ক'ট করিয়াছে।
আমাকে খাওয়াবে আম সে খা'বে পাছে॥
গতহাতে ফতেপুরে আম কিনিয়াছে।
আর কত আম তার গাছে পাকিয়াছে॥
ঝাকা ভরি রাখিয়াছে তুলিয়া ঘরেতে।
আমি গেলে সেই আম মোরে দিবে খেতে॥
যাব কিনা যাব তাই ভাবি মনে মনে।
আমারে নিবে সে বেটা আসে বা না কেনে॥
তারক কহেন প্রভু যে ইচ্ছা তোমার।
ইচ্ছাময় তব ইচ্ছা, সে ইচ্ছা সবার॥
শুনিলাম শ্রীমুখেতে লালচাঁদ কথা।
আমার হ'য়েছে ইচ্ছা যাইবারে তথা॥
তাহা শুনি প্রভু কহে মনে হ'য়ে সুখী।
ক্ষণে থাক দেখি লালচাঁদ আসে নাকি॥
হেনকালে লালচাঁদ হইল উদয়।
পূর্বাকাশে রবি চারি দণ্ডের সময়॥
মাথে লম্বা চুল তার মুখে গোপ দাড়ি।
সন্ন্যাসীরা থাকে যেন বিশ্বেশ্বর বাড়ী॥
ঠিক যেন বন হ'তে পরমহংসেরা।
সুগন্ধেতে কাশী আমোদিত করে তারা॥
তেমতি বসিল এসে প্রভুর সম্মুখে।
ঠাকুর পরম সুখী লালচাঁদ দেখে॥
পরমহংস তাহারা উলঙ্গ থাকয়।
লালচাঁদ তেন কিন্তু উলঙ্গ সে নয়॥
ছিন্নবস্ত্র দিয়া মাত্র পরিয়াছে লেংটি।
তার এক কোণা দিছে তাগা সঙ্গে আটি॥
নিতম্ব বাহির ঠিক উলঙ্গের প্রায়।
দূর হতে দেখিলে উলঙ্গ বোধ হয়॥
বরণ তাহার ঘোর কাল স্থুলাকার।
কাল অঙ্গ মধ্যে আলো করে দীপ্তকার॥
ঠাকুরের মুখ তাকাইয়া লালচাঁদ।
বদনে ঈষৎ হাসি অন্তরে আহ্লাদ॥
তাহা দেখি তারক ভেবেছে মনে মনে।
এই বুঝি লালচাঁদ বুঝি অনুমানে॥
পূর্বে ছিল কপিল বশিষ্ঠ বেদব্যাস।
পরাশর কাত্যায়ন কণ্ব দিগবাস॥
মরীচি অঙ্গিরা শতাতপ সতানন্দ।
গৌতম বাল্মিকী অত্রি সিদ্ধমুনি বৃন্দ॥
আজন্ম কাননবাসী মহাযোগে যোগী।
ইনি কোন মহাজন এল কিবা লাগি॥

যতি হংসী গৃহী বনচারী কি সন্ন্যাসী।
প্রভু সঙ্গে লীলারঙ্গে মর্তলোকবাসী।।
ইতি উতি ভাবি বসিলেন সেইখানে।
ঠাকুরের বামে লালচাঁদের দক্ষিণে।।
এক হালসী কইমাছ আনিয়া ছিলেন।
ঠাকুরের সম্মুখেতে রেখে বসিলেন।।
ঠাকুর কহেন কি করিবি লালচাঁদ।
আম খেতে দিবি তোর মনে আছে সাধ।।
গাছে আছে আম আর কেনবা কিনিলি।
হাটে গিয়া বুঝি আম দেখে ভুলে গেলি।।
কেনা আম গাছে আম আমে আমদানী।
দুগ্ধ আমদানী কত বল তাই শুনি।।
ঠাকুর বলেন আর শুনাবি কি তাই।
দুগ্ধ আমদানী দোয়া আছে দুটি গাই।।
যারে লালচাঁদ, কল্য আমি যাইব।
মধ্যাহ্নে তোমার বাড়ী ভোজন করিব।।
মৎস্য দিকে লালচাঁদ চাহে বারে বারে।
প্রভু বলে মাছ কিছু দিবি নাকি মোরে।।
ঠাকুর কহেন তবে মন জেনে তারে।
উপরের চারি কই দিয়া যা আমারে।।
বড় চারি কই ছিল উপরেতে গাঁথা।
তাহা দিয়া লালচাঁদ নোয়াইল মাথা।।
অন্তঃপুর মধ্যে গিয়া প্রণাম করিয়া।
লালচাঁদ চলিলেন ঠাকুরে দেখিয়া।।
প্রভু বলে নিমন্ত্রণ করিলা আমাকে।
আদরের বস্তু এই চেননা তারকে।।
লালচাঁদ কইমাছ গলায় ধরিয়া।
করযোড় করি চেয়ে রহে দাঁড়াইয়া।।
প্রভু বলে তারক করহ দরশন।
লালচাঁদ তোমাকে করেন নিমন্ত্রণ।।
লালচাঁদ নিম্নত্রিল কথা নাহি কয়।
মৎস্য হালসী হাটে গলে ল'য়া দাঁড়ায়।।
করিতেছে লালচাঁদ বড়ই বিনয়।
করযোড় তারক করিল সে সময়।।
তারপর লালচাঁদ বিদায় হইল।
বাহির বাটীতে আসি ঠাকুর বসিল।।
তারকে লইয়া প্রভু বসিলেন তথা।
বলিতে লাগিল সব মোহন্তের কথা।।
বেলা অপরাহ্ণ হ'ল সন্ধ্যার অগ্রেতে।
তারক চলিল প্রাঙ্গণেতে ঝাড়ু দিতে।।
রাত্রি হ'ল ঠাকুর বসিল বাটী মধ্যে।
ভক্তগণ বসিলেন ঠাকুর সান্নিধ্যে।।
ভোজন হইলে পরে স্বীয় স্বীয় স্থানে।
বঞ্চিলেন নিশি সবে হরষিত মনে।।
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু তারকেরে কয়।
চল চল লালচাঁদ বাটী যেতে হয়।।
গিয়াছে ভোলা কুকুর সংবাদ দিয়াছে।
আমরা যাইব সে সংবাদ জানায়েছে।।
বলিতে বলিতে এল কাঙ্গালী বেপারী।
মৃত্যুঞ্জয় আসিলেন বলে হরি হরি।।
ঠাকুর বলেন সবে চল রাজপাট।
পথ বড় কম নয় সবে চল ঝাট।।
যাই যাই যাই বলে হইতেছে কথা।
হেনকালে লালচাঁদ পুত্র এল তথা।।
প্রভু বলে নিতে এল লালচাঁদ ছেলে।
শুভযাত্রা করে সবে হরি হরি বলে।।
যাইতে ভক্তের বাসে উল্লাসিত কত।
তিন দিন পর্যন্ত চাহেন প্রভু পথ।।
প্রভু হরিচাঁদ শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরী।
মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী ও কাঙ্গালী বেপারী।।
এইরূপে যাত্রা করিলেন ছয়জন।
রচিল তারকচন্দ্র প্রভুর গমন।।

ভোলা কুকুরের বিবরণ
পয়ার

ভোলা নামে কুকুর প্রভুর বাড়ী রয়।

দৈবে কোথা হ'তে এসে রয়েছে তথায়।।
ঠাকুরের মন জানি সে ভোলা কুকুর।
সাথে সাথে যায় যথা গমন প্রভুর।।
ভক্তগণ যায় যদি প্রভুর বাটীতে।
প্রিয় ভক্ত গেলে আসে তার নিকটেতে।।
স্কন্ধ পরে হাতা দিয়া মুখ দিয়া মুখে।
অনিমিষ নেত্রে মুখ তাকাইয়া দেখে।।
কোন কোন ভক্তের সাথে বসি খায়।
নির্ব্বিকার ভক্ত হ'লে কিছু নাহি কয়।।
একদিন তারক আহারে বসেছিল।
সঙ্গেতে কুকুর ভোলা খাইতে লাগিল।।
তারক বলেনা কিছু দেখিয়া ঠাকুর।
ডেকে বলে তাড়াইয়া দেওরে কুকুর।।
তখনে তারক কুকুরের মাথা ধরে।
তখনে উঠিল ভোলা চলে গেল দূরে।।
তাহাতে তারক বড় পাইলেন স্বাদ।
খাইলেন কুকুর সে ভোলার প্রসাদ।।
একদিন অনেক মতুয়া ভাদ্রমাসে।
প্রভু দরশনে গেল ওড়াকাঁদি বাসে।।
ভক্তের নিকটে ভোলা ঘুরিয়া বেড়ায়।
কারু কাছে গিয়া তার নিকটেতে রয়।।
কারু স্কন্ধে হাতা দিয়া ক্ষণকাল রয়।
হাতা নাড়ে মুখ নাড়ে লাঙ্গুল ঘুরায়।।
এক এক বার গিয়া কাহার নিকটে।
গণ্ডস্থল চাটে কারু পদাঙ্গুল চাটে।।
রামকৃষ্ণ বিশ্বাস বসতি মল্লকাঁদি।
তিনি যান সেদিন শ্রীধাম ওড়াকাঁদি।।
বেলছেন দিন গেল রবি ডুবে যায়।
লোক সংখ্যা হ'ল বেশী বাড়ী যেতে হয়।।
ঠাকুর আছেন ঘরে না হন বাহির।
কহিতে নারিনু কিছু জীবন অস্থির।।
ক্ষণেক ভ্রমণ করি মনেতে ভাবিয়া।
সেই ভোলা কুকুরকে ধরিলেন গিয়া।।
স্কন্ধ পরে হাতাদিয়া চাটিবারে যায়।
হেনকালে রামকৃষ্ণ কুকুরকে কয়।।
আলাপ করত ভালো আমরা কি করি।
তাহা ত দেখনা তুমি অই দুঃখে মরি।।
যাহ ভোলা একবার প্রভুর গোচরে।
বল'গে অনেক লোক বাড়ীর বাহিরে।।
ভোলা গেল রামকৃষ্ণ যায় পাশে পাশে।
ভোলা গেল যেই গৃহে প্রভু শোয়া আছে।।
যবে ভোলা কুত্ত গেল পদের নিকটে।
মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ শয্যা হ'তে উঠে।।
প্রভু বলে আসি আমি সবে বল গিয়া।
আসিতেছি কিছুক্ষণ থাকুক বসিয়া।।
তাহা শুনি ভোলা কুত্ত আসিয়া বাহিরে।
আসিতেছে ঠাকুর দেখাল লেজ নেড়ে।।
কিছুক্ষণ পরে এল প্রভু দয়াময়।
মনোকথা কহি সবে করিল বিদায়।।
ভোলা কুত্ত পরিচ্ছেদ হ'য়ে গেল সাঙ্গ।
রচিল তারকচন্দ্র কুকুরের রঙ্গ।।

মহাপ্রভুর লালচাঁদের বাটীতে গমন
পয়ার

এইরূপে যাত্রা করিলেন ছয়জন।
মহাপ্রভু বলিলেন অগ্রে যাও একজন।।
তথা যেতে পথে মোর আছে বড় ভয়।
সাপে নাহি ছাড়ে মোরে আসিয়া জড়ায়।।
তাহা শুনি কাঙ্গালী চলিল আগে আগে।
চলিলেন মহাপ্রভু তার পিছু ভাগে।।
বরইহাট গ্রাম গিয়া হইল উদয়।
ভক্তদের বাটী গিয়া উঠিল সবায়।।
ভক্ত কহে মহাপ্রভু নিবেদন করি।
বাল্যভোজ নিতে হ'বে তোমার এ বাড়ী।।
মহাপ্রভু বলে যদি বাড়ী মোর হয়।
কি আছে বাল্য সেবার শীঘ্র ল'য়ে আয়।।

অমনি ভক্ত যায় জাল বাহিবারে।
ঠাকুর বলেন মোরা মাছ খাব না রে।।
তাহা শুনি ভক্ত কহে আছে শুধু ভাত।
কেমনে হইবে প্রভু প্রভু জগন্নাথ।।
ঠাকুর কহেন কেন শুধু ভাত খা'ব।
সুধা হ'তে সুধা আমি ভোজন করিব।।
কি দিব কি দিব ভক্ত কহে অবিরত।
মহাপ্রভু বলে তোর ঘরে আছে ঘৃত।।
তাহা শুনি ভকত হইয়া উল্লাসিত।
নারীকে কহিছে ঘরে আছে নাকি ঘৃত।।
তাহার রমণী কহে ঘৃত আছে ঘরে।
প্রভু হরিচাঁদ কহে শুন ভাল ক'রে।।
দধি আছে আরো আছে সুরভী দোহন।
ঘরে আছে কল্যকার মথিত মাখন।।
ঠাকুরের পদে পড়ি কহে তার নারী।
কি দিয়া হইবে প্রভু ভোজন তোমারি।।
প্রভু কহে ভকতের রমণীর কাছে।
কুষ্মাণ্ডের শাক, আগা ভাতে দে'য়া আছে।।
দেহ মাগো তাহাতে ভোজন হ'বে ভারি।
মধ্যাহ্নে হইবে সেবা লালচাঁদ বাড়ী।।
তাহা শুনি বসিতে করিয়া দিল ঠাই।
সভক্তি শাল্যন্ন ভোজে বসিল গোঁসাই।।
মাখিয়া ঠাকুর দিয়াছেন বদনেতে।
তারক প্রসাদ নিব বলে হাত পেতে।।
শাক ভাত মাখন করিয়া একত্তরে।
এক মুষ্টি দেন প্রভু তারকের করে।।
তারক যখন দিল বদনে তুলিয়া।
দোম এঁটে উঠে তার তালুকায় গিয়া।।
উঠিল বিষম কাশ ভাত উঘাড়িয়া।
ঠাকুরের পাতে পড়ে ভাত শাক গিয়া।।
কতক মাটিতে কত মহাপ্রভু পাতে।
কতক পড়িল মহাপ্রভুর বক্ষেতে।।
বক্ষে যাহা পড়েছিল বাম হাত দিয়া।
ধরিয়া দিলেন প্রভু বদনে তুলিয়া।।
লালচাঁদ এসেছিল ঠাকুরকে নিতে।
আগুলিল এসে সেই ভক্তের বাটীতে।।
তিনিও সেবায় ব'সে ছিলেন সেখানে।
কথা নাহি কয় তবু বলিল তখনে।।
তিনি কন প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা আছে।
যেমন নিয়াছ প্রভু ভাল দেওয়া দিছে।।
অমনি তারক কেঁদে পড়িল ধরায়।
প্রভু কন ওঠ তোর নাহি কোন ভয়।।
তারক ভোজন করে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
যাত্রা করিলেন সেই বাড়ী সেবা নিয়া।।
এইরূপে প্রভু সঙ্গে ভক্তের বিহার।
গেল দিন কহে দীন রায় সরকার।।

মহাপ্রভুর লালচাঁদের ভবনে উপস্থিত
পয়ার

তথা হ'তে ভোজন করিয়া ত্বরান্বিত।
লালচাঁদ ভবনেতে প্রভু উপনীত।।
পশ্চিম দুয়ারী ঘর পূবের পোতায়।
বসিলেন প্রভু সেই ঘরের পিঁড়ায়।।
ভক্তগণ কেহ কেহ বসেছে পিঁড়ায়।
কেহ কেহ বসিলেন তাহার নীচায়।।
ইতিপূর্বে এই লীলা প্রথম সময়।
পাগল বলিয়া খ্যাতি যা'দের ধরায়।।
পূর্ব পূর্ব মহাজন তা'দের বারতা।
স্বয়ং প্রভু কহিছেন সেই সব কথা।।
মহাপ্রভু কহে কথা শুনিতে মধুর।
মধুর হ'তে মধুর অতি সুমধুর।।
এইরূপে ইষ্ট গোষ্ঠ কৃষ্ণ কথালাপ।
আর যত এইদানি পাগল প্রস্তাব।।
প্রভু হরিচাঁদ কহে লালচাঁদ ঠাই।
তোর বাড়ী বেত আছে শুনিয়াছি তাই।।
লালচাঁদ কহে প্রভু ভাল বেত আছে।

লতিয়া উঠিছে বেত বড় বড় গাছে।।
অই সব বড় আম গাছ দেখা যায়।
বেত বেয়ে উঠিয়াছে গাছের আগায়।।
বসিয়া দু'জনে হইতেছে দেখাদেখি।
থলি থলি বেত ফল রহিয়াছে পাকি।।
এই বেত হ'তে দু'টি বেত দেহ মোরে।
আর এক ইচ্ছা বেত ফল খাইবারে।।
লালচাঁদ বলে বেত পাকিয়াছে ভারি।
টান দিলে বেত ফল যাইবেক পড়ি।।
ফলধরা বেত বড় ভাল নাহি হয়।
অফলা পুরান বেত দিব মহাশয়।।
ঠাকুর বলেন আগে বেত ফল আন।
তাহা শুনি মৃত্যুঞ্জয় করিল প্রয়াণ।।
ঠাকুর কহেন অই বেত বড় ভাল।
বেশী নহে মাত্র দু'টি বেত গিয়া তুল।।
দু'টি বেত তুলিয়া আনহ মম ঠাই।
বেত তোলা শেষ কথা আগে ফল চাই।।
মৃত্যুঞ্জয় দু'টি বেত কাটিল কেবল।
একটি নিস্ফল তার একটি সফল।।
ফল ধরা গাছ কাটি বলে মৃত্যুঞ্জয়।
তব ফল লাগিবেক প্রভুর সেবায়।।
সুপক্ক হ'য়েছে ফল পড়িও না তবু।
তোমাকে করিবে সেবা স্বয়ং মহাপ্রভু।।
মৃত্যুঞ্জয় কাঙ্গালী তারক তিনজন।
বেত টানি বাহির করিল ততক্ষণ।।
বেত ফল তুলি, ধরি লইল বাটীতে।
ঝাড়া দিল থলি ধরি পাত্র উপরেতে।।
এক ঝাড়া দিলে সব ফল পড়ি যায়।
অর্ধ অর্ধ খোসা মাত্র রহিল বোটায়।।
অবশিষ্ট অর্ধ খোসা বাছিয়া ফেলিয়া।
ঠাকুর সম্মুখে দিল কাসন্দ মাখিয়া।।
একমুষ্টি ধরি প্রভু দিলেন বদনে।
বলে মৃত্যুঞ্জয় ভাল খাওয়ালি এখনে।।
কোথা লাগে আম আর কোথা লাগে দুধ।
বেত ফল মিঠা যেন বিদুরের খুদ।।
আম ফল খাইতেছি দুই তিন দিন।
হঠাতে এ বেত ফল খাই দৈবাধীন।।
বিদুরের বাড়ী কৃষ্ণ খান একদিন।
সেই একদিন আর এই একদিন।।
প্রভু বলে দু'টি বেত কাটিলে যতনে।
একটা আনিলে ওটা গাছে রল কেনে।।
সেই বেত বাহির করিল তিনজনে।
মৃত্যুঞ্জয় কহিলেন কাঙ্গালীর স্থানে।।
ভাল ভাল বেত কত আছে এই গাছে।
দুটি বেত লই কেন কত বেত আছে।।
প্রভু আজ্ঞা দু'টি বেত আর এক ল'ব।
তাতে কি প্রভুর কাছে অপরাধী হ'ব।।
লাগিবে প্রভুর কার্যে মন্দ হবে কিসে।
তাই ভেবে আর এক বেত কাটে শেষে।।
বেত কাটি তিন জনে ধরি টান পাড়ে।
থাকমনে বেত পাড়া পাতা নাহি লড়ে।।
যারে দেখে তারে ডাকে হাট উঠাইয়া।
এক এক জন করি বেত টানে গিয়া।।
এক এক জন করি ধরিতে ধরিতে।
চৌদ্দ জনে বেত টানে না পারে নামাতে।।
নাহি ছিঁড়ে নাহি পড়ে না লড়ে না সরে।
আমের গাছের ডাল কড়মড় করে।।
রামচাঁদ চৌধুরীর বুদ্ধি বিচক্ষণ।
বলে বৃথা পরিশ্রম কর কি কারণ।।
চৌদ্দ জনে বেত টানি কিছুই না হয়।
এ হেন আশ্চর্য কেবা দেখেছে কোথায়।।
দুই বেত তুলিবারে প্রভু দেন বলি।
সে আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে কেন বেত তুলি।।
চৌদ্দ জনে টানি বেত নাহিক বিরাম।
নিশ্চয় জানিও এই ঠাকুরের কাম।।
কেন মিছা টানাটানি পরিশ্রম কর।

চল গিয়া প্রভুকে জানাই সমাচার।।
কে যাবে কে যাবে সবে ভাবে মনে মনে।
সবে কহে তারকে পাঠাও প্রভু স্থানে।।
তারক দাঁড়ায় গিয়া প্রভুর সম্মুখে।
মৃত্যুঞ্জয় কিছুদূরে দাঁড়াইয়া থাকে।।
প্রভু কন একা কেন আসিলে তারক।
এক বেত ল'য়ে বুঝি হাসাইলে লোক।।
দু'টি বেত নিব আর নাহি আবশ্যক।
তিন বেত কাটিয়াছি কহিল তারক।।
ঠাকুর কহেন কেন এ কার্য করিলে।
সামান্য একটি কথা মানিতে নারিলে।।
যেমন লোভের বশ করিয়াছ তাই।
চৌদ্দ জনে হার কেন এক বেত ঠাই।।
ছোট এক বাক্য তাহা না পার মানিতে।
ধন্যবাদ দেই আমি সে বিন্ধ্য পর্বতে।।
এখন উঠিতে পারে রাখে কোন জনে।
উঠিতে না পারে মাত্র এক বাক্য মেনে।।
বাক্য না মানিতে পার কাপুরুষ হও।
সিংহের শাবক হ'য়ে ছাগ রীতি লও।।
তাহা শুনি তারক জুড়িল দুই হাত।
অপরাধ ক্ষমা কর অনাথের নাথ।।
কালীনগরের কর্তা বেত কাটিয়াছে।
অপরাধ করিয়াছি স্বীকার ক'রেছে।।
গুরুকার্য করি মোরা মনের হরিষে।
প্রভু কার্যে বেত নিব দোষ হবে কিসে।।
লঙ্কাদগ্ধে বন ভাঙ্গে বস্ত্র হরে হনু।
রাম কার্য রাম করে সমর্পিত তনু।।
এত বেত লালচাঁদ কি কার্যে লাগাবে।
আমরা লইলে বেত গুরুকার্য হ'বে।।
ইহা বলি এই বেত কেটেছেন তিনি।
ঠাকুর বলেন যাও সব আমি জানি।।
ধর গিয়া সেই বেত সেই তিন জনে।
চৌদ্দ জনে টান বেত কিসের কারণে।।
বেত ধরি টান দিল সেই তিন জন।
অমনি বাহির বেত হইল তখন।।
তিন জনে ছাঁটিয়া করিল পরিষ্কার।
তিন বেত প্রায় দুই বোঝা দু'জনার।।
এদিকে সকলে করে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া।
স্নানাদি ভোজন করে হরিবোল দিয়া।।
প্রভু হরিচাঁদ স্নান করে প্রথমেতে।
অমৃত খাইনু হরি বলে আনন্দেতে।।
পরে অন্ন ভোজনে বসেন হর্ষ মনে।
ঘৃতপক্ক ডাল বড়া শাকাদি ব্যঞ্জনে।।
অমৃত অম্বল দধি দুগ্ধ আম্রসহ।
খাইলেন ভক্তসব বড়ই উৎসাহ।।
পায়স পিষ্টক আদি সেবা খাজা গজা।
ক্ষীর চুষি, ক্ষীরের লড্ডুক, সর ভাজা।।
ঠাকুরের বামদিকে আমপোরা ঝাকা।
প্রভু কন এত আম রাখ কেন একা।।
লালচাঁদ বলে এই আমগুলি চুকা।
মূলে টক দেখিতে সুন্দর যায় দেখা।।
প্রভু কহে মিঠা আম আর নহে চাই।
এ আম খেয়েছি আন ওই আম খাই।।
ভাল ভাল আম খেয়ে কি করিনু কাজ।
ভোজনের শেষ চুকা তাই খাব আজ।।
চুকা আম খাই নাই ওই আম খাব।
অই আম খেয়ে মন মালিন্য ঘুচা'ব।।
লালচাঁদ দেন আম্র ভকতি প্রচুর।
প্রভু ক'ন কই চুকা অতিব মধুর।।
মধুর হ'তে মধুর সুমধুর আম।
শ্রীমুখের মধুবাক্য তাই পরিণাম।।
যে গাছের চুকা আম্র খাইল ঠাকুর।
সে গাছের আম হ'ল সে হ'তে মধুর।।
ভক্তবৃন্দ সেবা কার্যে ছিল যতজনে।
তৃপ্ত হ'ল চুকা আম্রে মধু আস্বাদনে।।
সে কার্য করি হরি যাত্রা করিলেন।

লালচাঁদ বেত ল'য়ে সঙ্গে চলিলেন।।
অগ্রে অগ্রে ভোলা নামে কুক্কুর ধাইল।
ওঢ়াকাঁদি গোলোকের ঠাই উত্তরিল।।
পথ হ'তে আগুলিল গোস্বামী গোলোক।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত রচিল তারক।।

শ্রীমত্তারকের বিবাহ

পয়ার।

তারকের বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই।
বিবাহ করিতে হবে কহেন গোঁসাই।।
অনেকে অনেক কহে বিয়া করিবারে।
আজীবন তারকের প্রতিজ্ঞা অন্তরে।।
বিবাহ করিতে প্রভু বল কি কারণ।
না করিব বিবাহ করেছি এই পণ।।
প্রভু কন যদি এই ভবে আসিলাম।
ভাবি মনে এক খেলা খেলিয়া গেলাম।।
চতুর্বিধ ধর্ম মধ্যে প্রধান গার্হস্থ্য।
গৃহস্থ ধার্মিক কর্ম অতি সুপ্রশস্ত।।
লোকে কহে ভ্রমি বারো ঘরে বসি তের।
এবার গৃহস্থ ধর্ম যোগে যত পার।।
তারক বলেন হরি বিবাহ করিব।
গৃহিনী গ্রহণ কৈলে পাশ-বদ্ধ হ'ব।।
অর্থ লোভে নারী লোভে কামাসক্ত হ'য়ে।
তব নাম প্রেম সব যাইব ভুলিয়ে।।
প্রভু কন মম বাক্যে বিবাহ করিলে।
নাম প্রেম বৃদ্ধি হ'বে মম বাক্য বলে।।
আমারে আদর করি করে পাপ কর্ম।
আমার ইচ্ছায় সেই হয় মহাধর্ম।।
মোরে অনাদর করি করে মহাধর্ম।
আমার ইচ্ছায় সেই হয় পাপকর্ম।।
এ বড় নিগূঢ় তত্ত্ব প্রভু মুখ বাক্য।
তদ্রুপ আমার বাক্য হৃদে কর ঐক্য।।
যদি অর্থ নারী লোভে মোরে ভুলে যাবি।
তবু মম দয়া বলে আমাকে পাইবি।।
তারক কহিছে মোর অর্থ কিছু নাই।
কেনা বেচা করি দিন আনি দিন খাই।।
প্রভু হরিচাঁদ কহে তাতে কেন ভাব।
যত অর্থ লাগে তাহা আমি তোরে দিব।।
বিবাহ করিতে প্রভু কন বার বার।
তারক বলেন যেই ইচ্ছা আপনার।।
আসিলেন মৃত্যুঞ্জয় সূর্যনারায়ণ।
প্রভু দু'জনারে কহে সব বিবরণ।।
তোমরা দু'জনে যাও সম্বন্ধ করিতে।
একেবারে চলে যাও ভাঙ্গুড়া গ্রামেতে।।
অগ্রে যাও গঙ্গারামপুর গ্রাম মাঝ।
যে মেয়ে শুনিবে কথা ক'র সেই কাজ।।
তারক চলিল দু'জনারে সঙ্গে ল'য়ে।
গঙ্গারামপুর গ্রামে উত্তরিল গিয়ে।।
সনাতন পাটনি সে দেখিতে পাইল।
সমাদর করি তার বাটী ল'য়ে গেল।।
বলে দয়া করি হেথা করুণ ভোজন।
সনাতন করিল পাকের আয়োজন।।
সেই গ্রামে শ্রীগোবিন্দ নামে ভট্টাচার্য।
তার বাটী হইতেছে তুলটাদি কার্য।।
একমাস পুঁথি হ'ল অদ্য উদযাপন।
এই বাড়ী পুঁথি হবে কহে সনাতন।।
সেই বাড়ী চলিলেন পুঁথি শুনিবারে।
চারি জন এক ঠাই বসে একত্তরে।।
পুঁথি কহে কথক বসিয়া ব্যাসাসনে।
মহাপ্রভু হরিচাঁদ বসে সেই খানে।।
মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস স্বচক্ষে দেখে তাই।
সেই পাঠ সাঙ্গ হ'লে আর দেখা নাই।।
মধ্যাহ্ন ভোজন করি ভাঙ্গুড়া আইল।
কৃষ্ণমোহনের বাড়ী উপনীত হ'ল।।
বলিলেন মৃত্যুঞ্জয় কৃষ্ণমোহনেরে।
এক মেয়ে চাহি মোরা এ ছেলের তরে।।

কহেন কৃষ্ণমোহন আছে এক মেয়ে।
ছেলের লবে না মন সে মেয়ে দেখিয়ে।।
কৃষ্ণ বর্ণা মেয়ে তত শ্রীমতিও নয়।
সে মেয়ে লন যদি তবে দেওয়া যায়।।
মৃত্যুঞ্জয় বলে মোরা শ্রীমতি না চাই।
কথা যদি শুনে তবে মেয়ে ল'য়ে যাই।।
আসিবার কালে ব'লে দিলেন ঠাকুর।
মেয়ে দেখিবারে যাও গঙ্গারামপুর।।
মেয়ে দেখি তথা হ'তে ভাঙ্গুড়া যাইও।
যেই মেয়ে কথা শুনে সে মেয়ে আনিও।।
কৃষ্ণমোহন বলে আমি সাথে সাথে যা'ব।
কি লইয়া যা'বে তথা সম্বন্ধের ভাব।।
বাতাসা লইতে হ'বে সে বাড়ী যাইতে।
তারক বলিল কপর্দক নাই সাথে।।
সোয়াসের বাতাসা লাগিবে পাঁচ আনা।
অবাক হইয়া বসি র'ল তিনজনা।।
হেনকালে একজন জিজ্ঞাসে তথায়।
তারক কাহার নাম আছে কি হেথায়।।
করিতে কবির দল বায়না কারণ।
বহু পথ পরিশ্রমে করেছি ভ্রমণ।।
গোবরা কাছারী হ'তে আমি আসিয়াছি।
জয়পুর গিয়া এই সংবাদ শুনিয়াছি।।
বিবাহের সম্বন্ধ করিতে তিনজন।
এইগ্রামে তারা নাকি ক'রেছে গমন।।
ভাঙ্গুড়া গ্রামের কথা শুনিলাম তথা।
এই যায় এই যায় শুনিলাম কথা।।
অনেকের ঠাই শুনি জিজ্ঞাসা করিলে।
এই যায় এই গেল অনেকেই বলে।।
আহারাদি করিলাম মনোখালী গ্রাম।
এই মাত্র তথা হ'তে আমি আসিলাম।।
যাওয়া মাত্র বায়নার টাকা ল'য়ে হাতে।
সেই লোক বিদায় করিল তরান্বিতে।।
সেই টাকা ভাঙ্গাইয়া বাতাসা কিনিয়া।
চলিলেন চারজন একত্র হইয়া।।
শ্যামচাঁদ কাঁড়ারের বাড়ী উতরিল।
মেয়েটি দেখিব বলে আলোচনা হ'ল।।
মেয়েটি লইয়া শ্যাম আসিল বাহিরে।
মেয়েকে বলিল দণ্ডবৎ করিবারে।।
মৃত্যুঞ্জয় চরণে করিল প্রণিপাত।
পদধূলি নিল শ্রীচরণে দিয়া হাত।।
মৃত্যুঞ্জয় বলে মা মাথার বস্ত্র ফেল।
শুনিয়া মাথার বস্ত্র অমনি ফেলিল।।
মৃত্যুঞ্জয় বলে মাতা মেল দু'নয়ন।
অমনি নয়ন করিলেন উন্মিলন।।
মৃত্যুঞ্জয় বলে মাতা চুল ছেড়ে দেও।
চুলের বন্ধন ছাড়ি ঘরে চলে যাও।।
অমনি দাঁড়ায়ে চুল বন্ধন ছাড়িল।
দণ্ডবৎ করি পরে গৃহে চলে গেল।।
সীতা যেন গবাক্ষে দেখিল রামরূপ।
তারকে নিরখি সতী হইল তদ্রূপ।।
অমনি সম্বন্ধ ঠিক করিল ত্বরায়।
সেই দিন রহিলেন শ্যামের আলয়।।
জিজ্ঞাসিল মৃত্যুঞ্জয় কি লইবা পণ।
শ্যাম বলে লইব না এই মোর পণ।।
গয়াধামে যাব আমি ভেবেছিনু মনে।
এ ছেলেকে কন্যা যদি দিতে পারি দানে।।
মেয়ে দিব এই মম আকাঙ্খা কেবল।
ঘরে বসে পাই তবে গয়া গঙ্গা ফল।।
যে হইতে মাতা জন্মে আমার ভবনে।
সেই হ'তে এই আশা সদা মোর মনে।।
ঈশ্বর মনের আশা করুণ পূরণ।
বিনা পণে কন্যাধনে করিব অর্পণ।।
সম্বন্ধ নির্ণয় করি প্রভুকে বলিল।
প্রভু বলে যার তার যুগে যুগে র'ল।।
প্রভু বলে শ্যাম যদি নাহি লয় পণ।
তথাপি বত্রিশ টাকা করিও প্রেরণ।।

তারক ভেবেছে মনে উপায় কি হবে।
গৃহে নাস্তি কপর্দক কিবা পাঠাইবে।।
মহাপ্রভু বলে ব'সে কি ভাবিস একা।
বৈশাখ মাসেতে বিয়া আমি দিব টাকা।।
মাঘ মাসে হ'ল সেই কার্য নিরূপণ।
চারি মাসে হ'ল সে টাকার সংস্থাপন।।
তিন তারিখেতে তিন ভাগে টাকা দিল।
পণ নয় সাহায্য বলিয়া পাঠাইল।।
বৈশাখ মাসের শেষ আটাশে তারিখ।
বিবাহের সেই দিন হ'য়ে গেল ঠিক।।
বিবাহের দিন একদিন অগ্রে তার।
বায়না কুন্দসী গ্রামে কবি গাওয়ার।।
সেই দিন গ্রামী লোকে ফলাহার দিতে।
এক মন দধির বায়না ছিল তাতে।।
এদিকেতে স্বজাতীর একত্র ভোজন।
বাজারের নেয়ে মাঝি খা'বে সর্বজন।।
বসিলেন সর্বজন ফলাহার জন্য।
পঞ্চাশ পঞ্চান্ন জন লোক হ'ল গণ্য।।
জলপানে পরিপূর্ণ আহার হইল।
সিকি দধি মাত্র তার খরচে লাগিল।।
সেই দই চিনি খই সঙ্গেতে করিয়া।
বরযাত্রা করিলেন নৌকায় উঠিয়া।।
পথে গিয়া সেই দধি সবে মিলে খায়।
চিনি চিঁড়ে দই খই যেন তেন রয়।।
ভাঙ্গুড়া গ্রামেতে গিয়া বাসাবাড়ী করি।
সেই সব দ্রব্য খাওয়াইল সেই বাড়ী।।
এ জাতির বিবাহ পদ্ধতি ব্যবহার।
কন্যা কর্তা বাড়ী কেহ না পায় আহার।।
কন্যা গৃহীতার তথা খেতে দিতে হয়।
যে না পারে, না খাওয়ায়, পারিলে খাওয়ায়।।
সেই গ্রামে ভোজ দিতে কৈল আয়োজন।
ভোজ দিতে তণ্ডুল লাগিবেক দুই মণ।।
আর এক মণ লাগে সিধা পত্র দিতে।
চারি মণ দধি লাগে ভোজ ভোজনেতে।।
নিয়াছিল তারক তণ্ডুল চারি মণ।
এক মণ দধি তার আছে অর্ধ মণ।।
তিন মণ চাউল পাকের জন্য দিল।
দুই মণ পাক হ'ল এক মণ র'ল।।
অন্ন দেখি গ্রামবাসী সব লোকে কয়।
এই অন্নে হইবেক হেন মনে হয়।।
দুগ্ধ ক্রয় ক'রেছে পায়স রাঁধিবারে।
পায়স হইল পাক পাকশালা ঘরে।।
গ্রামবাসী এসে লোক বসাইয়া দিল।
দুই প্রাঙ্গণেতে লোক ভোজনে বসিল।।
ডাইল লাবড়া ভাজা ব্যঞ্জন অম্বল।
আহারান্তে সবে বলে উত্তম সকল।।
হয় নাই কভু কোথা এমন ভোজন।
পায়সান্ন দিতে জন্যে করে আয়োজন।।
হেনকালে একজন গোয়ালা আসিল।
দুই মণ দধি কাঁধে ল'য়ে দাঁড়াইল।।
সে বলে আমার এই দধি টুকু লও।
দয়া করি এই দধি খরচে লাগাও।।
এ দধির বায়না ব্রাহ্মণ বাড়ী ছিল।
উদ্বৃত্ত হয়েছে দধি ফেরত করিল।।
অমনি তারক বলে দেও দেও দেও।
সত্বর স্বজাতিগণে এ দধি খাওয়াও।।
সঙ্গে দধি বাটী হ'তে আনা অর্ধ মণ।
সে গ্রামে খরচ গেল দধি দুই মণ।।
দধি ভোজ শেষ হ'লে পায়স ভোজন।
সবে বলে হেন ভাল না খাই কখন।।
বিবাহের পরে জয়পুর আসা হ'ল।
সঙ্গেতে ফেরত দধি অর্ধ মণ ছিল।।
চাউল দু'মণ ফিরে আর জলপান।
তার অর্ধ দধি বাল্য ভোজনে লাগান।।
পাক পরশয়ের জন্য দধি নাহি হ'বে।
দুগ্ধ কিনিলেন ভোজে পরমান্ন দিবে।।

আর আর দ্রব্য সহ হ'য়েছে রন্ধন।
সব লোক বসিলেন করিতে ভোজন।।
খাইলে ভাজা ব্যঞ্জনাদি মৎস্য ঝোল।
ভোজনের শেষে সবে খাইল অম্বল।।
হেনকালে এক জন গোয়ালা আসিল।
এক মণ দধি ল'য়ে উপনীত হ'ল।।
গোপ বলে কুণ্ডু বাড়ী ছিল দধি বায়না।
সব দধি নিল তারা এক মণ নেয় না।।
এই দধি খেতে দিব আমার গরজ।
যাহা ইচ্ছা মূল্য দিও হউক খরচ।।
তারক বলিল এই ঠাকুরের কাম।
আন দধি দিব আমি দুই টাকা দাম।।
পূর্বে এক মণ আর এই এক মণ।
চারি টাকা মূল্য এনে দিলেন তখন।।
ছাতরায় বাসা ছিল রায়চাঁদ ঘোষ।
চারি টাকা মূল্য পেয়ে হইল সন্তোষ।।
ভাঙ্গুড়ার গোয়ালের দুই মণ দই।
চারি টাকা পাইয়া সন্তুষ্ট হ'ল সেই।।
শ্রীহরি-চরিত্র সুধা ভকত আখ্যান।
রচিল তারকচন্দ্র হরি-রস-গান।।

সূর্যনারায়ণের সর্পাঘাত

পয়ার

এবে শুন স্বামী হীরামন গুণ কথা।
লেখা আছে ডুমুরিয়া পূর্বের বারতা।।
স্বামী হীরামন যবে ডুমুরিয়া গেল।
সূর্য নারায়ণ যে তামাক সেজে দিল।।
কলিকা ঢালিয়া পরে মৃত্তিকা উপরে।
বলে এই তামাক রাখ যতন করে।।
তামাক যতন করে গৃহেতে রাখিস।
সাপে কামড়ালে, খেলে সেরে যাবে বিষ।।
সেই যে তামাকটুকু যতন করিয়া।
ঝাঁপিয়া ভিতরে রাখে পুটলী বাঁধিয়া।।
সাতাশে তারিখ চৈত্র মাস বুধবার।
বেদগ্রামে যাইবেন গান গাইবার।।
বাটী গিয়া বলে মোরে শীঘ্র দেও খেতে।
গান গাইবারে হ'বে বেদগ্রামে যেতে।।
ইহা বলি ব্যস্ত হ'য়ে হইল উতলা।
জাগ দেওয়া তিল ছিল ভেঙ্গে দিল পালা।।
পালা ভাঙ্গি উঠানেতে দিল ছড়াইয়া।
তার মধ্যে সর্প ছিল দংশিল আসিয়া।।
দেখিল গোক্ষুর সাপ গেল দৌড়াইয়ে।
বিষের জ্বালায় চক্ষু গেল লাল হ'য়ে।।
তাহার অগ্রজ ভ্রাতা সে উমাচরণ।
ব্যস্ত হ'য়ে বলে ওঝা আন একজন।।
নোয়া ভাই তাহার যে রামচাঁদ ছিল।
ইতিপূর্বে সর্পাঘাতে সে জন মরিল।।
ইনিও মরিল বুঝি সাপের দংশনে।
শীঘ্র আন ওঝা নহে বাঁচা নাহি প্রাণে।।
গোলোক ওঝা আনিতে ধাইয়া চলিল।
দেখে সূর্যনারায়ণ নিষেধ করিল।।
যে তামাক দিয়াছিল পাগল গোঁসাই।
খাইলে সারিবে বিষ আন তাই খাই।।
ঝাঁপি হ'তে তামাক বাহির করে দিল।
তামাক গালেতে দিয়া জল খাওয়াল।।
নেশা হ'য়ে সেইভাবে দণ্ড চারি ছিল।
অমনি সাপের বিষ নির্বিষ হইল।।
স্নান করি আহার করিল ততক্ষণ।
বেদগ্রামে কবিগানে করিল গমন।।
তামাক দিলেন মুখে নির্বিষ বলিয়ে।
গোক্ষুরের খর বিষ গেল নিশ হ'য়ে।।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত ভক্তের আখ্যান।
রচিল তারক ভক্ত চরিত্র সুগান।।

প্রেম প্লাবন ও বিনা রতিতে কর্ণের জন্ম

পয়ার

বহিল প্রেমের বন্যা ওঢ়াকাঁদি হ'তে।

দ্বিজ মুচি শৌচাশুচি ডুবে গেল তাতে।।
আইল প্রেমের বন্যা বীজ হ'ল নাশ।
তাহা দেখি পঞ্চ জনের বাড়িল উল্লাস।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
রেচক পূরক কুম্ভকাদি নেতি ধৌতি।।
শাক্ত শৈব গাণপত্য বৈষ্ণব তাপন।
সবে করে সম পুত প্রণয় প্লাবন।।
কল্ কল্ শব্দ ওড়াকাঁদি গোলাঘাটে।
হতাশ নিঃশ্বাসে সদা সে তুফান উঠে।।
ক্ষত্র-বংশ জাত রাম ভরত ত্যজি দেশ।
পাদপদ্ম ভৃঙ্গ বিশ্বনাথ দরবেশ।।
দেশে কি বিদেশ বেগে চলিল তুফান।
যবন পাবনকারী হরিপ্রেম বাণ।।
রাউৎখামার আর গ্রাম মল্লকাঁদি।
হরি দরশনে সবে যায় ওড়াকাঁদি।।
নারিকেলবাড়ী মাতে সহ সাহাপুর।
সুরগ্রাম বারখাদিয়া গান্দিয়াসুর।।
হরমোহন বাড়ই গোপাল বিশ্বাস।
ঠাকুরে ঈশ্বর বলি করিল প্রকাশ।।
গোপাল নেপাল তারা দু'টি সহোদর।
গোলোক গোঁসাই জয় গায় নিরন্তর।।
ঘোষালকাঁদি নিবাসী মহিমাচরণ।
সকলে মাতিয়া করে নাম সংকীর্তন।।
ঠাকুর দেখিয়া তারা প্রেমেতে মাতিয়া।
নয়ন মুদিয়া রাখে হৃদয় ধরিয়া।।
মল্লকাঁদি গ্রামবাসী মাতিল সকল।
সকালে বিকালে বলে জয় হরিবোল।।
সেই সব মহাভাব অগ্রে লেখা আছে।
হীরামন যেইরূপ মাতিয়া উঠিছে।।
সেই সময়েতে যত মহাভাব হয়।
মৃত্যুঞ্জয় ভবনেতে আগে লেখা যায়।।
শ্রীনিতাই চৈতন্য অদ্বৈত তিন ভাই।
তাহাদের প্রেমভক্তি তুলনাই নাই।।
নিত্যানন্দ পুত্র যিনি মৃত্যুঞ্জয় নাম।
চৈতন্যের দুটি পুত্র অতি গুণধাম।।
রামকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ ছোট রামনারায়ণ।
হরিচাঁদ গতপ্রাণ তারা দুই জন।।
এক মন এক ভাব নাহি ব্যতিক্রম।
ঠাকুরের ভক্ত বৃন্দাবনের নিয়ম।।
রামদেব মহাদেব অদ্বৈতের পুত্র।
ঠাকুরের ভক্ত হয় পরম পবিত্র।।
এই বাড়ী সবে মিলে হ'ল হরিভক্ত।
মৃত্যুঞ্জয় সঙ্গে মত্ত সকলে থাকিত।।
রামকৃষ্ণ নির্জনেতে যখন থাকিত।
আরোপে ঠাকুররূপ নিরীক্ষে দেখিত।।
ওড়াকাঁদি যে ভাবেতে ঠাকুর থাকিত।
বাটীতে থাকিয়া রামকৃষ্ণ তা জানিত।।
রামনারায়ণ করে ঠাকুরের ধ্যান।
একদিনে ঠাকুর বলেন তার স্থান।।
শোন বাছা তোরে নিতে পারিবে না যম।
সপ্তবর্ষ অনিদ্রিত কর এ নিয়ম।।
তাহা শুনি নিদ্রা ত্যজে মনে হ'য়ে হর্ষ।
মহাযোগী নিদ্রা নাহি যান সপ্তবর্ষ।।
হেন হেন মহাজন এই বংশে রয়।
এই বংশে রামতনু সাধু অতিশয়।।
জনমিয়া নারীসঙ্গ না করেন তিনি।
বিবাহ করেছে মাত্র স্পর্শে না রমণী।।
ঠাকুরানী মনে করে পুত্রের কামনা।
সাধু বলে স্ত্রী ক্রিয়া করিতে পারিব না।।
ঠাকুরানী ওড়াকাঁদি যাইয়া বলিল।
একটি পুত্রের মম কামনা রহিল।।
ঠাকুর বলেন আমি পারি না বলিতে।
যে লোকের মন নাই স্ত্রীসঙ্গ করিতে।।
স্ত্রীসঙ্গ করিতে যার নাহি লয় মন।
তাহাকে কেমনে বলি হেন কুবচন।।
তবে যদি সাধ কর পুত্র কামনায়।

থাকগে নির্জনে রামতনুর সেবায়।।
নিদ্রা না যাইয়া যদি থাকিবারে পার।
এক পুত্র হ'বে তব দিলাম এ বর।।
পঞ্চ বর্ষ নিশিদিনে অনিদ্রিতা র'য়ে।
তনুর চরণ পার্শ্বে রাত্রিতে বসিয়ে।।
পতি প্রতি রতি মতি প্রীতি অতিশয়।
পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ফল তাতে পাওয়া যায়।।
শুনিয়াছি শতানন্দ অস্তিকের জন্ম।
পুত্র পাবে কর যদি সেইরূপ কর্ম্ম।।
তবে তব পুত্র হবে বিনা সঙ্গমেতে।
বাঞ্ছাপূর্ণ হবে তব সেই পুত্র হ'তে।।
একদিন রামতনু গেল ওড়াকাঁদি।
ঠাকুর বলেন রামতনু শুন বিধি।।
তব নারী করে এক পুত্র আকিঞ্চন।
আমি কহিয়াছি এক নিগুঢ় কারণ।।
পঞ্চ বৎসরের মধ্যে নিদ্রা নাহি যাবে।
বিনা সঙ্গমেতে এক সন্তান জন্মিবে।।
পঞ্চবর্ষ পূর্ণ হ'লে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি।
নাভি পদ্মে স্পর্শ কর কর্ণ কর্ণ বলি।।
তা হ'লে ঠাকুরানীর বাঞ্ছা হবে পূর্ণ।
সেই পুত্র হ'লে তার নাম রেখ কর্ণ।।
রামতনু শস্যাদির শীল রাখিতেন।
মাঠে গিয়া ফুঁক দিয়া শিঙ্গা বাজাতেন।।
একা গিয়া ধান কিংবা তিলের ডাঙ্গায়।
শীল যেন নাহি পড়ে বলিত তথায়।।
আমার মহান মধ্যে ধান আর তিল।
এর মধ্যে ইন্দ্রবেদ না ফেলিও শীল।।
এতবলি শিঙ্গা ধরি ধ্বনি দিত তায়।
পড়িত না শীল হরিচাঁদের আজ্ঞায়।।
হেন সাধু ঠাকুরের আজ্ঞামাত্র রাখে।
পাদ পার্শ্বে নারী বসা সাধু শুয়ে থাকে।।
পঞ্চবর্ষ পরিপূর্ণ হইল যখনে।
নাভিতে অমৃতাঙ্গুলি স্পর্শিল তখনে।।
সেই হ'তে ভাগ্যবতী পুত্রবতী হ'ল।
বিনা রমণেতে এক পুত্র জনমিল।।
সেইত পুত্রের নাম রাখে কর্ণধর।
রচিল তারকচন্দ্র কবি সরকার।।

দেবী তীর্থমণির উপাখ্যান

পয়ার

রামকৃষ্ণ চারি পুত্র জ্যেষ্ঠ মহানন্দ।
শ্রীকুঞ্জবিহারী রাসবিহারী আনন্দ।।
রামকৃষ্ণ অনুজ শ্রীরামনারায়ণ।
তার হ'ল পঞ্চপুত্র হরি পরায়ণ।।
নামে মত্ত বালা বংশ কৃষ্ণপুর গ্রামে।
সাধু কোটিশ্বর আর ধনঞ্জয় নামে।।
মতুয়া হইল সবে বলে হরি বলা।
স্বজাতি সমাজে বাদ র'ল যত বালা।।
তাহারা বলেন মোরা শঙ্কা করি কায়।
হরিনাম ত্যজিব কি স্বজাতির ভয়।।
হরিবলে কেন হীনবীর্য হ'য়ে রব।
সমাজিতে ত্যজ্য করে হরিবোলা হ'ব।।
মাতিয়াছি মহাপ্রভু হরিচাঁদ নামে।
নমঃশূদ্র তুচ্ছ কথা ডরি না সে যমে।।
বাবা হরিচাঁদের করুণা যদি হয়।
বালাবংশ কুলমান কিছুই না চায়।।
হরি প্রেম বন্যা এসে কূল গেছে ভেসে।
জাতি মোরা হরিবোলা আর জাতি কিসে।।
সাধুর ভগিনী ধনী তীর্থমণি কয়।
তিনি কন হরিবোলা কারে করে ভয়।।
মাতিল পুরুষ নারী ভয় নাই মনে।
অভক্তের ভয় কিসে মানিনে শমনে।।
অন্যে বলে জাতিনাশা আরো দর্প করে।
পাষণ্ডীরা ম'তোদিগে যায় মারিবারে।।
তাহা শুনি তীর্থমণি রাগে হুতাশন।
বলে আমি দলিব সে পাষণ্ডীর গণ।।

একদিন বেকি দাও করেতে করিয়া।
বলে যে আসিবি তারে ফেলিব কাটিয়া।।
ক্রোধিতা হইল দেবী যেন উগ্রচণ্ডা।
বেকি দাও হাতে নিল যেন খর খাণ্ডা।।
তাহা দেখে ভয় পেল যত পাষণ্ডীরা।
ভীত হ'য়ে উত্তর না করিল তাহারা।।
মেয়ের স্বভাব নাই' হ'য়ে হরিবোলা।
সে কারণে লোকে বলে তীর্থরাম বালা।।
আর শুন তাহার চরিত্র গুণধাম।
হরিপ্রেম রসে মেতে বলে হরিনাম।।
বিবাহিতা হ'য়েছিল বোড়াশী গ্রামেতে।
তার পতি মরিল সে অল্প বয়সেতে।।
রূপবতী অতিশয় যৌবন সময়।
ঠাকুর যাইত তথা সময় সময়।।
ঠাকুরে করিত তীর্থ পিতৃ সম্বোধন।
ঠাকুর জানিত তারে কন্যার মতন।।
ক্ষণে তীর্থ ক্ষণে মা! মা! বলিয়া ডাকিত।
মাঝে মাঝে বোড়াশী যাতায়াত করিত।।
একদিন তীর্থমণি পাকশাল ঘরে।
ঠাকুরকে মনে করি ভাসে অশ্রুনীরে।।
পায়স পিষ্টক রাঁধি পাকশালে বসি।
মনে ভাবে বাবা যদি আসিত বোড়াশী।।
স্বহস্তে তুলিয়া দিতাম শ্রীচন্দ্র বদনে।
এত ভাবি অশ্রুধারা বহিছে নয়নে।।
দিবা অবসান প্রায় এমন সময়।
সকলে খাইল তীর্থ কিছু নাহি খায়।।
বদন বিশ্বাস বলে বধূমার ঠাঁই।
খাও গিয়া, বধূ বলে ক্ষুধা লাগে নাই।।
মীরাবাঈ রাঁধিতেন খিচুড়ির ভাত।
প্রীত হ'য়ে খেত গিয়ে প্রভু জগন্নাথ।।
সেই মত মহাপ্রভু তীর্থমণি ঘরে।
চলিলেন ভক্তি অন্ন খাইবার তরে।।
তীর্থমণি গৃহে প্রভু গেলেন যখন।
জল আনি তীর্থমণি ধোয়ায় চরণ।।
কেশ মুক্ত করি পাদ পদ্ম মুছাইয়ে।
করিছেন পদ সেবা আসনে বসায়ে।।
পায়স পিষ্টক আদি ব্যঞ্জন শাল্যন্ন।
অগ্রে তুলে রেখেছিল ঠাকুরের জন্য।।
ঠাকুরের সেবা পরে প্রসাদান্ন যাহা।
তীর্থমণি যতনে ভোজন কৈল তাহা।।
তাহা দেখে সবে বলে বদনের কাছে।
দেখগে এখনে বৌর ক্ষুধা লাগিয়াছে।।
কেহ গিয়া জানাইল বদনের ঠাই।
দেখগে বধূর ঘরে নাগর কানাই।।
ইতি উতি বদন করে'ছে অনুমান।
ভাবে বধূ হ'তে বুঝি গেল কুলমান।।
বদন বিশ্বাস বলে ঠাকুরকে রুষি।
দেখ প্রভু আর তুমি এসনা বোড়াশী।।
চিরদিন জানি ম'তোদের ব্যবহার।
মানা করি মোর বাড়ী আসিওনা আর।।
শ্রীহরি গমন কৈল ওঢ়াকাঁদি যেতে।
কেঁদে কেঁদে তীর্থমণি আগুলিল পথে।।
মহাপ্রভু নিজধামে করিলে গমন।
বাবা! বাবা! বলে তীর্থ করিত ক্রন্দন।।
দিবানিশি অই চিন্তা মুদে দ্বি-নয়ন।
কিছুদিন পরে সিদ্ধ আরোপ সাধন।।
আরোপে প্রভুর রূপ যখনে দেখিত।
নয়ন মেলিলে রূপ দেখিবারে পেত।।
মহাপ্রভু থাকিতেন ওঢ়াকাঁদি বসি।
লোকে দেখে প্রভু যেন আছেন বোড়াশী।।
ষোড়শ হাজার একশত অষ্ট নারী।
প্রতি ঘরে এক কৃষ্ণ বাঞ্ছাপূর্ণকারী।।
যখন করিত তীর্থ দেখিবারে মন।
বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি দিত দরশন।।
গৃহকার্য যখন করিত তীর্থমণি।
বাবা বলে ডাকিত যেমন উন্মাদিনী।।

সবে বলে বধূ গেল পাগল হইয়ে।
শিকল লাগায়ে পায় রাখিত বাঁধিয়ে।।
বদন বলিল আমি চিরদিন জানি।
সাধ্বী সতী পুত্র বধূ অব্যভিচারিণী।।
চেহারায় বাহিরায় সতীত্বের জ্যোতি।
তবে কেন বধূ হেন হ'ল ছন্নমতি।।
বাবা! বাবা! বাবা! বলে ডাক ছেড়ে উঠে।
ঝাড়া দিলে লোহার শিকল যেত কেটে।।
বদনের দর্প, দর্পহারী কৈল চুর।
এর মধ্যে তীর্থমণি এল কৃষ্ণপুর।।
ভ্রাতৃ অন্ন ভুক্তা অতি নির্ভয়া হৃদয়া।
মহাভাব অনুরাগে তেজময়ী কায়া।।
তীর্থমণি বালার সুকীর্তি চমৎকার।
কহে কবি রসরাজ রায় সরকার।।

শ্রীমদ্রসিক সরকারের উপাখ্যান

পয়ার

প্রভু জগন্নাথ এল ওঢ়াকাঁদি গ্রাম।
ভকত ভনে সদা ভ্রমণ বিশ্রাম।।
বাল্যাদি পৌগণ্ডলীলা সফলাডাঙ্গায়।
কৈশোরে হইল ভক্ত মিলন তথায়।।
ওঢ়াকাঁদি আমভিটা যখন যুবত্ব।
ভক্তসঙ্গে দিবানিশি হরিনামে মত্ত।।
মত্ত রাউৎখামার আদি মল্লকাঁদি।
হেনকালে প্রভুর বসতি ওঢ়াকাঁদি।।
ওঢ়াকাঁদি যবে হল লীলার প্রচার।
সবে কহে ওঢ়াকাঁদি উড়িয়ানগর।।
ওঢ়াকাঁদি ঘৃতকাঁদি আর মাচকাঁদি।
আড়োকাঁদি তিলছড়া আর আড়ুকাঁদি।।
রামদিয়া ফুকুরা নড়া'ল সাধুহাটি।
নারিকেল বাড়ী পরগণে তেলিহাটি।।
সাধুহাটি মাতিল রসিক সরকার।
অলৌকিক কীর্তি তার অতি চমৎকার।।
কলেজেতে পড়িতেন সেই মহামতি।
বয়স তখন প্রায় হ'বে দ্বাবিংশতি।।
প্রথম মুন্‌সেফ হইল বিচারপতি।
তিন দিন চাকরি করিল মহামতি।।
মানসে বিমর্ষ কার্য পরিত্যাগ করি।
ছুটি নেয়া ছলে চলে আসিলেন বাড়ী।।
কায়স্থ কুলেতে উপাধ্যায় সরকার।
তাহার পিতার নাম হয় গঙ্গাধর।।
পিতা হ'ন অসন্তোষ চাকুরী ছাড়ায়।
মহাদুঃখী তার খুল্লতাত মহাশয়।।
খুড়া শ্রীকৃষ্ণমোহন বলে বার বার।
চাকুরী করনা বাপ এ কোন বিচার।।
তিনি জানা'লেন সেই রসিকের মায়।
রসিকের মাতা গিয়া ঠাকুরে জানায়।।
রসিকের কি হ'য়েছে নাহি শুনে কথা।
চাকরী না করে রহে হেট করি মাথা।।
যদি কিছু বলি কহে না করিও ত্যক্ত।
ওঢ়াকাঁদি হরিচাঁদ আমি তার ভক্ত।।
চল প্রভু সাধুহাটি সরকার বাড়ী।
তব বাক্যে যদি বাছা করেন চাকুরী।।
মহাপ্রভু উত্তরিল সাধুহাটি গ্রাম।
রসিক প্রভুর পদে করিল প্রণাম।।
ঠাকুর বলেন বাছা বলত' আমায়।
চাকুরী করনা কেন বলে তব মায়।।
রসিক বলেন পদে নিবেদন করি।
আর না করিব আমি পাপের কাছারী।।
আমা হতে হবে না সূক্ষ্ম সুবিচার।
অপরাধী হ'ব ল'য়ে বিচারের ভার।।
কোন অসতের বাক্যে সতেরে মারিব।
নির্দোষীকে দোষী, দোষী নির্দোষী করিব।।
দারোগার বংশ নাই অত্যাচার জন্য।
বিচারে মুন্‌সেফী কার্য সেইরূপ গণ্য।।
তাই বুঝে ছুটি লই আর নাহি যাই।

ধন দিয়া কি করিব তোমা যদি পাই।।
পিতা মাতা খুড়া বলে চাকুরী করিতে।
ধন কি নিধন-কালে যাইবে সঙ্গেতে।।
পড়ে র'বে ধন জন কি দালান কোঠা।
চুল গাছ সঙ্গে নিতে পারে কোন বেটা।।
কেবা মাতা কেবা পিতা কিসের চাকুরী।
কিবা রাজ্য কিবা ভার্যা দিন দুই চারি।।
আপনি বলেন যদি চাকুরী করিতে।
পাপ পুণ্য নাহি জানি যাই চাকুরীতে।।
ঠাকুরের সঙ্গে ছিল মহেশ ব্যাপারী।
বলিলেন রসিকেরে দণ্ডবৎ করি।।
রসিক বলিল মোরে প্রণমিলে কেনে।
প্রণামের স্থান আছে দেখনা নয়নে।।
যশোমন্ত সুত হরিচাঁদ জগন্নাথ।
বর্তমানে সে চরণ কর প্রণিপাত।।
মহেশ বলিল হেন স্থান যে দেখায়।
তার পদে দণ্ডবৎ আগে হ'তে হয়।।
ঠাকুর বলেন শুন রসিকের মাতা।
তোমার এ ছেলে না শুনিবে কারু কথা।।
তোমার গর্ভেতে জন্ম এ মহাপুরুষ।
অনুমানে বুঝি হবে ত্রেতার মানুষ।।
রসিক গেলেন জয়পুর রাজধানী।
ভেটিতে গেলেন জয়পুর নরমণি।।
ধর্ম শাস্ত্র আলাপ রাজার সঙ্গে করে।
রাজা করে সবিনয় রসিকের তরে।।
পড়েছি বিপদে বড় গৌরাঙ্গ লইয়া।
পণ্ডিতেরা নাহি মানে স্বয়ং বলিয়া।।
রসিক বলেন আমি বিচার করিব।
গৌরাঙ্গকে স্বয়ং বলিয়া মানাইব।।
সভা হ'ল নবদ্বীপ পণ্ডিতের দলে।
শাক্ত শৈব বৈষ্ণবেরা এল দলে দলে।।
শান্তিপুর উলাকাশী নদীয়া দ্রাবিড়।
যেখানে যেখানে ছিল পণ্ডিত সুধীর।।
সপ্তাহ পর্যন্ত সভা হয় প্রতি মাস।
এইরূপে বিচার হইল ছয় মাস।।
বনবাসী পরমহংস এসেছিল যারা।
সুবিচারে পরাজয় হইলেন তারা।।
ছয় মাস পরে সভা শেষ সুবিচার।
স্বয়ং বলিয়া তারা করিল স্বীকার।।
পরমহংসরা বলে কাল্‌কে আসিব।
গৌরাঙ্গে স্বয়ং বলে স্বীকার করিব।।
আর যত প্রতিপক্ষ স্বীকার করিল।
স্বীকার করিয়া তারা ভকত হইল।।
পরমহংসরা আর না আসিল ফিরে।
এ দিকেতে জয়ডঙ্কা বাজে জয়পুরে।।
বৈষ্ণবেরা সবে জয় জয় ধ্বনি করে।
জয় গৌর স্বয়ং গৌর বলে উচ্চৈঃস্বরে।।
সবে মিলে বলেন গৌরাঙ্গ জয় জয়।
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয় রসিকের জয়।।
জয়পুরে রাজা করে জয় জয় ধ্বনি।
রামাগণে বামাস্বরে করে হুলুধ্বনি।।
জয়পুর জয় পূর্ণ জয় জয় জয়।
পুষ্প ফেলে মারে কেহ রসিকের গায়।।
বৈষ্ণবেরা রসিকের করিছে কল্যাণ।
রসিকের কণ্ঠে করে পুষ্পমাল্য দান।।
কোন কোন বৃদ্ধা নারী মনের পুলকে।
ধান্য দূর্বা দিতেছেন রসিক মস্তকে।।
রসিক বলেন মম সাধ্য কিছু নয়।
যার কার্য সেই করে তাঁর জয় জয়।।
সেই শ্রীগৌরাঙ্গ মোর এল ওঢ়াকাঁদি।
নমঃশূদ্র কুলে অবতার গুণনিধি।।
যশোমন্ত রূপে জীবে ভক্তি শিখাইল।
জয় হরিচাঁদ জয় সবে মিলে বল।।
গৌরাঙ্গ স্বয়ং বলি মীমাংসা হইল।
রসিকের সভাজয় তারক রচিল।।

নিঃস্বার্থ অর্থ দান

পয়ার

চাকুরী করিয়া ত্যাগ রসিক আসিল।
হরিচাঁদ চিন্তা করি গৃহেতে রহিল।।
তিলছড়া গ্রামে তাঁর সম্পত্তি যা ছিল।
মালেকের রাজকর বাকী পড়ে গেল।।
বিষয় বিক্রয় হয়, না রহে সম্পত্তি।
জমিদার সঙ্গে নাহি হইল নিষ্পত্তি।।
মালেকের টাকা বাকী সাড়ে সাত শত।
তার মধ্যে অভাব হইল দুই শত।।
সপ্তাহ মধ্যেতে অই টাকা হবে দিতে।
দুই শত টাকা না পারিল মিলাইতে।।
রসিক বিপদাপন্ন তুচ্ছ অর্থ দায়।
প্রভু হরিচাঁদ তাহা জানিল হৃদয়।।
গোলোকে বলেন প্রভু হ'য়ে অবসন্ন।
রসিক বিপদাপন্ন তুচ্ছ অর্থ জন্য।।
গুরুচরণকে বল একথা আমার।
টাকা দিয়া দায়মুক্ত করহ তাহার।।
পাগল বলিল বড় কর্তার নিকটে।
রসিকেরে টাকা দিয়া বাঁচাও সংকটে।।
গুরুচাঁদ চলিল দু'শত টাকা ল'য়ে।
গোলোক পাগল টাকা সঙ্গে নিল ব'য়ে।।
টাকা দিয়া এল সেই রসিকের ঠাই।
দেখিয়া আশ্চর্য কার্য বিস্মিত সবাই।।
রসিক বলেন মহাপ্রভু অন্তর্যামী।
তাঁর কৃপাবলে এ বিপদমুক্ত আমি।।
ক্ষণমাত্র করিলেন প্রেম আলাপন।
টাকা দিয়ে গৃহেতে আসিল দুইজন।।
এই টাকা নেয়া দেয়া অর্থ বোঝা ভার।
দিলেও না নিলেও না চাহিল না আর।।
গোলোক নাথের মন বুঝিল গোলোক।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত রচিল তারক।।

ভক্ত রামকুমার আখ্যান

পয়ার

সাধুহাটি যুধিষ্ঠির বিশ্বাস হ'ল মত্ত।
পরিবার-সহ হ'ল হরিচাঁদ ভক্ত।।
তাহার ভগিনী হয় আনন্দা নামিনী।
প্রভু বলে ভক্তা মধ্যে তারে আমি গণি।।
নড়াইল গ্রামে ভক্ত শ্রীরামকুমার।
ভবানী নামিনী হয় ভগিনী তাহার।।
একদিন ঠাকুরকে আনিব বলিয়া।
ভাই বুনে পরামর্শ করিল বসিয়া।।
রাত্রিভরে সে ভবানী বধূগণে ল'য়ে।
ভক্তিরসে নানা মিষ্টি তৈয়ার করিয়ে।।
ব্রহ্ম মুহূর্তের কালে যাত্রা করিলেন।
তরী রামকুমার বাহিয়া চলিলেন।।
দু'দণ্ড আড়ই দণ্ড পথ পরিমাণ।
দণ্ডেকের মধ্যেতে তথায় চলি যান।।
ঘোর ঘোর ভোরকালে কেহ না গা তুলে।
হেনকালে ওঢ়াকাঁদি গিয়া পহুঁছিলে।।
ছড়া ঝাটি জল আনা গৃহাদি মার্জন।
রান্নাঘর পরিষ্কার প্রাঙ্গণ লেপন।।
গাত্রোত্থান করিয়া উঠিলা ঠাকুরানী।
হেনকালে গলে বস্ত্র দাঁড়াল ভবানী ।।
মন জানি অন্তর্যামী সত্বর উঠিল।
ভগবান ভবানীর নৌকায় বসিল।।
ভবানী উঠিল রামকুমার উঠিল।
ব'ঠে ধরি ধীরে তরী বাহিয়া চলিল।।
অর্ধ পথে যেতে যেতে হ'ল ঘোর মেঘ।
দক্ষিণে বাতাস বহে অতিশয় বেগ।।
প্রভু রামকুমারে বলেন কি করিবি।
এই বাতাসেতে নৌকা কেমনে বাহিবি।।
কুমার বলেন প্রভু মেঘে নাহি ডরি।
আপনি আছেন নায় এই শঙ্কা করি।।
মহাপ্রভু বলে তবে না হও বিমুখ।

দিলাম উহারে ভার যা ইচ্ছা করুক।।
তরণী বাহিয়া যায় শ্রীরামকুমার।
চতুর্দিকে মেঘ দিনে ঘোর অন্ধকার।।
অবিরলধারে ঘন মেঘ বৃষ্টি হয়।
বৃষ্টিবিন্দু নাহি পড়ে ঠাকুরের নায়।।
নিরাপদে উদয় হইল নড়াইল।
আনন্দে প্রভুকে ল'য়ে সেবা করাইল।।
পায়স পিষ্টক আদি লাড্ডুক শাল্যন্ন।
ডাল বড়া ভাজা শাক শুক্তাদি ব্যঞ্জন।।
সেবাদি শুশ্রূষা ইষ্ট গোষ্ঠ দিবা ভরি।
সন্ধ্যা সমাগম ক্রমে হইল শর্বরী।।
প্রভুকে নিজ বাসরে রাখিল কুমার।
গেল দিন কহে দীন কবি সরকার।।

ভক্ত মহেশ ও নরসিংহ শালগ্রাম।
পয়ার

নড়া'ল কানাই আর ভক্ত সনাতন।
শ্যামাচরণ বিশ্বাস ভুক্ত বহুজন।।
ভকত ভবনে যান প্রভু জগন্নাথ।
সনাতন শ্যামের বাটীতে যাতায়াত।।
ফলসী নিজামকাঁদি আর তালতলা।
মত্ত মাতালের প্রায় হ'ল হরিবোলা।।
হরিশ্চন্দ্র মহেশ কনিষ্ঠ ভজরাম।
তিন ভাই হরিভক্ত সুন্দর সুঠাম।।
শ্রীউমাচরণ চণ্ডী বৈরাগী ঠাকুর।
হরিনাম করে তারা মধুর মধুর।।
নেহাল বেহাল হ'ল আর গঙ্গাধর।
হরিচাঁদে মানে তারা স্বয়ং ঈশ্বর।।
মহেশ প্রভুকে ল'য়ে নিজ বাড়ী যান।
নেহাল জমিতে গিয়া নিগড়ায় ধান।।
ঠাকুর কহিছে তুই আয়রে নেহাল।
নেহাল দাঁড়াল যেন সুদীন কাঙ্গাল ।।
নিড়ানিয়া ঘাস ছিল আইলের পরে।
তার এক তৃণ সাধু দশনেতে ধরে।।
আর এক গোছা সাধু ধরে স্কন্ধ পরে।
গলে জড়াইয়া ধরি কহে যোড় করে ।।
অই ভাবে উঠিলেন ঠাকুরের নায়।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল রাঙ্গা পায়।।
ঠাকুর উঠিল এসে মহেশের বাড়ী।
গড়াগড়ি যায় সবে প্রভু পদে পড়ি।।
উমাচরণের বাড়ী যান হরিশ্চন্দ্র।
যেন সবে হাতে পেল আকাশের চন্দ্র।।
দক্ষিণ দেশের ভক্ত ওঢ়াকাঁদি যায়।
পথে যেতে তিষ্ঠেন নিজামকাঁদি গায়।।
উমাচরণ বাড়ই মহেশ ব্যাপারী।
বারুণীর অগ্রে মহোৎসব এই বাড়ী।।
মতুয়ারা নাহি করে স্বজাতিকে গ্রাহ্য।
লৌকিক সামাজিকতা করেছেন ত্যজ্য।।
সামাজিক পুরোহিত হইয়েছে বন্ধ।
মহেশ বলেন সামাজির ভাগ্য মন্দ।।
মহেশের ভাইঝির মৃত্যু হ'য়েছিল।
পুরোহিত আনিবারে মহেশ চলিল।।
গ্রাম্যলোকে পুরোহিতে দিলে না আসিতে।
পুরোহিত নাহি এল সে শ্রাদ্ধ করিতে।।
পুরোহিত, নিবাসী নিজামকাঁদি গ্রাম।
স্বভক্তি অন্তরে দ্বিজ পূজে শালগ্রাম।।
পিছুভাগে দাঁড়াইল সে মহেশ গিয়া।
দ্বিজ গেল পূজামন্ত্র সকল ভুলিয়া।।
ঠাকুর বলেন একি হইল বালাই।
বিগ্রহ পূজিতে মন্ত্র হারাইয়া যাই।।
নরসিংহ শালগ্রাম পূজেন ব্রাহ্মণ।
মন্ত্রভুলে যাই কেন ভাবে মনে মন।।
ভাবিলেন অমঙ্গল হইবেক ভারি।
পিছুদিক চেয়ে দেখে মহেশ ব্যাপারী।।
একদৃষ্টে চেয়ে দেখে মহেশ পানেতে।
নরসিংহ শালগ্রাম মহেশের মাথে।।

মূর্তিমন্ত নরসিংহ শালগ্রাম শিরে।
মহাপ্রভু হরিচাঁদ তাহার ভিতরে।।
ব্রাহ্মণ বলেন আর নাহিক বিলম্ব।
চল যাই আগে গিয়া করি তব কর্ম্ম।।
অমনি উঠিল দ্বিজ মহেশের নায়।
সমাধা করিল শ্রাদ্ধ আসিয়া ত্বরায়।।
মহেশ ঠাকুরে বলে স্বজাতি সমাজে।
মম বামপদ তুল্য কেহ নাহি বুঝে।।
উমাচরণের বড় আর্তি ঠাকুরেতে।
তার পুত্র যাদব পরম নিষ্ঠা তাতে।।
কয় ভাই এক আত্মা একযোগ প্রাণ।
হরিচাঁদে আত্ম স্বার্থ করিয়াছে দান।।
গোলোকচাঁদের পদে ছিল দৃঢ় ভক্তি।
মহানন্দ পাগলকে আত্মা দিয়া আর্তি।।
যতলোক ওঢ়াকাঁদি বারুণীতে যায়।
যাতায়াতে উমাচরণের বাড়ী রয়।।
সকলকে বলে সাধু হইয়া কাতর।
এই নিমন্ত্রণ র'ল বৎসর বৎসর।।
যত লোক ওঢ়াকাঁদি যান এই পথে।
ময়ালয় তিষ্ঠিবেন আসিতে যাইতে।।
এই দেশ জলা ছিল না ফলিত ধান।
মতুয়ারা আসাতে এ দেশের কল্যাণ।।
এদানি ফলেছে ধান তোমরা না খেলে।
এ দেশেতে সুফলেতে ধান্য নাহি ফলে।।
গৃহস্থের গৃহে যদি সাধুতে না খায়।
সে গৃহের আর বৃদ্ধি কখন না হয়।।
এক বর্ষ তোমরা না এলে এই বাড়ী।
ধান্য না হইলে মোরা মন্বন্তরে মরি।।
আসিও থাকিও সবে খাইও যাইও।
গৃহস্থের শ্রীবৃদ্ধি হইবারে দিও।।
পিতা পুত্র পরিজন সবে একমন।
আত্মা দিয়া সবে করে সাধুর সেবন।।
এইভাবে সাধু সেবে সবার পুলক।
হরিচাঁদ ভক্ত এরা ভুবন তারক।।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত রচিল তারক।
প্রেমানন্দে হরি হরি বলে সর্বলোক।।

অন্তখণ্ড

চতুর্থ তরঙ্গ

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রী বৈষ্ণব দাস জয় গৌরী দাস।।
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোকচন্দ্র জয় শ্রী লোচন।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময়।।
(জয় শ্রীসুধন্যচাঁদ সভ্যভামাত্মজ।
প্রেমানন্দে হরি গুরু শ্রীপতিচাঁদ ভজ।।)
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।।

শ্রীরামভরত মিশ্রের উপাখ্যান

দীর্ঘ-ত্রিপদী

বসতি অযোধ্যাধাম শ্রীরামভরত নাম
বিপ্র কুলোদ্ভব মহাশয়।
বৈষ্ণবের শিরোমণি মহাসাধু তপমণি
সর্বজীবে সম দয়া রয়।।
তীর্থ ভ্রমণ কারণে গিয়াছিল বৃন্দাবনে
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ রব মুখে।
জয় রাধা রাণী জয় বলিত সবসময়
জয় হরি বলে ফিকে ফিকে।।
সাধুহাটি গ্রামে ঘর শ্রীরসিক সরকার
তিনিও ছিলেন বৃন্দাবনে।
শ্যামকুণ্ডের নিকটে শ্রীরাধা কুণ্ডের তটে

দেখাদেখি হয় দুইজনে।।
দুই সাধু মেশামেশি, প্রেমরসে ভাসাভাসি
হরি কথা প্রেমের আলাপে।
কহিছে রসিকচন্দ্র, মনেতে পরমানন্দ
সাধু রামভরত সমীপে।।
কহ তব কোথা ধাম, কিবা জাতি কিবা নাম
রসিকের শুনিয়া ভারতী।
বলে রামভরত নাম, উপাসনা রামনাম
অযোধ্যায় আমার বসতি।।
রামভরত জিজ্ঞাসে, তব ঘর কোন দেশে
রসিক দিলেন পরিচয়।
বঙ্গদেশে মম ধাম, সাধুহাটি নামে গ্রাম
রসিক আমার নাম হয়।।
জনম কায়স্থ কুলে বের হই কৃষ্ণ বলে
যদি প্রভু করিতেন দয়া।
করি তীর্থ পর্যটন অযোধ্যাদি বৃন্দাবন
ঘুচাইতে সংসারের মায়া।।
সাধু একথা শুনিয়া দুই বাহু প্রসারিয়া
জড়িয়া ধরিল রসিকেরে।
আমিও যেমন দুঃখী তোমাকে তেমন দেখি
বলিব কি যে দুঃখ অন্তরে।।
বাসনা হইতে বৈরাগী হয়েছি সংসার ত্যাগী
রামনাম করিয়া স্মরণ।
তবু মায়া ফাঁসীগুণে সংসার বন্ধনে টানে
ঘুচাইতে পারিনা কখন।।
রসিক কহে তখন কিছা করেছি ভ্রমণ
কাশী কাঞ্চি অবন্তী মথুরা।
ভ্রমি অযোধ্যা ভুবন আইলাম বৃন্দাবন
ভ্রম মাত্র এ ভ্রমণ করা।।
ভ্রমণেতে কার্য নাই এবে নিজ দেশে যাই
মনের মানুষ যেই দেশে।
করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করি দিক দরশন
রাজক্রিয়া মনের হাউসে।।
শুনামাত্র এই কথা মনের মানুষ কোথা
রামভরত কহে কাঁদি কাঁদি।
রসিক কহিছে তায় মম মন যে ভোলায়
সে মানুষ আছে ওড়াকাঁদি।।
মম প্রাণ তার ঠাই তবু যে ঘুরে বেড়াই
সে কেবল মনের বিকার।
শুন হে রামভরত গুরু করি শত শত
সে গুরু যে নাশে অন্ধকার।।
যেখানে সেখানে যাই স্থান মাত্র দেখি ভাই
দেখে শুনে জন্মিয়াছে হুঁশ।
শ্রীক্ষেত্র নৈমিষবন নবদ্বীপ বৃন্দাবন
নরলীলা সকলি মানুষ।।
এক মানুষের খেলা সকল মানুষ লীলা
আছে যারা তারাও মানুষ।
কত স্থানে কত মূর্তি মানুষ গঠিত মূর্তি
রক্ষাকারী তারাও মানুষ।।
আমি যে মানুষ বরে জন্মিলাম ধরাপরে
সেই মোর মনের মানুষ।
মনের কথা যে জানে সে মানুষ সন্নিধানে
যাই ভাই দেখিগে মানুষ।।
সাধু কহে রসিকেরে সে মানুষ দেখিবারে
আমি কি যাইতে পারি সাথে।
রসিক কহিছে তারে সে মানুষ দেখিবারে
বিশ্বাস কি হইবে মনেতে।।
ভরত কহিছে ভাই আর ছাড়াছাড়ি নাই
তুমি গুরু আমি যেন শিষ্য।
আমিত যাইতে নারি লহ মোরে সঙ্গে করি
সে মানুষ দেখিব অবশ্য।।
আসিয়া রসিক সঙ্গে উপনীত হ'ল বঙ্গে
তারাইল কাছারীতে রয়।
তথা লইয়া চাকরী সদা বলে হরি হরি
সাধুহাটি মাঝে মাঝে যায়।।
থেকে রসিকের সঙ্গে কৃষ্ণ কথা রসরঙ্গে

এক একবার উঠে কাঁদি।
কেঁদে কহে রসিকেরে দেখা’বে বলিলে মোরে
কবে ল’য়ে যা’বে ওঢ়াকাঁদি।।
রসিক কহিছে তারে আমি যা ভাবি অন্তরে
ভাবিলে ঠাকুর দেখা পাই।
আমি যাব পিছুভাগে তুমি যাও কিছু আগে
ঠাকুর চিনিয়া লহ ভাই।।
ওঢ়াকাঁদি যাইবারে রামভরত যাত্রা করে
অন্তরেতে কাঙ্গালের ভাব।
বাহিরে দেখায় বেশ নাহি যেন ভক্তি লেশ
রাজসিক বীরত্ব স্বভাব।।
মহিষ চর্ম পাদুকা মোজা তোলা পদ ঢাকা
পরিধান রেশমের ধুতি।
গরদ চাদর গায় নামাবলীটে মাথায়
হাতে ধরা কাপড়ের ছাতি।।
বড় এক ষষ্ঠী হাতে চৌগোপ আছে মুখেতে
মুখে হরিবোল বলি ধায়।
কতক পথ আসিয়ে ক্ষণেক কাল বসিয়ে
নয়নের জলে ভেসে যায়।।
রামভরত যাত্রা পথে ওঢ়াকাঁদি শ্রীধামেতে
সব ভক্তে কহে হরিচাঁদ।
তোরা সব থাক হুঁশ আসিয়াছে এক মানুষ
পূর্ণ হবে তার মনোসাধ।।
বলিতে বলিতে এসে রামভরত প্রবেশে
ওঢ়াকাঁদি প্রভুর বাটীতে।
উপস্থিত হ’য়ে একা পাইয়া প্রভুর দেখা
করজোড়ে দাঁ’ড়াল সাক্ষাতে।।
অনিমিষ বারি চক্ষে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ দেখে
ছাতি লাঠি ছাড়িয়া দিলেন।
ঠাকুর বলেন বাঁচি তোমা আমি চিনিয়াছি
ভূমে লোটাইয়া পড়িলেন।।
ঠাকুর বলেন তায় তোমার ঘর কোথায়
কোথা হ’তে এলে মহাশয়।
কহিছে রামভরত জান প্রভু ত্রিজগত
দুঃখী দেখে চেন না আমায়।।
প্রভু হরিচাঁদ কয় থাক থাক মহাশয়
যতদিন লয় তব মন।
যাহা ইচ্ছা তাই খাও যাহা ইচ্ছা তাই লও
কর সদা শ্রীহরি সাধন।।
থেকে ওঢ়াকাঁদি ধাম সদা করে হরিনাম
দুই তিন দিন পরে যায়।
কভু যায় রোজে রোজে ময়দা চাপড়ী ভাজে
ভোগ দিয়া সন্ধ্যারতি গায়।।
ঠাকুরের আজ্ঞাধীন রহিলেন কিছুদিন
একদিন ঠাকুরকে কয়।
এবে আমি আসি গিয়া কিছুদিন বেড়াইয়া
আসিয়া মিলিব তব পায়।।
গিয়া তারাইল গ্রামে থাকি কাছারী মোকামে
পেয়াদা হইব বলি রয়।
করেন পেয়াদাগিরি দিবানিশি বলে হরি
গোমস্তা ভাবেন একি দায়।।
না করেন রাজ কাজ থাকিয়া কাছারী মাঝ
দিবানিশি হরিগুণ গায়।
ইনি হ’ন হরিভক্ত ইহাকে করিতে ত্যক্ত
আমার যে উচিৎ না হয়।।
আমরা করিলে ত্যক্ত রাজজী হবে বিরক্ত
আমাদের মহাপাপ তায়।
নায়েব কহে তখন তুমি প্রেম মহাজন
কাছারীতে থাকা যোগ্য নয়।।
তব কার্য সুমাধুর্য মোরা করি রাজকার্য
কি জন্য বিষয় মধ্যে রও।
জেনে যে মানুষতত্ত্ব হইয়াছ যে উন্মত্ত
নয় সে মানুষ ঠাই যাও।।
আমরা বড় পাষণ্ড কভু কারু করি দণ্ড
তাহা দেখি তুমি দুঃখী হও।
কর গিয়া সাধুসঙ্গ প্রেমকথা রসরঙ্গ

যেখানে যাইয়া তুমি পাও।।
শুনিয়া এতেক বাণী সাধু উঠিল অমনি
ধীরে ধীরে করিল গমন।
যাত্রা করে হরি বলে এমন সময়কালে
আসিতেছে একটি ব্রাহ্মণ।।
পদেতে নাহি পাদুকা তাহার পাইয়া দেখা
পাদুকা ধরিয়া দিল তায়।
করে প্রেম কোলাকুলি মস্তকের নামাবলী
বেঁধে দিল তাহার মাথায়।।
গায় গরদ চাদর বলে কার্য নাহি মোর
এত বলি দিল তার গায়।
ফেলিয়া হাতের লাঠি বামহাতে এক ঘটি
তাই ল'য়ে পূর্বদিকে ধায়।।
রূপদাস বৈরাগীরে দেখা পাইয়া তাহারে
হাতে হাতে ধরিয়া চলিল।
আসি তার আখড়ায় ঘটি ধরি দিল তায়
হাতের ছাতিটা তাকে দিল।।
বলে তার পায় পড়ি আমার মস্তক মুড়ি
দেও ভেক হইব বৈরাগী।
ষষ্টি রৌপ্য মুদ্রা ছিল তাহারে ধরিয়া দিল
বলে মোরে কর অর্থত্যাগী।।
তার অর্ধ মুদ্রা এনে বিলাইল দুঃখী জনে
দুই এক করি দরিদ্রকে।
অগ্রেতে মস্তক মুড়ি ফেলিল চৌগোপদাঁড়ি
ডাকিয়া এনে পরামানিকে।।
তসরের ধুতি ছেড়ে ছেড়ে এক কানি ফেড়ে
ডোরক কপিন বানাইল।
পরিয়া ডোর কপিন বলে আমি অতি দীন
হরি বলে নাচিতে লাগিল।।
এমন কাঙ্গালবেশে পুনঃ ওঢ়াকাঁদি এসে
লোটাইল ঠাকুরের পায়।
ঠাকুর বলিল শেষ কোথা তোর সেই বেশ
এই বেশে কে তোরে সাজায়।।
রামভরত বলে বাণী যত সাজ কি সাজনী
সাজিতে কাহার সাধ্য হয়।
যত সংসারের সাজ সকল তোমার কাজ
তোমা বিনা কে কারে সাজায়।।
নাচিয়াছ যেবা নাচ সাজিয়াছ যেবা কাচ
নাচ কাচ সব তুমি হও।
তুমি সূত্রধর হরি একমাত্র সূত্র ধরি
নাচ কাচ নাচাও কাচাও।।
ঠাকুর তাহারে কয় এইভাব যার হয়
তার হয় এইসব সাজ।
হরিচাঁদ লীলাকথা ভকত চরিত্র তথা
কহে দীন কবি রসরাজ।।

রামভরতের ওঢ়াকাঁদি স্থিতি
দীর্ঘ-ত্রিপদী

ঠাকুর বলেন বাছা সাজ সাজিয়াছ সাচা
এখন কি ইচ্ছা তোর মনে।
কহিছে রামভরত আর নাহি কোন পথ
বিকাইনু তব শ্রীচরণে।।
আর কাহা নাহি যাব আন কথা নাহি কব
আর নাহি অন্য অভিলাষ।
স্থান দিয়া শ্রীচরণে রাখ প্রভু নিজ গুণে
চরণে করিয়া নিজ দাস।।
অমনি ঠাকুর বলে তোরে করিলাম কোলে
যথা ইচ্ছা তথা কর কাজ।
এই ওঢ়াকাঁদি বাড়ী এ বাড়ী তোমার বাড়ী
বাড়ী মধ্যে তুমি মহারাজ।।
ইচ্ছামত খাও পর যাহা ইচ্ছা তাহা কর
হরিনাম কর নিরন্তর।
রাত্রিতে নিদ্রা যেওনা ঘরে যেন চোর আসে না
নিদ্রা ত্যাগ কর এইবার।।
রহিল রামভরত তাহার যা অভিমত
সেই মত কাজ করে তথা।

দিবানিশি হরিনাম তাহাতে নাহি বিরাম
কভু মুখে নাহি আন কথা।।
প্রেম গদ গদ চিত্ত সদাই নামেতে মত্ত
অশ্রুপূর্ণ নেত্র সর্বক্ষণ।
নামে প্রেমে হ'য়ে ভোর দেখি কোকিল ভ্রমর
কৃষ্ণরূপ হয় উদ্দীপন।।
কখন বা অনাহার কখন করে আহার
চারি পাঁচ দিন পরে খায়।
শাল্য আমন্য তণ্ডুল মুগ ছোলার ডাউল
ঘৃত পক্ক খিচড়ি পাকায়।।
এ ভাবে করেন বাস হরিনামে মনোল্লাস
পুকুরের ঘাটেতে যেতেছে।
দেখিল বাম দিকেতে পশ্চিম ঘর কোণেতে
শান্ত বসি মৎস্য বানাইছে।।
তাহা দেখি জ্ঞান শূন্য ক্রোধে হ'য়ে পরিপূর্ণ
বলে ওরে ডঙ্কিনী নারী।
কত পাপে পতি হারা জীবন থাকিতে মরা
পিশাচিনী মৎস্য মাংসাহারী।।
ধাইয়া যাইয়া কয় তোরে আজ দিব ক্ষয়
নহে তোরে তাড়াইয়া দিব।
করি মধুমতী পার তোহারে দিব এবার
এ দেশে না তোহারে রাখিব।।
প্রভু হরিচাঁদ ডেকে জিজ্ঞাসিল ভরতকে
কি হ'য়েছে মোর ঠাই বল।
রামভরত কহিছে কেন ডঙ্কিনী রহিছে
এ বাড়ীতে প্রমাদ ঘটাল।।
মহাপ্রভু বলে তারে মাফ কর অবলারে
জ্ঞানহীনা এরা যে অবলা।
এ মৎস্য দেশের চল মাংসাদি খায় সকল
আগে ওরে না হ'য়েছে বলা।।
ক্ষমা কর অপরাধ আমাকে কর প্রসাদ
হেন কর্ম আর না করিবে।
ঘটাইল যে বিপাক থাকে থাক যায় যাক
থাকে যদি গোপন থাকিবে।।
ভরত কহিছে কথা ডঙ্কিনী লুকা'ল কোথা
প্রভু কহে পালিয়ে গিয়াছে।
থাকে যদি এ বাড়ীতে রহিবেক গোপনেতে
আর না আসিবে তব কাছে।।
ভরত কহে প্রভুরে আসিলে না রেখ ওরে
অসতে আসিতে দেহ পথ।
আর বা কহিব কারে স্থান দেহ অসতেরে
মহাপ্রভু তুমিও অসৎ।।
যথা ভরত রহিত শান্ত নাহি তথা
যেত
ঠাকুর কহিত সে শান্তরে।
যেও না ভরত ঠাই গেলে আর রক্ষা নাই
গেলে বাছা বাঁচাবেনা তোরে।।
দেশোয়ালী রাজপুত না মানে যমের দূত
দেব দৈত্য যম নাহি মানে।
ওরা মানে সূক্ষ্ম ধর্ম আর মানে গুরু ব্রহ্ম
আমি ওরে ভয় করি মনে।।
বীর রসে ভক্ত ওরা সদা প্রেমে মাতোয়ারা
ভক্তি গুণে ল'য়েছে বাঁধিয়ে।
বীর রসে ভক্তি ডোরে বেঁধে নিয়াছে আমারে
আমি আছি ওর বাধ্য হ'য়ে।।
ভরত হইল শান্ত এই ভাবে থাকে শান্ত
পলাইয়া দেখা নাহি দিল।
ভরতের মহাক্রোধ ঠাকুর দিল প্রবোধ
কবি রসরাজ বিরচিল।।

*ভক্ত রামধনের দর্পচূর্ণ

পয়ার

একদিন রামধন বাহির প্রাঙ্গণে।
ধান্য রাশি ভাঙ্গি গরু জুড়িল মলনে।।
চারিটি বলদ এনে আগে তাহা ছাঁদে।
আর এক বকনা গাভী তার সঙ্গে বাঁধে।।

পাঁচটি গরুতে ধান্য করিছে মর্দন।
এইভাবে গরু ঘুরাইছে রামধন।।
রাজ-জী যাইতে ঘাটে দেখিলেন তাই।
ক্রোধে পরিপূর্ণ হ'ল রাজ-জী গোঁসাই।।
বলে ওরে ধনা কানা করিলি কি কর্ম।
বড় অধার্মিক তুই নাই কোন ধর্ম্ম।।
এই বাড়ী থাকিস শ্রীধাম বৃন্দাবনে।
সুরভী মাতাকে কেন জুড়িলি মলনে।।
পূর্ব জন্মে মহা মহাপাপ আচরিলি।
এবার সে পাপ জন্য অন্ধ হ'য়ে রলি।।
নয়ন বিহীন তুই এখানে আইলি।
ঠাকুরের কৃপা দৃষ্টে দৃষ্টিশক্তি পেলি।।
দৃষ্টি কম চক্ষু তোর প্রস্ফুটিত নয়।
কম দৃষ্টি তবু তোর কর্ম চলে যায়।।
তোর এই অত্যাচার করা কি উচিৎ।
নয়ন বিহীন তোর কর্ম বিপরীত।।
ছেড়ে দে সুরভী মাকে ওরে বেটা আঁধা।
মহাপাপ হইয়াছে সুরভীকে বাঁধা।।
এত বলি যায় সুরভীকে ছেড়ে দিতে।
রামধন বলে বল কি দোষ ইহাতে।।
এত শুনি সাধু হ'ল ক্রোধে পরিপূর্ণ।
ঠেঙ্গা নিল রামধনে মারিবার জন্য।।
রামধন মলন ছাড়িয়া পলাইল।
মলনের বক্কা সাধু ছাড়াইয়া দিল।।
কোথা গেল আঁধা পাপী মারিব উহারে।
মোর হাত এড়ায়ে পালাবে কোথাকারে।।
আজ তোরে বিনাশিব ওরে দুরাশয়।
অদ্য পলাইলি কল্য যাইবি কোথায়।।
তর্জন গর্জন করি করেন চীৎকার।
ক্রোধে রক্তবর্ণ চক্ষু বহে অশ্রুধার।।
ঘোর শব্দ শুনি মহাপ্রভু তথা এল।
স্তুতি বাক্যে রাজ-জীকে তখনে শান্তাল।।
এই কার্য করে বেটা বড় দুষ্ট খল।
সুরভী মলনে ছাঁদে আরো করে ছল।।
আমি আছি গৃহমাঝে পূরীর ভিতরে।
দেখি নাই হেন কর্ম যে সময় করে।।
দুষ্কার্য করেছে আরো তোমা ক্রোধ করে।
যেমন মানুষ শাস্তি না হলে কি সারে।।
রাজ-জী বলেন এই পাপীষ্ঠ অসৎ।
হেন দুষ্টে স্থান দাও তুমিও অসৎ।।
প্রভু বলে সত্য সত্য আছে মোর পাপ।
আমি করিয়াছি পাপ মোরে কর মাপ।।
রাজ-জী বলেন বটে মাপ যদি চাও।
আঁধা আর ডঙ্কিনীকে তাড়াইয়া দেও।।
প্রভু বলে তাড়াইব চ'লে যাবে ওরা।
পতিত পাবন নাম বৃথা হ'ল ধরা।।
ঠাকুর ডাকেন আয় আয় রামধন।
ধর এসে রাজ-জীর যুগল চরণ।।
রামধন আসিলেন ঠাকুর নিকট।
ভরত বলেন প্রভু না করিও হট।।
তোমারে সকলে মানে না জানে তা কেটা।
পাপ ভয় নাহি করে এই আঁধা বেটা।।
দেবে মানে দৈত্য মানে গন্ধর্বেরা মানে।
ইন্দ্র চন্দ্র নত হয় তব শ্রীচরণে।।
তোমার চরণ সেবি থাকি তব দ্বারে।
তাহাতে আমাদিগকে যমে ভয় করে।।
ঠাকুর বলেন মোর এই বড় ভয়।
পতিত পাবন নামে কলঙ্ক রটায়।।
রাজ-জী বলেন হে দয়াল অবতার।
আন দেখি সে আঁধারে করিব উদ্ধার।।
ঠাকুরের আদেশে আসিল রামধন।
প্রভু কহে রাজ-জীর ধরগে চরণ।।
রামধন যাইতেছে পদ ধরিবারে।
রাজ-জী বলেন বেটা ছুসনে আমারে।।
সুরভীর সঙ্গেতে থাকিবি ছয় মাস।
এক মাস সুরভীর সঙ্গে খাবি ঘাস।।

ছয়মাস সুরভীর গোময় খাইবি।
রাত্রি ভরি সুধামাখা হরিনাম লবি।।
ঠাকুর বলেন গেল কঠিন হইয়া।
দয়া করি দণ্ড কিছু দেহ কমাইয়া।।
রাজ-জী বলেন তবে হোক আধাআধি।
এক বেলা গোময় সকালে খাওয়া বিধি।।
এইভাবে মেয়াদে রহিল রামধন।
বকনা গাভীর সঙ্গে করিত শয়ন।।
গোষ্ঠে গিয়া বকনার সঙ্গে খেত ঘাস।
তোলাক গোময় প্রাতেঃ খায় তিনমাস।।
রামধন রাজ-জীর মেয়াদ পালিল।
হরিচাঁদ পদ ভাবি তারক রচিল।।

অন্তখণ্ড

পঞ্চম তরঙ্গ

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রী বৈষ্ণব দাস জয় গৌরী দাস।।
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোকচন্দ্র জয় শ্রী লোচন।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময়।।
(জয় শ্রীসুধন্যচাঁদ সভ্যভামাত্মজ।
প্রেমানন্দে হরি গুরু শ্রীপতিচাঁদ ভজ।।)
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।।

দিগ্বিজয়ীর দিব্য জ্ঞান লাভ

পয়ার

ঠাকুরের লীলার প্রারম্ভে একদিন।
উপনীত হ'ল এক ব্রাহ্মণ প্রবীণ।।
শ্রীঅদ্বৈত নাম ধারী শান্তিপুরবাসী।
সংকীর্তন প্রিয় হরি পদ অভিলাষী।।
অদ্বৈত বংশেতে কৈল জনম গ্রহণ।
বহুদিন করিলেন বিদ্যা অধ্যায়ন।।
ন্যায়, স্মৃতি, পাতঞ্জল, দর্শন, বেদাঙ্গ।
বেদান্ত, সংহিতা, গীতা, করেছেন সাঙ্গ।।
সর্ববিদ্যা বিশারদ জ্ঞানী চূড়ামণি।
মহা মহোপাধ্যায় বিজ্ঞান রত্ন খনি।।
যেখানে যেখানে মহা বিদ্বৎ মণ্ডলী।
সর্বস্থানে মহামান্য দিগ্বিজয়ী বলি।।
সর্ব দেশ জয় করি মামুদপুর গায়।
দৈব যোগে শিষ্য বাড়ী হলেন উদয়।।
তথা শিষ্য শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র শর্মা।
তস্যানুজ তারিণীচরণ দেবশর্মা।।
তথায় করেন গিয়া বিদ্যা আলোচনা।
মহাকবি বলিয়া বলিল সর্বজনা।।
সর্বদেশ জয় করি স্বদেশে চলিল।
বহুলোক মুখে জন প্রবাদ শুনিল।।
ওড়াকাঁদি শ্রীহরি ঠাকুর নামধারী।
নমঃশূদ্র কুলে জন্ম সাক্ষাত শ্রীহরি।।
লেখা না জানেন তিনি পড়া না জানেন।
বড় বড় পণ্ডিতকে পরাস্ত করেন।।
মহা মহা পণ্ডিত তথা আসেন যাহারা।
দু'এক কথার পর পরাস্ত তাহারা।।
আপনি পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ তাতে দিগ্বিজয়।
দিগ্বিজয় বলা যায় তথা হ'লে জয়।।
শুনিয়া পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ ঈষৎ হাসিল।
যাব কিনা যাব চিত্তে ভাবিতে লাগিল।।
শুনি ঠাকুরের নাই লেখা পড়া জানা।
কেমনে করিব তথা বিদ্যা আলোচনা।।
যাক বেশী কথা দিয়া নাহি প্রয়োজন।
শব্দে শুনি করে যাই ঠাকুর দর্শন।।
এত বলি বাহকেরে অনুমতি দিল।

ঠাকুর দেখিব তুমি ওড়াকাঁদি চল।।
ওড়াকাঁদি ঘাটে নৌকা লাগিল যখন।
শ্রীঠাকুর বহির্বাটী এলেন তখন।।
মৃত্তিকা আসন করি বসেছেন হরি।
আজানুলম্বিত ভুজ একাম্বরধারী।।
সুদৃশ্য কবরী পৃষ্ঠ পরে লম্বমান।
কর্ণায়ত চক্ষু দু'টি ঠেকিয়াছে কান।।
দিগ্বিজয় পণ্ডিত যখনে তথা এল।
অনিমিষ নেত্রে একদৃষ্টে চেয়ে রৈল।।
অভাব্য ভাবনা মত ধীরে ধীরে কয়।
চেনা চেনা লাগে যেন দেখেছি কোথায়।।
ভাব দেশে মহা প্রভু বলিলেন বাণী।
তুমিও আমাকে চিন আমি তোমা চিনি।।
সর্বদিকে ফিরে ঘুরে কর দিগ্বিজয়।
নিজেকে কি জিনেছ পণ্ডিত মহাশয়।।
ঘরের রমণী দু'টি নিতান্ত প্রখরা।
পরজিনে হ'য়েছ নিজ ঘর জয়ী করা।।
এতক্ষণে দিগ্বিজয় দাঁড়াইয়া ছিল।
এই বাক্য শুনা মাত্র মাটিতে বসিল।।
পদের তালুকতা মাত্র মৃত্তিকা স্পর্শিল।
অনাসনে পাছা উঁচু করিয়া বসিল।।
মহাপ্রভু বলে এত বিষম বিপাক।
মিশামিশি হবে কেন এত রৈল ফাঁক।।
শুভ্র বস্ত্র দিগ্বিজয় পরিধান ছিল।
ঠাকুর নিকটে তবু মাটিতে বসিল।।
ঠাকুর বলিল অই রয়েছে আসন।
দয়া করি দ্বিজবর করুণ গ্রহণ।।
দিগ্বিজয় বলিল আসনে কার্য নাই।
আমাকে চিনেন কিসে বলেন গোঁসাই।।
মহাপ্রভু বলে আমি ছিনু নদীয়ায়।
চেন কিনা চেন আমি শচীর তনয়।।
তুমি দিগ্বিজয় ছিলে কেশব কাশ্মীরী।
আমি সেই বালক নিমাই গৌর হরি।।
দিগ্বিজয় করিতে আসিলে মম স্থানে।
পরাজিত হয়েছিলে করে দেখ মনে।।
ভুল পড়েছিল তব গঙ্গা স্তোত্র শ্লোকে।
শ্রুতিধর হয়ে আমি সুধাই তোমাকে।।
সেইকালে তোমা আমা আছে দেখা চেনা।
স্মৃতি পড়িয়াছ কৈ স্মৃতিত থাকে না।।
এই বাক্য বলা মাত্র পূর্বস্মৃতি হৈল।
মূর্ছাগত হ'য়ে দ্বিজ চরণে পড়িল।।
সেই তুমি, তুমি সেই, আমি দিগ্বিজয়।
তুমি প্রভু সর্বেশ্বর শচীর তনয়।।
অদোষ দরশি তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া কান্ত।
কত দোষে দোষী আমি নাহি তার অন্ত।।
অবোধ্য তোমার লীলা বুঝে সাধ্য কার।
বিধি হর হারে আর মানব কি ছার।।
ঘরের রমণী দু'টি একান্ত চঞ্চলা।
দেশ ত্যাগী সৈতে নারি নারীদের জ্বালা।।
প্রভু বলে যাহ তবে নিজ ঘরে যাহ।
আমার এ কথা গিয়ে মাতাদিগে কহ।।
অবলা সরলা হবে চঞ্চলা রবে না।
ক্ষান্ত হও আর দিগ্বিজয় করিও না।।
জিতেন্দ্রিয় যেই জন সেই জন সুর।
গরবত্ব গৌরবত্ব সব কর দূর।।
এত শুনি দিগ্বিজয় নিজালয় গেল।
ঠাকুরের বাক্য ঠাকুরানীকে জানাল।।
শুনিয়া রমণীদ্বয় হইল সরলা।
শান্তি সুখে ঘর করে নাহি কোন জ্বালা।।
উদ্দেশ্য স্তবন করে দ্বিজ দিগ্বিজয়।
যা ইচ্ছা করিতে পার তুমি ইচ্ছাময়।।
অল্পবিদ্যা জেনে আমি করি দিগ্বিজয়।
দিগ্বিজয় তুচ্ছ কথা তুমি সর্বজয়।।
ইচ্ছাময় সর্বজয় কত স্তুতি কৈল।
শ্রীধামেতে শেষে দ্বিজ পত্র লিখেছিল।।
পূর্বজন্মে ভারতী দিলেন মোরে বর।

তিনি থাকিবেন মম কণ্ঠের উপর।।
তব কাছে পরাস্ত হইয়া দুঃখান্তরে।
দেবীপূজা না করিয়া থাকি অনাহারে।।
নিশাযোগে দেবী মম শিয়রে বসিয়া।
বলিলেন অনাহারী আছ কি লাগিয়া।।
বলিলাম তুমি মোরে দিয়েছিল বর।
পরাজিত না হইব কাহার গোচর।।
তবে কেন হৈল হেন বুঝিয়া না পাই।
হারিলাম ক্ষুদ্র এক বালকের ঠাই।।
দেবী বলে হেন বর কাকে দিনু আমি।
তোর কাছে পরাজিত হবে মোর স্বামী।।
নবরূপে হয়ে ছিলে নবদ্বীপবাসী।
এ লীলায় জন্ম নিলে ওঢ়াকাঁদি আসি।।
তুমি বিদ্যানাথ দেব ভারতীর পতি।
দেহ বর চিরদিন পদে থাকে মতি।।
হৃদয় রঞ্জন তুমি শচীর নিমাই।
এই রূপ পত্র লিখে দিল প্রভু ঠাই।।

***শ্রী শ্রী হরিচাঁদের কৃষ্ণরূপ ধারণ**

পয়ার

শ্রীকমল দাস নাম বৈরাগী ঠাকুর।
পরম বৈষ্ণব তিনি ভক্তি সে প্রচুর।।
ভক্তিভাবে করিতেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন।
বৃন্দাবনে যাবে বলে করিল গমন।।
রাস পূর্ণিমার অগ্রে যাত্রা যে করিল।
যাত্রী নাহি সঙ্গে নিল একেলা চলিল।।
বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সাধু তনু প্রেমে মাখা।
সর্বদাই হৃদিমাঝে ভাবে ভঙ্গি বাঁকা।।
রাধারাণী কর দয়া মোরে এইবার।
ব্রজে গিয়ে দেখি যেন শ্যাম নটবর।।
জয় রাধে বলরে মন জয় রাধে বল।
অন্য বোল মুখে নাই শুধু এই বোল।।
সে কমল পীতবাসে ভাবিতে ভাবিতে।
বৃন্দাবনে যাত্রা করে মনের সুখেতে।।
এ সময় হরিচাঁদ সফলাডাঙ্গায়।
ধান্য কাটিবারে হরি মাঠ মধ্যে যায়।।
যে জমিতে হরিচাঁদ ধান্য বুনেছিল।
কৃষাণ লইয়া হরি সে জমিতে গেল।।
বিশ্বনাথ নাটু আর ব্রজকে লইয়া।
সেই ধান্য কাটিলেন প্রভু মাঠে গিয়া।।
ধান্য কাটে আটি বাঁধে মনের হরিষে।
কেহ কাটে কেহ বাঁধে কেহ আছে বসে।।
এই মত কৃষাণেরা কর্ম করিতেছে।
আইল উপরে হরি দাঁড়াইয়া আছে।।
পূর্বমুখ হ'য়ে হরি আছে দাঁড়াইয়া।
আসিল কমল দাস সেই পথ দিয়া।।
প্রভুর নিকটে যবে আসিল বৈরাগী।
শ্রীহরির রূপ দেখি হইল অনুরাগী।।
প্রভুপানে চেয়ে থাকে কমল তখন।
অপরূপ রূপ তিনি করেন দরশন।।
পরিধান পীতবাস যেন কাল শশী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা বাঁকা হাতে আছে বাঁশী।।
বনমালা গলে দোলে বক্ষদেশ ঢাকা।
চরণে চরণ দিয়ে হ'য়ে আছে বাঁকা।।
মস্তকেতে শিখি পাখা শ্রীপদে নুপুর।
এইমত রূপে আছে শ্রীহরি ঠাকুর।।
দাঁড়াইয়া আছে হরি আইল উপরে।
সে কমল সাক্ষাতে এইরূপ হেরে।।
হইল কমল দাস জ্ঞানশূন্য প্রায়।
বাহ্য স্মৃতি হারাইয়া অনিমেষে রয়।।
দণ্ডবৎ হ'য়ে শেষে পদধূলা নিল।
পদরজ সে বৈরাগী মস্তকে মাখিল।।
মস্তকেতে নিল আর অঙ্গেতে মাখিল।
যোড়হস্তে কেন্দে কেন্দে বলিতে লাগিল।।
শ্রীহরি বলিল তুমি কহ মহাশয়।
কিবা হেতু কোথা যাবে দেও পরিচয়।।

কমল বলিল মোর কালামৃধা বাস।
বৃন্দাবনে যাব আমি মনে অভিলাষ॥
হরিচাঁদ তারে বলে যাও তবে তুমি।
কমল বলিল আর নাহি যাব আমি॥
প্রভু বলে যাইতেছ তুমি বৃন্দাবন।
এবে তুমি নাহি যাবে বল কি কারণ॥
সে বলিল নাহি যাব আর বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনচন্দ্র আমি করিনু দর্শন॥
বৃন্দাবনে যাব আমি যাহার লাগিয়া।
সেই কৃষ্ণ দেখি আমি নয়ন ভরিয়া॥
কমলের অশ্রুজলে বক্ষ যে ভাসিল।
করযোড়ে দাঁড়াইয়া স্তব আরম্ভিল॥

***লঘু-ত্রিপদী**

শ্যাম নটবর নবীন কিশোর
তুমিত ব্রজের হরি।
পীতবাস গলে বনমালা দোলে
চরণে নুপুর হেরি॥
করেতে বাঁশরী মুকুন্দ মুরারী
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম বাঁকা।
কিরূপ দেখালে আমাকে ভুলালে
মস্তকে ময়ূর পাখা॥
তুমি কাল শশী মৃদু মৃদু হাসি
তুমি গোবর্ধনধারী।
পুতুনা নাশন কালীয়া দমন
বকাসুর বধকারী॥
দাবাগ্নি মোক্ষণ চরাতে গোধন
বিধাতার দর্পহারী।
ননী চুরি কর বাঁধে তব কর
যশোমতি ক্রোধকরি॥
বসন হরিলে যমুনার কূলে
তুমিত রসিক মণি।
নিস্কাম স্বভাব ব্রজগোপী সব
তোমাকে খাওয়াত ননী॥
রাখালের সনে ভ্রম বনে বনে
তুমিত রাখাল রাজা।
শ্রীমতির সনে গিয়া নিধু বনে
কালীরূপে খাও পূজা।
রাসলীলা করি লইয়া কিশোরী
করিলে রসের খেলা।
আমাকে ভুলালে সে রূপ দেখালে
তুমিত চিকন কালা॥
মনে বাঞ্ছা করি যাব ব্রজপুরী
দেখিব দেখিব যারে।
ব্রজে না যাইব তব দাস হ’ব
দেশেতে যাব না ফিরে॥
তুমি সেই জন মদন মোহন
ভাগ্যেতে দর্শন ঘটে।
কমল কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইয়া
পাদপরে মাথা কুটে॥
শুনিয়া ক্রন্দন বলেন তখন
হরিচাঁদ দয়াময়।
রাখিব তোমারে আমার আগারে
নাহিক তোমার ভয়॥
কমলের আশা মিটিল পিপাসা
পেয়ে সে কমল আঁখি।
হরিচাঁদ মোর করুণা সাগর
অধমে দিওনা ফাঁকি॥

***শ্রীশ্রীহরিচাঁদ পদতলে রামচাঁদের পদ্মফুল দর্শন**
পয়ার

ওড়াকাঁদি নিবাসী চৌধুরী রামচাঁদ।
যিনি হন হরিচাঁদ নিত্য পারিষদ॥
একদিন রামচাঁদ হরিচাঁদ ল’য়ে।
আসিলেন নিজালয় উল্লাসিত হ’য়ে॥
আগে যায় হরিচাঁদ রামচাঁদ পিছে।

প্রেমানন্দে রামচাঁদ শ্রীপদ হেরিছে।।
প্রতিক্ষণ রামচাঁদ হেরিবারে পায়।
যেই স্থানে হরিচাঁদ শ্রীপদ রাখয়।।
প্রস্ফুটিত শতদল উদ্ভব তথায়।
পুনঃ প্রভু পা' তুলিলে লয় হ'য়ে যায়।।
রামচাঁদ বলে প্রভু একি অপরূপ।
বুঝিতে না পারি কিছু তোমার স্বরূপ।।
তব পদতলে পদ্ম উদ্ভব হইয়া।
উঠাইতে পদ পুনঃ যায় মিলাইয়া।।
হরিচাঁদ বলে রাম এইরূপ হয়।
আসি যবে ভবে, হয় নর ভাগ্যদয়।।
যাই চলি আপনার মন মত স্থানে।
লোকে বলে হরি এসেছিল এ ভুবনে।।
পদ তলে দেখ যত পদ্মের উদয়।
আসি যবে, তবে এই ধরা ধন্য হয়।।
রামচাঁদ বলে হরি তোমার মহিমা।
নরের কি সাধ্য কেবা দিতে পারে সীমা।।
একদিন সফলানগরী গ্রাম হ'তে।
গিয়াছিল শ্রীহরি রামচাঁদ বাড়ীতে।।
একে ভাদ্র মাস দেশে ডেকেছিল বান।
তরী বিনে জল পথে করিল প্রয়াণ।।
নক্র পৃষ্ঠে হরিচাঁদ করিল গমন।
শ্রীদেবী করুণা তাহা করিলা দর্শন।।
জগত নিয়ন্তা হরি অগতির গতি।
চরণ পূজিতে তব, দাসে দেহ মতি।।

শ্রীধামে মহালীলার গুপ্ত অভিসার।

পয়ার

একদা শ্রীহরিচাঁদ বসিয়া নির্জনে।
কি যেন কি ভাবিলেন আপনার মনে।।
আর কত কাল আমি থাকিব ধরায়।
হ'ল বুঝি মম লীলা সাঙ্গের সময়।।
অতএব এক কর্ম করিবারে হয়।
ভাবি কালে সেই মেলা দেখিবে সবায়।।
মধুকৃষ্ণাত্রয়োদশী শুভ বুধবার।
সেই বুধবারে হ'ল জনম আমার।।
অপ্রকাশ র'ল তাহা ধরণী মাঝারে।
না করিয়া সেই কর্ম যাই কী প্রকারে।।
গুপ্তভাবে করিব বারুণীর অভিসার।
গুরুচাঁদ হ'তে পরে হইবে প্রচার।।
এত ভাবি নিশিকালে একাকী চলিল।
চটকা গাছের তলে গিয়া বসি র'ল।।
হরিচাঁদ ভক্তা ভবানী আর শোভনা।
গোপনে দূর হতে এই ভাব দেখিলা।
অপরূপ কাণ্ড তারা দেখিতে পাইলা।।
চারিদিকে যেন মহা জ্যোতির্ময় হ'ল।
যেন কত অগণিত মতুয়ার দল।
দলে দলে আসিতেছে বলে হরি বল।।
জয়ডঙ্কা ঝাঁঝ কাঁসি খোল করতাল।
বাজাইয়া মতোগণে বলে হরি বল।।
বাদ্যোদ্দমে প্রকম্পিত যেন ভূমিতল।
মেঘের মণ্ডলে যেন দেবের বাদল।।
হরি বল রব বিনে অন্য বোল নাই।
কেহ কেহ দেয় হরিচাঁদের দোঁহাই।।
মিলেছে চাঁদের মেলা না হয় তুলনা।
হুলুধ্বনি যেন দেয় বহুত ললনা।।
সুসজ্জিত হ'য়ে কত যেন দেবগণ।
প্রভুর পার্শ্বেতে বসি করেছে স্তবন।।
হরিনাম ধ্বনি হেন উঠেছে গগনে।
দেব বালাগণ এল নরবালা সনে।।
বসিয়ে করেছে তারা কীর্তন শ্রবণ।
কাহারো বা বারিধারা হতেছে পতন।।
কেহ বা কীর্তন মাঝে দিতেছে হুঙ্কার।
প্রেমের পাথারে সবে দিতেছে সাঁতার।।
এসব দর্শন করি করেছে চিন্তন।
ঘুমিয়ে রয়েছে এবে দাদারা দুজন।।

এত ভাবি অন্তঃপুরে করিয়া গমন।
মাতৃ পাশে জানাইল সব বিবরণ।।
দুই ভাই এল পরে তাহাদের সঙ্গে।
এই মেলা দরশন করে মনরঙ্গে।।
গুরুচাঁদ স্থির চিত্তে করে দরশন।
অপরূপ মেলা হেরি সবিস্মিত মন।।
মেলা হেরি মনে মনে করেছে চিন্তন।
এ মেলা করে পিতা কি জানি কি কারণ।।
তার মাঝে হেরে যেন শ্রীহরি মন্দির।
নেহারিয়া সেই সব চিত্ত হয় স্থির।।
ক্ষীরোদশায়ীর মূর্তি শ্রীমন্দির মাঝে।
আরো কত মূর্তিশোভে অপরূপ সাঁজে।।
পার্শ্ব দেশে ঘোড়া দৌড় হইতেছে তথা।
তাই হেরে উমাকান্তের হয় অস্থিরতা।।
ধরিয়া ঘোটক এক আনে প্রভু ঠাঁই।
বলে বাবা এই ঘোড়া রাখিবার চাই।।
ঠাকুর বলেন ঘোড়া রাখা নাহি যায়।
দৈবে দেবতার ঘোড়া বাধ্য নাহি হয়।।
হরিচাঁদ বলে শুন শ্রীগুরু চরণ।
হেতা হতে চল, করি গৃহেতে গমন।।
এত বলি পিতা পুত্র তথা হতে এল।
মেলা অবসান তথা অন্ধকার হল।।
সেই হতে গুরুচাঁদ ভাবে মনে মনে।
এই মেলা সুপ্রকাশ হবে কত দিনে।।
দেব নরে একসঙ্গে করিবে কীর্তন।
প্রেমাবেশে মত্ত হবে যত ভক্তগণ।।
কবে বা উড়িবে হরি নামের নিশান।
নেহারিয়া সেই মেলা জুড়াইব প্রাণ।।
ঘাটে মাঠে কবে হবে নাম সংকীর্তন।
কবে আমি হেনভাব করিব দর্শন।।
প্রবাহিত হবে কবে প্রেমের পয়োধি।
প্রেম হিল্লোলে ধুয়ে যাবে যত বেদবিধি।।
দলে দলে মতুয়ারা করিবে কীর্তন।
প্রেমভরে উলু দেবে যত বামাগণ।।
বহিবে প্রেমের বন্যা সম্মুখে আমার।
ভক্তসঙ্গে মন রঙ্গে খেলিব সাঁতার।।
অন্তরে মাধুর্যভাব ক্রমেই বাড়িল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

ভক্ত আনন্দ সরকারের উপাখ্যান।

পয়ার

পরগণে খড়রিয়া দুর্গাপুর গ্রাম।
ভকত আনন্দ নামে অতি গুণধাম।।
রামায়ণ গানে যেন দ্বিতীয় বাল্মিকি।
পরম বৈষ্ণব তত্ত্বজ্ঞানী সদা সুখী।।
নমঃশূদ্র কুলজাত খ্যাত সরকার।
প্রামাণিক মণ্ডল গাইন আখ্যা আর।।
কেহ কহে কীর্তনিয়া কেহ অধিকারী।
সর্বগুণী সর্বকার্যে সর্ব অধিকারী।।
কবিগানে বঙ্গদেশে যশ চরাচর।
রচক গায়ক হেন পিক কণ্ঠস্বর।।
ওড়াকাঁদি হরিচাঁদে জগন্নাথ মানে।
তেতুলের গোলা খায় ব্যাধির বিধানে।।
ওড়াকাঁদি প্রেম বন্যা উঠিল তুফান।
পঞ্চকাঁটা ভেঙ্গে চুরে ধায় প্রেমবান।।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ শূদ্র বৈরাগী যাহারা।
কৌপীন ছিণ্ডে সব ভক্ত হ'ল তাহারা।।
হাতিখাদা গ্রামবাসী তিলক বণিক।
নারীসহ মাতোয়ারা পরম নৈষ্ঠিক।।
মল্লকাঁদি রামতনু শিরালী ছিলেন।
ওড়াকাঁদি গিয়ে পুত্র প্রাপ্ত হইলেন।।
মহাপ্রভু হরিচাঁদ দিয়াছিল বর।
প্রাচীন বয়সে দোঁহে পাইল কুমার।।
অপুত্রক আনন্দ অন্তরে দুঃখ পায়।
পুত্রের কামনা করি ওড়াকাঁদি যায়।।
পথে এক ম্লেচ্ছ বলে যেতেছ কোথায়।

প্রেমভরে উলু দেবে যত বামাগণ।।
বহিবে প্রেমের বন্যা সম্মুখে আমার।
ভক্তসঙ্গে মন রঙ্গে খেলিব সাঁতার।।
অন্তরে মাধুর্যভাব ক্রমেই বাড়িল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

ভক্ত আনন্দ সরকারের উপাখ্যান।

পয়ার

পরগণে খড়রিয়া দুর্গাপুর গ্রাম।
ভকত আনন্দ নামে অতি গুণধাম।।
রামায়ণ গানে যেন দ্বিতীয় বাল্মিকি।
পরম বৈষ্ণব তত্ত্বজ্ঞানী সদা সুখী।।
নমঃশূদ্র কুলজাত খ্যাত সরকার।
প্রামাণিক মণ্ডল গাইন আখ্যা আর।।
কেহ কহে কীর্তনিয়া কেহ অধিকারী।
সর্বগুণী সর্বকার্যে সর্ব অধিকারী।।
কবিগানে বঙ্গদেশে যশ চরাচর।
রচক গায়ক হেন পিক কণ্ঠস্বর।।
ওড়াকাঁদি হরিচাঁদে জগন্নাথ মানে।
তেতুলের গোলা খায় ব্যাধির বিধানে।।
ওড়াকাঁদি প্রেম বন্যা উঠিল তুফান।
পঞ্চকাঁটা ভেঙ্গে চুরে ধায় প্রেমবান।।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ শূদ্র বৈরাগী যাহারা।
কৌপীন ছিণ্ডে সব ভক্ত হ'ল তাহারা।।
হাতিখাদা গ্রামবাসী তিলক বণিক।
নারীসহ মাতোয়ারা পরম নৈষ্ঠিক।।
মল্লকাঁদি রামতনু শিরালী ছিলেন।
ওড়াকাঁদি গিয়ে পুত্র প্রাপ্ত হইলেন।।
মহাপ্রভু হরিচাঁদ দিয়াছিল বর।
প্রাচীন বয়সে দোঁহে পাইল কুমার।।
অপুত্রক আনন্দ অন্তরে দুঃখ পায়।
পুত্রের কামনা করি ওড়াকাঁদি যায়।।
পথে এক ম্লেচ্ছ বলে যেতেছ কোথায়।
তোমারে দিলাম মম পুত্র হরিবর।।
ভক্তিভাবে যেই করে এ লীলা শ্রবণ।
ধন ধান্য বিদ্যালাভ পায় পুত্র ধন।।
তারকের শিষ্য হরিবর তাহে হ'ল।
হরিচাঁদ প্রীতে সবে হরি হরি বল।।
মহানন্দ মহানন্দ এ গ্রন্থ রচনে।
দশরথ রসনা, রসনা ইহা ভনে।।

আনন্দের রাগাত্মিকা ভক্তি।

পয়ার

আনন্দের পুত্র হ'ল আনন্দ অপার।
আনন্দ রাখিল তার নাম হরিবর।।
শ্রীহরির বরে জন্ম কি রাখিব নাম।
এ ছেলের রাখিলাম হরিবর নাম।।
তের মাস গর্ভবাস পড়ে হ'ল ছেলে।
ভাসিছে আনন্দ সুখ জলধির জলে।।
সবে বলে ধন্য ধন্য শ্রীহরি ঠাকুর।
অপুত্রক পুত্র লভে মহিমা প্রচুর।।
বারশত পচাত্তর সালের আষাঢ়।
তেরই তারিখ সিংহরাশি শুক্রবার।।
পুত্র লাভ করি হ'ল পরম আনন্দ।
ওড়াকাঁদি যাতায়াত করেন আনন্দ।।
পাশরিতে নারে গুণ দিবানিশি গায়।
নারী পুত্র সঙ্গ করি ওড়াকাঁদি যায়।।
পুত্রের বয়স হ'ল ছয় সাত মাস।
হরিবর নাম রাখি মনেতে উল্লাস।।
সাত মাসে ছেলের হইল ভাপিজ্বর।
তাহা দেখি আনন্দের চিন্তিত অন্তর।।
প্রাতঃকালে উঠিয়া গেল উড়িয়া নগর।
যখনেতে যাইয়া উঠিল বাড়ী পর।।
সবে বলে ঠাকুরের না পাইবে দেখা।
গৃহদ্বার রুদ্ধ করি রয়েছেন একা।।
ভয়েতে কেহ না যায় ঘরের দুয়ারে।

দ্বার খুলিবেন প্রভু সাত দিন পরে।।
আনন্দ বলিল আমি খুলিব এ দ্বার।
তাহা শুনি সবে মানা করে বার বার।।
যে ঘরেতে মহাপ্রভু দ্বার রুদ্ধ ক'রে।
হাঁটিয়া আনন্দ গেল সে ঘরের দ্বারে।।
দ্বার মুক্ত করিয়া যখন প্রণমিল।
ক্রোধে পরিপূর্ণ প্রভু কাঁপিতে লাগিল।।
ঘর দ্বার বাড়ী ঘর থর থর কাঁপে।
ভয়ে কেহ নাহি যায় প্রভুর সমীপে।।
প্রভু বলে তুই কেন দুয়ার খুলিলি।
যাহা আসে মুখে প্রভু করে গালাগালি।।
তাহা দেখি আনন্দ সে পড়িল ফাঁপরে।
বাক্য নাহি সরে গাত্র ভাসে নেত্রনীরে।।
ভাবে এই অপরাধে মোর নাহি মাপ।
ভয় করি ধরি করে গুরুমন্ত্র জপ।।
নয়ন মুদিয়া করে স্তব স্তুতি গান।
তাহাতে হইল তুষ্ট প্রভু ভগবান।।
বল কেন দরজা খুলিলি তাহা বল।
আমার দরজা খুলে কার এত বল।।
আনন্দ চরণপদ্মে পুনঃ প্রণমিল।
শ্রীপদের রজ নিতে হস্ত বাড়াইল।।
ধীরে ধীরে হাত বাড়াইল ভয় বাসী।
তাহা দেখি মহা প্রভু উঠিলেন হাসি।।
অন্তরে সন্তোষ বাহ্যে যেন কত রাগে।
বলে যে বলদা দ্বার রুদ্ধ কর আগে।।
আজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয়ে দরজা ধরিল।
দরজাতে ঝাঁপখানা আড়ো ক'রে দিল।।
আনন্দ বসিল যে এমন জায়গায়।
ঝাঁপের উপর দিয়া মুখ দেখা যায়।।
আনন্দের চাতুর্য বুঝিল হরিচাঁদ।
বলে বেটা কেবল পাতিস যত ফাঁদ।।
আনন্দ কাঁদিয়া বলে দিয়া ছিলে ছেলে।
হইয়াছে ভাপিজ্বর এসেছি তা বলে।।
ভাপিজ্বরে যদি মরে তোমার অখ্যাতি।
সে সংবাদ জানাইতে এসেছি সম্প্রতি।।
কেমনে সারিব জ্বর বলে দেহ তাই।
দয়াময় হরি আমি দেশে চলে যাই।।
প্রভু বলে কিছু বলিবারে পারিব না।
পুনর্বার সে আনন্দ আরম্ভিল কান্না।।
প্রভু বলে বলিলাম কিছু বলিব না।
মোরে দিয়ে তুই আজ কিছু বলাস না।।
প্রভু বলে আনন্দেরে দেখ মনে ভেবে।
তোর কথা রবে না আমার কথা রবে।।
আনন্দ বলিল মোর বিচারেতে হয়।
ভক্ত বাক্য ছাড়া তব বাক্য কবে রয়।।
তাহা শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া উঠিল।
বলে তুই যা করিবি তাহা হবে ভাল।।
যাহা তোর মনে আসে তাহা গিয়া কর।
করা মাত্র সেরে যাবে তার ভাপি জ্বর।।
এর পূর্বে আনন্দ অপরে বনমালী।
জ্বর হ'য়ে প্লীহা হ'ল হইল দুর্বলী।।
একত্র হইয়া যায় ওঢ়াকাঁদি গায়।
শ্রীধামেতে দুই ভাই হইল উদয়।।
প্রণমিয়া পদতলে করে নিবেদন।
বলে প্রভু প্লীহা জ্বর কর বিমোচন।।
প্রভু বলে যদি আলি প্লীহা জ্বর হেতু।
কলা তিলযোগে খাস চালভাজা ছাতু।।
বনমালী স্বীকার করিল খা'ব তাই।
আনন্দ বলিল ওস্নান্ত নাহি খাই।।
ভোররাতে ছাতু খেতে আমি পারিব না।
প্রভু বলে তবে তোর প্লীহা সারিবে না।।
কাঁদিয়া আনন্দ তবে ধরে প্রভু পায়।
বলিলে মুখের কথা ব্যাধি সেরে যায়।।
তথাপি করুণাময় কর প্রতারণা।
রোগ হেতু তিলছাতু খেতে পারিব না।।
প্রভু বলে তবে তোর প্লীহা সারিবে না।

অমনি দিলেন হস্ত বাম কুক্ষি স্থানে।
প্রভু কন কই তোর পেটে প্লীহা আছে।
বলা মাত্র অমনি সে প্লীহা গেল ঘুচে।।
আনন্দের মুখপরে দিল এক ঠোকনা।
সেরে গেল প্লীহাজ্বর পেটের বেদনা।।
বনমালীর প্লীহা সাড়ে খেয়ে তিল ছাতু।
আনন্দের প্লীহা সারে প্রভু দয়া হেতু।।
অপার মহিমা প্রভু দীন দয়াময়।
পতিত পাবন হেতু অবতীর্ণ হয়।।
হরি হরি হরি হরি নাম কর সার।
পয়ার প্রবন্ধে কহে কবি গুণাকর।।

আনন্দের প্রতি স্বপ্নাদেশ।

পয়ার

ওঢ়াকাঁদি যাতায়াত করেন আনন্দ।
পরিবারসহ হরি নামে প্রেমানন্দ।।
অহরহ হরিনাম করে মহামতি।
ক্রমে ধনে জনে তার হইল উন্নতি।।
শয়নে স্বপনে চিন্তা বাবা হরিচাঁদ।
রোগ শোক নাহি চিত্তে পরম আহ্লাদ।।
একদিন আনন্দ শুয়ে আছে ঘরে।
স্বপনে দেখিল প্রভু শ্রীহরি ঠাকুরে।।
আনন্দ বলিল হরি করি নিবেদন।
পূর্ব জন্মে আপনি ছিলেন কোনজন।।
প্রভু বলে তাহা কেহ বলিবারে পারে।
যেই পারে কেহ কি মানুষ বলে তারে।।
আনন্দ বলিল প্রভু অনেকেই পারে।
দয়া করি বল নাহি ভাণ্ডিও মোরে।।
প্রভু বলে কে ছিলাম তাহা নাহি মনে।
তবে একদিন আমি কুরুক্ষেত্র রণে।।
অর্জুনের সারথি ছিলাম যে সময়।
হনু বলে প্রভু আর সহ্য নাহি হয়।।
যদি আজ্ঞা করিতেন প্রভু ভগবান।
একটানে ফেলাতাম কর্ণের রথ খান।।
ফেলাতাম চারিশত যোজনের দূরে।
একব্বার যদি আজ্ঞা করিতেন মোরে।।
এত বলি মহাপ্রভু উঠিল তখন।
আনন্দের নিদ্রাভঙ্গ উঠিল তপন।।
হেনকালে শুনিলেন মহাপ্রভু যিনি।
নরলীলা সম্বরণ করেছেন তিনি।।
সে আনন্দ নিরানন্দ কথা নাহি মুখে।
জনমের মত দেখা দিলেন আমাকে।।
শুনিয়া কাতর হ'ল ভকত সমাজ।
গোলোক আদেশে কহে কবি রসরাজ।।

অন্তখণ্ড

ষষ্ঠ তরঙ্গ

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রী বৈষ্ণব দাস জয় গৌরী দাস।।
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোকচন্দ্র জয় শ্রী লোচন।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময়।।
(জয় শ্রীসুধন্যচাঁদ সভ্যভামাত্মজ।
প্রেমানন্দে হরি গুরু শ্রীপতিচাঁদ ভজ।।)
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।।

শ্রীক্ষেত্র প্রেরিত প্রসাদ বিতরণ।

পয়ার

একদিন বসেছেন প্রভু হরিচাঁদ।
রাজ-জী ধরিল আসি প্রভুর শ্রীপদ।।
বলে প্রভু আমিত করেছি এক মন।

তব লীলা স্থান সব করিব দর্শন।।
তব লীলা দর্শনে উদ্যোগী মম হিয়া।
কিছুদিন বেড়াইয়া আসিব ফিরিয়া।।
এত বলি মহাসাধু করিল গমন।
এবে শুন শ্রীক্ষেত্র প্রসাদ বিবরণ।।
একদিন বসি প্রভু পুষ্করিণী কূলে।
ক্ষেত্র বাসী দুই পাণ্ডা এল হেন কালে।।
অনিমেষ নেত্রে রূপ করি দরশন।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি স্পর্শিল চরণ।।
প্রভুকে দেখিয়া বলে চিনেছি তোমায়।
ফাঁকি দিয়া লুকাইয়া এসেছ হেথায়।।
শ্রীধাম উৎকলে আছ দারুব্রহ্ম মূর্তি।
তাহাতে তোমাতে এক পরমার্থ আর্তি।।
তুমি তিনি অভেদ আমরা নহে চিনি।
আদেশে জানা'লে প্রভু তাই মোরা জানি।।
পাণ্ডা কহে প্রভু হাসে দিয়া করতালি।
নড়স্থলের ভবানী তা শুনিল সকলি।।
ভবানী দাঁড়িয়া ছিল মহাপ্রভু ঠাই।
কাঁদিয়া ব্যাকুলা তার অন্য জ্ঞান নাই।।
পাণ্ডা কহে তুমি হও নন্দের নন্দন।
ত্রেতাযুগে করেছিলে রাবণ নিধন।।
এবে ওঢ়াকাঁদি এসে পাতকী তরা'লে।
জগন্নাথ আবেশেতে জনম লভিলে।।
কৃষ্ণ আবেশেতে প্রভু কৈল গোষ্ঠলীলে।
শ্রীগৌরাঙ্গ আবেশেতে হরিনাম দিলে।।
তিন শক্তি আবির্ভূত এক দেহ ধরি।
করিলে মানুষ লীলা মধুর মাধুরী।।
উদাসীন গিরিপুরি করিলেন উদ্ধার।
হয় নাই হবে না এমন অবতার।।
আদেশ করিয়া দিলে খোদ পাণ্ডা ঠাই।
ইচ্ছা করে পেট পুরে পায়সান্ন খাই।।
সেই পায়সান্ন পাক কমলার হাতে।
খোদ পাণ্ডা গেল পায়সান্ন ভোগ দিতে।।
ভোগ দিয়া মন্দিরের কপাট আঁটিল।
ভোগ না লইল সে কপাট না খুলিল।।
খোদ পাণ্ডা দ্বার খুলে মন্দিরেতে যায়।
স্বর্ণথালা শূন্য দেখে ভোগ নাহি পায়।।
খোদ পাণ্ডা হত্যা দিয়া রহিল তখন।
শূন্যে হ'ল শূন্য বাণী প্রভুর বচন।।
পায়সান্ন পাক ইচ্ছা বহু দিনাবধি।
এই অন্ন পাঠাবে শ্রীধাম ওঢ়াকাঁদি।।
করিবারে কৃষ্ণ সেবা আমার মনন।
তেকারণে পায়সান্ন করাই রন্ধন।।
শ্রীগৌরাঙ্গ রাম কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ।
এক ভোগে হইবেক সবার আনন্দ।।
আমার ইচ্ছায় হইয়াছে এক কাণ্ড।
মন্দিরেতে দেখ গিয়া এক মেঠে ভাণ্ড।।
দেখ গিয়া তাহাতে আছয় মিষ্ট অন্ন।
মোর পিছে বামভিতে ভাণ্ড পরিপূর্ণ।।
শিবনাথ ভবনাথ দুই পাণ্ডা দিয়ে।
পায়সান্ন ওঢ়াকাঁদি দেহ পাঠাইয়ে।।
ফরিদপুর জিলা তেলীহাটী পরগণে।
মুকসুদপুর থানা তাহার দক্ষিণে।।
তাহার মধ্যেতে আছে ওঢ়াকাঁদি ধাম।
সাধু যশোমন্ত সুত হরিচাঁদ নাম।।
ঝটপট কর কার্য আর কিবা চাও।
শীঘ্র এই ভাণ্ড সেই শ্রীধামে পাঠাও।।
সেই আমি, আমি সেই নহে ভেদ ভিন্ন।
সেই দেহে মোর সেবা হইবে এ অন্ন।।
তব আদেশেতে আসিয়াছি ভাণ্ড ল'য়ে।
বৈঠ প্রভো! দিব তব শ্রীমুখে তুলিয়ে।।
ক্ষেত্র হ'তে একদিন পথে আসিলাম।
নিশিযোগে বৃক্ষমূলে শয়নে ছিলাম।।
শয়নে ছিলাম দুই ভাই নিদ্রাবেশে।
জগন্নাথ বলরাম কহে স্বপ্নাদেশে।।
বলিলেন অন্ন ল'য়ে যাওরে সত্বরে।

জগন্নাথ দেখা পাবে পুষ্করিণী তীরে॥
প্রভুর আদেশে মোরা এলাম এদেশে।
ওহে প্রভো সেইভাবে তোমা দেখি এসে॥
পাণ্ডা দিল ভাণ্ড খুলি কি দিব উপমা।
চেয়ে দেখে ভাণ্ড মুখে উঠিতেছে ধুমা॥
প্রেমানন্দে দুই পাণ্ডা পরম আন্তরিকে।
একটু একটু দোঁহে দিল প্রভু মুখে॥
প্রভু বলে প্রসাদ এনেছ যেই দিনে।
আমি ইহা গ্রহণ করেছি সেই দিনে॥
এখনে তোমরা লও ফিরে মোরে দিও।
যাহা হোল আর কারে ইহা না বলিও॥
পাণ্ডা কহে মোরা জানি জানে সে দুজন।
ভাগ্যবান যেই সেও জানুক এখন॥
কে জানে তোমার খেলা কে বুঝিতে পারে।
অনন্ত না পেল অন্ত অভ্রান্ত অন্তরে॥
রামায়ণ গায়কেরা গায় রামায়ণে।
শিব শুক নারদ আদি তত্ত্ব নাহি জানে॥
তব ভৃত্য মোরা জগন্নাথ পরিবার।
নরকুলে নরাধম কি বুঝি তোমার॥
তব কৃপা জন্য ধন্য হইনু এবার।
ওঢ়াকাঁদি শ্রীধামে এ লীলার প্রচার॥
এ প্রসাদ নিলে দিলে বলিবারে মানা।
মোরা কি বলিব জানিবেক ভক্তজনা॥
অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ সকলে জানিবে।
এ হেন আশ্চর্য লীলা গোপনে কি র'বে॥
প্রভু বলে হয় হয় না র'বে গোপন।
গ্রন্থে তুলি ভক্তগণে করিবে কীর্তন॥
অভক্ত কি ভক্ত ইহা জানিবে বিশেষ।
জানিলে ভবানী একা ভাসাইবে দেশ॥
এত বলি পাণ্ডাদ্বয় বিদায় করিল।
পাণ্ডাদ্বয় সে প্রসাদ অনেকে বিলাল॥
ওঢ়াকাঁদি চতুষ্পার্শ্বে যত গ্রাম ছিল।
বহুদিন থেকে সে প্রসাদ বিলাল॥
কেঁদে কেঁদে বলিত প্রসাদ বিবরণ।
মাঝে মাঝে করিতেন শ্রীরূপ দর্শন॥
ধন্যা সে ভবানী দেবী পাণ্ডা দুইজন।
জয় জগন্নাথ পূর্ববঙ্গে আগমন॥
ওঢ়াকাঁদি শ্রীক্ষেত্রে একত্র এক কাজ।
রচিল তারক চন্দ্র কবি রসরাজ॥

ভক্ত জয়চাঁদ উপাখ্যান।

পয়ার

ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত জয়চাঁদ ঢালী।
তাহার বসতী ছিল গ্রাম ভূষাইলী॥
মধুমতী নদী তীরে ভূষাইলী গ্রাম।
পরগণে মকিমপুর জয়চাঁদ নাম॥
মকিমপুর কাছারী চাকরী ছিল তার।
কাছারীতে ভালবাসা ছিল সবাকার॥
নায়েব মহুরী কিংবা আমিন পেস্কার।
সবাই বাসেন ভাল বাক্য মানে তার॥
জমিদার যদি কোন কার্য করিতেন।
জয়চাঁদ নিকটেতে সম্মতি নিতেন॥
রাণী রাসমণি তিনি বড় দয়াময়ী।
মর্তলোকে জন্ম ভগবতী অংশ সেই॥
তাহার অধীন মকিমপুর পরগণা।
সদর কাছারী তার মকিমপুর থানা॥
আট আনা মাহিনা পাইক যত জন।
দশ টাকা ছিল জয়চাঁদের বেতন॥
আমলারা মফঃস্বলে নজর পাইত।
জয়চাঁদ যদি সেই সঙ্গেতে যাইত॥
আমলারা নজর পাইত যেই খানে।
জয়চাঁদ নজর পাইত সেই সনে॥
এই মত সম্মানিত ছিল কাছারীতে।
অধর্মের কার্য না করিত কোন মতে॥
নড়াইল নিবাসিনী ভবানী নামিনী।
রামকুমার বিশ্বাসের মধ্যমা ভগিনী॥

সেই মেয়ে আসিতেন ভূষাইল গ্রামে।
ছিলেন প্রমত্তা হরিচাঁদ নামে প্রেমে।।
তাহার নিকট শুনি হরিচাঁদ বার্তা।
জয়চাঁদ সমর্পিল মন প্রাণ আত্মা।।
জয়চাঁদে ভাই ভাই বলি ডাকিতেন।
জয়চাঁদ দিদি সম্বোধন করিতেন।।
ঠাকুরের মহিমা সে বহুত কহিল।
মন ভুলে জয়চাঁদ ভাবোন্মত্ত হ'ল।।
জয়চাঁদ কেঁদে কহে ভবানীর ঠাই।
ঠাকুর নিকটে আমি কেমনে বা যাই।।
কেমনে পাইব আমি ঠাকুরের দেখা।
ঠাকুরে না দেখে আর নাহি যায় থাকা।।
দেহ মন প্রাণ মম সকল নিয়েছে।
চর্ম চক্ষে দৃষ্টি মাত্রে বাকী রহিয়াছে।।
দেহ মাত্র রহিয়াছে পিঞ্জরের প্রায়।
মন পাখী উড়ে গেছে ঠাকুর যেথায়।।
আমি যে কি হইয়াছি বুঝা নাহি যায়।
হরিচাঁদ রূপ মম জেগেছে হৃদয়।।
ঝরে আঁখি রূপ যেন দেখি দেখা যায়।
শীঘ্র নিয়া হরিচাঁদে দেখাও আমায়।।
তাহা শুনি সে ভবানী করিল স্বীকার।
তোমারে দেখাব নিয়া ঠাকুর আমার।।
দিন করিল যাব কল্য সকালেতে।
ভবানী থাকিল জয়চাঁদের বাটীতে।।
নিশি পোহাইল দোঁহে ভাব উন্মাদেতে।
চিন্তা জাগ্রদুন্মাদে ভাবনা বিচ্ছেদেতে।।
ব্রহ্ম মুহূর্তের কালে চলে দুইজনে।
প্রেমে গদ গদ বারি বহিছে নয়নে।।
প্রাতেঃ রাধানগরের বাজারে উদয়।
এক হাড়ি মণ্ডা ক্রয় করিল তথায়।।
পূর্বমুখী হ'য়ে চলে ঠাকুরের বাড়ী।
হাতে যষ্টি মস্তকেতে সন্দেশের হাড়ি।।
বাবা বাবা বলে হাই ছাড়ে বার বার।
মধুমতী নদী দোঁহে হইলেন পার।।
দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ সঘনে করিয়া।
চলিলেন তারাইল গ্রাম মধ্য দিয়া।।
খাগড়াবাড়ীয়া গ্রাম দক্ষিণ অংশেতে।
এক বেটা দস্যু বসে ধান্যের ভূমিতে।।
জমির টানিয়া নাড়া আলি বাঁধিতেছে।
দুজনাকে দেখে সেই আলিতে বসেছে।।
সেই দস্যু জিজ্ঞাসিল কোথায় যাইস।
মেয়ে লোক সঙ্গে করি কি জন্যে আসিস।।
একমাত্র মেয়েলোক করিয়া সঙ্গেতে।
কোথায় যাইস তোরা কোন সাহসেতে।।
জয়চাঁদ কহে আমি ওঢ়াকাঁদি যাই।
উনি মোর বড় দিদি আমি ছোট ভাই।।
এক বাবা হরিচাঁদ বাবার উদ্দেশ্যে।
ভাই বোন চলিয়াছি নির্বিকার দেশে।।
দস্যু বলে কি ঠাকুর পেয়েছিস তোরা।
মস্তকেতে হাঁড়ি তোর হাঁড়িতে কি ভরা।।
জয়চাঁদ বলে মোর হাঁড়িতে সন্দেশ।
দস্যু বলে কেন নিস করে এত ক্লেশ।।
কুপিণ্ডে যত বেটারা উঠায়েছে সুর।
যশা বৈরাগীর ছেলে হ'য়েছে ঠাকুর।।
জমিদারে দিল যার ভিটা বাড়ী বেঁচে।
সফলাডাঙ্গা ছাড়িয়া ওঢ়াকাঁদি গেছে।।
সে ঠাকুর হ'ল কিসে জাতি নমঃশূদ্র।
সেও নমঃশূদ্র বেটা তুই নমঃশূদ্র।।
সে হ'ল ঠাকুর কিসে তার বাড়ী যাস।
কিবা ঠাকুরালী তার দেখিবারে প্রাস।।
সন্দেশের হাঁড়িটারে নামি'য়ে রাখিয়ে।
না খাওয়ায়ে তোদের সে দিবে খেদায়ে।।
জয়চাঁদ বলে হাঁড়ি রাখিলেই হয়।
খেতে দিক নাহি দিক তার নাহি দায়।।
খেতে পাই না পাই রাখিলে হয় হাঁড়ি।
তা বলেত খেতে যাইব না তব বাড়ী।।

দস্যু বলে আয় তবে মম বাড়ী যাই।
অতিথির ভাত সে বাড়ীতে কভু নাই।।
ওরে বেটা ভণ্ড আর না করিস ছল।
সন্দেশের হাঁড়ি লয়ে মোর বাড়ী চল।।
মোর বাড়ী নামাইলে নাহি থুব ঘরে।
আমিও খাইব আরো খাওয়াব তোরে।।
জয়চাঁদ বলে আগে ওঢ়াকাঁদি যাব।
সেখানে খেতে না পেলে তোর বাড়ী রব।।
দস্যু বলে যা চলে তোর ঠাকুরের বাড়ী।
সেবা জন্যে মিষ্টি নিস হাতে কেন লড়ি।।
সন্দেশ লইতে হয় সেবার কারণ।
লড়ি নিস কার সঙ্গে করিবারে রণ।।
এত বলি দস্যু বেটা যষ্টি কেড়ে নিল।
আইলের নিম্নভাগে গাড়িয়া থুইল।।
পাড়াইয়া দিল লড়ি মাটির তলেতে।
জয়চাঁদ বলে লাঠি নিব মাটি হ'তে।।
দস্যু বলে ভাগ্য তোর রাখিলাম লড়ি।
সন্দেশের হাঁড়ি নিব কর যদি তেড়ি।।
বল গিয়া ওঢ়াকাঁদি তোর সে ঠাকুরে।
লাঠি নিল এক বেটা না দিল আমারে।।
তাহা শুনি জয়চাঁদ কাঁদিতে কাঁদিতে।
ওঢ়াকাঁদি উপনীত বিষাদিত চিতে।।
ঠাকুর বসিয়াছেন পশ্চিমাভিমুখে।
হেনকালে জয়চাঁদ দাঁড়াল সম্মুখে।।
ঠাকুর তখন বলিলেন জয়চাঁদে।
দস্যু হাতে পড়েছিলি বিষম প্রমাদে।।
যষ্টিখানা কেড়ে নিয়ে সে থুয়েছে গেড়ে।
ভাগ্যে সন্দেশের হাঁড়ি তোরে দিল ছেড়ে।।
তাহা শুনি জয়চাঁদ কাঁদিয়া ভাসায়।
হেন অন্তর্যামী নাথ কোথা পাওয়া যায়।।
প্রভুর নিকটে রাখি সন্দেশের হাঁড়ি।
পদে পড়ি জয়চাঁদ যায় গড়াগড়ি।।
হরিচাঁদ বলে ওরে বাছা জয়চাঁদ।
ঝগড়া করিলে তোর ঘটিত প্রমাদ।।
জয় বলে রাজকার্যে যুদ্ধ করিয়াছি।
তার মত কতটারে পরাস্ত করেছি।।
পাঁচশত লোকের মহড়া একা দেই।
আমি জয় পরাজয় কা'রে দেই নাই।।
রণে যদি পাঁইতারা করি একবার।
পালাইয়া যায় লোক হাজার হাজার।।
অদ্য আমি বলহীন নহে কোন মতে।
তথাপি পরাস্ত মানি শৃগালের হাতে।।
সিংহের শাবক ইহা ধরিল শৃগালে।
সিংহ হ'য়ে ভয় হ'ল শৃগালের পালে।।
তব শক্তি ধৈর্য ডুরি বোঝা যে দিনেতে।
দিলেন ভবানী দিদি মোর মস্তকেতে।।
সেই হতে হারিয়াছি পূর্ব বুদ্ধি বল।
সে জন্য ছাড়িনু লাঠি নিল দুষ্ট খল।।
হেনকালে দয়ারাম ছেড়ে দিল গরু।
গরু রাখিবারে গেল বাঞ্ছাকল্পতরু।।
বলিলেন ভবানীরে বাড়ী মধ্যে যাও।
তুমি গিয়া খাও জয়চাঁদে খাওয়াও।।
আমি এই পালানেতে গরু চরাইব।
তোমরা খাইয়া এস বিদায় করিব।।
তাহা শুনি জয়চাঁদ বাড়ী মধ্যে গিয়ে।
ঠাকুর নিকটে পুনঃ আসিলেন খেয়ে।।
ঠাকুর বলেন তোরা আর কি করিবি।
এইত দেখিলি মোরে আর কি দেখিবি।।
নয়ন মুদিয়া মোরে চিন্তিবি যখনে।
অমনি আমার দেখা পাইবি তখনে।।
যে লাঠি নিয়াছে কাজ নাহি সে লাঠিতে।
আমি এই লাঠি দেই রাখিস সঙ্গেতে।।
কারো সঙ্গে কখন না করিও জুলুম।
মালেকে যাইতে রণে দিলে সে হুকুম।।
অস্ত্র শস্ত্র না নিয়ে এ লাঠি নিয়ে যেও।
বিপক্ষেরে ঐ লাঠি ঘুরায়ে দেখাইও।।

যা হ’বার হইবেক ভয় করিও না।
এই লাঠি সর্বজয়ী রণে হারিবে না।।
এই লাঠি অগ্রভাগ এইটুকু ফাঁড়া।
সুতা দিয়া বাঁধিয়া আগায় দিও জোড়া।।
প্রভুর শ্রীপদধূলি লইয়া মাথায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে সাধু নিজ দেশে যায়।।
গৃহে আসি সেই লাঠি সুতায় বাঁধিল।
সযতনে তৈল জল মর্দন করিল।।
জয়চাঁদ মনে চিন্তা করে অনুক্ষণ।
নয়ন মুদিলে হরি দিবেন দর্শন।।
না দেখিলে সেইরূপ প্রত্যয় না হয়।
পরীক্ষা করিতে ধ্যানে বসিল সন্ধ্যায়।।
কত পাপ করিয়াছি নাহি লেখা জোখা।
দয়া করি প্রভু কি আমাকে দিবে দেখা।।
এত ভাবি জয়চাঁদ আরোপে বসিল।
নয়ন মুদিয়া রূপ চিন্তিতে লাগিল।।
করুণা নিধান হরি বুঝি ভক্ত মন।
জয় চাঁদে দয়া করি দিলেন দর্শন।।
কি সৌভাগ্য জয়চাঁদ হরি দেখা দিল।
রসরাজ বলে সবে হরি হরি বল।।

জয়চাঁদের যুদ্ধজয়।
পয়ার

জয়চাঁদ হ’তে আছে আর এক কার্য।
ঠাকুর মহিমা সেই বড়ই আশ্চর্য।।
কাছারীতে নতুন এক নায়েব আসিল।
ভূস্বামীর ভালবাসা নায়েব হইল।।
চৌগাছি নিবাসী বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস।
সুচরিত্র প্রবল প্রতাপে হ’ল যশ।।
নায়েবের নিজ জমিদারী ল’য়ে গোল।
বিপক্ষ পক্ষের সঙ্গে বাঁধিল কোন্দল।।
বিপক্ষে প্রধান জমিদার একজন।
মহা হুলুস্থুল হ’ল বেঁধে গেল রণ।।
যে দিন হইবে যুদ্ধ তিনদিন অগ্রে।
বড় চিন্তাযুক্ত বাবু কিবা আছে ভাগ্যে।।
জয়চাঁদে কহে কেঁদে হইয়া কাতর।
বলে ওহে জয়চাঁদ কি হইবে মোর।।
তিনদিন পরে এই যুদ্ধ দিতে হবে।
যুদ্ধে না পারিলে মম বাড়ী লুঠে নিবে।।
সিপাহী লইয়া তুমি মম বাড়ী যাও।
এ বিপদ হ’তে তুমি আমাকে বাঁচাও।।
মোর দেশে সিপাহী আছে ত’ ভাল ভাল।
তবু মোর শান্তি নাই চিন্তা নাহি গেল।।
তাহা শুনি জয়চাঁদ করিল স্বীকার।
যা করেন হরিচাঁদ করিব সমর।।
আটজন সিপাহী লইয়া জয়চাঁদ।
যাত্রা করে জয়চাঁদ স্মরি হরিচাঁদ।।
চৌগাছি দিনের মধ্যে উতরিল গিয়া।
তিনদিন পরে রণ হইবে ভাবিয়া।।
নিরস্ত আছয়ে সে সিপাহী নয় জন।
অপর সিপাহী আর নাহি একজন।।
দুই দিন পরে রণ জনরব আছে।
দেশীয় সিপাহীগণ কেহ না এসেছে।।
একদিন অগ্রে বিপক্ষেরা দিল হানা।
রণোন্মত্ত কেহ কার নাহি শুনে মানা।।
মহারোল গণ্ডগোল সমরের ধ্বনি।
নায়েব হইল ত্রস্ত সেই ধ্বনি শুনি।।
অট্টালিকা পর গিয়া দেখিবারে পায়।
বিপক্ষের দল এসে হয়েছে উদয়।।
দুটি মত্ত হস্তী আর চারিটি তুরঙ্গ।
লোক পাঁচ ছয় শত করে রণরঙ্গ।।
এক হস্তী উপরে মাহুত একজন।
বন্দুক লইয়া করে আরও দুইজন।।
অশ্বোপরে অশ্বারোহী বন্দুক করেতে।
ঢাল তলোয়ার করে পদাতিক সাথে।।
তলোয়ার ভাজায়েছে সড়কী ঝাঁকিছে।

রবির কিরণে ঝিকিমিকি করিতেছে।
তাহা দেখি নায়েবের উড়িল পরাণ।
জয়চাঁদে কহে কেঁদে গেল ধনপ্রাণ।।
তুমি মম ধর্ম্ম বাপ কি কহিব আর।
দয়া করি কর মোরে বিপদে নিস্তার।।
জয়চাঁদ বলে মোর যা থাকে কপালে।
চেষ্টা করে দেখি বাবা হরিচাঁদ বলে।।
জয়চাঁদ রণসজ্জা করিল তখন।
কটিতে বাঁধিল এঁটে পিন্ধন বসন।।
ঢাল তলোয়ার সড়কী কিছু নাহি নিল।
হরিচাঁদ দত্ত যষ্টি লইয়া চলিল।।
আর আটজনে নিল ঢাল তলোয়ার।
হরিচাঁদ বলে জয়চাঁদ অগ্রসর।।
সুত বাঁধা ভাঙ্গা লাঠি জয়চাঁদ নিল।
বাবা হরিচাঁদ বলে হুঙ্কার ছাড়িল।।
হাঁটু গাড়া দিয়া মুখ ভূমে নামাইয়া।
মহানাদ করে বাবা বলে থাবা দিয়া।।
দাঁড়াইয়া লম্ফ দিল কালের সমান।
লাঠি ভাজাইয়া যুদ্ধে হ'ল আগুয়ান।।
আয় আয় বলিয়া ছাড়িল ভীমনাদ।
দেখিয়া বিপক্ষ দলে গণিল প্রমাদ।।
অশ্ব, করী আরোহী বন্দুক পূর্ণ করি।
দোনালা বন্দুক মারে জয়চাঁদোপরি।।
লাঠিতে লাগিয়া গুলি ধুম অগ্নি হয়।
বিপক্ষের দল দিকে সেই গুলি ধায়।।
সুধন্বার বাণে যেন সুধন্বা সংহার।
সৈন্য ক্ষয় ফিরে যায় অশ্ব, করীবর।।
বিপক্ষের দলেতে লাগিল মহামার।
বন্দুকের ধুমে হ'ল ঘোর অন্ধকার।।
সমরে বিমুখ হয়ে সৈন্যগণ ফিরে।
দৌড়িয়া পালায় সব টিকিতে না পারে।।
তুরঙ্গম চারিটি পালায় মহাবেগে।
করীবর পালায় শুণ্ডেতে গুলি লেগে।।
সক্রোধে মাহুত মারে অঙ্কুশের বাড়ী।
মাহুত ফেলিয়া হস্তী ধায় দৌড়াদৌড়ি।।
দৌড়িয়া সারিতে নারে কুজা হয় হাতী।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ ভঙ্গ পলায় পদাতি।।
হস্তীর নিনাদে হয় রণস্থল কম্প।
হরিচাঁদ স্মরি জয়চাঁদ মারে লম্ফ।।
জয়চাঁদ দেখে এক মহাবীর সাথে।
সমরে কোমর বাঁধা লৌহদণ্ড হাতে।।
জয়চাঁদে ডেকে বলে মাভৈ মাভৈ।
নাহি ভয় ওরে জয় হ'লি রণজয়ী।।
কৃপাদৃষ্টি করি যষ্টি যে দিয়াছে তোরে।
তোমার কারণে রণে সে পাঠাল মোরে।।
সেই হরি আবির্ভূত সম্মুখ সমরে।
তার কৃপা তব পরে তোর ভক্তি জোরে।।
জরাসন্ধ গদাঘাত করে ভীম শিরে।
সেই গদাঘাত নিজে গদাধর ধরে।।
এই রণে সেইরূপ রাখিল তোমায়।
গুলির আঘাত কি লাঠিতে ফিরে যায়।।
অদ্যকার রণ হ'ল তেমন প্রকার।
গৃহে ফিরে চল রণে কার্য নাহি আর।।
এতশুনি জয়চাঁদ ক্ষান্ত দিল রণ।
জয় জয় ধ্বনি করে সঙ্গে সঙ্গীগণ।।
রণ জয় জয় জয় হরিচাঁদ জয়।
জয় শ্রীগোলকচন্দ্র জয় মৃত্যুঞ্জয়।।
অই বেশে এসে বিষ্ণুচরণের ঠাই।
বিদায় মাগিল, বাবু মোরা দেশে যাই।।
তাহা শুনি বিষ্ণু বাবু বিদায় করিল।
সঙ্গী ল'য়ে জয়চাঁদ নিজ দেশে গেল।।
জয়চাঁদ রণজয় অপূর্ব কাহিনী।
হরিচাঁদ প্রীতে ভাই বল হরিধ্বনি।।
জয়চাঁদ রণজয়ী শুনে যেই জন।
সর্ব কার্য সিদ্ধি তার জিনিবে শমন।।
শ্রবণে পাপের নাশ প্রেম ভক্তি পায়।

রসনা কহিছে হরি কহ রসনায়।।

দীননাথ দাস প্রসঙ্গে সারী শুক কথা।

পয়ার

হরিচাঁদ প্রিয় ভক্ত দীননাথ দাস।
নমঃশূদ্র কুলোদ্ভব ওঢ়াকাঁদি বাস।।
একদিন দীন আর তারক দু'জনা।
প্রভুর লীলার কথা করে আলোচনা।।
দীননাথ দাস বলে তারকের ঠাঁই।
স্বচক্ষে দেখিনু যাহা শুন তবে ভাই।।
একদিন হরিচাঁদ দয়াল আমার।
নূতন আশ্চর্য লীলা করিল প্রচার।।
রামধন গরু রাখে বাড়ীর পালানে।
দয়ারাম ঘাস কেটে দেয় গরু স্থানে।।
বাটীর পশ্চিমদিকে গরু রাখিতেছে।
হরিচাঁদ পথে বসি তাহা দেখিতেছে।।
দু'জনার প্রতি প্রভু অতি দয়াবান।
ধীরে ধীরে দু'জনার নিকটেতে যান।।
গোকুলের রাখালিয়া পূর্বভাব মনে।
গরু রাখিবারে বড় ইচ্ছা সর্বক্ষণে।।
দয়ারাম বলে প্রভু আর কোথা যাও।
হইয়াছে ঘাস কাটা হেথা বসি রও।।
ভরিবে গরুর পেট এই ঘাস খেলে।
বসিয়া থাকিলে গরু বেড়াইবে চরে।।
এস প্রভু তিনজন বসি এক ঠাঁই।
ইচ্ছায় চরুক গরু বসে দেখি তাই।।
বসিলেন হরিচাঁদ আর দয়ারাম।
রামধন বসিয়ে করেছে হরিনাম।।
কাটা ঘাস খেয়ে গরু বেড়ায় চরিয়ে।
দুই এক গরু যদি যায় বাহুড়িয়ে।।
কখন ফিরায় দয়ারাম রামধন।
প্রভু হরিচাঁদ উঠে ফিরায় কখন।।
হরিচাঁদ দুইজনে বলিলেন ডেকে।
দু'জনে রাখহ গরু এই স্থানে থেকো।।
আমি এই ফাঁকে গিয়ে আসি বেড়াইয়ে।
তিনজনে যাব শেষে একত্র হইয়ে।।
এত বলি যান প্রভু পশ্চিমাভিমুখে।
যাইতে যাইতে পথে দীননাথে দেখে।।
প্রভু বলে দীননাথ আয় মম সাথে।
যাইতেছি বেড়াইতে তোদের বাড়ীতে।।
তাহা শুনি দীনদাস সঙ্গেতে চলিল।
দীনবন্ধু সঙ্গে দীননাথ দাস গেল।।
দাসেদের বাটীর নিকটে আসিলেন।
বাটীর উত্তর পালানেতে বসিলেন।।
দীনদাস সঙ্গে মাত্র আর দীনবন্ধু।
দীনদাসে বলিলেন করুণার সিন্ধু।।
হিজলিকা বৃক্ষ তার তলায় বসিয়ে।
প্রভু বলে দীন আন তামাক সাজিয়ে।।
দ্রুতপদে দীনদাস বাড়ী মধ্যে যায়।
তামাক সাজিয়ে এনে দেখিবারে পায়।।
একটি শালিক পাখী বৃক্ষপরে ছিল।
আসিয়া প্রভুর পদে মাথা ছোঁয়াইল।।
যোগাসনে প্রভু তথা বসিয়া ছিলেন।
পদে পড়ি পাখীটি উরুতে বসিলেন।।
দীনদাস বলে একি পাখির সাহস।
না জানি ইহার মধ্যে আছে কোন রস।।
প্রভু বলে এ রস কৌতুক বুঝিবি কি।
ব্রজ রস পাত্র এ ব্রজের শুকপাখী।।
ব্রজে ছিল সারী শুক শালিক হ'য়েছে।
পূর্বের সাহসে মোর উরুতে বসেছে।।
এ ভাবে বসিবে কেন, না থাকিলে চেনা।
জনমে জনমে থাকে নয়নে নিশানা।।
তমালের ডালে ছিল কোকিলার মেলা।
সারী-শুক বকুলের ডালে করে খেলা।।
বৃন্দাবনে দেখিয়াছি এই সব লীলা।
এই সেই বৃন্দাবন তমালের তলা।।

গোকুলে জন্মিল কৃষ্ণ নন্দঘোষ ঘরে।
বৃন্দাবনে বাস করিলেন গিয়া পরে॥
মায়াপুরী জন্মে হরি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে।
লীলা করে গুপ্ত বৃন্দাবন নবদ্বীপে॥
বুঝিয়া দেখিলে এই সেই সেই ভাব।
সফলাডাঙ্গায় ওঢ়াকাঁদি লীলা সব॥
সফলাডাঙ্গায় জন্ম ওঢ়াকাঁদি বাস।
তেমনি করেন লীলা দাদা কৃষ্ণদাস॥
তোর ভাল ভাগ্য ছিল যদি দেখেছিস।
অরসিক স্থানে নাহি প্রকাশ করিস॥
এবে আমি যাই ভাই গোধন চরাতে।
রামধন দয়ারামে রেখে আনু পথে॥
যখন উঠিল প্রভু পক্ষীরাজে উড়ি।
নাচিতে লাগিল প্রভু স্কন্ধপরে পড়ি॥
প্রভু বলে হইয়াছে আয় মম হাতে।
এত বলি প্রভু দাঁড়ালেন হাত পেতে॥
হস্তে পড়ি শালিক শ্রীমুখ পানে চায়।
পাখা উড়ু উড়ু মুখে মুখ দিতে যায়॥
শালিকের দু'নয়নে জল ধারা বয়।
পাখী হাতে করি হরি পথ চলি যায়॥
যখনে গেলেন প্রভু বাটীর পালানে।
প্রভু বলে পাখী তুই যারে নিজস্থানে॥
মানুষের শ্রেষ্ঠ পাখী বলে ভক্ত লোক।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত রচিল তারক॥

রাম ভরতের পুনরাগমন।

পয়ার

একদিন মহাপ্রভু ওঢ়াকাঁদি ব'সে।
ভকত সুজন কত বসিয়াছে পার্শ্বে॥
তারকেরে কহিলেন প্রভু হরিচাঁদ।
কতদিন করে জীবে সংসারের সাধ॥
বাড়ী থেকে সকলেরে কহেন প্রকারে।
মানুষ আসিবে পুনঃ আমা দেখিবারে॥
যে মানুষের মিয়াদ খাটে রামধন।
সে মানুষ করিতেছে পুনরাগমন॥
আমি যে কি করি তার নাহি নিরূপণ।
তোমরা ভকতি তারে কর সর্বজন॥
কুটি নাটি সব কাটি করিবে দমন।
জানাইবে মূল ধর্ম সূক্ষ্ম সনাতন॥
কুটি নাটি কাটিয়া করিয়া পাপ ক্ষয়।
তোমরা সকলে কর সে মানুষে ভয়॥
এত বলি সতর্ক করিল সবাকারে।
প্রভু লীলা সাঙ্গ করিলে তারপরে॥
কতদিনে ওঢ়াকাঁদি রাজ-জী উদয়।
ঠাকুরে না দেখে কাঁদে পড়িয়া ধরায়॥
বড়কর্তা গুরুচাঁদে যায় ধেয়ে ধেয়ে।
তুমি দাদা দিলে কেন বাবারে ছাড়িয়ে॥
তুমি যদি না ছাড়িতে যাইত না ছেড়ে।
ভাল চা'স যদি তবে এনেদে আমারে॥
পুনঃ বলে নারে দাদা তোর দোষ নাই।
এইরূপে লীলা করে গোলোকের সাঞী॥
জগত পতির খেলা বুঝিবারে নারি।
যুগে যুগে এইরূপে বহুলীলাকারী॥
শেষে ধৈর্য ধরিয়া রহিলা ওঢ়াকাঁদি।
হরিচাঁদ বলিয়া ফিরিত কাঁদি কাঁদি॥
বড়কর্তা গুরুচাঁদ সঙ্গেতে ভ্রমণ।
দুষ্ট দুরাচার সব করিত দমন॥
কিছুদিন পরে গুরুচাঁদকে কহিয়া।
তীর্থ ভ্রমণের ছলে গেলেন চলিয়া॥
ফিরে না আসিল আর গিয়া তীর্থ ধাম।
তীর্থে তীর্থে করিতেন হরিচাঁদ নাম॥
প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম জীবে শিক্ষা দিতে।
হরিচাঁদ অবতীর্ণ হন অবনীতে॥
ব্রাহ্মণ কায়স্থ সাহা শূদ্র সাধু নর।
ছত্রিশ বর্ণের লোক হ'ল একত্তর॥
দ্বিজ নমঃশূদ্র ছিল অকর্মে পতিত।

পতিত পাবন তার করিবারে হিত।।
পঞ্চ অংশে বঙ্গদেশে শেষ লীলা জন্য।
হরিচাঁদ নাম ল'য়ে হ'ল অবতীর্ণ।।
মহানন্দ চিদানন্দ গোলোক আদেশ।
হরিলীলা রচিবারে নরহরি বেশ।।
প্রভু গুরুচাঁদ পাদপদ্ম ভেবে হৃদে।
রচিল তারকচন্দ্র ভাবি হরিচাঁদে।।

ময়না পাখীদ্বয়
পয়ার

প্রভুর চরিত্র কথা মধুর বর্ষণ।
এবে শুন ময়না পাখীর বিবরণ।।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা গানের কারণে।
দলসহ ঢাকাধামে করিনু গমন।।
বাল্যকাল হ'তে সদা করি কবিগান।
প্রথমেতে যবে কৈনু দলের সাজান।।
কণ্ঠস্বর শ্রুতিকটু বদ অতিশয়।
গান শুনি সবে দূর করিয়া তাড়ায়।।
বিরস বদনে শেষে ওঢ়াকাঁদি যাই।
মনোকষ্ট জানা'লেম মহাপ্রভু ঠাই।।
গান করিবারে যাই কণ্ঠে নাহি সুর।
গান গাহি শুনে সবে করে দূর দূর।।
কি করিব দয়াময় বলুন উপায়।
পৈতৃক ব্যবসা মম আমা হ'তে যায়।।
মহাপ্রভু বলে বলি তোমার নিকটে।
এই কথা জানাইবা প্রতি হাটে হাটে।।
যারে দেখ তারে তুমি ব'ল বারে বারে।
মোর গান নাহি শুনে দেয় দূর করে।।
তাহা তুমি করিলে করিতে পার গান।
সাত হাট সেধে সেধে হও অপমান।।
তাহা শুনি সাত হাট করিলাম তাই।
তাহা করিলাম যাহা বলিল গোঁসাই।।
আশ্বিনে যাইব ঢাকা গান গাইবারে।
ভাবিলাম যাব প্রভু পদ দৃষ্টি করে।।
প্রভু বলে তারক ঢাকাতে তুমি যাও।
মোর জন্যে এন এক ময়নার ছাও।।
প্রভু আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তখন।
ঢাকা গিয়া ঢাকেশ্বরী করিনু দর্শন।।
পাঁঠা মেড়া বলি দেখি দুঃখিত হইয়া।
সদলে আইনু ফিরে হরিধ্বনি দিয়া।।
হেনকালে পথে এক ময়না বিক্রেতা।
দুটি ময়নার ছাও ল'য়ে এল তথা।।
কত মূল্য চাহ বলিলাম তার ঠাই।
বিক্রেতা বলিল আমি নয় টাকা চাই।।
নয় টাকা দিয়া পক্ষী করিনু খরিদ।
গান করি বাড়ী যাই পাইনু সুহৃদ।।
ন'ড়াল নিবাসী রামকুমার বিশ্বাস।
শ্রীধামের সংবাদ শুনিনু তার পাশ।।
বলিলাম সবিনয় শ্রীরামকুমারে।
বড় নৌকা ল'য়ে ওঢ়াকাঁদি গেলে পরে।।
অনেক বিলম্ব হবে এই পাখী লও।
তুমি গিয়া শ্রীধামে প্রভুকে পাখী দেও।।
দুই পাখী মধ্যে যেটা ছিল হৃষ্ট পুষ্ট।
কুমারে দিলাম পাখী হ'য়ে অতি হৃষ্ট।।
পাখী ল'য়ে সুখী হ'য়ে কুমার চলিল।
বাটী গিয়ে ভবানীর কাছে পাখী দিল।।
কল্য প্রাতেঃ ওঢ়াকাঁদি যাব দুইজন।
রাখ দিদি এই পাখী করিয়া যতন।।
রাখিবার খাঁচা নাই কোথা রাখি পাখী।
হাঁড়ি মধ্যে রাখে সরা দিয়া মুখ ঢাকি।।
শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে পাখী রাত্রিরে মরিল।
প্রাতেঃ ওঢ়াকাঁদি যেতে আয়োজন কৈল।।
সরা তুলে দেখে পাখী মরেছে তখনে।
কুমার ভবানী বসে কাঁদে ভাই বুনে।।
কুমার বলেছে দিদি তোমারে জানাই।
মরা পাখী ল'য়ে চল ওঢ়াকাঁদি যাই।।

কাঁদিতে কাঁদিতে দোঁহে ওড়াকাঁদি গেল।
মৃত পাখী পদে রাখি সব জানাইল।।
প্রভু বলে এই পাখী মরিয়াছে নাকি।
মোর মন বলে ঘুম পড়িয়াছে পাখী।।
উঠ উঠ বলে প্রভু পৃষ্ঠে দিল হাত।
শ্রীঅঙ্গ পরশে প্রাণ পেল অকস্মাৎ।।
তাহা দেখি দু'জনের চক্ষে ঝরে নীর।
প্রেমে গদ গদ হ'ল রোমাঞ্চ শরীর।।
শ্রীপদে প্রণামী ভাই ভগ্নি বাড়ী গেল।
শ্রীধামে ময়না পাখী বহুদিন ছিল।।
রাম কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ বল।
হরি হরি বলিয়া নয়নে বহে জল।।
এদিকে তারক ল'য়ে ময়নার ছাও।
বলিত ময়না হরিচাঁদ গুণ গাও।।
ওড়াকাঁদি অবতীর্ণ ভব কর্ণধার।
হরি হরি হরি হরি বল বার বার।।
শিখাইল ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
ওড়াকাঁদিগণ নাম শিখাইল আর।।
হীরামন গোলোক লোচন মহানন্দ।
শিখাইল হরিশ্চন্দ্র আর গুরুচন্দ্র।।
রাত্রি এক প্রহর থাকিতে নাম করে।
ক্ষান্ত করে সূর্য এলে প্রহরেক পরে।।
দুধ ভাত চা'ল ছোলা বুট মুগ আর।
ভোজনান্তে হরে কৃষ্ণ বলে বার বার।।
অন্য কোন লোকে যদি সে নাম শুনিত।
চিত্র পুত্তলিকা মত দাঁড়াইয়া র'ত।।
নাম ল'য়ে নয়নের জলে ভেসে যেত।
আড়া হ'তে খাঁচাপরে হইত মূর্ছিত।।
ক্ষণে ক্ষণে পক্ষগুলি উর্দ্ধ মুখ হ'ত।
মূর্ছিত হইলে পরে তাহা সম্বরিত।।
আড়াতে সংযুক্ত পদ গলা ধরে টান।
দুপাখা তুলিয়া করেন নামামৃত পান।।
তারক পরম সুখী পাখীর গানেতে।
পাঁচ সাত বর্ষ গত হ'ল এই মতে।।
একদিন সেই পাখী আহার করাতে।
বাহির করিয়াছিল সেই খাঁচা হতে।।
তারক বলিল পাখী খাঁচা মধ্যে দিয়ে।
শীঘ্র দেহ খাঁচার দরজা আটকায়ে।।
এইমাত্র কথা বার্তা তথা হ'য়েছিল।
ভ্রমে ক্রমে দরজা আটকান নাহি হ'ল।।
দরজা আটকান হ'ল না দিল খিল।
জীব জীবনের আশা নাহি এক তিল।।
দৈবে খাঁচা হ'তে পাখী বাহির হইল।
মাটিতে পড়িবা মাত্র বিড়ালে ধরিল।।
ডাকিতে লাগিল পাখী হইয়া অস্থির।
দন্তাঘাতে বিদ্ধ দেহ পড়েছে রুধির।।
দৌড়ে গিয়া সেই পাখী সকলে ধরিল।
মৃত প্রায় হ'য়ে পাখী দুই দিন ছিল।।
আর না করিল পাখী জল ফলাহার।
হরেকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বলে অনিবার।।
লোচন গোস্বামী বলে মম বাক্য লও।
ত্যাগ কর মমতা পাখীরে ছেড়ে দাও।।
পূর্বদিনে প্রহরেক বেলার সময়।
মার্জরে আঘাত করে সে পাখী গায়।।
সে হইতে সদা করে হরে কৃষ্ণ নাম।
হরি বল হরি বল নাহিক বিরাম।।
যদি সেই পাখী কেহ দেখিবারে যায়।
হরি বল হরি বল হরি বল কয়।।
কত হরিনাম করে নাহিক বিরাম।
হরি বলিতে বলিতে রুদ্ধ হয় দম।।
কোন দমে বলে হরি বিশ ত্রিশ বার।
দুনয়নে বহে অবারিত জলধার।।
হরে কৃষ্ণ হরি হরি বলিতে বলিতে।
অকস্মাৎ দেহ পাত পড়িল মহিতে।।
তারক স্বকরে করি সে পাখী ধারণ।
নবগঙ্গা জলে দেহ দিল বিসর্জন।।

ব্রজে ছিল যত পাখী নিকুঞ্জ কাননে।
রাধা শ্যাম মিলন দেখিত দুনয়নে।।
ওঢ়াকাঁদি প্রভু লীলা ঐশান্য কোণে।
এই সব ব্রজ পাখী এল সে কারণে।।
সেই সব পাখী এল ভকত সমাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

পরিশিষ্ট খণ্ড

প্রথম তরঙ্গ

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রী বৈষ্ণব দাস জয় গৌরী দাস।।
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোকচন্দ্র জয় শ্রী লোচন।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময়।।
(জয় শ্রীসুধন্যচাঁদ সত্যভামাত্মজ।
প্রেমানন্দে হরি গুরু শ্রীপতিচাঁদ ভজ।।)
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।।

ভগবান শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ উপাখ্যান।

পয়ার

হরিচাঁদ জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীগুরুচরণ।
গুরুচাঁদ নাম বলে সব ভক্তগণ।।
ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত ছিল যত জনে।
ঠাকুর স্বরূপ বলি গুরুচাঁদে জানে।।
নির্জনেতে ভাবি হরিচাঁদের চরণ।
প্রভু গুরুচাঁদ অবতীর্ণ কোন জন।।
বহু চিন্তা করিলাম বড়ই কঠোর।
যোগাসনে রাত্রি হ’ল দ্বিতীয় প্রহর।।
দেখিবারে দেবগণে কৈলাসেতে এল।।
এ সময় আচম্বিতে শব্দ এক হয়।
শূন্য হ’তে শুনা গেল দৈববাণী প্রায়।।
বলিলেন তোরা সবে ইষ্টজ্ঞানে সেব।
হরিচাঁদ পুত্র গুরুচাঁদ মহাদেব।।
মহাদেব কেন জন্ম নিল এই ঠাই।
ধ্যান তূল্য ভাবনা বিজ্ঞানে জ্ঞানে পাই।।
তাই লিখি চিন্তিয়া যা পাই ব্যবস্থায়।
শঙ্কর নন্দন হ’ল গণেশ তাহায়।।
পার্বতী মা পুত্র ইচ্ছা করিলেন মনে।
পুত্র চাই জানাইল শিব সন্নিধানে।।
শিব বলে মম শাপ আছে পূর্বকালে।
নিজ স্ত্রী গর্ভে কারু জন্মিবে না ছেলে।।
তুমি আমি বিহারিনু আনন্দ কাননে।
রতি ভাঙ্গিবারে চেষ্টা করে দেবগণে।।
ময়ূরকে পাঠাইল তাকে দেই শাপ।
ব্রহ্ম-ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছয় প্রস্তাব।।
ময়ূরে দিলাম শাপ দেবতা সহিতে।
পুত্র না জন্মিবে কারু সপত্নী গর্ভেতে।।
তবে যদি ওগো দেবী! পুত্র বাঞ্ছা কর।
করহ পূণ্যক ব্রত শতেক বৎসর।।
তাহা শুনি হৈমবতী ব্রত আরম্ভিল।
শতবর্ষ পরে সেই ব্রত পূর্ণ হ’ল।।
ব্রতপূর্ণ অন্তে দেবী হরিষ অন্তরে।
হরিদ্রা লইয়া যান স্নান করিবারে।।
স্নান করি এসে দেবী করে দরশন।
শয্যাপরে আছে পুত্র করিয়া শয়ন।।
হেনকালে আসিয়া কহেন মৃত্যুঞ্জয়।
পেয়েছ সাধের পুত্র ধরহ হৃদয়।।
ব্রতপূর্ণ ফলে পুত্র পেয়েছে শঙ্করী।
পুত্ররূপে কোলে পেলে গোলক বিহারী।।
পার্বতী করেন কোলে সাধনের ধন।
রূপেতে কৈলাস আলো ভুবনমোহন।।
গোলক বিহারী হরিপুত্র রূপ হ’ল।

শঙ্করের পুত্র হ'ল শঙ্কট ভঞ্জন।
বাঞ্ছাপূর্ণকারী হরি জগৎ রঞ্জন।।
ভবের আরাধ্য পুত্র পাইল ভবানী।
সকলে দেখিল কিন্তু আসিল না শনি।।
সে কারণে মহাদেবী মনে হ'ল রোষ।
হেন পুত্র পাইলাম শনি অসন্তোষ।।
তাহা শুনি শনি যায় তাহাকে দেখিতে।
তার নারী ঋতুমতী ছিল সে দিনেতে।।
শনির রমণী কয় আমি ঋতুমতী।
ঋতু রক্ষা সময় হ'য়েছে কর রতি।।
শনি কহে যাব আমি কৈলাস পর্বতে।
হরি হন দুর্গা সুত তাহাকে দেখিতে।।
হেনকালে রতি! রতি না পারি করিতে।
বিশেষতঃ মাতা দুঃখী আমি না দেখা'তে।।
দেখিব গোলকনাথে পার্বতীর কোলে।
না করিব রতিক্রিয়া হেন যাত্রাকালে।।
এতবলি শনৈশ্চর করিল গমন।
শনির রমণী স্নান করিল তখন।।
ঋতু রক্ষা না করিয়া যাইবা যথায়।
যারে দেখ তার যেন মুণ্ড খ'সে যায়।।
রাগে রাগে গেল শনি ক্রোধ ছিল মনে।
রমণীর প্রতি ক্রোধ ছিল যে তখনে।।
ক্রোধভরে যায় শনি শিবের ভবন।
অই ক্রোধে পার্বতীর পুত্রকে দর্শন।।
মুণ্ড খণ্ড হ'য়ে গেল গণ্ডকী পর্বতে।
কীটরূপে শনি যায় মুণ্ড সাথে সাথে।।
কীটেতে পর্বত কাটে খণ্ড খণ্ড শীলে।
খণ্ড শিলা পড়ে গণ্ডকী নদীর জলে।।
চক্র বিশেষতে তায় হয় শালগ্রাম।
শালগ্রাম রূপেতে গোলোকনাথ শ্যাম।।
যদ্যপিও এই ভাব জাগে কারু মনে।
গোলোক নাথের মুণ্ড খ'সে গেল কেনে।।
একেত শনির নারী তাহার কোপেতে।
আর ত শনির দৃষ্টি হইল তাহাতে।।
তার মধ্যে আরো আছে পূর্বের ঘটনা।
প্রভু বুঝে হরিভক্তের মনের বাসনা।।
ভগবানের কাজ এই এক কার্য হ'তে।
স্বয়ং এর কত কাজ ঘটে সে কাজেতে।।
ব্রহ্মলোকে যাইয়া দুর্বাসা মুনিবর।
পারিজাত মালা পাইলেন উপহার।।
ব্রহ্মা বলে এই মালা যার গলে দিবে।
অগ্র পূজনীয় সেই হইবেক ভবে।।
পেয়ে হার মুনিবর ভাবে মনে মন।
এই মালা মম গলে না হয় শোভন।।
বনে থাকি বনফল করি যে আহার।
তপস্বীর কভু নাহি সাজে এই হার।।
এত ভাবি হার দিল ইন্দ্রদেবরাজে।
অহংকারে মত্ত ইন্দ্র মালা দিল গজে।।
গজের গলায় মালা বাঁধাইয়া শুণ্ড।
ছিঁড়িয়া গলার হার করে খণ্ড খণ্ড।।
ছেঁড়া হার পথে দেখি কুপিল দুর্বাসা।
ধ্যানস্থ হইয়া সব জানিল দুর্দশা।।
মুনিবর মনেতে পাইল বড় কষ্ট।
ইন্দ্রকে দিলেন শাপ হও লক্ষ্মীভ্রষ্ট।।
মালার মাহাত্ম্য আছে যে পরিবে গলে।
অগ্রপূজ্য হবে সেই ব্রহ্মাদেব বলে।।
ভবানীর পুত্র খণ্ড হ'ল যেইকালে।
চিন্তান্বিত হ'ল বড় দেবতা সকলে।।
নন্দীকে দিলেন আজ্ঞা শীঘ্র চলে যাও।
উত্তর শিয়রী যারে শয়নেতে পাও।।
কাটিয়া তাহার মুণ্ড আনিবা ত্বরায়।
সেই মুণ্ড জোড়া দিব পুত্রের গলায়।।
নন্দী গিয়া শ্বেতকরী শয়ন দেখিল।
উত্তর শিয়রী দেখি সে মুণ্ড ছেদিল।।
সেই মুণ্ড দেবগণ ধরি সকলেতে।
স্কন্ধে লাগাইয়া দিল শৈল সুতা সুতে।।

ভগবান পুত্র হ'ল জনক মহেশ।
গজানন গণশ্রেষ্ঠ নাম যে গণেশ।।
হেনপুত্র কোলে নিয়া বসিল ভবানী।
জন্ম-মৃত্যুহরা তারা গণেশ জননী।।
আর এক আছে তার দৈবের ঘটনা।
শঙ্খচূড় দৈত্য করে দেবতা তাড়না।।
দৈত্য ভয়ে ভীত সব দেবতা হইল।
দেবতার সঙ্গে শিব যুদ্ধেতে চলিল।।
সপ্ত রাত্রি সপ্তদিন যুদ্ধ করে ভোলা।
যুদ্ধকরে শঙ্খাসুরে জিনিতে নারিলা।।
দেবগণ স্তব করে বিষ্ণুর সদন।
কর প্রভু তুলসীর সতীত্ব ভঞ্জন।।
শঙ্খচূড় বেশ ধরি গিয়া নারায়ণ।
ছলে করে তুলসীর সতীত্ব হরণ।।
জানিয়া তুলসী শাপ দিলেন হরিরে।
পাষাণ হৃদয় হরি ছলিলে আমারে।।
বিনাদোষে আমার সতীত্ব বিনাশিলে।
নাহিক শীলতা তুমি হও গিয়ে শীলে।।
হরি বলে পূর্বে তুমি মোরে কৈলে আশা।
মোরে পতি পাবে ব'লে করিতে তপস্যা।।
কথা ছিল মনোবাঞ্ছা পুরাব তোমার।
সেই ছলে পতি নাশ করিনু এবার।।
আমি করি নাই তব সতীত্ব ভঞ্জন।
বাঞ্ছা পূর্ণ করি শাপ দিলে অকারণ।।
এক কার্যে দুই কার্য হইল আমার।
মোরে শাপ দিলে কেন করি অবিচার।।
পুরাতে তোমার বাঞ্ছা আসি তব ঘরে।
দেবতার উপকার করিবার তরে।।
না বুঝি শাপিলা মোরে পাষাণ হইতে।
পাষাণ হইব আমি গণ্ডকী পর্বতে।।
অন্যথা করিতে নারি তোমার এই বাক্য।
আমি শীলা হইলাম তুমি হও বৃক্ষ।।
থাকিব তোমার মূলে তোমার ছায়ায়।
ডালে ডালে মঞ্জরীতে পাতায় পাতায়।।
শালগ্রাম রূপে ব্রাহ্মণের ঘরে রব।
হেঁটে পিঠে বক্ষে বক্ষে তোমারে রাখিব।।
ভগবান এক কাজ করিতে সাধন।
বহু কর্ম তাহাতে করেন সমাপন।।
শালগ্রাম হইবে মালার সুতেতে।
গজ মুণ্ড ধরিলেন পার্বতী কোলেতে।।
মহামায়া জননীর বাঞ্ছা পূর্ণ করি।
থাকিল গণেশ রূপে আপনি শ্রীহরি।।
ভোলানাথ ভাবিলেন আমি বা কি করি।
আমার হইল পুত্র আপনি শ্রীহরি।।
অনন্ত বৃষভরূপে আমার বাহন।
গরুঢ় রূপেতে আমি বহি নারায়ণ।।
গণেশ রূপেতে হরি আমার নন্দন।
আমি পুত্র রূপ হ'য়ে ভজিব চরণ।।
শিব ভাবে হরি হ'ল আমার নন্দন।
হরির নন্দন হব আমি অভাজন।।
আমার বাসনা পূর্ণ করিব কোথায়।
পুত্ররূপে জন্ম লব গিয়া নদীয়ায়।।
এইবার সেই লীলা করে নারায়ণ।
অবশ্য হইব আমি হরির নন্দন।।
জীব উদ্ধারিতে প্রভু করিলে প্রতিজ্ঞে।
ভক্ত পারিষদ সব পাঠাইল অগ্রে।।
স্বয়ং এর অবতার হয় যেই কালে।
আর আর অবতার তাহে এসে মিলে।।
কেহ অগ্রে আসে কেহ পশ্চাতে আইসে।
লীলা প্রভাবেতে কালে তার মধ্যে মিশে।।
সেই মহাদেব অগ্রে এসে শান্তিপুর।
ভক্তি প্রচারিল হ'য়ে অদ্বৈত ঠাকুর।।
কৃষ্ণভক্তি নিন্দা শুনি পাষণ্ডীর মুখে।
পণ কৈল প্রভুকে আনিব মর্তলোকে।।
লয়ে ফুল তুলসী করিল অঙ্গীকার।
অদ্বৈত হুঙ্কারে হ'ল গৌর অবতার।।

সেও লীলা সাঙ্গ করি ভাবে পঞ্চানন।
এবার না হ’ল মম বাসনা পূরণ।।
শেষ লীলা হ’ল যশোমন্তের তনয়।
অবতীর্ণ হ’ল হরি সফলাডাঙ্গায়।।
শিব ভাবে হেন দিন আর কবে পাব।
এবার প্রতিজ্ঞা মম পূরণ করিব।।
বহুদিন পর এই হয়েছে সময়।
এবার হইব আমি প্রভুর তনয়।।
প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবারে পঞ্চানন।
ওঢ়াকাঁদি করিলেন জনম গ্রহণ।।
জন্মিলেন শান্তিদেবী মায়ের উদরে।
নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার তরে।।
আরো কথা তার মধ্যে জীব পরিত্রাণ।
সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম প্রেম সুধাদান।।
অলৌকিক লীলারস পারিনে বর্ণিতে।
কথঞ্চিৎ বলি সেই প্রভুর কৃপাতে।।
হরিপাল গিয়াছিল প্রভুর সদনে।
সম্পত্তি বাড়িবে এই বাঞ্ছা করি মনে।।
প্রচুর সম্পত্তি তার হ’ল অল্প দিনে।
তার হ’ল গাঢ় ভক্তি প্রভুর চরণে।।
উঠিল প্রেমের ঢেউ তাহার হৃদয়।
এ সকল হল গুরুচাঁদের কৃপায়।।
যখনেতে প্রভু কৈল লীলা সম্বরণ।
ভক্তগণ কাঁদে ধরি প্রভুর চরণ।।
ওহে প্রভু আমাদের তুমি ছেড়ে গেলে।
কেমনে রাখিব প্রাণ দেহ তাহা বলে।।
ঝমণি নামিনী রামকুমারের ভগ্নী।
যম বুড়ি নাম গঙ্গাচর্ণা নিবাসিনী।।
ইত্যাদি অনেক ভক্ত কাঁদিতে লাগিল।
প্রভু বলে আমিত তোদের চিরকাল।।
“আমি নাহি ছেড়ে যাব জানিও বিশেষ।
গুরুচাঁদ দেহে এই করিনু প্রবেশ।।
গুরুচাঁদে ভকতি করিস মোর মত।
যাহা চা’বি তাহা পাবি মনোনীত যত” ।।
এই সেই মহাপ্রভু পিতৃধর্ম রাখে।
মধুর মাধুর্য রস ঐশ্বর্যতে ঢেকে।।
জীবেরে ভুলায় প্রভু দেখায়ে ঐশ্বর্য।
প্রেমিক ভক্তের স্থানে গড়াল মাধুর্য।।
প্রধান গার্হস্থ ধর্ম গৃহস্থের কাজ।
পয়ার প্রবন্ধে কহে কবি রসরাজ।।

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য।
পয়ার

ঠেকিয়া রোগের দায়, যায় প্রভু স্থানে।
অমনি আরোগ্য হয় মুখের বচনে।।
ডুমরিয়া বাসী মহা ভারতের নারী।
প্রভু স্থানে গেল এক পুত্র কোলে করি।।
সেই বালকের প্লীহা যকৃত লীভার।
ছেলের বয়স প্রায় সপ্তম বৎসর।।
হাত পা গিয়াছে খেয়ে জাগিয়াছে হাড়।
ঘন ঘন শ্বাস বহে প্রাণ ধড়পড়।।
অদ্য কি কল্য মরিবে চলিতে অচল।
হাতপায় শোথ বয় করে টলমল।।
প্রভুর নিকটে গিয়া দিল ফেলাইয়া।
মৃত্তিকা উপরে তারে রাখে শোয়াইয়া।।
প্রভু বলে এ বালক আনিয়াছে কেটা।
মরিবেনা এ বালক উঠা উঠা উঠা।।
তিল চাউলের ছাতু পাকা রম্ভা দিয়া।
খাওয়াও পিতলের পাত্রেতে মাখিয়া।।
সরিষার তৈল তার সর্ব অঙ্গে মেখে।
নিশি ভোরে সপ্তা খাওয়াও এ বালকে।।
বালকের মাতা কহে ধরিয়া চরণ।
এই সপ্তদিন এর রবে কি জীবন।।
প্রভুর চরণ ধরি ফুলে ফুলে কাঁদে।
মরুক বাঁচুক প্রভু রেখ এরে পদে।।
প্রভু কহে এই রোগে যদি মারা যায়।

আমি তোর ছেলে হ'ব কপালে যা হয়॥
এই ছেলে সপ্তদিন মধ্যেতে সারিব।
এই পুত্র মরে যদি আমি ছেলে হ'ব॥
এত বলি দিল তার মাতা ল'য়ে গেল।
সপ্তাহ মধ্যেতে ছেলে আরোগ্য হইল॥
অমনি আরাম ছেলে রূপবান হল।
কোন দিনে কোন ব্যাধি নাহি যেন ছিল॥
যে রোগের বৃদ্ধি যাতে তাই বলে খেতে।
অমনি আরোগ্য ব্যাধি মুখের বাক্যেতে॥
একদিন গোঁসাই আমাকে সঙ্গে করি।
ভক্তের ভবনে যান বলে হরি হরি॥
যাত্রা করিলেন গ্রাম নারিকেল বাড়ী।
যাইতেছি মহানন্দ পাগলের বাড়ী॥
গোঁসাই নিকটে বসি চিন্তিত অন্তর।
অন্তরে ভাবনা যে বাঁধিব এক ঘর॥
কিরূপে বাঁধিব ঘর উঠা'ব কিরূপে।
ইহাই ভেবেছি বসে ঠাকুর সমীপে॥
প্রভু বড় দর্প করি কহে সে সময়।
কোথা বা বসিয়া আছ, গিয়াছ কোথায়॥
এই পদ্মবনে দেব কমলার স্থিতি।
পদ্মবনে সদা হরি করেন বসতি॥
শুনিয়াছ ভারতের প্রথম প্রস্তাব।
এই পদ্মবনে বাস করেন মাধব॥

শ্লোক।

তুলসীকাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ।
পুরাণপঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥

পয়ার

শাস্ত্র গ্রন্থ তাহা তুমি জান ভালমতে।
পদ্মবনে কিবা শোভা দেখ চক্ষেতে॥
পদ্মবনে আসিয়া কি জন্য ভক্তি ছাড়।
কোথায় বসিয়া কোন আগুনেতে পোড়॥
এই পদ্মবনে কেন না হও ভ্রমর।
গোবরের পোকা হয়ে তল্লাস গোবর॥
তাহা শুনি তারকের মন ফিরে গেল।
গুরুচাঁদ পাদপদ্ম হেরিতে লাগিল॥
মনের মালিন্য ঘুচে হইল নির্ম্মল।
প্রেমে গদ গদ চিত্ত আঁখি ছল ছল॥
তারকের মনে তথা হ'ল এই ভাব।
এহেন মানুষ আর কোথা গিয়া পাব॥
যে হেন অন্তর জানে থাকেন অন্তরে।
অন্তরের ধন কেন রাখিবে অন্তরে॥
তাহারে অন্তরে রেখে যাইরে অন্তরে।
কেমন অন্তর মোর কি ভাবি অন্তরে॥
অন্তরে অন্তর জানি কহে তারকেরে।
দেখহে কেমন ভাব হ'য়েছে অন্তরে॥
একে বলে কর্ম্মফাঁস বুঝহ অন্তরে।
কর্ম্মফাঁসে পড়ি জীব ফিরে ঘুরে মরে॥
জ্ঞান অস্ত্রে কর্ম্মফাঁস হয় কাটিবার।
জনম মরণ তার নাহি থাকে আর॥
এই সব প্রেম হ'ল পদ্মবন মাঝ।
কহিছে তারকচন্দ্র কবি রসরাজ॥

***শ্রীসুধন্যচাঁদ চরিত সুধা।**
পয়ার

তৃণাদপি সুনীচেন বাক্য মাত্র জানি।
বৈষ্ণব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ এই মাত্র জানি॥
সে বাণী আদর্শ কর জীবন গঠন।
করেছে কি না করেছে জানিনা কখন॥
জীবনে সাক্ষাৎ যেন বিনয়ের মূর্তি।
সুধার আধার চাঁদ ষোলকলা পূর্তি॥
বিনয়ের অবতার শ্রীসুধন্যচাঁদ।
স্মরিলে যাঁহারে খণ্ডে শত অপরাধ॥
আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়।
শতকোটি প্রণিপাত করি তার পায়॥

গৃহ ধর্মে অনুরাগী কর্মব্রত সদা।
অতিথি, মতুয়া ল'য়ে সদাই ব্যস্ততা।।
বাল বৃদ্ধ যুবকের অগ্রে করে নতি।
শ্রীশ্রীঠাকুরের পায় সদা ছিল মতি।।
অহং বোধ জ্ঞান শূন্য পিতৃগত প্রাণ।
বলিতেন যান হেথা আছে গুরুচাঁন।।
সতত যেমনি শত নদ নদী খাল।
গতি পায় যদি লভে সিন্ধু সুবিশাল।।
গুরুচাঁদ মহাসিন্ধু তরাবার তরে।
শত শত নদ-নদী শ্রীঅঙ্গেতে ধরে।।
ভক্ত যারা তারা নদী সিন্ধু গুরুচাঁদ।
ভগীরথ সম ডাকে শ্রীসুধন্যচাঁদ।।
ছায়ার সমান সদা পিতৃ সঙ্গ ধরি।
গোপনে মহৎ কার্য বহু যান করি।।
তেজারতি মহাজনী সর্ব কর্মভার।
হাসিমুখে বহিতেন তিনি কর্ণধার।।
শাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন বহু গ্রন্থ রচি।
সর্ব কর্মে সম পটু যেন সব্যসাচী।।
শ্রীশ্রীহরিঠাকুরের অপূর্ব জীবনী।
লিপিবদ্ধ করেছেন জ্ঞান রত্ন খনি।।
একদা নিশীথ কালে লিখিতে লিখিতে।
বহু রাত্র কেটে গেল দেখিতে দেখিতে।।
ঠাকুরের নাম স্মরি করেন শয়ন।
সহসা আলোকরশ্মি ধাঁধিল নয়ন।।
দিব্য গন্ধ দিব্য জ্যোতিঃ পরিপূর্ণ কক্ষ।
মহাভাবে পুলকিত কম্পমান বক্ষ।।
কোনদিন কোন মাল্য দিতেন না গলে।
হেরিলেন দিব্য মাল্য কণ্ঠে তার দোলে।।
ভক্ত শিরোমণি সাধু মহা পুণ্যবান।
ঠাকুরের অনুগ্রহে লভে দিব্য জ্ঞান।।
এইমত বহুলীলা করি মহীতলে।
রথযাত্রা দিবসেতে স্বর্গে যান চলে।
তেরশ পঁয়ত্রিশ সাল পাঁচই আষাঢ়।
রথযাত্রা ধুমধাম অতি পুণ্যকর।।
স্বর্গ হ'তে আসি রথ ভক্তে যায় লয়ে।
শ্রীপতিচাঁদের চক্ষে অশ্রু যায় বয়ে।।

*চিরকুমার শ্রীভগবতীচাঁদের কাহিনী

পয়ার

সুধন্যচাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র ভগবতী।
বাল্যাবধি পিতামহ পদে থাকে মতি।।
আজীবন ব্রহ্মচারী শাপভ্রষ্ট ঋষি।
চাঁদের অমিয় বিন্দু পড়িল যে খসি।।
সঙ্গীত চিত্রাদি বিদ্যা করায়ত্ব করি।
অন্তরে প্রেমানুরাগী সদা হরি হরি।।
সর্ব কর্ম অগ্রগামী যৌবন সময়।
দীন দুঃখীদের তরে কাঁদিত হৃদয়।।
দরিদ্র ভাণ্ডার করি দুর্ভিক্ষের দিনে।
বাঁচালেন দীন দুঃখী দেশবাসীগণে।।
কিশোর সুরেশ অভিমন্যু আদি যত।
পশ্চাতে চলিত তার ইঙ্গিতে সতত।।
এম. এ. পাশ করিলেন ফিলসফি নিয়া।
স্ব-গ্রামে প্রথম এম. এ. বিলাতেতে গিয়া।।
পি. এইচ. ডি. ডক্টরেট হইলেন শেষে।
প্রথম বিলাত যাত্রী খ্যাতি বহুদেশে।।
তেরশ আটচল্লিশ সাল ছয়ই ফাল্গুন।
শেষবার গাহিলেন হরিলীলাগুণ।।
লীলা খেলা সাঙ্গ করি গোলোকে চলিলা।
শুনে পুণ্য পুণ্যবান ভগবতী লীলা।।

*শ্রীশ্রী শ্রীপতিচাঁদে শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের আবির্ভাব

দীর্ঘ ত্রিপদী

তেরশত ছয় সন ধরা শান্তি নিমগণ
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ দেশ।
এল শুভ মাঘ মাস কৃষকের পূর্ণ আশ
রবিশস্য ফলিয়াছে বেশ।।

গৃহে শান্তি বিরাজিত সহকার মঞ্জুরিত
হাস্যময় ওঢ়াকাঁদি ধাম।
শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে সদাই আনন্দ করে
অবতীর্ণ নবঘন শ্যাম।।
শ্রীসুধন্যচাঁদ সুত দেব শিশু সমপুত
সতীশ চাঁদের বিয়োগেতে।
মনোদুঃখে পিতা মাতা অশ্রুময় শোকগাঁথা
সদাই গাহিত অন্তরেতে।।
গুরুচাঁদ কৃপা করি স্বপ্নে কহিলেন হরি
ফিরাইয়া দিয়াছে তনয়।
সরলা সরল মনে পেয়ে তার হারাধনে
কোলে নিয়া জুড়াল হৃদয়।।
অপার আনন্দ খনি গুরুচাঁদ নয়ন মণি
শ্রীপতিচাঁদের অভ্যুদয়।
ফিরে এল গৃহে শান্তি নব জলধরকান্তি
ত্রেতার শ্রীরাম মনে হয়।।
শৈশবে স্বাধীনচেতা শিশুমধ্যে যেন নেতা
সিংহ শিশু খেলিত কৌতুকে।
পিতামহ চক্ষুমণি বীরেন্দ্র কিশোরী গণি
দিনে দিনে বাড়ে চাঁদ সুখে।।
প্রবেশিকা পাশ করি চিকিৎসক ব্রত ধরি
অধ্যায়ন করে কিছু কাল।
গুরুচাঁদ কাছে ল'য়ে কহিলেন বিদ্যালয়ে
এতকাল রহিলে বহাল।।
আমার কলেজে এবে কিছু বিদ্যা শিক্ষা লবে
এতবলি রাখে তার কাছে।
অপর ভ্রাতারা সবে বিভিন্ন স্থানেতে রবে
তুমি থাক মোর পাছে পাছে।।
কল্পবৃক্ষ গুরুচাঁদ শিরে দেয় আশীর্বাদ
গোপন নিগুঢ় বিদ্যা যত।
উপযুক্ত শিষ্য কাছে যা তার ভাণ্ডারে আছে
সকলি শিখাল মন মত।।
তেরশ তেতাল্লিশ সনে গুরুচাঁদ ভক্তগণে
ডাকিলেন সবে নিজ স্থানে।
রাসযাত্রা সংঘটন প্রেমোন্মত্ত ভক্তগণ
মাতোয়ারা হরিগুণ গানে।।
আমি লীলা সম্বরিব মোর কার্যভার দিব
মোর প্রিয় শ্রীপতিচাঁদেরে।
ও মোর অন্ধের ষষ্ঠী হরিচাঁদ কৃপাদৃষ্টি
ওরে ঘিরি সর্বদাই ফিরে।।
দরবারে ওর ঠাই ওর তুল্য কেহ নাই
ওর মোর আনন্দময় হরি।
আমি শ্রীপতির সাথে ফিরিব দিবস রাতে
আমি র'ব ওর অঙ্গ ধরি।।
ছিল সাধু রাধাক্ষ্যাপা কহে দূরে থাকি বাপা
সর্বদেশে হরিগুণ গাই।
কভু মৈমনসিংহে হরিনাম ধ্বনি শিঙ্গে
ত্রিপুরা আসামে কভু যাই।।
লীলা সম্বরিলে প্রভু বঞ্চিত না হই কভু
আমারে কহিয়া যেও কথা।
যেথা থাকি জঙ্গলেতে দিবাভাগে কিংবা রাতে
এ কথার কর না অন্যথা।।
তথাস্ত ঠাকুর রহে ক্ষ্যাপা এই বাক্য বহে
ফিরে যায় আশ্রম ত্রিপুরা।
তেরই ফাল্গুন মাসে কহিতে না ভাষা আসে
খসি পড়ে পর্বতের চূড়া।।
সাঙ্গ করি লীলা খেলা সাজাইয়া মহামেলা
কাঁদাইয়া মতুয়া মণ্ডলে।
দেবলোক দিব্যধামে স্বর্গ হ'তে রথ নামে
গোলোকে ঠাকুর যান চলে।।
অসমাপ্ত কর্মভার কঠোর দায়িত্ব তার
হাসিমুখে বহে শ্রীশ্রীপতি।
ধীরোদাত্ত স্বল্পভাষী মুখে অপার্থিব হাসি
হরিচাঁদ গুরুচাঁদে মতি।।
হোথা আশ্রমের কোণে রাধাক্ষ্যাপা একমনে
গুণ গান গাহে হরিনাম।

শতকোটি চন্দ্রসম জ্যোতির্ময় অনুপম
উদিত হইল প্রাণারাম।।
যেরূপ ওঢ়াকাঁদিতে শ্রীগুরুচাঁদ সঙ্গেতে
থাকিত শ্রীনেপাল গোঁসাই।
রাখিতে এলেন কথা এ দেহের শেষ কথা
কহ প্রভু গুরুচাঁদ সাই।।
অশ্রুজলে বক্ষ ভাসে "মোরা রব কার পাশে
কে শুধাবে প্রাণে র বারতা।"
এত কহি' ত্রিপুরায় ক্ষ্যাপা গড়াগড়ি যায়
পুণ্যবান শোনে সেই কথা।।
প্রভু কহিলেন হেসে লীলা শেষে অবশেষে
সাধনার অন্তে ধামে যাই।
তোমারে ত কহিয়াছি আমি শ্রীপতিতে আছি
তার সঙ্গে রব সর্বদাই।।
জয় জয় হরিচাঁদ ত্রিভুবনে যার ফাঁদ
গুরুচাঁদ যাঁহার বিভূতি।
জয় শ্রীসুধন্যচাঁদ জয় শ্রীশ্রীপতিচাঁদ
সর্বলোকে গাহে যাঁর স্তুতি।।

পরিশিষ্ট খণ্ড
দ্বিতীয় তরঙ্গ
বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রী বৈষ্ণব দাস জয় গৌরী দাস।।
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোকচন্দ্র জয় শ্রী লোচন।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময়।।
(জয় শ্রীসুধন্যচাঁদ সভ্যভামাত্মজ।
প্রেমানন্দে হরি গুরু শ্রীপতিচাঁদ ভজ।।)
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।।

স্বামী মহানন্দ পাগলের লীলা
পয়ার

বড় পাগল বলিয়া খ্যাতি শ্রীগোলোক।
যে কালে ভূলোক ছাড়ি গেলেন গোলোক।।
গোলোকের অঙ্গ হ'তে উঠে এক জ্যোতি।
জ্যোতির সহিত এক উঠিল শকতি।।
ধাইয়া উঠিল জ্যোতি গগন মণ্ডলে।
নামিতে লাগিল জ্যোতি দেখিল সকলে।।
জয়পুর তারকের বাড়ী দেহত্যাগ।
এ সময় তারকের কোলে মহাভাগ।।
সবে দেখে সেই জ্যোতি নিম্নগামী হয়।
দেখিতে দেখিতে জ্যোতি হ'য়ে গেল লয়।।
তারক দেখিল জ্যোতি পূর্বমুখ হ'ল।
নারিকেলবাড়ী গিয়া পতিত হইল।।
মহানন্দ শ্রীঅঙ্গেতে মিশিল সে জ্যোতি।
ছোট পাগল বলিয়া হ'ল তাঁর খ্যাতি।।
যেই দিন মহানন্দ করিল শ্রবণ।
করিল গোলোকচাঁদ লীলা সম্বরণ।।
শ্রবণেতে মহানন্দ নিরানন্দ চিত।
ঠিক না করিতে পারে কি কার্য উচিৎ।।
হইল উন্মনা যেন পাগলের ন্যায়।
হইয়া বিস্মৃতি ভাব ইতি উতি ধায়।।
ঘূর্ণবায়ু মত সদা করেন ভ্রমণ।
যেখানে যেখানে পাগলের আগমন।।
ভ্রমি সব ঘরে ঘরে করেন তালাস।
খুঁজিয়া না পেয়ে ক্রমে বাড়ে হা হুতাশ।।
অবশেষে করিলেন ফুকুরা গমন।
মধুমতী নদী কূলে ঠেকিল তখন।।
পাগলের বিরহেতে দহিতেছে কায়।
নদীজল দেখে হ'ল প্রফুল্ল হৃদয়।।
জ্বালা জুড়াইতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে।

দিল ঝাঁপ পেয়ে তাপ জল গেল সরে।।
নদী মধ্যে যতদূর হয় অগ্রসর।
জল শুষ্ক হ'য়ে যায় তপ্ত কলেবর।।
দেহ হ'তে দুই পার্শ্বে আড়ে পরিসর।
দুই হাত দেড় হাত জল দূরতর।।
আছাড়িয়া করে সদা হস্ত আস্ফালন।
জলস্তম্ভ মত উর্দ্ধে ধুম উদ্গীরণ।।
হেনকালে মূর্তিমন্ত হইয়া গোঁসাই।
গোলোক পাগল এসে দাঁড়ায় সে ঠাই।।
বলে বাপ ছাড় তাপ আমি যাই নাই।
জ্যোতি হয়ে তোর দেহে নিয়াছিরে ঠাই।।
এই আমি তোর দেহে করিনু প্রবেশ।
তুই রাজা হরিচাঁদ ভক্ত রাজ্য দেশ।।
চিরদিন তরে মম এই মনোসাধ।
কুটি নাটি কাটি দেশ করিবি আবাদ।।
পাগলে পাইয়া অগ্নি নির্বাপিত হ'ল।
পুনরায় নারিকেলবাড়ী চলে গেল।।
ভ্রমিত পাগল চাঁদ যেই যেই বাড়ী।
মহানন্দ ভ্রমে তথা লাহিড়ী লাহিড়ী।।
শালনগরের মধ্যে পালপাড়া গ্রাম।
তথায় বসতি তারাচাঁদ পাল নাম।।
ওঢ়াকাঁদি মতো সম্প্রদায় যত ছিল।
সবাকার নিমন্ত্রণ তথায় হইল।।
তারাচাঁদ ছোট পাগলের কাছে গিয়ে।
দিন ধার্য ক'রে এল আনন্দিত হ'য়ে।।
মতুয়ার ভীড় হ'ল পাগলের সঙ্গেতে।
তিন শত মতুয়া মিলিল একসাথে।।
সবে হরি হরি বলি বাহির হইল।
তরাইল বাজারে সকলে উপজিল।।
পাঁচবার খেয়াপার মতুয়া সকল।
নদীমধ্যে এপার ওপার হরিবোল।।
সে দিন বাজার পড়ে মেলা মিলেছিল।
গান সাঙ্গ হ'য়ে মেলা ভাঙ্গিয়া চলিল।।

একেত মেলার মাঠে ছিল গণ্ডগোল।
তাঁর সঙ্গে মিশে গেল সুধা হরিবোল।।
দোকানী পশারী যত দোকানে দোকানে।
সবে বলে হরি হরি ওই নাম শুনে।।
বাজারে বসতি বড় বড় মহাজন।
ঘরে ঘরে সবে করে নাম সংকীর্তন।।
মেলায় এসেছে লোক ফিরে বাড়ী যায়।
ঘাটে পথে তারা সবে হরিনাম লয়।।
পার হয় যত ম'তো খেয়াঘাটে রই।
অন্য নাম নাহি মুখে হরিনাম বই।।
মেলার অধ্যক্ষ যত তারা বলে একি।
ভেঙ্গেছিল মেলা কি পুনশ্চ হল নাকি।।
কেহ কেহ ঘুরিতেছে নাগর দোলায়।
ঘূর্ণমান হ'য়ে ভব নদীর গোলায়।।
তাহারা চাহিয়া দেখে ঘাটের দিকেতে।
মতুয়ারা হরি বলে প্রেমানন্দ চিতে।।
তারা সবে হরি বলে নাগরদোলায়।
অধে হরি উর্দ্ধে হরি তরঙ্গ গোলায়।।
ঝাঁকি লেগে দোলা ভাঙ্গে এই ভয় করে।
দোলা আলা লোক সব নামাইল পরে।।
ভূমিতে নামিয়া লোক হাতে দিয়ে তালি।
নদীর কিনারে যায় হরি হরি বলি।।
বেশ্যারা ছিলেন জলে স্নান করিবারে।
কেহ বা বাজারে কেহ কিনারে বা ঘরে।।
ওপারে এপারে হরিধ্বনি করে সব।
খেয়ানায় নদীমধ্যে উঠিয়াছে রব।।
তাহা শুনি বেশ্যাগণ বলে ধন্য ধন্য।
হরি হরি বলে তারা হ'য়ে জ্ঞানশূন্য।।
অশ্রুপূর্ণ শিবনেত্র হরিনাম লয়।
মধ্যে হুলুধ্বনি করে জয় জয় জয়।।
এই মতে পার হ'ল মতুয়ারগণ।
নাচিয়া গাহিয়া সবে করিল গমন।।
মেলার বাজারে হ'ল কিমাশ্চর্য লীলা।

রচিল তারকচন্দ্র পাগলের খেলা।।

স্বামীর শালনগর গমন।
পয়ার

হাসে গায় নাচে কাঁদে মতুয়ার দল।
কুন্দসী গ্রামেতে এসে উঠিল সকলে।।
শ্রীঅদ্বৈত দীননাথ কালাচাঁদ পাল।
তিন বাড়ী পরিপূর্ণ মতুয়ার দল।।
কতকাংশ চলে গেল জয়পুর গ্রাম।
তারকের বাড়ী ঘিরে করে হরিনাম।।
কুন্দসীর তিন বাড়ী জুড়িয়া বসিল।
মাধ্যাহ্নিক স্নানাদি ভোজন সমাধিল।।
ভোজনের পরে দিয়া হরি হরি ভীড়।
আচমন করি সবে হইল বাহির।।
নাচিতে গাইতে সবে প্রেমেতে বিভোর।
উপনীত হ’ল পালপাড়া শালনগর।।
নামেতে মাতিয়া সবে বাহ্যজ্ঞান হারা।
বৈবর্ণ পূলক স্বেদ চক্ষে অশ্রুধারা।।
দিঘলিয়াবাসী মধুসূদন ঠাকুর।
চক্রবর্তী উপাধি ভজনে সুচতুর।।
তার এক পুত্র মাত্র অক্ষয় নামেতে।
ব্রহ্মত্ব ত্যজিয়া মিশিলেন অই মতে।।
ছিণ্ডিয়া গলার পৈতা দেন পরিচয়।
মতুয়া হ’য়েছি ওঢ়াকাঁদি সম্প্রদায়।।
শ্রীগুরু তারক চন্দ্র জননী সাধনা।
ওঢ়াকাঁদি হরিচাঁদে করি আরাধনা।।
প্রেমদাতা মহানন্দ চিদানন্দময়।
জয় ওঢ়াকাঁদি জয় ওঢ়াকাঁদি জয়।।
হরিবোলা সঙ্গে তিনি পালপাড়া গিয়া।
নামে প্রেমে কীর্তনেতে গেলেন মাতিয়া।।
কীর্তনের মাঝে গিয়া মনের আনন্দে।
মহানন্দ পাগলকে করিলেন স্কন্ধে।।
মহানন্দ অক্ষয়ের স্কন্ধেতে বসিয়া।
অস্থি সন্ধি কল যেন দিলেন ছাড়িয়া।।
এ রঙ্গ দেখিয়া প্রেমে উন্মত্ত সকল।
সবাকার মুখে মাত্র সুধা হরিবোল।।
ক্ষণ পরে সবে করে ঠাকুরকে স্কন্ধে।
বাহ্যহারা কে কারে কি করে প্রেমানন্দে।।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ কুণ্ডু পাল ঝালো মালো।
নমঃশূদ্র সাহা সাধু একত্র হইল।।
মাতিয়া কীর্তনানন্দে প্রায় নিশি শেষ।
পাগলচাঁদের হ’ল অদ্বৈত আবেশ।।
কহিছেন তোরা আলি সে আমার কই।
যারে নেড়ে এনে আমি নাড়া নাম লই।।
যার জন্য করিলাম সাধ্য এতদূর।
অসাধ্য সাধন করি ব’সে শান্তিপুর।।
যার জন্য ফুল তুলসী ধাইল উজান।
কইরে আমার সেই পরাণের পরাণ।।
অক্ষয় ঠাকুর কহে শোন ওরে নাড়া।
ওঢ়াকাঁদি আসিয়েছে তোর সেই গোরা।।
তার দুই পুত্র গুরুচাঁদ উমাকান্ত।
তার প্রাণপুতলী করিছে লীলা অন্ত।।
দেহ ছেড়ে করেছেন গোলোকে গমন।
জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুচাঁদ জগত জীবন।।
তোর হরিচাঁদ গুরুচাঁদে মিশিয়াছে।
মানুষে মানুষ মেশা বর্তমানে আছে।।
বলিতে বলিতে কয় মুই শ্রীচৈতন্য।
অধরোষ্ঠ চক্ষুদ্বয় হ’ল রক্তবর্ণ।।
রোমকূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুণ্ডু উথলিল।
কন্টক আকার কেশ লোম উর্দ্ধ হ’ল।।
দু’জনার মোহ প্রাপ্ত জ্ঞান নাহি আর।
মতুয়া সকলে হরি বলে অনিবার।।
দশা ভঙ্গ হ’ল প্রায় নিশি অবসানে।
করিল কীর্তন ক্ষান্ত সবে সুস্থ মনে।।
ভোজন হইল সব ভোরের সময়।
আচমন সময়েতে অরুণ উদয়।।

আরবার মাতিলেন নাম সংকীর্তনে।
গাইতে গাইতে সবে চলিলেন স্নানে।।
মধুমতী ভরট গোগের ঘাটে গিয়া।
জলকেলী করে সবে আনন্দে মাতিয়া।।
হরি হরি হরি বলি করে জলকেলী।
প্রেমাবেশে করে সবে জল ফেলাফেলী।।
জলকেলী করি শেষে ভিজা বসনেতে।
আসিলেন তারাচাঁদ পালের বাটীতে।।
দধি খদি চিঁড়া চিনি জল ফলাহার।
ফুল মহোৎসব সবে করে বার বার।।
শালনগরের মহোৎসবে এই লীলা।
গোলোক পুলক হেতু রায় বিরচিলা।।

সাহাবাজপুর রাখাল সঙ্গে পাগলের খেলা।

পয়ার

সাহাবাজপুর গ্রামে হ'ল নিমন্ত্রণ।
দল বল সহ করে পাগল গমন।।
তপস্বী পালের বাড়ী হবে মহোৎসব।
পুলকে চলিল মতুয়ার গণ সব।।
মধ্যাহ্ন সময় যাত্রা করিল সকলে।
হরি হরি বলি সবে প্রেমানন্দে চলে।।
সাত ভাগ হ'য়ে চলে মতুয়ারা সব।
জটকের বিল মধ্যে উঠে কলরব।।
বিলের কিনারা দিয়ে মতুয়ারা যায়।
জটকের বিলে খালে ডাঙ্গায় নৌকায়।।
যেখানে যে লোক সবে হরিগুণ গায়।
কেহ বলে বাবা হরিচাঁদ জয় জয়।।
কেহ বলে জয় জয় গুরুচাঁদ জয়।
কেহ বলে গোলোক চাঁদের জয় জয়।।
কেহ বলে জয় জয় মহানন্দ জয়।
কেহ বলে ওঢ়াকাঁদি ভক্তগণ জয়।।
কেহ কেহ বলে জয় জয় হরিপাল।
কেহ বলে জয় জয় পালের ময়াল।।
কহে বলে পাল ধন্য ক'ল হরিপাল।
কেশবপুর নিবাসী শ্রীগোলোক পাল।।
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র নাম হরিশ্চন্দ্র পাল।
কেহ বলে হরিপাল পালের ভূপাল।।
মধ্যম দুর্গাচরণ অপরে প্রহলদ।
কনিষ্ঠ শ্রীগৌর পাল নামেতে উন্মাদ।।
চারি পুত্র সহ মাতোয়ারা হরিবোলা।
কেহ কেহ হরিপালে বলে হরিবোলা।।
হরিবোলা হ'য়ে হরি মাতাইল পাল।
সবে বলে হরিপাল পালের ভূপাল।।
এইভাবে সবাই দিতেছে হরিধ্বনি।
জটকের বিলে তার হ'ল প্রতিধ্বনি।।
হরিধ্বনি শুনা যায় গগন মণ্ডলে।
জ্ঞান হয় দেবগণে হরি হরি বলে।।
সকলে থামিল শুনি হরি হরি ধ্বনি।
তবু শূন্যে শুনা যায় হরি হরি ধ্বনি।।
শুনে প্রেমানন্দ চিত্ত মতুয়া সকলে।
লম্ফ দিয়া যেতে চায় দেবতার দলে।।
অক্ষয় ঠাকুর আর হরিশ্চন্দ্র পাল।
পূর্ণচন্দ্র অধিকারী মতুয়া মিশাল।।
গুরু গিরি করিতেন শিষ্য ছিল তার।
শিষ্য সহ মাতিলেন আনন্দ ওপার।।
রসনা তারক সঙ্গে এই চারিজন।
কতক মতুয়া আছে সঙ্গেতে মিলন।।
এক এক দলে লোক অন্যূন পঞ্চাশ।
সবে মিলে হরি বলে মনেতে উল্লাস।।
জটকের বিল মধ্যে গরু পালে পাল।
দশ বিশ গরু রাখে একেক রাখাল।।
কেহ কেহ বিল কূলে গরু বাঁধিয়াছে।
দলে দলে রাখালেরা খেলা করিতেছে।।
হরি বোল শুনে তারা আনন্দ হৃদয়।
কেহ কেহ হরি বলে দৌড়াইয়া যায়।।
দৌড়িয়া দৌড়িয়া মাঝে মাঝে মারে লম্ফ।

আনন্দে বসুধা নাচে যেন ভূমিকম্প।।
তার মধ্যে তারক রসনা বলে বোল।
এই ঠাই দাঁড়া দেখি মতুয়া সকল।।
আর ছয় দল রহিয়াছে ছয় ঠাই।
একদল মাঝখানে দাঁড়ায় সবাই।।
তারক কহিছে তোরা ছিলি বৃন্দাবনে।
গোচারণ করিতি সে গোপালের সনে।।
অন্য অন্য ঠাই যদি যেত ধেনু সব।
এক ঠাই হত শুনি শ্যাম বংশী রব।।
কানু গিয়া গোচারণে বাজাইত বেণু।
তোরা দিতি আবাধ্বনি নাচিত সে ধেনু।।
সেই কানু যশোদানন্দন দয়াময়।
এখন হইল যশোমন্তের তনয়।।
সেই যশোমন্ত সুত প্রভু হরিচাঁদ।
তোদের হৃদয় আছে তারে ধরা ফাঁদ।।
তোরা সেই চাঁদ সঙ্গে অনুসঙ্গী ছিলি।
প্রভু আগমনে তোরা সঙ্গে সঙ্গে এলি।।
একবার ব্রজভাবে দেরে আবাধ্বনি।
ব্রজবুলি বল সেই রাখালিয়া বাণী।।
স্থানে স্থানে পালে পালে ধেনু বৎসগণ।
তাহা দেখি ব্রজভাবে দ্রবীভূত মন।।
এই সেই বৃন্দাবন সেই গোবর্ধন।
খেলা করে এই সেই রাখালের গণ।।
উন্মত্ত রাখাল দিকে বলেছে তারক।
তোরা ত ব্রজেতে ছিলি ব্রজের বালক।।
ব্রজভাবে একবার বল হারে রে রে।
অদ্য তোরা সবে মিলে নাচ একত্তরে।।
তাহা শুনি রাখালেরা হল একত্তর।
রাখালেরা নৃত্য করে মতুয়া ভিতর।।
চৌদিকে মতুয়াগণ গোলাকার হ'য়ে।
নাচে গায় লম্ফ দেয় হরিধ্বনি দিয়ে।।
রাখালেরা প্রেমে মেতে বলে হরিবোল।
জলে হরি স্থলে হরি শূন্যে হরিবোল।।
মত্ত হ'য়ে প্রেমাবেশে কীর্তন ভিতরে।
তারক টানিয়া নিল অক্ষয় ঠাকুরে।।
পূর্ণচন্দ্র হরিপাল ধরাধরি করে।
বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াইল আবাধ্বনি করে।।
শুনে আবাধ্বনি করে যতেক রাখাল।
তাহা শুনি নাচে সব গোধনের পাল।।
নাচিতে লাগিল বাঁধা গরু দড়ি ছিঁড়ে।
উচ্ছ পুচ্ছ নাচে গরু গলা করে লম্বা।
উর্দ্ধ কর্ণ মুণ্ড নেত্র করে হাম্বা হাম্বা।।
কতদূরে দৌড়ে গিয়া দাঁড়াইয়া কম্প।
তার মধ্যে কোনটা দৌড়িয়া মারে লম্ফ।।
তাহা দেখি সবে মিলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
নাচিছে মানুষ গরু একত্র হইয়া।।
পিছে ছিল মহানন্দ পাগলের দল।
দ্রুত বেগে উতরিল বলি হরিবল।।
নাচিছে মানুষ গরু তার মধ্যে দিয়া।
হাতে হাতে ধরাধরি চলেছে ধাইয়া।।
চলেছে দক্ষিণ দিকে জ্ঞান নাহি আর।
লম্ফ দিয়া জটকের খাল হ'ল পার।।
তাহা দেখি লম্ফ দিয়া পড়ে লোক সব।
রাখালেরা লম্ফ দিল মনেতে উৎসব।।
জলে পড়ি কেহ কেহ ঝাঁপাঝাঁপি করে।
সাঁতারিয়া সাঁতারিয়া কহে যায় পারে।।
অনুমান দুই রসি আড়ে পরিসর।
লম্ফ দিয়া মহানন্দ হয়ে গেল পার।।
জলেতে নামিয়া সবে হরিবোল দিয়ে।
ঝাঁপাইয়া সাঁতারিয়া গেল পার হয়ে।।
গভীর খালের মধ্যে চারি হাত বারি।
হরি বলে লম্ফে ঝম্পে সবে দিল পাড়ি।।
গোচরে যতেক গরু খাল কিনারায়।
দৌড়িয়া আসিয়া খাল পার হ'তে চায়।।
পাগল ওপারে থেকে কহিছে ডাকিয়া।
তোরা প্রেমানন্দ কর ওপারে থাকিয়া।।

থাক থাক বলে ঘুরে ঘুরাইল যষ্ঠি।
থামিল গরুর পাল তাহা করি দৃষ্টি।।
ওপারে নাচিছে গরু এপারে মানুষ।
পশু কি মানুষ সবে হারিয়েছে হুঁশ।।
কোলাকুলি ঢলাঢলি কাঁদাকাঁদি করি।
মাতুয়ারা মাতোয়ারা বলি হরি হরি।।
চারি পাঁচ জনে ধরে বাহু প্রসারিয়া।
তদ্রূপ রাখাল গণে ধরিয়া ধরিয়া।।
রাখালগণেরে সব দিলেন বিদায়।
উত্তর পারেতে গেল গো-পাল যথায়।।
গো-পাল শান্তায়ে নিল যতেক গো-পাল।
গো-পাল বাছিয়া নিল যার যে গো-পাল।।
এদিকে মতুয়াগণ হরিধ্বনি দিয়া।
সাহাবাজপুরে সব উতরিল গিয়া।।
কতকাংশ জয়পুর কতক কুন্দসী।
হরিনাম করে সবে প্রেম নীরে ভাসি।।
কতকাংশ রহিলেন সাহাবাজপুর।
মহানন্দ রহে আর অক্ষয় ঠাকুর।।
পূর্ণচন্দ্র অধিকারী হরিশ্চন্দ্র পাল।
তপস্বী পালের বাড়ী কীর্তন রসাল।।
অর্ধনিশি পর্যন্ত হইল সংকীর্তন।
ঘাটে পথে মাতিল পুরুষ নারীগণ।।
রামাগণে যায় সবে আনিবারে জল।
হুলুধ্বনি দেয় আর বলে হরিবল।।
স্ত্রী পুরুষ যেই জনে যেই কার্যে যায়।
চক্ষে জল ঝরে আর হরিনাম লয়।।
কীর্তন হইল সাঙ্গ বিশ্রামে সবায়।
দুই তিন পালেঙ্গায় কেহ বা পিঁড়ায়।।
প্রাঙ্গণে তপস্বী পাল আর হরিপাল।
হেনকালে দধি দিতে আইল গোয়াল।।
বাঁকস্কন্ধে হরি নাম করিতে করিতে।
দুই জন করে নৃত্য প্রাঙ্গণ মাঝেতে।।
হরিপাল ধরি তার বাঁক নামাইল।
মতুয়ারা সবে মিলি ভোজন করিল।।
নাম গানে মত্ত হ'য়ে নিশি পোহাইল।
প্রাতেঃ সবে জয়পুর গমন করিল।।
জয়পুর উত্তরিল সাধনার বাড়ী।
প্রেমে মত্ত সকলে করিছে দৌড়াদৌড়ি।।
কুন্দসী নিবাসী নাম দীননাথ পাল।
হরিনামে মত্ত হ'য়ে হ'য়েছে বেহাল।।
তার ছিল মহাব্যাধি নাসিকাগ্র ফুলা।
নাকের নীচে ফুলে বর্ণ হ'ল ধলা।।
মুখে চাকা চাকা দাগ রসপিত্ত দোষ।
ব্যাধিযুক্ত তার মনে সদা অসন্তোষ।।
তার নারী স্বপ্নে দেখে ব্যাধি হবে মাপ।
জয়পুরে তারকে ডাকিলে ধর্মবাপ।।
তারকে ডাকিল বাপ ব্যাধি সেরে গেল।
সেই হ'তে দীন পাল বড় ম'তো হ'ল।।
মানসিক ছিল তার মহোৎসব দিবে।
নিবেদিল পাগলের শ্রীপদ পল্লবে।।
গললগ্নীকৃতবাসে পাগলেরে কয়।
মহোৎসব দিতে হ'বে কুন্দসী আলয়।।
একখানি বাড়ী করিয়াছেন তারক।
দীনেপালে আছে সেই বাড়ীর রক্ষক।।
তারকের দাস আমি থাকি সেই ঠাই।
দয়া করি সেই বাড়ী চলুন গোঁসাই।।
তাহা শুনি পাগল চলিল সেই বাড়ী।
মতুয়ারা সবে ধায় করি দৌড়াদৌড়ি।।
মতুয়া একত্র দীননাথের বাটীতে।
কীর্তন করিছে সবে মহানন্দে মেতে।।
অক্ষয় ঠাকুর নাচে নাচে মহানন্দ।
মদন গোপাল হরি সবে মহানন্দ।।
তাহাদের পিছে পিছে নেচেছে তারক।
অই সে অদ্বৈত নাচে অন্তরে পুলক।।
নাচিতে নাচিতে মত্ত হ'ল দীনপাল।
ডেকে বলে পাগলের মুখ কেন লাল।।

হরি বলে হস্ত তুলে মুখ বিস্তারিল।
অমনি মুখেতে রক্ত উদ্গম হইল।।
তাহা দেখি সবে মিলে পাগলে ধরিল।
পাগলে মস্তকে করি নাচিতে লাগিল।।
মস্তকে থাকিয়া ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ ঝাঁকে।
ঝাঁকিতে হইয়া শূন্য চাঁদোয়ায় ঠেকে।।
শূন্য হ'তে পড়ে পুনঃ মাথার উপর।
এই ভাবে ছুটাছুটি করে বার বার।।
হরিপাল গিয়া শীঘ্র পাগলে ধরিল।
হরিপালের মস্তকে পাগল বসিল।।
লম্ফ দিয়া পাগল পড়িল ধরাতলে।
প্রেমাবেশে তথা হ'তে দৌড়াইয়া চলে।।
পিছে পিছে ধাইলেন অক্ষয় ঠাকুর।
হরিপাল কহে তবে যাও জয়পুর।।
তাহা শুনি দৌড়াইয়া চলিল তারক।
সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া যায় কত লোক।।
যতেক মতুয়া গণ চলিল ধাইয়া।
নামে গানে প্রেমে মত্ত নাচিয়া গাইয়া।।
দৌড়িয়া দৌড়িয়া কারু হ'ল ঘনশ্বাস।
মাধাই আবেশ হ'ল মদন বিশ্বাস।।
এক গোটা বাঁশ ধরি দক্ষিণ করেতে।
ভাঙ্গা এক হাঁড়ি ধরিলেন বাম হাতে।।
বলে হারে বেটা কোথা চলিলি ধাইয়া।
মাধারে ভাড়ায়ে কোথা যাবি পালাইয়া।।
কই তোর গোরা কই কই তোর নিতা।
কাঁধার আঘাতে তার ভেঙ্গে দিব মাথা।।
তাহা শুনি হরিপাল আগুয়ে দাঁড়ায়।
অই নিতা যায় বলি পাগলে দেখায়।।
তার সঙ্গে দেখাইল অক্ষয় ঠাকুরে।
অই সেই গোরা যায় কে ঠেকাবে ওরে।।
খাটিবে না জোর তোর নিতাইর ঠাই।
এসেছি আমরা তোর ভাঙ্গিব বড়াই।।
কামের কামনা মোরা করিয়াছি চূর্ণ।
পাপেরে তাড়িয়া দিনু না রাখিনু পুণ্য।।
আর কিরে মাধা তোর দস্যুত্ব রাখিব।
এই হরিনাম অস্ত্রে পাষণ্ড দলিব।।
জগৎ মাতাব বলি প্রতিজ্ঞা আছয়।
হইয়া জগৎ ছাড়া পালাবি কোথায়।।
মদন কহিছে ডেকে মাধাই আবেশে।
এত যদি দর্প তবে দাঁড়া কাছে এসে।।
দৌড়িলে দণ্ডিব তোরে দেখ দণ্ড হাতে।
দণ্ডের জীবন দণ্ড মাধার দণ্ডেতে।।
তাহা দেখি হরিপাল কহে পাগলেরে।
ঐ এল মদনা বেটা মাধারূপ ধ'রে।।
তাহা শুনি মহানন্দ ফিরিয়া দাঁড়ায়।
বলে মাধা হরি বল ধরি তোর পায়।।
মাধা বেশে মদনের অধরোষ্ঠ কম্প।
পাগলের সম্মুখে পড়িয়া দিল লম্ফ।।
দণ্ড ধরি এক বাড়ী পাগলকে হাকে।
হাঁড়ি ফেলাইয়া মারে পাগল মস্তকে।।
দণ্ড বাড়ী লাগিল না পাগলের গায়।
হাঁড়ির আঘাত লেগে হাঁড়ি ভেঙ্গে যায়।।
অক্ষয় ঠাকুর ধরে ভাঙ্গা হাঁড়ি কাঁধা।
লম্ফ দিয়া বলে তোর বাঁচা নাই মাধা।।
নিতাইয়ের অঙ্গে দণ্ড আহারে পাষণ্ড।
ছিণ্ডিব চক্রেতে তোর দু ভায়ের মুণ্ড।।
নিত্যানন্দ ভাবাবেশে কহে মহানন্দ।
চক্র ছাড়ি দে ওরে অক্ষয় প্রেমানন্দ।।
কোথা লাগে দণ্ড তোর হরি দণ্ডধারী।
ঘরে ঘরে মেগে খাবি প্রেমের ভিখারী।।
প্রেমাবেশে পিপাসে ধরিল আশা দণ্ড।
সেই দণ্ড তাহাও করিব আমি খণ্ড।।
তোর কি দণ্ডিতে হয় যেই তোরে দণ্ডে।
নামরস পশাও উহার মেরুদণ্ডে।।
সুধাখণ্ড দয়ারবি কর প্রকাশিত।
জ্ঞানান্যে হৃদয়াম্বুজে সিঞ্চ প্রেমামৃত।।

দাঁড়াল মদন মাধা যষ্ঠি দণ্ডবৎ।
নিম্নেতে দক্ষিণ হাত উর্দ্ধে বাম হাত॥
হস্তপদ টান লোম কেশ উর্দ্ধটান।
স্বেদ কম্প অশ্রু হর্ষ উত্তার নয়ন॥
তারকের হ'ল তথা জগাই আবেশ।
দন্তে ধরে এক গোছা তৃণ আর কেশ॥
লোটাইয়া প'ল গিয়া পাগলের পায়।
পাগল সে তৃণগাছি দন্তে ধ'রে লয়॥
উঠিয়া পাগল ধরে তারকের গলে।
তারক পড়িল মহানন্দ পদতলে॥
লোহাগড়া বাজার দক্ষিণে এই লীলে।
বন্দরের লোকে দেখে হরি হরি বলে॥
কলরব হরিবল বাজার ভিতরে।
দোকানে বাজারে বন্দরের ঘরে ঘরে॥
তথা হ'তে চলিলেন তারকের ঘাটে।
তারকের নারী এল নবগঙ্গা তটে॥
তারকের ছিল যে পিস্তত ভ্রাতৃবধূ।
দেখে সুখে পান করে লীলাচক্র মধু॥
পাগল আসিয়া দুই বধূকে ধরিল।
পাগলের দুই পার্শ্বে দু'জন রহিল॥
দুইজনে পাগলে ধরিল সাপটিয়া।
পাগল দোঁহার স্কন্ধে দুই বাহু দিয়া॥
উতরিল তিনজনে তারকের বাড়ী।
তিনজনে একত্রে প্রাঙ্গণে রহে পড়ি॥
তাহা দেখি কীর্তনের লোক যত ছিল।
তারকের বাড়ী গিয়া কীর্তনে মাতিল॥
তিনজনে মধ্যে রাখি চৌদিকে ঘেরিয়া।
সংকীর্তন করে সবে ফিরিয়া ঘুরিয়া॥
ক্ষণে ক্ষণে ঘুরে যেন কুম্ভকার চাক।
উৎকলের কীর্তন যেমন বেড়াপাক॥
মধ্যেতে পাগলচাঁদ পড়িল ঢলিয়া।
দুই নারী পাগলের চরণ ধরিয়া॥
মাথার নাহিক বাস প্রেম উপলক্ষে।
ঘন ঘন কম্পে গাত্র বারিধারা চক্ষে॥
পাড়ার যতেক নারী আসিয়া অমনি।
কেহ হরিধ্বনি কেহ দেয় হুলুধ্বনি॥
কোন কোন নাগরী কীর্তন শুনে কাঁদে।
কোন নারী জল ঢালে সংকীর্তন মধ্যে॥
সেই জল কীর্তন মাঝারে হয় কাদা।
যেন সুরধনী ধারা প্রবাহিতা সদা॥
ক্রমে জল শুকাইয়া হয় গুড়া গোলা।
পুনঃ পুনঃ গগন মণ্ডলে উড়ে ধুলা॥
এইরূপ কীর্তন হইল বহুক্ষণ।
তারক ধরিল দুই বধূর চরণ॥
কাঁদিয়া কহেন মোর সার্থক জীবন।
আমি ধন্য হইলাম তোদের কারণ॥
প্রভু মহানন্দ ল'য়ে আনন্দ করিলি।
হরিচাঁদ প্রেম নীরে আমারে ভাসালি॥
অই ঠাই বসে শান্ত হইল সকল।
তথা বসি খাইল চাউল আর জল॥
গলে বস্ত্র করজোড়ে পাগলেরে কয়।
কুন্দসীর মহোৎসব নিরুৎসব ময়॥
তোমাবিনে নাহি হয় কোন মহোৎসব।
তব সঙ্গে এখানে আছে মহোৎসব॥
শুনিয়া পাগল শীঘ্র শীঘ্র যাত্রা কৈল।
পূর্বঘাটে এসে সবে জলেতে নামিল॥
কেহ কেহ ভেসে যায় কুন্দসীর ঘাটে।
দীননাথ পালের বাটীতে গিয়া উঠে॥
কেহ কেহ উঠে লোহাগাড়ার ঘাটেতে।
সিক্ত বস্ত্রে যায় দীন পালের বাটীতে॥
দীননাথ বাটী হ'ল সাধুসেবা সব।
এইরূপ মহানন্দে আনন্দ উৎসব॥
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত সুধাধিক সুধা।
তারক যাচিছে হেতু রসনার ক্ষুধা॥

স্বামী মহানন্দের ভক্তাশ্রমে ভ্রমণ।

পয়ার

বিকালে করিল যাত্রা কুন্দসী হইতে।
দীঘলিয়া আসিলেন সন্ধ্যার পরেতে।।
কেহ কেহ র'ল বেণী পালের আলয়।
যজ্ঞেশ্বর বাটীতে কেহ গিয়া রয়।।
বলাইর ভগ্নী লক্ষ্মী সাধনার শিষ্য।
সেই ঘরে কতক থাকিল হ'য়ে হর্ষ।।
কতক থাকিল ভীম বলাইর বাড়ী।
কতক থাকিল গিয়া গ্রাম আড়াবাড়ী।।
সেই খানে রাত্রিভোর নাম গান গেয়ে।
প্রভাতে করিল যাত্রা শ্রীহরি স্মরিয়ে।।
ঘসিবেড়ে গ্রামে ভাগ্যধর পাল ছিল।
তার বাড়ী কতক আসিয়া উতরিল।।
গোপীনাথ সাহা ছিল মতুয়া প্রেমিক।
ভাগ্যধর গুরু ভাবে বাসে প্রাণাধিক।।
সেই বাড়ী কেহ থাকে কেহ আর বাড়ী।
অষ্টাদশ ঘর পাল সব বাড়ী জুড়ি।।
সব বাড়ী বাড়ী বাল্য সেবা হইতেছে।
সব বাড়ী স্ত্রী পুরুষ নামে মাতিয়াছে।।
মাধ্যাহ্নিক সেবা দিল নামে বাবু রাম।
বিকালে সকলে পহুঁছিল শুক্তা গ্রাম।।
গোলোকচাঁদের বাটী হ'ল মহোৎসব।
সেই বাড়ী মহোৎসব করিতেছে সব।।
শুক্তাগ্রামে গোলোক পালের এক কন্যে।
দিলেন কতক ব্যয় মহোৎসব জন্যে।।
সে বাড়ীতে রাত্রি হ'ল নাম সংকীর্তন।
মহাভাবে মেতে হ'ল নিশি জাগরণ।।
দ্বিপ্রহর রাত্রে সব ভোজন করিল।
রাত্রি ভোর পুনশ্চ কীর্তন আরম্ভিল।।
হইতেছে নর্তন কীর্তন অতিশয়।
প্রেমে মেতে হইয়াছে জ্ঞানশূন্য প্রায়।।
পদ গায় প্রাণ হ'রে নিল নিল নিল।
আসিয়া অক্রুর মুনি প্রাণ হরে নিল।।
রে অক্রুর রথ রাখ হেরি কেলেসোনা।
পায় ধরি পদে পড়ি যত ব্রজাঙ্গনা।।
গান গায় বসে পালেঙ্গার চাক ঘরে।
কেহ চাক ঘুরায় কেহ বা টেনে ধরে।।
বৈশাখে পালের চাক কভু নাহি ঘুরে।
বেড়া হেলানেতে ছিলে ঘরের ভিতরে।।
এক ঠাই ছিল সেই চাক তিনখানা।
কীর্তন সময় দৃষ্টি করে কয় জনা।।
চক্র দেখে হ'ল ব্রজ ভাব উদ্দীপন।
বিস্মিত মূর্ছিত কেহ গায় আর জন।।
চণ্ডী গোস্বামীর পদ গায় কোন জনা।
রাখ রাখ অক্রুর নিওনা কেলেসোনা।।
যখন গায় অক্রুর প্রাণ নিল নিল।
প্রেমাবেশে কেহ কুম্ভ চক্রটি ধরিল।।
চাক দিয়া পাক দিল আলের উপরে।
রাখ রাখ বলি কেহ চাক টেনে ধরে।।
তাহা দেখি ঘূর্ণপাক পাগল ধরিল।
নিওনা বলিয়া চাকে মাথা পেতে দিল।।
মাথায় তুলিল চাক প্রেমেতে বিহ্বল।
অষ্টধারে বহিল যুগল চক্ষে জল।।
সে চাক চতুঃপার্শ্বে মস্তকে রাখিয়ে।
ঘুরাতে লাগিল চাক জড়াজড়ি হ'য়ে।।
এইরূপে ধরিলেন আর দুই চাক।
সবে বলে ওরে রথী রথ রাখ রাখ।।
হা কৃষ্ণ বলিয়া কেহ পড়িল ধরায়।
মূর্ছিত হইল কেহ চাকের নীচায়।।
পাগলের শির গিয়া ঠেকিয়াছে চাকে।
মাটি দিয়া ধুমা উঠে দেখে সব লোকে।।
তাহা দেখি সব লোক পড়িল হুতাশে।
চমকিত হ'য়ে বলে ধুমা উঠে কিসে।।
চাকা ধরি পালেরা লইল পালেঙ্গায়।
মূর্ছাপ্রাপ্ত যারা তাহাদের ধরে লয়।।

সবে দেখে পাগল পড়িয়া ধরণীতে।
ধুম্র উঠিতেছে পাগলের অঙ্গ হ'তো।
বাড়ীপরে পালেঙ্গা পশ্চিমের পোতায়।
সেই ঘরে যাদব পাগলে ধরি লয়।।
সনাতন নবীন বসু ছিলেন তথায়।
তাহারা পাগলে ধরিলেন সে সময়।।
ধুমা কেন উঠিতেছে পাগলের গায়।
দাহ হ'য়ে পাছে বা পাগল মারা যায়।।
তোরা সব থাকরে উপায় আর নাই।
দক্ষিণ পালেঙ্গাতে পাগলে ল'য়ে যাই।।
পাগলে তদ্রূপ দেখি সবার হুতাশ।
সেই ঘরে ল'য়ে যেতে করি অভিলাষ।।
এতশুনি সর্বজনে পাগলে তুলিল।
দক্ষিণ পালেঙ্গা ঘরে ধরিয়া লইল।।
অনর্গল ধুমা উঠে পাগলের গায়।
লোমকূপে ধুমা উঠে ছিদ্র কণ্ডু প্রায়।।
লোমকূপে ছিদ্র সব বিকশিত হ'য়ে।
ধুমা উঠিতেছে শূন্যে বেগেতে ধাইয়ে।।
ক্ষণে ধুমা উঠে হয় অন্ধকারময়।
ক্ষণে পাগলের অঙ্গ লক্ষ্য নাহি হয়।।
লোম উর্দ্ধ কেশ উর্দ্ধ নেত্র উর্দ্ধ শ্বাস।
ন ভূত, ন ভবিষ্যতি, ভাব অপ্রকাশ।।
মুখমধ্যে রক্তিম বরণ যায় দেখা।
মুখের উপরে উঠে অনলের শিখা।।
ঘরের মধ্যেতে আর ঘরের চৌদিকে।
হরি হরি হরি বলে নাচে গায় লোকে।।
পাগল বৈবর্ণ অঙ্গ ধুম্র সম্বরিল।
আস্তে ব্যাস্তে ত্রস্তে পাগলেরে কোলে নিল।।
তৈল মেখে পাগলেরে করাইল স্নান।
করা হ'ল সকলের সেবার বিধান।।
যবে পাগলের হ'ল সম্বিত বিধান।
সবে মৃতদেহে যেন পুনঃ পেল প্রাণ।।
প্রেমময় পাগলের অলৌকিক কাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

পাগলের চাপলিয়া গ্রামে যাত্রা।

পয়ার

নামেতে কাঙ্গালী পাল সাধু শুদ্ধ মতি।
চিরদিন শুক্তাগ্রামে করেন বসতি।।
বিকালে তাহার বাটী হ'ল মহোৎসব।
রহিলেন সেই বাড়ী মতুয়ারা সব।।
সেই বেলা ভরি হ'ল নাম সংকীর্তন।
অর্ধ নিশি পর্যন্ত নাহিক নিবারণ।।
সবে ক্ষান্ত প্রেম শান্ত সংকীর্তন সায়।
সব সাধু ভোজন হইল সে সময়।।
প্রাতেঃ উঠি চলিলেন চাপলিয়া গ্রাম।
সেই গ্রামে সাধু অতি শুকচাঁদ নাম।।
সেই বাড়ী যাত্রা কৈল নাম প্রেমাবেশে।
মতুয়ারা মাতোয়ারা নাচে কাঁদে হাসে।।
সেই শুক্রাগ্রামে একজন দ্বিজ ছিল।
সংকীর্তনকালে বড় তর্ক আরম্ভিল।।
পাগল ছিলেন বসি পালেঙ্গার ঘরে।
শ্রীনবীন বসু গিয়া কহে পাগলেরে।।
এক বেটা ব্রাহ্মণ এসেছে এ বাটীতে।
কুতর্ক করেছে সেই কীর্তন স্থানেতে।।
তাহা শুনি পাগল হইল ধাবমান।
সংকীর্তন মাঝে স্বামী মহানন্দ যান।।
অমনি বহিল বন্যা কীর্তন প্রাঙ্গণে।
ঝঞ্ঝাবাত যেমন বহিল রম্ভাবনে।।
যে স্থলে যে ছিল কারু আর বাক্য নাই।
হরি বলে গড়াগড়ি দিতেছে সবাই।।
সেই বিপ্র হ'য়ে ক্ষিপ্র গড়াগড়ি যায়।
উন্মত্ত হইয়া পড়ে পাগলের পায়।।
পাগলে আগুলে দ্বিজ রাখিতে না পারে।
জড়াইয়া ধরিলেন অক্ষয় ঠাকুরে।।
দুই দ্বিজ জড়াজড়ি গড়াগড়ি যায়।

দৌড় দিয়া কীর্তন ছাড়িয়া বাহিরায়।।
কদর্য উচ্ছিষ্ট স্থান নামেতে আদাড়।
গড়াগড়ি যায় বিপ্র তাহার উপর।।
সেই কথা পথে এসে হ'ল আন্দোলন।
কি মাহাত্ম্য পাগলের চরণে ব্রাহ্মণ।।
মদন বিশ্বাস পূর্ণচন্দ্র অধিকারী।
দোঁহে করে আন্দোলন ন্যায় পথ ধরি।।
আগে করে কুতর্ক জাতির কথা কয়।
সে জাতিতে এসে শেষে চরণে লোটায়।।
তারক বলিল অই দেমাকী ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণ রূপেতে ওরা শুক্রাচার্যগণ।।
গ্রন্থে বলে চাঁদকাজী নোয়াইল মাথা।
এত হিন্দু ব্রাহ্মণ লুকা'য়ে যা'বে কোথা।।
বলিতে বলিতে প্রেম আবেশ তখন।
গান ধরি দিল কোথা পালাবি যবন।।
শ্রীগৌরাঙ্গ এল সেজে আয় কাজী আয়।
কা'ল ভেঙ্গেছি খোল আজ যাবি কোথায়।।
সবে মিলে গায় বোল অঙ্গে উঠে কম্প।
কোথা যাবি বলিয়া কেহ বা মারে লম্ফ।।
কেহ কেহ বীর দর্প যষ্ঠি ঘুরাইয়া।
কেহ করে বীরদর্প যষ্ঠি দেখাইয়া।।
বাবরা গ্রামেতে যত বসতি যবন।
অই রূপ ভাব তারা করি দরশন।।
বাড়ীর বাহিরে মাঠে ঘাটে ছিল যারা।
বাড়ীর মধ্যেতে গিয়া পলাইল তারা।।
তিন মিয়া এসে ধেয়ে আগুলিল পথে।
সবিনয় বলে মোর বাড়ী হবে যেতে।।
মতুয়ারা বলে যদি বল হরিবোল।
তবে তোমাদের বাড়ী যাইব সকল।।
তাহা শুনি তিন মিয়া বলে হরিবোল।
দৌড়ে গিয়া পাগল তাদের দিল কোল।।
পাগলে লইয়া গেল বাড়ীর ভিতর।
পাড়ার মিয়ারা যত হ'ল একত্তর।।
বাড়ীর উপরে গিয়া ঘুরিছে পাগল।
তাহা দেখি মিয়ারা বলিছে হরিবোল।।
তাহা দেখি মতুয়ারা সেইভাবে মেতে।
হরি বলে নাচিতে লাগিল নানা মতে।।
লাফাইয়া উঠিলেন বাড়ীর উপর।
মতুয়ারা মিয়ারা হইল একতর।।
বিবি সাহেবেরা সবে এল দেখিবারে।
তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম করে।।
কে কারে কি করে কেহ বুঝিতে না পারে।
বড় ভীড় গোলমাল বাড়ীর উপরে।।
হাঁক দিয়া পাগল আইলেন বাহিরে।
জয় হরি গৌরহরি বলে উচ্চৈঃস্বরে।।
শেষে আর যত সাধু বাড়ীপরে ছিল।
কিছুক্ষণ পরে সবে বাহির হইল।।
একতর মতুয়ারা হইল সকল।
শুনিতেছে মিয়া বাড়ী হরি হরি বোল।।
কিছুকাল পরে তাহা হ'ল সম্বরণ।
পুনরায় মতুয়ারা জুড়িল কীর্তন।।

গীত

আমার গৌরাঙ্গ এল সেজে আয়রে কাজী আয়
কাজী আয় কাজী আয় কাজী আয় কাজী আয়
কা'ল ভেঙ্গেছিস খোল করতাল
আইজ যাবি কোথায়।।
আমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব মানিনে
তুই লাগিস কোথায়।।

পয়ার

গাইতে গাইতে পদ যায় চাপলিয়ে।
জ্ঞান হয় যেন যায় ভূমিকম্প হ'য়ে।।
চাপলিয়া গ্রামবাসী যত লোক ছিল।
শুকচাঁদ মণ্ডলের বাড়ীতে আসিল।।
স্ত্রী পুরুষ বাল্য বৃদ্ধ বারো আনা প্রায়।

গ্রামের যতেক হিন্দু আইল তথায়।।
এ দিকে মতুয়া চলে দুই ভাগ হ'য়ে।
এক ভাগ বাড়ীপর উঠিলেন গিয়ে।।
বাড়ীর উপরে গিয়া বলে হরি বোল।
প্রেমানন্দে মহানন্দ নাচিছে কেবল।।
মতুয়ারা যত ছিল বাড়ীর উপরে।
তাদের পাগল বলে তাড়া উহাদেরে।।
বাড়ীর নীচায় যারা করে হই হই।
উঠিতে পারে না যেন সবাকারে কই।।
গ্রামবাসী যারা বাড়ী পরে হরি বলে।
সবলোকে মহানন্দ তাড়াইয়া দিলে।।
হাঁড়ি কাঁধা ইটা চেঙ্গা আনিয়া সত্বর।
বলে তোরা ইহাদিকে ইহা ফেলে মা'র।।
কোনমতে ইহাদিকে উঠিতে না দিবি।
ওরা যদি বাড়ী ওঠে তোরা মা'র খাবি।।
পূর্ণচন্দ্র অধিকারী উঠিল অগ্রেতে।
দুই চারি ঢিলা ঘায় নামিল নিম্নেতে।।
পাগল কহিছে না উঠিস বাড়ীপর।
কি করিবি তোদেরে বা কেটা করে ডর।।
প্রাণ ভয় থাকে যদি প্রাণ লয়ে পালা।
এদেশেতে খাটিবে না হই হই বলা।।
চন্দ্রকান্ত মল্লিক সে পদুমা নিবাসী।
বাড়ীর নিকটে সেও উত্তরিল আসি।।
সে পূর্ণ অধিকারীর করেতে ধরিয়া।
বাড়ীর উপরে পড়ে এক লম্ফ দিয়া।।
ত্রেতা যুগ হ'তে যেন আইল বানর।
তেমনি লাফিয়া পড়ে বাড়ীর ভিতর।।
শ্রীহরিপাল তারক অক্ষয় ঠাকুর।
বাড়ী প'রে বলে নেড়ে যাবি কতদূর।।
মারামারি দেখি মার খাইতে এলাম।
মরি যদি ফিরিব না দিব হরিনাম।।
ঘরে পরে করে ধ'রে হরিনাম দিব।
শ্রীহরিচাঁদের প্রেম ফিরায়ে কি নিব।।
ঝাঁকে পড়ে কাঁধা চাড়া চেঙ্গা আর ইট।
মার মার বলিয়া পাতিয়া দিল পিঠ।।
দুই দিকে নাচিছে পাগল মহানন্দ।
মার মার মার বলি পরম আনন্দ।।
বাড়ীর উপরে এল মার মার মার।
ভয় নাই যারে পাই তারে ধরি মার।।
মার মার কোথাকার ছার হরিবোলা।
হরিবোলা মারিয়া হ'বরে হরিবোলা।।
হরিবোলারা উঠিল বাড়ীর উপর।
মেশামেশি দুই দলে হ'ল একত্তর।।
আর মারামারি নাই নাই গণ্ডগোল।
এ দলে ও দলে মিলে বলে হরিবোল।।
যাদব মল্লিক বলে জয় জয় জয়।
হরিচাঁদ জয় শ্রীগোলোকচাঁদ জয়।।
গুরুচাঁদ জয় জয় জয় হীরামন।
জয় জয় হরিচাঁদ পতিত পাবন।।
জয় জয় দশরথ ভক্তগণ জয়।
জয় যত হরিবোলা জয় মৃত্যুঞ্জয়।।
হরি বলে পড়ে ঢলে যাদব মল্লিক।
মতুয়ারা মাতোয়ারা নাই দিগ্বিদিক।।
কোলাকুলি ঢলাঢলি প্রেম আলিঙ্গন।
কেহ কেহ যায় মোহ ধুলায় পতন।।
ধুলায় ধূসর কেহ যায় গড়াগড়ি।
লম্ফ ঝম্ফ গাত্র কম্প প্রেমে হুড়াহুড়ি।।
চন্দ্রকান্ত মল্লিক পড়িয়া ভূমিতলে।
পাগলের পদ ধরি হরি হরি বলে।।
সংকীর্তন মধ্য হ'তে পাগল উঠিল।
লম্ফ দিয়া পশ্চিমের ঘরে প্রবেশিল।।
শান্ত নামে এক কন্যা মত্তা হরিনামে।
সতী সাধ্বী সুচরিত্রা শুদ্ধা ভক্তি প্রেমে।।
পাগলের প্রতি তার দৃঢ় ভক্তি রয়।
চারি ভাই তাহাদের নির্মল হৃদয়।।
নিবারণ শীতল কার্ত্তিক রতিকান্ত।

সাধু মহাজন প্রতি ভকতি একান্ত।।
তারকের শিষ্যপুত্রী সুমতী শ্রীমতী।
পাগলকে ধরিলেন সেই গুণবতী।।
শুকচাঁদ কানাই নিমায় কয় ভাই।
নাচিছে কীর্তনে আনন্দের সীমা নাই।।
তাহাদের ভগ্নী ধনী বসন্ত নামিনী।
হরি বলে পাগলে ধরিল সেই ধনী।।
পাগল তখনে দুই বাহু প্রসারিয়া।
সেই দুই মেয়েকে ধরিল সাপুটিয়া।।
অজ্ঞান হইয়া দোঁহে ঢলিয়া পড়িল।
যেন ভাদ্রে বান ডেকে ভাসাইয়া নিল।।
পূর্ণ অধিকারী হরিপাল পড়ে তথি।
মূর্ছা প্রাপ্তে পড়িল অক্ষয় চক্রবর্তী।।
কে কারে কি করে পড়ে কেবা কার গায়।
কি সুখ বাড়িল শুকচাঁদের আলয়।।
মদন বিশ্বাস এক পদ ধরি এল।
নিল প্রাণ নিলরে গৌরাঙ্গরূপে নিল।।
গৌরাঙ্গ দাঁড়ায়ে অই সুরধনী কূলে।
চল গো সজনী চল যাই গো সকলে।।
জল আনা ছল করি চল ন'দে বাসী।
জল আনা ছলেতে গৌরাঙ্গ দেখে আসি।।
এতেক বলিয়া কক্ষে লইল কলসী।
চল গিয়া গৌরাঙ্গ চরণে হই দাসী।।
সবে মিলে হ'ল যেন উন্মত্ত পাগল।
নর নারী বাল্য বৃদ্ধ বলে হরি বোল।।
কেহ কেহ উঠে গিয়া বসিল গৃহেতে।
কেহ নৃত্য করে অন্তঃপুর প্রাঙ্গণেতে।।
প্রেমাবেশে বাল্য বৃদ্ধ যুবা নর নারী।
সবে মিলে অম্লান অন্তরে ধরাধরি।।
স্ত্রী পুরুষ ধাবমান হ'ল একত্রেতে।
এক এক জন পাত্র লইল কক্ষেতে।।
কেহ ধায় এলোকেশে কেহ ঘোমটা টানে।
পুরুষে ঘোমটা দেয় কোঁচার বসনে।।
দুপুরের মধ্যেতে কেহ হ'তে নারে স্থির।
বাহির বাটীতে সব হইল বাহির।।
মতুয়ারা রামাগণে ধরিয়া ধরিয়া।
বাড়ীর উপরে সবে রাখে ঠেকাইয়া।।
কতক মতুয়াগণ বাড়ীদিকে ধায়।
নিবারণ শীতলের বাটীতে উদয়।।
কেহ কয় গঙ্গাতীরে উদয় অরুণ।
কেহ কয় অরুণের চরণে বরুণ।।
কেহ কয় তবে জল নিতে হ'ল ভাল।
গৌরাঙ্গ অরুণ পদে বরুণ পড়িল।।
তরুণ অরুণ সঙ্গে চন্দ্র যোগাযোগ।
কেহ বলে এই সেই পুষ্পবন্ত যোগ।।
কেহ বলে তার মধ্যে গঙ্গা সুরধনী।
কেহ বলে এই যোগ যোগ চূড়ামণি।।
কেহ বলে ভাসিয়া গেলাম অশ্রুজলে।
কেহ বলে দেখা কি পাইব গঙ্গাকূলে।।
কেহ বলে নাহি পেলে জাহ্নবীর কূলে।
কেহ বলে তবে দাসী হইবি কি ছলে।।
কেহ কেহ তুলে নিজ কক্ষেতে কলসী।
কেহ বলে হইব গৌরাঙ্গপদে দাসী।।
কেহ পিত্তলিয়া কুম্ভ করিয়াছে কক্ষে।
কেহ নাচে মেটে কুম্ভ ক্ষপরে রেখে।।
কেহ বাহিরের কুম্ভ পূর্ণ কিংবা খালি।
কেহ তার একটা লইল কক্ষে তুলি।।
কেহ বলে ক্ষান্ত না করিও সংকীর্তন।
কেহ বলে ধর ওই গৌরাঙ্গ চরণ।।
কেহ নাচিয়া গাইয়া চলেছে কাঁদিয়া।
কেহ কার গায় পড়ে হেলিয়া দুলিয়া।।
কেহ যায় স্নানে কালীগঙ্গা মরানদী।
কেহ সেই ঘাটে গিয়া করে কাঁদাকাঁদি।।
কেহ কেহ বলিতে সকলে ঘাটে গেল।
কেহ বলে কে গো এই বর্ণ যেন কালো।।
কেহ বলে গোরা ছবি প্রাতঃ রবি প্রায়।

কেহ বলে কালশশী তাতে মিশি রয়।।
কেহ বলে কাল গৌর মাঝেতে দাঁড়ায়।
কেহ কেহ বলে অই বাঁশী করে লয়।।
কেহ বলে কাল গোরারূপ জলের ছায়ায়।
কনক কমল কাল কমলে উদয়।।
কাল জলে কাল জ্বলে দেখ গো কেমন।
নিলাজ হেমাঙ্গ মাঝে হ'য়েছে মিলন।।
জলে জ্বলে জলদধ দেখে সখীগণ।
জলে যাই হেরি রাই শ্যামের মিলন।।
একা আমি আমি তোরা না নামিস কেউ।
দেখ রূপ জ্বলে জলে দিওনা লো ঢেউ।।
একা আমি ধরে আমি শ্যাম জলধর।
নামিলে হারাবি জলে পাবি না অধর।।
আমি ধরি বলে জলে নামিল সকল।
বলে কই রাই কই সে নীলকমল।।
জলে নামি করে সবে শ্যাম অন্বেষণ।
ডুব দিয়া মহানন্দে করে দরশন।।
কেহ বলে রাই শ্যাম করে জলকেলি।
জলে নামি করে সবে জল ফেলাফেলি।।
কেহ বলে গঙ্গাজল সেচে দিব ফেলে।
জলধর লুকায়েছে কালীগঙ্গা জলে।।
কেহ বলে আর কত কাঁদিবি আকুলে।
কেহ বলে জলে জ্বলে চল যাই কূলে।।
কেহ বলে কুল গেল বিরজার কুলে।
কেহ বলে কুল কালা কাজ কি গো কুলে।।
কেহ বলে কুলে জ্বেলে দিয়াছি অনল।
কেহ বলে জল ঢেলে কর গো শীতল।।
কেহ বলে ভাসা কুল কুলে দিয়া জল।
কেহ বলে কুল সাথে যা'বে কার বল।।
কেহ বলে কুল ধুয়ে খাবি নাকি জল।
কেহ বলে কুল যাক কূলে যাই চল।।
এতেক বলিয়া সবে চলিলেন বেগে।
হরিপাল অক্ষয় ঠাকুর চলে আগে।।

জয় হরিধ্বনি করে যত রামাগণে।
তীরে এসে হুলুধ্বনি দিল সর্বজনে।।
চন্দ্রকান্ত মল্লিক ধেয়েছে পাছে পাছে।
গাছবাড়িয়ার রামধন চন্দ্র নাচে।।
মদন বিশ্বাস বলে চল চুপে চুপে।
টের পেলে গুরুজন উঠিবেন ক্ষেপে।।
এরূপেতে অপরূপ প্রেমের তরঙ্গ।
পাগল সাঁতারে প্রেম সংকীর্তন ভঙ্গ।।
স্বাভাবিক ভাবে সুস্থ হইলেন সব।
নিবারণ বাটী হ'ল চিঁড়া মহোৎসব।।
অন্নভোজ করে সবে শুকচাঁদ বাড়ী।
পাগলে ধরিল শুকচাঁদের মা বুড়ি।।
অক্ষয় ঠাকুর আর পাগলকে ল'য়ে।
দুজনকে ভুঞ্জাইল কোলে বসাইয়ে।।
পশ্চিমের ঘরে সবে বসিয়া নিভৃতে।
তারকে ডাকিয়া আনাইল নিকটেতে।।
অক্ষয় ঠাকুরে করাইতে উপদিষ্ট।
বলিলেন তারকেরে তুমি হও ইষ্ট।।
তারক কহেন ইহা আমি নাহি পারি।
উপদিষ্ট হউন ব্রাহ্মণ এক ধরি।।
অক্ষয় কাঁদিয়া কহে ব্রাহ্মণে কি কাজ।
অংশ অবতার তুমি ইষ্ট দ্বিজরাজ।।
আমি যার পিপাসিত তাই যদি পাই।
যার ঠাই পাই তাই নিব তার ঠাই।।
মোর প্রশ্নোত্তর দেন সব মহারথী।
গুরু কোন জাতি হয় মন্ত্র কোন জাতি।।
শুকদেব হাঁড়ির নিকটে মন্ত্র নিল।
শুকপাখী ছানা তবু বিপ্র আখ্যা পেল।।
পাগল তারকে কহে হরি সহকারী।
পারিবা না এই কার্য যদি আজ্ঞা করি।।
পাগল কহেন আজ্ঞা দিলাম তোমায়।
তারক কহিল অসম্ভব কিছু নয়।।
কর্ণমূলে মহামন্ত্র করিলেন দান।

পাইয়া চিন্ময়ী শক্তি হ'ল শক্তিমান।।
প্রেমানন্দে ঢলাঢলি হইল সকল।
জয়ধ্বনি করি সবে বলে হরিবোল।।
স্বীয় স্বীয় স্থানে সব গমন করিল।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত তারক রচিল।।

পরিশিষ্ট খণ্ড
তৃতীয় তরঙ্গ
বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রী বৈষ্ণব দাস জয় গৌরী দাস।।
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোকচন্দ্র জয় শ্রী লোচন।।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময়।।
(জয় শ্রীসুধন্যচাঁদ সভ্যভামাত্মজ।
প্রেমানন্দে হরি গুরু শ্রীপতিচাঁদ ভজ।।)
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।।

ভক্ত হরিপাল উপাখ্যান।
পয়ার

গোলোক পালের পুত্র হরিপাল নামে।
যশোহর অধীনে কেশবপুর গ্রামে।।
ওড়াকাঁদি হরিচাঁদ নিকটে না যায়।
উদ্দেশ্যে মতুয়া হ'য়ে হরিগুণ গায়।।
হরিপাল হরিবোলা হইয়া গিয়াছে।
মতুয়া বলিয়া নাম প্রচার হ'য়েছে।।
এই সময়েতে তার হ'য়েছিল জ্বর।
জ্বরেতে অজ্ঞান প্রায় হইয়া বিকার।।
তার পিতা ভয় ভীত হইয়া মনেতে।
ডাক্তার আনিতে যায় ঔষধ খাওয়াতে।।
অমনি চৈতন্য হ'য়ে হরিপাল কয়।
হরিবোলা হ'য়ে কি ঔষধ খাওয়া যায়।।
হরিবোলা হ'য়ে যেবা ঔষধ খাইল।
জানিবে সে হরিবোলা সেদিন মরিল।।
তবে যদি বাঁচে কোন ঔষধি খাইয়ে।
সে বাঁচা সে মিছা বাঁচা বাঁচে কি লাগিয়ে।।
আমি তারে মনে করি জ্ঞান প্রাণ হত।
মায়াদেহ কায়া যেন ছায়াবাজী মত।।
না রহে নৈষ্ঠিক তার নাম নিষ্ঠা হারা।
দিন দুই চারি খেলা জীয়ন্তে সে মরা।।
ওড়াকাঁদি হরিচাঁদ হ'য়েছে উদয়।
পতিত পাবন প্রভু বড় দয়াময়।।
যাই যাই ভাবি আমি যাইতে না পারি।
শ্রবণে শুনেছি নাম চক্ষে নাহি হেরি।।
না দেখিতে পারিলাম প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।
হেনকালে শুনিলাম লীলা হ'ল সাঙ্গ।।
গোলোকের নিত্যধন গেলেন গোলোকে।
উদ্দেশ্য ভাবি শ্রীপদ মনের পুলকে।।
শুনেছি সাধুর মুখে কহে পরস্পর।
অধর ধরিবি যে ধরেছে তারে ধর।।
অধর মানুষ যে ধরেছে ধরাপর।
মানুষ পড়িবে ধরা সে মানুষ ধর।।
সূর্যনারায়ণ খুড়া ডুমুরিয়া আছে।
ঠাকুরের কথা শুনিয়াছি তার কাছে।।
আমারে বাঁচাও যদি ওড়াকাঁদি যাও।
হুকুম আনিয়া পিতা আমাকে বাঁচাও।।
চলিল গোলোক পাল ওড়াকাঁদি যেতে।
ডুমুরিয়া গেল সূর্যনারায়ণে নিতে।।
কহিল আমার সাথে যেতে হবে ভাই।
হরিপুত্র গুরচাঁদে আনিবারে যাই।।
সূর্যনারায়ণ এল হরি হরি বলে।
তেতুল গুলিয়া খাওয়াইল হরিপালে।।

কাঁচি দধি পান্তাভাত খাওয়াইয়া দিল।
কাঁচা জলে স্নান জ্বর ধুয়ে ফেলাইল।।
সূর্যনারায়ণ ল’য়ে পরামর্শ করে।
বল খুড়া ওঢ়াকাঁদি যাই কি প্রকারে।।
হরিচাঁদ জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভু গুরুচাঁদ।
সে প্রভু কেমন আমি দেখিব সে পদ।।
করিলেন দিন ধার্য ওঢ়াকাঁদি যেতে।
ঠিক হ’ল সূর্যনারায়ণ যা’বে সাথে।।
একখানা নৌকা আছে বাওয়ালে পাঠাবে।
নৌকা চালাইয়া শেষে ওঢ়াকাঁদি যাবে।।
নৌকার চালান দিল বাওয়ালেতে গেল।
বাদায় সুন্দরী বনে গাছ কাঁটা ছিল।।
চাঁদপাই দক্ষিণে সে সুন্দরীর চক।
সেখানে কাটিল গাছ মনেতে পুলক।।
গদাই নামেতে সেই বাওয়ালির পাড়া।
সেই চকে গাছ কাটে পড়ে গেল সাড়া।।
এদিকেতে ওঢ়াকাঁদি মানসী করিয়া।
পাড়ার বাওয়াল সবে কাঠ কাটে গিয়া।।
কাটিয়া কাটিয়া নিয়া নৌকায় বাঁধিল।
বাবা হরিচাঁদ বলি নৌকা ছেড়ে দিল।।
সে পাড়ার নৌকা ছিল অষ্টাদশ খান।
সব নৌকা সায়রে জোয়ারে দিল টান।।
চিলা হতে নৌকা ছাড়ে জোয়ারের গোণে।
রাত্রি দেখে নৌকা রাখে মাকড়ের ঢোনে ।।
নৌকা রেখে সবে ঘুমাইল বিহুঁশিতে।
ভাটা লেগে তরণী ডুবিল অর্ধ রাতে।।
বাওয়ালিরা চারিজন নায় বাঁধে কাঁছি।
চেঁচা চেঁচি করে বলে কিসে মোরা বাঁচি।।
ভোর রাত্রি চারিজন অন্য নায় উঠে।
বাড়ী এসে বলে হরিপালের নিকটে।।
দিন ভরে অনাহারে হরিপাল রয়।
বাবা হরিচাঁদ বলে কাঁদে সর্বদায়।।
হত্যা দিয়ে থাকে শুয়ে দেখিল স্বপন।
স্বপ্নাদেশে কহে এসে সূর্যনারায়ণ।।
আর না কাঁদিস বাছা হ’য়ে অর্থলোভী।
চলে যা নৌকার কাছে নৌকা গাছ পাবি।।
সেই সব ভাগিদের সঙ্গেতে করিয়া।
ডোবা নৌকা যথা তথা উত্তরিল গিয়া।।
সেই খানে গাঁঠ বাঁধা নৌকা বার খান।
কেঁদে কহে হরিপাল বাওলির স্থান।।
কাছি বাঁধা খুঁটিগাড়া নোঙ্গর যে ছিল।
তাহা উধঘাটিয়া নৌকা মধ্য গাঙ্গে এল।।
গদাই বাওয়ালি অন্য লোক ল’য়ে ব’সে।
নৌকা উঠাইয়ে নিবে করে পরামিশে।।
হরিপাল বলে সেই বাওয়ালির ঠাই।
আমি মোর ডোবা নৌকা তুলে নিতে চাই।।
গদাই বলেছে নৌকা বাদায় ডুবিলে।
কোন বেটা নৌকা পাইয়াছে কোন কালে।।
কুম্ভীর জলেতে লোনা কাঙ্গট হাঙ্গর।
এই স্থান হ’তে নৌকা কে উঠাবে তোর।।
হরিপাল বলে যদি তুলে দাও নৌকা।
তুমি মোর ধর্মপিতা দিব কুড়ি টাকা।।
গদাই বলেছে তুমি কেন পিতা কও।
ইচ্ছা থাকে কুড়ি টাকা তুমি ল’য়ে যাও।।
তাহা শুনি হরিপাল নিরস্ত হইল।
নিজে নৌকায় এসে রাত্রিতে রহিল।।
বাবা হরিচাঁদ বলে ছাড়ে ঘন হাই।
শেষ রাত্রে চেঁচাইয়ে উঠিল গদাই।।
হেনকালে শব্দ উঠে নৌকা ঠেকাঠেকি।
জল শব্দ উঠে ঢেউ নৌকা ঢকঢকি।।
গদাই বাওয়ালি বলে সবে শুনে নেও।
উঠাও পালের নৌকা যদি ভাল চাও।।
এ নৌকা না উঠাইলে কারু বাঁচা নাই।
নতুবা সকল নৌকা ডুবিবে এ ঠাই।।
ব্যাঘ্রে চড়ি উগ্র এক মানুষ আসিয়ে।
প্রকাণ্ড শরীর তার কহে হুঙ্কারিয়ে।।

শীঘ্র করি এই তরী প্রভাতে উঠাও।
নৈলে ডুবাইব সব বাওয়ালির নাও।।
রাত্রি পোহাইল সবে করে ডাকাডাকি।
গদাই বাওয়ালি বলে তোরা আয় দেখি।।
জলে নক্র কে ডুবিবে কে বাঁধিবে কাছি।
হরিপাল বলে আমি নিজে ডুবিতেছি।।
ভাটার সময় ডুব দিল হরি বলে।
এক ডুবে কাছি বাঁধি উঠিলেন কূলে।।
হরিপাল বলে কাছি উপরে থাকুক।
ক্ষণেক বিলম্ব কর জোয়ার আসুক।।
বাবা হরিচাঁদ বলে উৎকণ্ঠিত প্রাণ।
ছয় জনে কাছি ধরি দিল এক টান।।
হাল দাঁড় বাঁধা গাছ নোঙ্গর সহিতে।
জাগিয়া উঠিল নৌকা ছই ছাপ্পরেতে।।
গদাই বাওয়ালি বলে কিছুকাল রও।
ভাটা হ'লে আপনি জাগিবে এই নাও।।
জল ফেলাইল সবে ভাটার সময়।
সেঁচা হ'য়ে পূর্ব্ববৎ নৌকা ভেসে রয়।।
গদাই বাওয়ালি তার এ বার্ষিক আছে।
একটি মানুষ দেয় শার্দূলের কাছে।।
হরিপাল যবে নৌকা খুলিবারে চায়।
সেই দিন বাঘের বার্ষিক দিতে হয়।।
গদাই বাওয়ালি বলে হরিপাল শুন।
টাকা দিবা বলেছিলে দেহ টা এখন।।
হরিপাল বলে টাকা দিব কি কারণ।
নৌকা উঠাইয়া দিলে দেখিয়া স্বপন।।
শুনিয়া গদাই রাগ হ'ল অতিশয়।
মৌখিকেতে সাধুভাষা হরিপালে কয়।।
আশা ছিল হরিপাল দেশে ফিরে যাবে।
তারপর গদাই সে নৌকা তুলে নিবে।।
তাহা নাহি হ'ল আরো টাকা নাহি দেয়।
জানে প্রাণে মারিব যেমন দুরাশয়।।
গদাই বলেছে হরি ধর্ম্মপুত্র তুমি।
চল বাছা চক দেখাইয়া আনি আমি।।
সাধুর তরণী কভু মারা নাহি যায়।
তোমা হ'তে এই কথা হইল প্রত্যয়।।
নৌকা পেলে গাছ পেলে বাপরে আমার।
আমার যা আছে তাহা সকলি তোমার।।
কতকগুলি গাছ কাঁটা আছে এই চকে।
মম সঙ্গে চল বাছা দিব তা তোমাকে।।
ধর্ম্মপুত্র, তুমি, তোমা বড় ভালবাসি।
চল যাই তোমাকে দেখায়ে ল'য়ে আসি।।
এই গাছ দেশে ল'য়ে ওরে বাবা।
এই গাছ নামাইয়া সেই গাছ নিবা।।
এত বলি দুইজনে চড়ি ডিঙ্গিনায়।
হরিপালে লইয়া গদা বাদা মধ্যে যায়।।
দুই তিন জোলা খাল পার হ'য়ে গেল।
দুর্গম বাদার মধ্যে হাঁটিয়া চলিল।।
হরিপাল বলে ওরে গদাই বাওয়ালি।
কই তোর কাঁটা গাছ কোথা ল'য়ে আলি।।
গদা বলে হরিপাল বুঝিতে না পার।
সময় থাকিতে পরকাল চিন্তা কর।।
আমার নিয়ম আছে বার্ষিক এ স্থান।
একটি মানুষ দেই বাঘের যোগান।।
সেই জন্য আসিয়াছি তোমারে লইয়ে।
তোরে দিয়ে সেই বার্ষিক যাব শোধ হয়ে।।
হরিপালে ধরে তথা বসাইয়া রাখে।
দূরে গিয়ে গদাই চালান মন্ত্র ডাকে।।
বসিলেন হরিপাল নয়ন মুদিয়া।
মরিলাম হরিচাঁদ বিদেশে আসিয়া।।
কেন মোরে বাদায় পাঠালে স্বপ্নাদেশে।
রাখ মহাপ্রভু আমি মরিনু বিদেশে।।
এ বিপদে যদি পদে স্থান নাহি দিবে।
অকলঙ্ক নামে তব কলঙ্ক রহিবে।।
বাঘে খাবে এত ভাবি ছেড়ে দিল দেহ।
চক্ষেধারা জ্ঞান হারা পড়ে দিল মোহ।।

কতক্ষণ তথা অচৈতন্য হ’য়েছিল।
দৈবে এক মহা পুরুষ তথায় আসিল।।
হরিপালে উঠাইল ধরে দুই হাতে।
বলে আমি আসিয়াছি ওড়াকাঁদি হ’তে।।
ভয় নাই বাছারে নয়ন মেলে থাক।
গদাই কি করে তাহা ব’সে ব’সে দেখ।।
হরি গ্রীবা পরে হরি বসে পাছা দিয়ে।
দুই দিকে দুইপদ বক্ষে ঝুলাইয়ে।।
দাঁড়িয়ে রহিল এক লৌহ গদা হাতে।
হরিপাল বসিয়া রহিল নির্ভয়েতে।।
উরুযুগ বক্ষে চাপি বঙ্কিম জঙ্ঘায়।
যেন নরসিংহ মূর্তি ভয়ংকর কায়।।
হরিপাল বাহুযুগে উরু চাপি ধরি।
শ্রীচরণে হেরি দুনয়নে বহে বারি।।
জীবমানে হেরি নাই শ্রীচরণ তরী।
দেখিব দেখিব মনে আশা ছিল ভারি।।
সেই আশা পূর্ণ হ’ল নৌকা বিসর্জনে।
বর্তমানে দেখিলা গদাইর গুণে।।
মৃত্যুঞ্জয় বিরচিত স্তোত্র গীতি যাহা।
অঙ্গ চিহ্ন লক্ষণাদি দেখিলাম তাহা।।
মন্ত্র পঠি ডাকে গদা হ’ল এক শব্দ।
ভূমিকম্পে প্রায় শব্দে বনজন্তু স্তব্ধ।।
সব পক্ষী উড়িল নিদান ডাক ছাড়ি।
চকের মধ্যেতে যেন মহা হুড়াহুড়ি।।
ভীষণ শার্দূল এক তথায় আসিয়া।
হরিপাল সম্মুখে পড়িল লম্ফ দিয়া।।
ব্যাঘ্র এসে অল্প মাত্র রহিল তফাৎ।
ব্যবধান অনুমান চারি পাঁচ হাত।।
লক লক জিহ্বা একহাত পরিমাণ।
লালাইছে বাহির করিয়া জিহ্বা খান।।
গর্জন করিছে ব্যাঘ্র হেন জ্ঞান হয়।
ভীমনাদে মহাক্রোধে মাটি ফেটে যায়।।
দণ্ডচারি এইরূপে গর্জন করিল।
লম্ফ দিয়া দৌড়াইয়া ব্যাঘ্র পালাইল।।
গদাইর দিকেতে হইল ধাবমান।
তাহা দেখি উড়ে গেল গদাইর প্রাণ।।
শঙ্কা পেয়ে গদাই কহিছে অতঃপরে।
বলে বাবা হরিপাল রক্ষা কর মোরে।।
না বুঝিয়া হেন কার্য করিয়াছি তোমা।
তুমি সাধু হরি ভক্ত মোরে কর ক্ষমা।।
তুমি মম পিতা হও আমি তব ছেলে।
মরেছি মরেছি বাবা রাখ পুত্র বলে।।
আর আমি আসিব না বাওয়াল করিতে।
এইবার বাঁচাইয়া লহরে দেশেতে।।
স্কন্ধে থেকে প্রভু ডেকে বলে হরিপালে।
বাঁচাইয়া লহ ওরে হ’ল যদি ছেলে।।
এ বেটারে যদি অদ্য বাঘে ধরে খাবে।
দুর্গম বাদার পথ কে দে’খায়ে ল’বে।।
হরিপাল আজ্ঞা দিল ব্যাঘ্র ফিরে গেল।
ভয় নাই বলিয়া গদারে আশ্বাসিল।।
দয়া করি গদাইর প্রাণ দান করি।
তরীতে আসিল হরি বলে হরি হরি।।
পুনর্বার সায়রে জোয়ারে দিল টান।
এক সঙ্গে ভাসাইল তরী তের খান।।
খুলনা আসিল যবে ট্যাক্সের অফিসে।
হরিপালের নৌকা সকলের পাছে আসে।।
ট্যাক্স ঘাটে সকলের নৌকা লাগাইল।
বিশ ত্রিশ টাকা প্রতি নৌকায় লাগিল।।
হরির তরণী না রাখিল ট্যাক্স ঘাটে।
নিজ ঘাটে নৌকা বেয়ে এল নিঃসঙ্কটে।।
এইসব আশ্চর্য কার্যে বিস্ময় মানিল।
তারপর শ্রীশ্রীধাম ওড়াকাঁদি গেল।।
উত্তরিল ওড়াকাঁদি মনের আহলদে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গুরুচাঁদ পদে।।
মনের বাসনা যাতে ধন বৃদ্ধি হয়।
মনে মনে ভাবিলেন যাত্রার সময়।।

দেখা মাত্র গুরুচাঁদ বলিল বচন।
হরিবল হরি তব বাড়িবেক ধন।।
মনো কথা যত তার মনে মনে ছিল।
গুরুচাঁদ শ্রীচরণে সব নিবেদিল।।
ক্রমেতে সম্পত্তি তার বাড়িতে লাগিল।
হরিচাঁদ নামে বহু লোক মাতাইল।।
কতক খাতক হ'ল বহু শিষ্য হল।
অন্য জাতি স্বজাতীয় লোক মাতাইল।।
অর্জুন মাতিল আর নাগর বণিক।
হরিচাঁদ প্রেমে লোক মাতিল অধিক।।
হরিচাঁদ প্রেমে গুরুচাঁদের ভাবেতে।
মাতাইল পাল বংশ অনেক গ্রামেতে।।
পালপাড়া শুক্তাগ্রাম আর কুলুখালি।
ঘসিবেড়ে দিঘলীয়া মাতে হরি বলি।।
হরিপালের চরিত্র বিচিত্র অদ্ভুত।
শ্রবণে কলুষনাশ হারে রবিসুত।।
যেবা শুনে গায় হয় দুস্তারে নিস্তার।
হেন মধু পিও সাধু জন্ম নাহি আর।।
হরি প্রেম সাগরে সাঁতারে সাধুলোক।
শ্রীহরি চরিত্র সুধা ক্ষুধার্ত তারক।।

ভক্ত-গণ প্রমত্ত।

পয়ার

মল্লকাঁদি নিবাস ছাড়িয়া মৃত্যুঞ্জয়।
কালীনগরেতে বাস প্রভুর আজ্ঞায়।।
যে কালেতে মৃত্যুঞ্জয় এল এই দেশে।
সূর্যনারায়ণ মত্ত প্রথমত এসে।।
তারপরে মাতিল তারক সরকার।
কাশীমাকে মা বলিয়া পদ কৈল সার।।
তারকের জন্মদাতা পিতা কাশীনাথ।
মাতা অন্নপূর্ণা দেবী তস্য গর্ভজাত।।
গুরু মৃত্যুঞ্জয় গুরুমাতা কাশীশ্বরী।
নামে নামে মেশামেশি এক জ্ঞান করি।।
আরো হরিচাঁদ নামে গুণ প্রকাশিয়া।
প্রথমতঃ হরিপদ দিল দেখাইয়া।।
উপদেষ্টা গুরু বলি মানিল তারক।
তাহা দেখি এদেশে মাতিল বহুলোক।।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ পাল কুণ্ডু নমঃশূদ্র।
জাতি নানাবিধ যত ছিল ভদ্রাভদ্র।।
মাতিল চন্দ্র মল্লিক অতি নিষ্ঠারতি।
হ'ল যেন কাশীমার গর্ভজ সন্ততি।।
মত্ত রাধানাথ চন্দ্র মল্লিকের শিশু।
খাসিয়ালী নিবাসী নবীন চন্দ্র বসু।।
পিরিতিরামের পুত্র দক্ষিণ বাড়ীতে।
কুলিনের বংশে জন্ম কায়স্থ কুলেতে।।
কাশীমাকে মা বলিয়া পূর্ণ মাতৃভাব।
হরিপাল সঙ্গেতে হইল সখ্যভাব।।
তারকেরে গুরু মানি প্রিয় শিষ্য হ'ল।
সাধনা দেবীকে গুরু মা বলে ডাকিল।।
শ্রীঅক্ষয় চক্রবর্তী পবিত্র ছিণ্ডিয়ে।
হরিপ্রেমে মেতে গেল উদাসীন হ'য়ে।।
মহানন্দ আজ্ঞাক্রমে তারকে ধরিল।
আত্ম সমর্পণে গুরু বরণ করিল।।
সাধনাকে গুরুমাতা করিল বরণ।
“কামবীজ” “কাম গায়ত্রী” করিল গ্রহণ।।
গাছবাড়ী গ্রামে মাতে চন্দ্র রামধন।
বহুজন মাতাইল তারা দুইজন।।
মাহিষ্য মাধব দাস গাছবেড়ে গ্রামে।
সিকদারোপাধী মত্ত হরিচাঁদ প্রেমে।।
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বলে সারে রোগী।
গুরুচাঁদ প্রিয় ভক্ত গাঢ় অনুরাগী।।
মনপ্রাণ সপিয়াছে গুরুচাঁদ পায়।
স্নান সন্ধ্যা বিবর্জিত প্রেমোন্মত্ত কায়।।
মাতিল মাহিষ্য দাস দাসের ময়াল।
তার মধ্যে মাধব করেন ঠাকুরাল।।
কপালী ময়াল মধ্যে করে ঠাকুরালি।

যোগানিয়া গ্রামে ভক্ত নিমাই কপালী।।
তার প্রতি মাধবের দয়া উপজিল।
তার বাড়ী ঠাকুরের আসন পাতিল।।
শ্রীগুরুচাঁদের নামে করিল ঔদাস্য।
তাহারা সকলে হ'ল তারকের শিষ্য।।
মাতিল কালিয়া গ্রামে বিপ্র পঞ্চানন।
বড় অধিকারী তিনি ভকত সুজন।।
ভট্টাচার্য উপধিক শ্রেষ্ঠ শ্রেণী রাঢ়ী।
ভক্ত সঙ্গে যান রঙ্গে ওড়াকাঁদি বাড়ী।।
দোঁহাই শ্রীগুরুচাঁদ বলে রোগী সারে।
মানসিক টাকা দেন শ্রীগুরুচাঁদেরে।।
গুরুচাঁদ নামে ঘট পাতে ঠাই ঠাই।
আমবাড়ী গ্রামে ঘট পাতিল গোঁসাই।।
তেরখাদা রজবংশী মাতিল সকল।
মুসল্মান তিনকড়ি বলে হরিবোল।।
তেরখাদা ঘট পাতে রাজবংশী বাড়ী।
পাতিল দোসরা ঘট মাঞ্জের বাড়ী।।
সাহাজাতি পুরুষ প্রকৃতি মাতিয়াছে।
তারকেরে গুরু বলে নাম লইয়াছে।।
তেরখাদা ঘাটের পাটনী বনমালী।
ডুমুরিয়া তার বাড়ী মাতে হরিবলি।।
ইতিপূর্বে জয়পুর প্রহলদ পাটনী।
খেয়াঘাটে ধ্বনি জ্বেলে পো'হাত অগিনি।।
গ্রীষ্মকালে অগ্নি জ্বেলে প্রখর রৌদ্রেতে।
জপিত শ্রীহরিনাম বসে সেখানেতে।।
গোস্বামী গোলোক এসে তাহা নিষেধিল।
শেষে নামে মত্ত হ'য়ে নিদ্রা তেয়াগিল।।
তেরখাদা মাতাইল বহু সাধু লোক।
মাতিল সাহাজী শশী হৃদয় তারক।।
কি কহিব ইহাদের ভকতির কথা।
অতি সাধ্বী সতী নারী ইহাদের মাতা।।
হৃদয় শশীর পিতা মহা অনুরাগী।
হরিচাঁদ প্রিয় ভক্ত যেন মহাযোগী।।

ওড়াকাঁদি ভক্ত পেলে করে শিরোধার্য।
মন প্রাণ দেহ দিয়া করে সেবা কার্য।।
পঞ্চানন ঠাকুরের মহিমা অপার।
হরিভক্তি শিখাইয়া মাতাল সংসার।।
দুর্গাপুর মাতে হরিবর মনোহর।
তারকের শিষ্য তারা ভক্ত প্রিয়তর।।
মহাকবি দুই ভাই ভক্ত চূড়ামণি।
উভয়ে কবি আখ্যা কবি চূড়ামণি।।
তারকের বাঁধা পদ কাজ কি মন্ত্রবীজে।
পদ শুনে হরিবর সন্ধ্যাহ্নিক ত্যজে।।
মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের স্তোত্র গীতি যাহা।
ত্রি-সন্ধ্যা আহ্নিক তার মূলমন্ত্র তাহা।।
তারকের স্তবাষ্টক নিজকৃত স্তব।
তাই ল'য়ে স্নানকেলী পরম উৎসব ।
মনোচোরা মহানন্দ পরব্রহ্ম জ্ঞান ।
মহাসংকীর্ত্তনে তাহা রয়েছে ব্যাখ'ন ।
গুরুচাঁদ আজ্ঞা দিল ওরে হরিবর ।
তারকেরে গুরু করে পাদপদ্ম ধর ।
গুরুচাঁদ আজ্ঞামতে শ্রীতারক গুরু।
মহানন্দ শ্রীতারক বাঞ্ছা কল্পতরু।।
চণ্ডীচরণের পুত্র যাদব মল্লিক।
মৃত্যুঞ্জয় ভাগ্নেয় তারক প্রাণাধিক।।
বিশ্বাস যাদব চন্দ্র সাধু শুদ্ধমতি।
তাহার লোহার গাতী গ্রামেতে বসতি।।
দুই যাদবের এই রচনার প্রীতি।
সকৌতুকে পরিশ্রম করিয়াছে অতি।।
যাদব বিশ্বাস হয় এ গ্রন্থ লেখক।
মল্লিক লেখায় তাঁরে হইয়া পাঠক।।
লেখক যাদব ইনি পর উপকারী।
বহুদিন লেখে গ্রন্থ কার্য ত্যাগ করি।।
দলিল লিখিতে নাহি মোহরানা লয়।
দরিদ্রের পিতৃতুল্য দয়ার্দ্র হৃদয়।।
দেশের প্রধান ব্যাক্তি শালিসী করয়।

সুবিচার করে কারু ঘুষ নাহি খায়।।
একদিন স্বজাতির সমাজে গেলেন।
কৌলীন্য মর্যাদা পাঁচ টাকা পাইলেন।।
মান্য পেয়ে পরে টাকা ফিরাইয়া দিল।
কোন ক্রমে দাতারা সে টাকা নাহি নিল।।
দায় ঠেকে টাকা লয়ে এল নিজালয়।
গ্রাম্য বারোয়ারী কালী পূজাতে লাগায়।।
নিজের চাঁদার টাকা অগ্রে তাহা দিল।
আরো সেই পাঁচ টাকা সবে সমর্পিলা।।
বলে এই টাকা নিলে মহা পাপ হয়।
এই ভয় নিমন্ত্রণ খাইতে না যায়।।
এইরূপ শুদ্ধ শান্ত পুরুষ রতন।।
এই রচনার তার বড়ই যতন।
এই গ্রন্থ লেখার কালে মকর্দমা ছিল।
টাকা জন্য বাড়ী যা'বে তারকে জানাল।।
তারক বলিল ধর এই টাকা লও।
ফিরায়ে নিব না টাকা অদ্য হেথা রও।।
শুনিয়া যাদব অধোবদনে রহিল।
বাক্য নাহি অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল।।
অর্থ দিবে এই ভয় লুকাইয়া গেল।
যাদব মল্লিক গিয়া খুঁজিয়া ধরিল।।
বলে এই ভাগবত করিব লিখন।
কর্তা মোরে অর্থ সাধে কিসের কারণ।।
স্নান না করিব আমি জল না খাইব।
অনাহারে আমি ছার জীবন ত্যজিব।।
তারক যাদব পরে বহু বুঝাইল।
নিবৃত্ত হইল কিন্তু মনে দুঃখ র'ল।।
এই প্রেমে মাতিয়াছে মত্ত মাতোয়াল।
দীনজনে দয়া করে পরম দয়াল।।
আরো কত জন মাতে আইচ পাড়ায়।
মাতোয়ারা রাজেন্দ্র আইচ মহাশয়।।
মহামান্য যুধিষ্ঠির বিশ্বাস সুজন।
তস্য পুত্র রজনী বিশ্বাস মত্ত হন।।
রাজেন্দ্র চিকিৎসা করে অর্থ নাহি লয়।
এবে কিছু কিছু লয় তারক আজ্ঞায়।।
হরিবর সরকার পূর্বেতে লিখিত।
লেখক যাদব হ'ন তস্য বংশজাত।।
হরিবর যাদবের হন খুল্লতাত।
পুনর্বার এই গ্রন্থ তার করাঙ্কিত।।
বর্ণশুদ্ধি সংশোধক এই হরিবর।
বহু পরিশ্রম করি লিখে চারিবার।।
জয় জয় গৌরচন্দ্র রূপ হরিশ্চন্দ্র।
জয় জয় হরিচাঁদ রূপ গুরুচন্দ্র।।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু রূপ মহানন্দ।
জয় জয়াদ্বৈত শক্তি শ্রীগোলোকচন্দ্র।।
সবাকার আজ্ঞাবহ দাস এ তারক।
লীলামৃত গ্রন্থ লিখিবারে অপারক।।
দশরথ গোলোকের আজ্ঞা শিরোধার্য।
কলিকল্পতরু গ্রন্থ শেষ লীলা পূজ্য।।
আদেশে এ দাস এই গ্রন্থ বিরচিল।
হরিচাঁদ প্রীতে সবে হরি হরি বল।।
প্রভুর কৃপায় গ্রন্থ হ'ল সমাপন।
হরিচাঁদ প্রীতে হরি বল সর্ব্বজন ।।

সমাপ্ত

মতুয়া বার্তা

শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

মতুয়া বার্তা